সঙ্ক্ষিপ্ত ভারত।

শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।
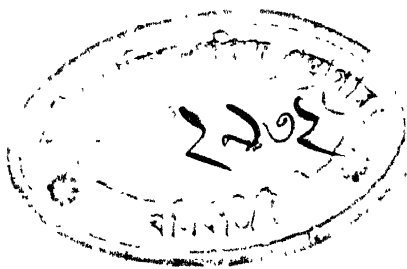
কলিকাতা।

যোড়াসাঁকো : শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, ৭ নং ভবনে জোতিষপ্রকাশ-যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল-দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯০ সাল।

সূচীপত্র।

আদিপর্ব্ব।

সভাপর্ব্ব।

বনপৰ্ব্ব।

বিরাটপৰ্ব্ব।

উদ্যোগপৰ্ব্ব।

ভীষ্মপর্ব্ব।

দ্রোণপর্ব্ব।

কর্ণপর্ব্ব।

শল্যপর্ব্ব ।

সৌপ্তিকপর্ব্ব ।

স্ত্রীপর্ব্ব ।

শান্তিপর্ব্ব ।

অনুশাসনপর্ব্ব ।

আশ্বমেধিকপর্ব্ব।

আশ্রমবাসিকপর্ব্ব।

মৌসলপর্ব্ব।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব।

স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

সমাপ্ত।

শুদ্ধাশুদ্ধি পত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি।
কোবিদ্‌গণের	কোবিদগণের	ভূমিকা	১০
শ্যামলত্বা	শ্যামলত্ব বা শ্যামলতা	৮	১৫
আরেহাণ	আরোহণ	ঐ	২৫
গিরনিদী	গিরিনদী	৯৯	৪
রক্ষরাজ্যে	রক্ষোরাজ্যে	৯৯	২১
চিত্রাঙ্গ	চিত্রাশ্ব	১০১	৮
সংসপ্তক	সংশপ্তক	১৭২	২
ইহার	ইহাই	১৯০	৯
দ্বারদেষে	দ্বারদেশে	২৩৫	২১
ও	ও	২৬৩	৪
ও	ঐ	২৭৪	৩
দর্শনে	দর্শনান্তে	২৯২	১
তেদ্দ্	০	ঐ	২৭
মিথ্যবাক্য	মিথ্যাবাক্য	ঐ	২৩

এতদ্ভিন্ন আরও দুই চারিটি ভ্রমাত্মক পদ পরিদৃষ্ট হইতেও পারে, সেগুলি সংশোধন করিবার ভার পাঠকগণের অনুগ্রহের উপর অর্পণ করা গেল।

ভূমিকা।

এই সংক্ষিপ্ত ভারত মহাভারত গ্রন্থের স্থূলবিবরণ বা তাৎপর্য্যমাত্র। মহাভারতোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনা, উপাখ্যান, দেশীয় আচারব্যবহার ও রীতিনীতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই ইহাতে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এদেশে সাধারণতঃ ভারতগ্রন্থ অতি আমোদের ও আদরের সামগ্রী। মনোযোগপূর্ব্বক ইহা পাঠ ও অবগাহন করিতে পারিলে, ইহা হইতে প্রচুর শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ হয়। এতাদৃশ জ্ঞানপ্রদ গ্রন্থের বিবিধ প্রকারে প্রচার ও আলোচনা অতীব প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলোৎপাদক। অস্মদ্দেশে আপামর সাধারণ লোকেরই ইহার মর্ম্মগ্রহণোৎসুক হইয়া কথকাদিদ্বারা যে প্রকারে ইহা শ্রবণ করেন, বস্তুতঃ তাহা কোন কাযকরই নয়। অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভাসম্পন্ন মহর্ষি ব্যাসাদি ও অন্যান্য পুরাতন সংস্কৃত কবিগণের কাব্যাদির রসামৃত আস্বাদন ও হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে, রীতিপূর্ব্বক নিয়মিতরূপে অধ্যাপক ও উপযুক্ত শিক্ষকদিগদ্বারা প্রতিদিবস তাহা অধ্যয়ন করা অত্যাবশ্যক। মহাভারতগ্রন্থ বৃহৎ ও কূটার্থপূর্ণ। অধুনা ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় প্রভৃতি অনেকানেক বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী মহাত্মারা মূল মহাভারত ভাষান্তরিত করিয়া সাধারণের উপকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু জ্ঞানলাভের উপযোগী কোন বিস্তৃত গ্রন্থ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে যদি তাহার সংক্ষিপ্ত ভাব হৃদয়ে নিহিত থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যে বিশেষ উপকার সংঘটিত হয়, তাহা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। আবার যদিও স্বর্গীয় কাশীরামদাস মহাশয় এই কবিতা-রস-প্রিয় দেশে ভারতনীতি ও ভারতশিক্ষাদির বিস্তারোদ্দেশে সংক্ষেপে একখানি পদ্যময় ভারতগ্রন্থ বিরচন করিয়া পূর্ব্বোক্ত অভাব অনেকাংশে মোচন করিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, তাহা মহাভারত গ্রন্থ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত; কেননা, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার কিয়দংশ স্বকপোলকল্পিত কতক বা অন্যান্য

পুরাণ হইতে উদ্ধৃত ও সংযোজিত এবং অনেক স্থলেই মূল মহাভারতের বহু অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে; সুতরাং তাহাতে ভারত পাঠের প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হওয়া সুদূরপরাহত বলিয়া বিশ্বাস হয়।

যাহা হউক, এই সকল অনুধাবন করিয়া মহাভারতের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক একখানি গ্রন্থপ্রকাশে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মে। উল্লিখিত অবস্থায় ঐরূপ গ্রন্থপ্রকাশের উপকারিতা বোধ করি, কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাল্যকাল শিক্ষার উপযোগী সময়। এসময়ে চিত্তক্ষেত্রে যেরূপ শিক্ষার বীজ বপিত হইবে, পরিণামে তাহার তাদৃশ সুখদ বা বিষময় ফল উৎপন্ন হইবেই হইবে। জগতে যে যে পথের পথিক, মহাভারতের নীতিসকল তাহাকে সেই পথের দোষগুণসমূহ পরিস্ফুটরূপে দেখাইয়া দেন; এই জন্যই পণ্ডিতেরা তাহার এতাধিক আদর ও সেই সকল নীতি অবলম্বন ও তাহার সার সংগ্রহপূর্ব্বক স্বতন্ত্র এক একখানি ক্ষুদ্র পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়া বিদ্যালয়স্থ ছাত্রসমূহকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। অতএব যদি এরূপ সময়ে একেবারে মহাভারতোক্ত যাবতীয় বিষয় ও যাবতীয় ভাবাদি সমন্বিত একখানি সংক্ষিপ্ত ভারত প্রচারিত হয়, তাহা হইলে তাহা কি সাধারণের নিকট সমাদরণীয় না হইতে পারে? বিশেষতঃ ইহা যখন সামাজিক, বৈষয়িক ও সাহিত্যাদি সর্ব্বপ্রকার উচ্চ শিক্ষার সহায়ক, সুরুচিকর এবং চরিত্র সংগঠনের একটী প্রধান ও অনিবার্য্য উপায়স্বরূপ, তখন কেনই বা ইহা সর্ব্বসাধারণের নিকট সমাদৃত না হইবে? জনসমাজে কুপ্রবৃত্তির অপ্রতিহত বেগ কেবল শাস্ত্রনীতিদ্বারাই বিমুখ করা যাইতে পারে। অধুনা ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর অপরাপর যাবতীয় সুসভ্য দেশে কেবল এইজন্যই প্রথম হইতে শিশুসন্তানদিগকে তাহাদের স্বজাতীয় ধর্ম্মনীতিশিক্ষোপযোগী ধর্ম্মগ্রন্থসকল শিক্ষা দেওয়া হয় এবং কেবল এই নিমিত্তই তত্তদ্দেশের শ্রীবৃদ্ধিও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভারতবাসীরাও যদি ঐ সকল মহাজনপ্রদর্শিত গম্যপথে গমন করিয়া স্বদেশীয় শিক্ষাদির উন্নতিসাধনে তৎপর হন, তবে তাঁহাদিগকেও কখনই আত্মপ্রসাদে বঞ্চিত হইতে হইবে না।

হিন্দুদিগের ভারতগ্রন্থ ত্রিলোকপূজ্য; বিশেষতঃ যখন বিদেশেও ইহার সবিশেষ আদর দেখিতে পাওয়া যায়, তখন হিন্দুসন্তানেরা যে ইহার বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকে, ইহা অতি শোচনীয় ও লজ্জার বিষয় বলিতে হইবে। আমি একণে অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগকেও উহার শিক্ষা দানের সুবিধার্থ বহুযত্নে এই সংক্ষিপ্ত ভারত সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিলাম। যদি আমার বাসনানুরূপ দেশহিতৈষী বিবুধমণ্ডলী, বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী অভিভাবকসকল এবং বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষগণ একবার ইহার প্রতি প্রীতিনয়নে কটাক্ষ দান করেন, তবেই আমার যাবতীয় চেষ্টা ও পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ ধর ও আমার বাল্যসখা শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দাস মহাশয়দিগের উৎসাহে ও সিকদারপাড়ানিবাসী সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু চৈতন্যচরণ মল্লিক ও তদীয়ানুজ শ্রীমান্ লক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক মহাশয়দিগের চেষ্টা ও অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক প্রকাশিত করিয়া সাধারণের উৎসাহ লাভের প্রতীক্ষায় রহিলাম; যদি আমার এই পুস্তক বিদ্বজ্জনসমাজে আদরণীয় হয়, তাহা হইলে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণসময়ে ইহাতে কতিপয় চিত্রও সন্নিবেশিত করিব এবং এইবারে বিবিধ বিঘ্নবিপত্তির মধ্যগত হইয়া সত্বর কার্য্যসমাধা করিতে হইয়াছে বলিয়া, পুস্তকমধ্যে যে কিছু ভ্রমপ্রমাদ পরিদৃষ্ট হইবে, তাহাও তখন সংশোধন করিয়া দিতে ক্রটী করিব না।

কলিকাতা।
সন ১২৮০ সাল,
১৫ই চৈত্র।

নিমায়বশত
শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়।
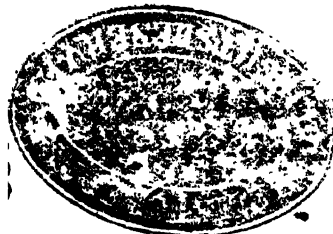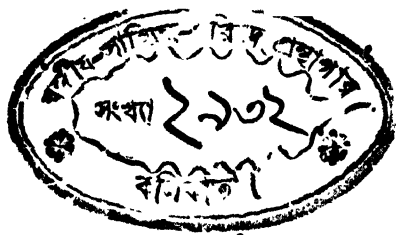
সংক্ষিপ্ত ভারত।

আদিপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

অনুক্রমণিকা।

নারায়ণ, নরোত্তম নর এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

একদা নৈমিষারণ্যনিবাসী মুনিগণ সূতপুত্র সৌতিকে সমাগত দেখিয়া বহুশিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক নানাকথাপ্রসঙ্গে পরাশরনন্দন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-বিরচিত মহাভারতের অতি পুণ্যময় বিচিত্র রহস্য-কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সৌতি তাঁহাদিগকে সেই আখ্যান সবিস্তরে কহিয়াছিলেন। সত্যবতীতনয় ব্যাসদেব নানাশাস্ত্রের সারসঙ্কলন করিয়া ভারত রচনা করত, কিরূপে সেই ইতিহাস শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে ছিলেন, এমন সময়ে হিরণ্যগর্ভ তথায় উপস্থিত হইয়া, গণেশের দ্বারা ঐ অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়া লইতে আদেশ করিলেন। অনন্তর সিদ্ধিদাতা গণপতি তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, যদি লিখিবার সময় আমার লেখনীকে বিশ্রাম করিতে না হয়, তাহা হইলে আমি বেদচতুষ্টয় ও সর্ব্বশাস্ত্রের সারোদ্ধৃত সেই মহাগ্রন্থ লিখিতে সম্মত আছি। ব্যাসদেব তাঁহার বাক্যে স্বীকৃত হইয়া কহিলেন যে, আপনিও কিন্তু আমার রচিত শ্লোকের কূটার্থ সকল সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম

না করিয়া তাহা লিখিতে পারিবেন না। উভয়ের মধ্যে এইরূপ অবধারিত হইলে, মহর্ষি বাদরায়ণ মহাভারতের শ্লোক সকল রচনা করিয়া তাহা মৌখিক বিবৃত করিতে লাগিলেন এবং শ্রুতমাত্র তৎক্ষণাৎ গণেশ উহা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই ভারতাখ্যানে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধকৌশল, সংসার ও যোগমার্গ প্রভৃতি সাংসারিক যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়েরই উল্লেখ আছে। এইজন্য ইহা মানবগণের পক্ষে অনন্য অবলম্বনস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা যেমন সাংসারিক জীবগণের, তেমনি মুমুক্ষু যোগিগণেরও আশ্রয়স্থল। পরম পবিত্র হরিনামামৃতপ্রসঙ্গে ইহা পরিপূর্ণ। সেই জন্যই ঋষিগণ এই বিষয় সূতকে জিজ্ঞাসা করাতে, পরম প্রাজ্ঞ সূত নমস্ত ঋষিদিগকে ভারত-কথা কহিয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালে ভৃগুনামে প্রজাপতি ব্রহ্মার এক মানস পুত্র, পুলোমানাম্নী নিজ পরিণীতা ভার্য্যাকে গর্ব্ভাবস্থায় গৃহে রাখিয়া একদা কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছিলেন; এই সুযোগে এক দৈত্য ঐ কামিনীর প্রতি নিতান্ত আসক্তচিত্ত হইয়া তাঁহাকে হরণ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্রভাবে তদীয় গৃহে প্রবেশ করিল। ঐ কামিনীর পিতা পূর্ব্বে ঐ দৈত্যকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই বাগ্‌দত্তা কন্যা তাহাকে সম্প্রদান না করিয়া স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করত যোগ্যপাত্র বিবেচনায় ভৃগুমুনিকে দান করেন; সুতরাং বাক্‌দানের পর বঞ্চিত হওয়াতে সেই দৈত্য যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়াছিল। এক্ষণে সে সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে হরণ করিতে সমুৎসুক হইল। তৎকালে ভগবান্ অগ্নি ঐ গৃহে ছিলেন। দৈত্য তাঁহাকে দেখিয়া ঐ কন্যার পিতৃকৃত অযথাভূত কর্ম্ম বিজ্ঞাপিত ও তদ্বিষয়ে মধ্যস্থ হইতে বলিলে তিনি মুনিশাপের ভয়সত্ত্বেও সত্যের অনুরোধে ঐ দৈত্যবাক্যেরই পরিপোষক হইয়াছিলেন। দুরাত্মার এই অসদৃশ পরস্ত্রীহরণের আশয় বুঝিয়া পুলোমা ভয়ভীত হইয়া বাতবিকম্পিত তরুর ন্যায় কম্পিত কলেবরে নিরুপায়ে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভ হইতে সদ্য সদ্যই এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। সেই শিশু ক্রোধে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় ও প্রলয়-

কালীন দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় প্রজ্জলিত হইয়া তাহাকে ভস্মীভূত করিল। ভৃগুমুনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া এই সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন এবং অগ্নির প্রতি জাতক্রোধ হইয়া তাঁহাকে "সর্ব্বভুক্ হও" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন। তখন অভিশপ্ত অগ্নি মুনিকে কহিতে লাগিলেন, মুনিবর! যাহা সত্য বলিয়া জানিতাম, দৈত্যকে তাহাই কহিয়াছিলাম। জানিয়া-শুনিয়া অথবা সাক্ষী হইয়া যে মিথ্যা কহে, তাহার ইহকালে কীর্ত্তিহানি ও পরকালে মাতৃপিতৃকুলের ঊর্দ্ধাধঃ সপ্তম পুরুষ লইয়া নিরয়ভোগ হইয়া থাকে। মহাভাগ! আমাতে আহুতি প্রদান করিলে, দেবতারা সকলেই তাহাতে পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিয়া থাকেন। আমি দেবগণের মুখ-স্বরূপ; অতএব আমাকে অভিসম্পাত করা তোমার নিতান্তই গর্হিত হইয়াছে। জাতবেদা অগ্নি এই বলিয়া অভিমান বশতঃ ব্রহ্মাণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। জীবগণ অগ্নির অভাবে তখন সাতিশয় ক্লেশ পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবতারা আমূলতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর প্রজাপতি, হুতাশনকে মধুর-বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হুতাশন! মুনিশাপে ভীত বা দুঃখিত হইও না। আমার বরে অদ্যাবধি তুমি সর্ব্বশুচি হইবে এবং তোমার স্পর্শে সমগ্র জগৎ পরিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ হইবে। তুমি সকলের সাক্ষিস্বরূপ ও পাপবিধ্বংসী হইবে। তুমি শিখা বিস্তার করিলে পর, তোমার মুখে হুত গ্রহণ করিয়া দেবগণ পরিতৃপ্ত হইবেন। তুমি ব্রহ্মবাক্য রক্ষা কর। লোকপাবন অগ্নি, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার এই বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া, পূর্ব্ববৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মুনিগণ! ঐ ভৃগুর পুত্র চ্যবন, চ্যবনের পুত্র প্রমতি এবং প্রমতির পুত্র রুরু। রুরু নিজ পত্নীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হওয়াতে স্বকীয় অর্দ্ধ পর-মায়ু দান করিয়া তাঁহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তদবধি নাগগণের প্রতি তাঁহার অপরিসীম বিদ্বেষভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল। তিনি সেই বিদ্বেষ ও তাহাদিগের প্রতি প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক সর্পবিনাশ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি এক নিবিড় কান্তারমধ্যে এক ডুণ্ডুভ সর্পের প্রতি আঘাত করিবার নিমিত্ত

দণ্ডোত্তোলন করিলে সে, মনুষ্য স্বরে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিবারণ করিয়া অহিংস্রক জনের প্রতি হিংসা করা মহাপাপ বলিয়া বিবিধ সদুপদেশ দান করিতে লাগিল। রুরু, পরিচয়ে তাহাকে প্রকৃত মুনি-তনয় বলিয়া বিদিত হইলেন। ঐ মুনিকুমার ভাবী ফল না জানিয়া এক দিবস পরিহাসচ্ছলে খগমনামক তাহার এক সখাকে তাল-পত্র-বিনির্ম্মিত কৃত্রিম সর্প দেখাইয়া মূর্চ্ছিত করিয়াছিল। ঋষিতনয় খগম তাঁহাকে সেই অপরাধে হীনজাতীয় সর্প হইবার অভিসম্পাত করিয়া রুরুর দর্শনান্তে তাহার মুক্তিলাভ হইবে বলিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ অভিশপ্ত নাগ স্বীয় শাপবিমুক্তির নির্দ্দিষ্টকাল উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়া রুরুকে কহিল, রুরো! তুমি এক্ষণে পাপরূপ হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ কর। অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণেরা কখনই জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইবেন না। বেদে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, তাঁহারা সর্ব্ব-শাস্ত্রবিশারদ, শান্ত, সত্যবাদী, ক্ষমাপর ও সর্ব্বজীবের অভয়প্রদ হই-বেন। দণ্ডধারণ পূর্ব্বক প্রজাপালন এবং জিগীষাবশতঃ উগ্রভাব আশ্রয় করিয়া জীবহিংসা প্রভৃতি ক্ষত্রিয়দিগেরই শোভা পায়। মহাত্মন্! তুমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়নীতি অবলম্বন করা তোমার অনুচিত ও ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য। দেখ, পাণ্ডুকুলোদ্ভব রাজা জনমেজয় পূর্ব্বে এক মহাসর্পসত্রানুষ্ঠান করিয়া নাগকুলের উচ্ছেদসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, মহামনা পরম কৃপালু আস্তিক মুনি উহাদের প্রতি কৃপাপরতন্ত্র ও স্নেহপ্রবণ হইয়া সর্পকুল রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সময়াভাবে আমি সে কথা তোমাকে বর্ণনে অসমর্থ হইলাম, জানিতে কৌতূহল হইলে, মুনিগণের নিকট অবগত হইতে পারিবে।

শাপভ্রষ্ট সর্পরূপী সহস্রপাদ, নিজ ভাস্বরমূর্ত্তি পুনঃপরিগ্রহ করিয়া প্রস্থান করিলে, রুরু অতি চমৎকৃত হইয়া নিজ পিতা প্রমতিকে সেই সর্পসত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমতি কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে যাযাবর বংশে জরৎকারু নামে এক পরম যোগী মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিতেন। একদা কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, কতিপয় ব্যক্তি এক আবর্ত্তের প্রান্তস্থ

মূষিক-ছিন্ন-মূল উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধপাদ ও অধোমস্তকে লম্বমান রহিয়াছেন। জরৎকারু এই রহস্য প্রত্যক্ষ করিয়া কৃপাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে! তোমরা কে? ফলভারাবনত বৃক্ষের ন্যায় কি নিমিত্ত বা এখানে লম্বমান্ রহিয়াছ? অনন্তর সেই পিতৃগণ কহিলেন, বৎস! আমরা প্রেত; পূর্ব্বে যাযাবর নামে ঋষি ছিলাম। এক্ষণে বংশ ক্ষয় হইতেছে বলিয়া ক্রমশঃ অধঃপতিত হইতেছি। জরৎকারু নামে এক দুর্ম্মতি আমাদের বংশে বিদ্যমান থাকিতেও আমাদিগকে অনাথ ও দুষ্কৃতকর্ম্মার ন্যায় অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে! বৎস! সেই তাপস কৃতদার হইয়া বংশ বিস্তার না করিলে আমাদের নিষ্কৃতির উপায়ান্তর নাই। বংশবিস্তৃতি বিহনে আমাদিগকে এই গর্ত্তরূপ মহাতমসাচ্ছন্ন সংসারে সত্বরেই নিপতিত হইতে হইবে। বৎস! কুলরক্ষা পাইলে যাদৃশ সদ্গতিসম্পন্ন হয়, ধর্ম্মকর্ম্মদ্বারা সেরূপ কখনই হইতে পারে না। অনন্তর জরৎকারু তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন যে, এক্ষণে আমি আপনাদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত দারপরিগ্রহে সম্মত হইলাম। আমি সম্ভোগার্থ উদ্বাহ কিম্বা জীবিকার্থ অর্থোপার্জ্জন করি না; কেবল কর্ত্তব্যানুরোধেই কার্য্য করিয়া থাকি। যাহাহউক, হে পিতৃগণ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি স্বসমনাম্নী অযাচিতা কন্যা প্রাপ্ত হই, তাহাহইলে তাহাকে গ্রহণ ও তৎসহবাসে অপত্য লাভ করিয়া আপনাদের উদ্ধার সাধন করিব, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। জরৎকারু এই বলিয়া গার্হস্থ্য আশ্রম আশ্রয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, পত্নীলাভেচ্ছায় পৃথিবী পর্য্যটনের মানস করিলেন, এবং সত্বর তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিখিল মহীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এদিকে দক্ষমুনির কন্যা কদ্রু ও বিনতা পুত্রলাভের বাসনায় স্বামী কশ্যপের সেবা করিয়া অভিলষিত বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে কদ্রু সহস্র প্রচণ্ড বিষধর নাগ এবং বিনতা অরুণ ও গরুড় নামক দুইটী পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করেন। কনিষ্ঠা কদ্রু প্রথমে সহস্র সন্তান লাভ করিল দেখিয়া, বিনতা ঈর্ষাধিক্যবশতঃ প্রসূত অপক্ক একটী ডিম্ব ভগ্ন করেন। ঐ ভগ্ন ডিম্ব হইতে অর্দ্ধকায় অরুণ বিনির্গত হইয়া, কোপকষায়িতলোচনে জননীকে তিরস্কার ও শাপ প্রদান করিয়া কহিলেন যে, তুমি কনিষ্ঠার প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া অকালে ডিম্ব নষ্ট করতঃ আমাকে যে অপূর্ণ-দেহ করিলে, সেই জন্য তোমাকে উহার দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে। অনন্তর, যদি তুমি তোমার অপর ডিম্ব বিনষ্ট না কর, তাহা হইলে সহস্রবৎসরান্তে উহা হইতে এক মহাবীর জন্মগ্রহণ করিয়া তোমার দাস্যবৃত্তি বিমোচন করিবেন। এই অরুণই সূর্য্যদেবের সারথি হইয়াছিলেন।

জননীকে শাপ প্রদান করিয়া অরুণ প্রস্থান করিলে পর, একদা কদ্রু ও বিনতা সাগরসম্ভব উচ্চৈঃশ্রবানামক এক শ্বেতবর্ণ অশ্ব দেখিতে বাসনা করিল। এই অশ্ব হইতেই জননীর প্রতি অরুণের শাপ সিদ্ধ হইয়াছিল। হে মুনিগণ! সমুদ্রমন্থন সময়ে যে প্রকারে ঐ ঘোটক এবং অমৃতাদি উৎপন্ন হইয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর।

পুরাকালে অমৃতপানদ্বারা দেবগণকে অমর করিবার বাসনায় ভগবান্ বিষ্ণু উহা আহরণার্থ দেবগণকে নিয়োগ করেন। অনন্তর দেবাসুরে মিলিত হইয়া কূর্ম্মপৃষ্ঠে মন্দরপর্ব্বত স্থাপন করিলেন। তখন অম্বুনিধি মধ্যে উহাই মন্থানদণ্ড হইয়াছিল। অনন্তর বাসুকি নামক নগাধিরাজকে রজ্জুরূপে কল্পনা করিয়া সাগর মথিত হইতে লাগিল। এই সময়ে পর্ব্বত-ঘর্ষণ ও নাগনিঃশ্বাসে ধূমপুঞ্জ একত্রিত হইয়া মেঘরূপে গগণমণ্ডল-সমাচ্ছন্ন করিয়া বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। সুরগণ ঐ নাগ-রজ্জুর পুচ্ছদেশে ও অসুরগণ তাহার সম্মুখসীমায় থাকাতে সেই দৈত্যদিগকে

উহার বিষাগ্নিতে দগ্ধীভূত ও নিস্তেজ হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, পুনঃ পুনঃ এইরূপে সিন্ধু মথিত হইলে, দ্বিজরাজ সোম, শুক্লবর্ণ চতুর্দ্দন্ত ঐরাবত নামক হস্তী, তদনন্তর মহদ্দ্যুতি কৌস্তুভমণি এবং বায়ুগামী উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব উত্থিত হইয়াছিল। অনন্তর সর্ব্বজনভয়াবহ সেই অগাধ অম্ভোরাশি হইতে লক্ষ্মী, সুরা ও ঘৃতাদি উৎপন্ন হইলে, পরিশেষে ধন্বন্তরি-অমৃতকলস হস্তে আবির্ভূত হইলেন। তখন সুরাসুরগণ সেই সমস্ত সিন্ধুজাত দ্রব্য সকল বিভাগ করিয়া লইলেন এবং লোভপরতন্ত্র হইয়া আরও অধিক রত্ন লাভের প্রত্যাশায় পুনরায় সেই সমুদ্র মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। সরিৎপতির তাহা নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে তাহা হইতে কালকূটগরল উৎপন্ন হইয়া, তেজোদ্বারা ত্রিভুবন যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন দেবগণের অনুরোধে দেবাদিদেব মহাদেব সেই হলাহল তৎক্ষণাৎ পান করিয়া লোক রক্ষা করিলেন। সেই বিষ উদরস্থ না হইয়া কণ্ঠস্থ হওয়াতে তাঁহার নাম নীলকণ্ঠ হইল।

দেবাসুরের শ্রমার্জ্জিত রত্ন সকল কেবল দেবগণকেই উপভোগ করিতে দেখিয়া অসুরেরা নিতান্ত কুপিত হইল এবং অমৃতলাভেচ্ছায় তাঁহাদের সহিত ভয়ঙ্কর কলহ আরম্ভ করিল। তখন ভগবান্ বিষ্ণু মোহিনীমায়া আশ্রয় করিয়া নারীরূপে দৈত্যদিগকে মুগ্ধ করিলেন এবং সেই অমৃত লইয়া দেবতাদিগকে পান করাইলেন। এই কারণে অসুরেরা দেবদ্বেষ্টা হইয়াছিল। তাহারা দেবগণ অপেক্ষা সহস্রগুণ বলবান্ হইলেও সুধারসে বঞ্চিত হওয়াতেই তাঁহাদিগের নিকট নিরন্তর পরাজিত হইয়া থাকে। দেবতারা যখন অমৃত পান করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাহু নামে এক দানব দেবরূপ ধারণ করত অমৃত পান করিয়াছিল; কিন্তু সেই অমৃত তাহার উদরস্থ হইতে পারে নাই; কারণ অমৃত তাহার গলাধঃকৃত না হইতে হইতেই দিবাকর এবং নিশাকর উহা জানিতে পারিয়া ভগবান নারায়ণের নিকট ঐ গূঢ় রহস্য বিজ্ঞাপন করিলেন। ভগবান্ অপ্রমেয়াত্মা চক্রপাণিও স্বীয় সুদর্শন চক্রের দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। তদবধি উহার আস্যদেশ রাহু ও কবন্ধকলেবর কেতুনামে অভিহিত হইয়া থাকে। অমৃত পান করাতে সেই দুরাত্মার প্রাণান্ত

হয় নাই। সুতরাং সেই রাহুমুখ, চন্দ্র ও সূর্য্যের বিদ্বেষ্টা হইয়া মধ্যে মধ্যে অদ্যাপি তাঁহাদিগকে আক্রমণ ও গ্রাস করিয়া থাকে। লোকে তাহাকেই গ্রহণ বলে। অনন্তর কেশব সমুদয় দৈত্যগণকে পরাস্ত ও তাহাদিগকে পাতালতলে বিতাড়িত করিলেন।

যাহাহউক, সৈন্ধবাশ্ব উচ্চৈঃশ্রবাঃ সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ ছিল; কিন্তু কদ্রু ভ্রমবশতঃ উহার পুচ্ছদেশ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ব্যক্ত করাতে বিনতার সহিত এই পণ অবধারিত হইল যে, যদি সত্যই উহার পুচ্ছলোম কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহা হইলে বিনতা তাহার এবং শুক্লবর্ণ হইলে কদ্রু বিনতার দাসী বলিয়া পরিগণিত হইবে। উভয়ে এইরূপ পণ অবধারণ করত পর দিবস অশ্বদর্শনের মানস করিয়া রহিলেন। এমন সময়ে কদ্রু কোনমতে জানিতে পারিলেন যে, বাস্তবিকই ঐ অশ্বের পুচ্ছদেশ শুক্লবর্ণ। তখন তিনি ভীত হইয়া বিনতাকে ছলক্রমে জয় করিবার নিমিত্ত নিজ পুত্র নাগগণকে আদেশ করিলেন যে, যখন আমি বিনতার সহিত উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখিতে গমন করিব, তৎকালে তোমরা তাহার পুচ্ছদেশে লম্বমান থাকিয়া সেই পুচ্ছের শ্যামলত্বা সম্পাদন করিবে। জননীর কৌটিল্য দর্শনে নাগগণ সম্মত হইল না। তখন কদ্রু ক্রোধবশে তাহাদিগকে জনমেজয় রাজার ভাবী সর্পযজ্ঞে দগ্ধ হইবার অভিসম্পাত প্রদান করিল। নাগগণ জননীর সেই অভিসম্পাতভয়ে ভীত হইয়া অগত্যা তদীয় আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত ঐ উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছে লম্বমান হইল। পরদিবস এই ব্যাপার দর্শনে বিনতাকে পণ-পরাস্ত হইতে ও কদ্রুর নিকট দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এইরূপে সহস্র বৎসর বিগত হইলে বিনতার অপর ডিম্ব হইতে মহাবীর দীর্ঘকায় এবং দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ গরুড় জন্মগ্রহণ করিয়া তদীয় অসাধারণ বীর্য্যবলে ত্রিভুবন কম্পিত করিয়াছিল। গরুড় মাতৃসন্নিধানে গমন করিবামাত্র নাগগণ নিজ জননীর সহিত তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক নানা রমণীয় স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে নাগগণ পুনঃপুনঃ সেই বিহঙ্গরাজ গরুড়ের প্রতি দাসের ন্যায় ব্যবহার করাতে, তিনি একদা দুঃখিতান্তঃকরণে স্বীয় জননীর নিকট উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; এবং জননীর মুখে তত্তাবৎ অবগত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত

করিবার জন্য কদ্রুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! আপনার অভিলষিত কোন্ বস্তু সংগ্রহ করিলে আমার মাতার দাসীত্ব বিমোচিত হইবে? কদ্রু কহিলেন, বৎস! যদি তুমি নাগগণকে অমৃত দান করিতে পার, তবেই তোমার মাতা আমার দাসীবৃত্তি হইতে মুক্ত হইবেন। অনন্তর গরুড় স্বীয় জননীর অনুমতি লইয়া অমৃতাহরণের নিমিত্ত সত্বর স্বর্লোকাভিমুখে গমন করিলেন। গমনকালে পথে ক্ষুধায় কাতর হইয়া তিনি মাতৃনির্দ্দিষ্ট নিষাদদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। শত শত নিষাদ ভক্ষণেও তাঁহার তৃপ্তি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল না। অবশেষে পিতা কশ্যপের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি ক্ষুৎপিপাসায় নিরতিশয় কাতর হইয়া তাঁহার নিকট ভক্ষ্য প্রার্থনা করিলেন। তখন মহাত্মা কশ্যপ কহিলেন, বৎস! বিশ্বাবসু ও সুপ্রতীক নামে দুই সহোদর ধনের নিমিত্ত পরস্পর বিরোধ করিয়া উভয়ে উভয়ের শাপপ্রভাবে গজ ও কচ্ছপরূপে দেবীবরনামক বনমধ্যে দেবীবরনামক সরোবরে অবস্থানপূর্ব্বক নিরন্তর বিবাদ করিতেছে। বৎস! ভ্রাতৃভেদ হইলে সকলেরই পরিণামে এতাদৃশ বিবিধ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে; অতএব এক্ষণে তুমি ত্বরায় তাহাদিগকে আত্মসাৎ-পূর্ব্বক উদরপূর্ত্তি কর। তখন মহামনা গরুড় পিতৃনির্দ্দিষ্ট গজকচ্ছপকে উদরসাৎ করিয়া অমৃতের নিমিত্ত চন্দ্রলোকে গমন করিলেন। দেবতারা তখন স্বর্গে নানাবিধ নিমিত্ত দর্শন করিয়া গরুড়ের আগমন বুঝিতে পারিলেন।

কাশ্যপেয় গরুড় প্রভৃত ক্ষমতাবান্ ও বলশালী দেবতা। পূর্ব্বকালে কোন সময়ে বালিখিল্য মুনিগণ গোষ্পদ পরিমাণ জলে নিমগ্ন ও তাহা হইতে উত্থিত হইতে অসমর্থ হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তদ্দৃষ্টে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদের প্রতি বিদ্রূপপ্রকাশপূর্ব্বক অবজ্ঞাসূচক হাস্য করিয়াছিলেন। তপোবলসম্পন্ন বালিখিল্য মুনিগণ তাহাতে নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া পুরন্দর অপেক্ষা প্রভূত বলসম্পন্ন অপর কোন মহেন্দ্রকে সৃষ্টি করিবার বাসনায় দীর্ঘকালব্যাপী এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পূর্ণাহুতি-প্রদানকালে কশ্যপ তাহা নিবারণ করিলেন। বালিখিল্যগণ সেই সময়ে কশ্যপকে বিষণ্ণমনে কহিলেন, মহাত্মন! ভবদীয় অনুরোধরক্ষার্থই আমা-

দিগের এই আয়াসকর যজ্ঞকার্য্যে বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত হইল এবং আমাদের সঙ্কল্পও বিনষ্ট হইল। কশ্যপ কহিলেন, মুনিগণ! কিছুমাত্র ব্যথিত হইও না। তোমাদের সঙ্কল্প কদাপি বিনষ্ট হইবার নহে। তোমাদিগের এই যজ্ঞফলে অপর ইন্দ্র সমুদ্ভূত না হইয়া ইন্দ্রাপেক্ষাও ক্ষমতাশালী মহাবীর বিহগরাজ গরুড় উৎপন্ন হইবেন। সেই মহাত্মা পতগেন্দ্রই মহেন্দ্রকে পরাজয় করিয়া তোমাদিগের প্রীতি সম্পাদন করিবেন। এই ঋষিগণের চেষ্টাতেই গরুড় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ব্রহ্মবাক্যানুসারে তিনি অমৃতের নিমিত্ত ত্রিদশালয়ে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ সহস্রাক্ষ পতগেশ্বরকে অমৃতাহরণের নিমিত্ত অমরাবতীতে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে দেবগণ যুদ্ধে পরাস্ত হইলে, অমিতপরাক্রম অরাতিকুলকৃতান্ত মধুসূদন তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম করিলেন। এই যুদ্ধে উভয়ে উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বরপ্রদান করিয়াছিলেন। গরুড়, জগন্নাথ বিষ্ণু অপেক্ষাও উচ্চস্থানে থাকিবার প্রার্থনা করাতে, দেবাদিদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বকীয় রথধ্বজে স্থান দান করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণুও প্রার্থনা করাতে গরুড় তাঁহার বাহন হইয়াছিলেন। বৃত্রবিত্রাসিত বাসব, সমরাঙ্গণে সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর স্বকীয় বজ্রাস্ত্র উদ্যত করিয়া গরুড়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বজ্র ব্রহ্ম-অস্থিবিরচিত। উহার তুল্য অব্যর্থ ও কঠিন প্রহরণ আর দ্বিতীয় কুত্রাপি নাই। কথিত আছে যে, দধিচীমুনির অস্থিতে সাক্ষাৎ অন্তকস্বরূপ ঐ অস্ত্র বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। শক্র, গরুড়নিধন মানসে সেই সর্ব্বনাশক অস্ত্রদ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিলেন। কিন্তু বীর্য্যবান্ গরুড় সেই অব্যাহত অস্ত্রানলে দগ্ধ হয়েন নাই। তিনি তৎকালে নির্ভীক ও অপ্রমত্ত থাকিয়া রণস্থলে অস্ত্রতেজ সহ্য করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণের বাক্য, সত্যের রক্ষা, সুরগণের মর্য্যাদা ও অস্ত্রের গৌরব সাফল্যের নিমিত্ত স্বকীয় অঙ্গ হইতে একটী সুন্দর পর্ণ অর্থাৎ পক্ষত্যাগ করিয়াছিলেন। গরুড়ের অত্যাশ্চর্য্য বীর্য্য ও অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে দেবগণ চমৎকৃত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। গরুড় সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম সুপর্ণ হইয়াছিল।

বিনতানন্দন সুপর্ণ, সংসারে অজেয় ও অবিনাশী ছিলেন। তিনি দেবগণকে সংগ্রামে পরাভব করিয়া সুধাকরের সহিত অমৃত গ্রহণ করিলেন। সৌহৃদ্যনিবন্ধন অরাতিনিসূদন শক্র, দুর্বৃত্ত নাগগণকে অমৃত দান করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু নাগদিগকে অমৃতদান ব্যতিরেকে মাতার দাসীত্ব বিমোচন ও স্বীয় সত্য রক্ষা করা হয় না, এজন্য তিনি দেবরাজের বাক্যে আস্থা করিয়াও সম্মত হইতে পারিলেন না। তখন ইন্দ্র তাঁহার অভিপ্রায় অনুভব করিয়া কহিলেন, সখে! আমরা উপায়দ্বারা মাতাকে দাস্য হইতে মুক্ত করিব। অনন্তর গরুড় ইন্দ্রের সহিত চক্রান্ত করত অমৃত লইয়া নাগগণকে প্রদান করিলে, উহারা সেই অমৃত কুশোপরি স্থাপনপূর্ব্বক স্নানার্থ নদীতীর্থে অবতীর্ণ হইল। ইত্যবসরে পুরন্দর প্রচ্ছন্নভাবে অমৃতভাণ্ড অপহরণ করত দূরে পলায়ন করিলেন। তখন নাগগণ হতবুদ্ধি হইয়া সেই অমৃত-স্থাপিত কুশসকল পরিলেহন করিতে লাগিল; তাহাতে তাহাদের জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। পতগেশ্বর এইরূপে ষড়যন্ত্র করিয়া অত্যদ্ভুত বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক জননীকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিলেন। তদবধি বরদাতা দেবগণের কৃপায় পন্নগেরা তাঁহার ভক্ষ্য হইয়াছিল; কেবল ধরাধর শেষ ও বাসুকির সহিত তাঁহার সৌহৃদ্যভাব ছিল। সর্পকুলে ইহাঁরাই পরম ধার্ম্মিক, দেবতাপ্রিয় এবং ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞাকারী ছিলেন। সুপর্ণ কস্মিন্‌কালেও ইহাঁদের কোন অনিষ্ট করেন নাই; ক্ষুধার উদ্রেকে তিনি আর আর পন্নগদিগকে কবলিত ও উদরসাৎ করিতেন।

অনন্তর পন্নগেরা ক্রমশই দুর্বৃত্ত হইতে লাগিল। তখন বাসুকি তাহাদের নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। এইসময়ে শেষ, পাতালে গিয়া দেবগণের আদেশক্রমে স্বীয় সহস্র মস্তকে পৃথিবী ধারণ করিলেন। এই শেষের অপর এক নাম অনন্ত। পূর্ব্বে সমুদ্রমন্থনসময়ে বাসুকি, মন্থনরজ্জুরূপে দেবগণের সহায়তা সাধন করাতে এবং এক্ষণে অনন্তদেব পুনরায় ধরাভার ধারণ করাতে, প্রজাপতি তাঁহাদের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া এই বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, যদি বাসুকি তাঁহার ভগিনী জরৎকারীকে, জরৎকারু নামক মুনিরে সম্প্রদান করেন, তাহাহইলে তদীয়

পুত্র হইতে নাগগণ, জনমেজয় রাজার সর্পযজ্ঞ হইতে সুরক্ষিত হইবে। বাসুকি নাগগণের দৌরাত্ম্য দেখিয়া, তাহাদের আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী বুঝিতে পারিলেন এবং সর্পকুলের রক্ষার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দৈবযোগে মহাত্মা জরৎকারুমুনি ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। এতাবৎকাল পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াও তিনি কুত্রাপি দরিদ্রতানিবন্ধন পত্নীলাভ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে বাসুকি, মুনিবরকে সমাগত দেখিয়া প্রজাপতির বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক ভগ্নী জরৎকারীকে তাঁহার হস্তে যথাবিধি সমর্পণ করিলেন। মুনিবর জরৎকারু মনোমত পত্নীলাভে সন্তুষ্ট এবং যথাসময়ে অপত্যোৎপাদনদ্বারা পিতৃঋণে মুক্ত হইয়া তপশ্চরণে গমন করিলেন। নাগিনীগর্ভে ঐ জরৎকারুর আস্তিক নামে এক বেদবেদাঙ্গবেত্তা তপোবলসম্পন্ন মহাতেজস্বী বালক জন্মিয়াছিলেন। ঐ বালক জননীর নিকট মাতুলকুলের দুরবস্থা ও ভাবী বিপদ অবগত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

পাণ্ডববংশে পরীক্ষিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। যেরূপ সদ্‌গুণসম্পন্ন হইলে মনুষ্য, মনুষ্য নামের যোগ্য ও রাজ্যভার বহনের প্রকৃত অধিকারী হয়, রাজা পরীক্ষিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন ভাবই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইনি কৃপাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। একদা এই প্রজাবৎসল ধর্ম্মজ্ঞ মহীপতি মৃগয়ায় গমন করিয়া এক মৃগের অনুসরণক্রমে বহুদূরব্যাপী কোন নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর মৃগ নিরুদ্দেশ হওয়াতে তিনি অবসন্নমনে সেই কাননভূমি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন, এমন সময়ে তথায় সমাধিনিরত এক মহাযোগী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। তিনি সত্বর ঋষির নিকটে উপনীত হইয়া তাঁহাকে সেই

নিরুদ্দিষ্ট মৃগের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন ; কিন্তু ধ্যাননিমগ্ন মুনিবর কিছুই প্রত্যুত্তর দান করিলেন না। রাজা তাহাতে আপনাকে অবমানিত জ্ঞানে স্বীয় ধনুর অগ্রভাগদ্বারা এক মৃতসর্প তাঁহার স্কন্ধে বিলম্বিত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শৃঙ্গীনামে ঐ মুনির অতি কোপনস্বভাব এক পুত্র ছিল। সেই ঋষিকুমার, কৃশনামে নিজ সখার নিকট রাজাকর্ত্তৃক পিতার এইপ্রকার অবমাননা অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ "সপ্তাহের মধ্যে সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে" বলিয়া শাপপ্রদান করিলেন। যোগভঙ্গের পর মুনিবর পুত্রের এরূপ অসদৃশ কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিস্তর অনুনয় করিয়াও কিছুতেই রাজার শাপনিষ্কৃতি করিতে পারিলেন না। অনন্তর গৌরমুখনামক এক ব্রাহ্মণশিষ্যদ্বারা পুত্রের শাপবৃত্তান্ত রাজার গোচর করিলেন। পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপশ্রবণে নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া বিষঘ্ন ঔষধ ও মন্ত্র সকল সংগ্রহ করিয়া অতি সাবধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অমোঘ ব্রহ্মশাপে আসন্নমৃত্যুর আশঙ্কায় তিনি এই সময়ে কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ সকল শ্রবণ করিতেন। তৎকালে তাঁহার গৃহে ব্রাহ্মণব্যতীত আর কাহারও প্রবেশের অনুমতি ছিল না। কালপ্রেরিত ক্রূরকর্ম্মনিরত তক্ষক তাঁহার প্রাণহরণের নিমিত্ত ছিদ্রানুসন্ধান করিতে লাগিল। এই সময়ে অর্থলালসায় কশ্যপ স্বকীয় বিষহর মন্ত্রবলে রাজাকে রক্ষা করিতে গমন করিতেছিলেন, তক্ষক তাহা জানিতে পারিয়া পথিমধ্যেই বাধা প্রদান করিল এবং তাঁহার বিদ্যাবল অবগত হইয়া তাঁহাকে আশাতিরিক্ত ধনদানপূর্ব্বক বিদায় করিল। অনন্তর সপ্তাহ পূর্ণ হইলে, কতিপয় হিংস্রনাগেরা ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক ফলহস্তে রাজসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে সেই উপঢৌকন প্রদানকরত প্রস্থান করিল। তক্ষক কীটরূপে সেই ফলমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল। অনন্তর দিনশেষে রাজা ভক্ষণার্থ সেই ফল যেমন দ্বিখণ্ড করিলেন, অমনি কীটরূপী তক্ষক স্বকীয় ভয়ঙ্কর দেহ ধারণপূর্ব্বক ভীষণ গর্জ্জনসহকারে রাজার কণ্ঠ ও গ্রীবাদেশ-পরিবেষ্টনপূর্ব্বক আক্রমণ করিল। অমাত্য ও সভাজনগণ এই আকস্মিক কার্য্যদর্শনে চমকিত ও ভয়ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর অব্যর্থব্রহ্মবাক্যে তক্ষক রাজাকে দংশন করিল। পরিশেষে

তাঁহার প্রেতকর্ম্ম ও উদকক্রিয়াদি পারত্রিক কার্য্য সকল সমাধা হইলে, শৈশবাবস্থাতেই তৎপুত্র ধীমান্ জনমেজয় রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। জনমেজয়, ব্রহ্মশাপেই পিতার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া জানিতেন, কিন্তু তক্ষকের দৌরাত্ম্য কিছুই অবগত ছিলেন না। একদা তক্ষকদ্বেষী উতঙ্কমুনি উপাধ্যায়ের নিকট পাঠসমাপনকরত গুরুপত্নীর আদেশে দক্ষিণাস্বরূপ পৌষ্যরাজমহিষীর মণিময় কর্ণাভরণ ভিক্ষা করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। সত্বর পথিমধ্যে সুযোগক্রমে তক্ষক উহা হরণকরত পলায়ন করিলে, তাঁহাকে বিস্তর আয়াসে উহা পুনরুদ্ধার করিতে হইয়াছিল। সেজন্য সেই অবধি তিনি তক্ষকের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া তাহার অনিষ্টচেষ্টার নিমিত্ত ছিদ্রান্বেষণ করিতেছিলেন। অনন্তর জনমেজয় সিংহাসনে সমাসীন হইলে, তিনি তক্ষকের প্রতি তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপনের নিমিত্ত নিকটে গমন করিয়া, যে প্রকারে তক্ষকদংশনে তাঁহার পিতা পরীক্ষিৎ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক তাঁহার গোচর করিলেন।

দুরন্ত তক্ষকের কৌটিল্যেই পিতাকে অকালে করাল কালকবলে কবলিত হইতে শুনিয়া, রাজা জনমেজয় ক্রোধে জ্বলন্তপাবকের ন্যায় প্রজ্জলিত হইয়া করে করপরিচালন ও করনিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন; হৃদয়ে বৈরীনির্যাতনস্পৃহা জ্বলিয়া উঠিলে; উচ্চকণ্ঠে স্বজনসমক্ষে কহিলেন, তক্ষক যেমন আমার পিতাকে বিনাপরাধে বিষাগ্নিতে দহন করিয়াছে, আমিও তেমনি তাহাকে স্বজনগণের সহিত অচিরাৎ প্রলয় যজ্ঞাগ্নিতে ভস্মীভূত করিব। অনন্তর পিতৃবিয়োগ-কাতর রাজার আজ্ঞাক্রমে তক্ষশিলায় প্রকাণ্ড, অত্যুন্নত ও বহুবেদীবিশিষ্ট এক যজ্ঞশালা নির্ম্মিত হইল। যজ্ঞকালে উহা বহুজনাকীর্ণ হইয়াছিল। অনন্তর জনৈক ভবিষ্যদ্বক্তা আসিয়া কহিতে লাগিল যে, যে সময়ে এই যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, তাহাতে অনুমিত হয় যে, সমারব্ধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন না হইতে পারে। বোধ হয়, কোন তেজস্বী ব্রহ্মবালক হইতে এই যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটিবে। যাহাহউক, রাজা জনমেজয় তথাপি যজ্ঞে ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি, ধীমান্ তপোবীর্য্যসম্পন্ন মহাত্মা তপোধনদিগকে আহ্বান করিলেন। সম্বিৎ,

কুশ, যব, গোধূম, তণ্ডুল ও হোমঘৃতাদি প্রচুরপরিমাণে আহৃত হইয়া ভাণ্ডার পূর্ণিত হইতে লাগিল। বেদজ্ঞ সদস্য, পুরোহিত, হোতা, উদ্গাতা এবং ঋত্বিক্ সকল নিযুক্ত করিলেন। ষড়ঙ্গবিদ্ মহাত্মারা নিমন্ত্রিত হইলেন। অনন্তর নাগকুলনাশক সেই মহাসত্র দর্শনমানসে দেশদেশান্তরিত জনগণ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তথায় সমাগত হইতে লাগিল। জনতা দেখিয়া রাজাজ্ঞাক্রমে বহুল স্থান ও অপর্য্যাপ্ত খাদ্য-সামগ্রীর আয়োজন ও সুব্যবস্থা হইতে লাগিল। এই সময়ে যজ্ঞশালার অনতিদূরে এক কুক্কুরশাবক উপস্থিত হওয়াতে শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেননামে রাজভ্রাতারা বিনা দোষে তাহাকে লগুড়াঘাত করিলেন। সে যজ্ঞীয়দ্রব্য লেহন করা দূরে থাকুক, অবেক্ষণও করে নাই; সুতরাং দণ্ডিত হওয়াতে সে মনোদুঃখে স্বীয় জননীর নিকট গিয়া অভিযোগ করিল। তখন কুক্কুরজননী রাজাকে শাপপ্রদান করিল যে, অচিরে তোমাদের মহদ্ভয় উপস্থিত হইবেক।

যাহাহউক, তদনন্তর শুভক্ষণ বিবেচনায় রাজা, মহিষী বপুষ্টমার সহিত যজ্ঞমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সঙ্কল্প করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক নাগান্তক যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া হবিঃপ্রদান করিতে লাগিলেন। হব্য-বাহ হুতাশন ভীষণ আস্ফালনপূর্ব্বক স্বীয় ভীষণ শিখাবিস্তার করিলেন। সভাস্থ সমস্ত দেবদ্বিজগণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে পুনঃপুনঃ আহুতিপ্রাপ্ত হওয়াতে, মূর্ত্তিমান্ কৃতান্তস্বরূপ নাগগণের প্রলয়াগ্নি প্রচণ্ড-বেগে প্রজ্বলিত হইয়া আকাশ স্পর্শ এবং চট্‌চটাশব্দে ত্রিভুবন কম্পিত করিয়া তুলিল। হোমধূমে ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। হবির্গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইল। গায়কেরা গান ও নর্ত্তকীরা নৃত্য করিতে লাগিল। নাগগণের হৃদয় ভয়ে বীণাতন্ত্রীর ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল। পুরোহিত, একে একে নাম ধরিয়া সর্পগণকে স্বাহামন্ত্রে অগ্নিসাৎ করিতে লাগিলেন। অহীকুল নিঃশেষপ্রায়; তখন সবান্ধব রাজার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। দহ্যমান নাগগণের পূতিগন্ধে ত্রিভুবন পূর্ণিত হইল। বাসুকির দুঃখের আর অবধি থাকিল না। তক্ষক প্রাণভয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলে, রাজা জনমেজয় সক্রোধে ব্রাহ্মণদিগকে

কহিলেন যে, ইন্দ্র আমার পরম শত্রুকে আশ্রয়প্রদান করিয়াছেন, অতএব অচিরাৎ তাঁহাকেও তক্ষকের সহিত এই হুতানলে নিক্ষেপ কর। অনন্তর ব্রাহ্মণেরা বেদমন্ত্রোচ্চারণসহকারে শক্রের সহিত তক্ষককে আহ্বান করিলেন। তখন দেবরাজ ভীতমনে তক্ষককে পরিত্যাগ করিলে, সে প্রাণভয়ে কাতর হইয়া করুণস্বরে চীৎকারপূর্ব্বক শূন্যপথে আসিতে লাগিল।

ভুজঙ্গকুলের আর্ত্তনাদ শ্রবণে বাসুকি নিতান্ত ব্যথিত ও ব্যাকুল হইয়া সময় বুঝিয়া আস্তিককে স্মরণ করিলেন। আস্তিক তখন তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া জনমেজয়ের যজ্ঞশালায় গমন করিলেন। সেই স্থানে কাহারও প্রবেশানুমতি না থাকিলেও পরমপ্রাজ্ঞ ও তপশ্চরণনিরত আস্তিকের গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতাশ্রবণে রাজা পরম পরিতুষ্ট হইয়া ঐ তেজস্বী ব্রহ্মবালককে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিতে অনুমতি দান করিলেন। আস্তিক যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া গগনমণ্ডলে বিলপমান ও অবসন্নপ্রায় তক্ষককে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে রক্ষা করিবার মানসে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া রাজার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। রাজা তক্ষককে গতাসু-প্রায় দেখিয়া, আস্তিককে প্রার্থনানুযায়ী দান দিতে স্বীকৃত হইলেন। আস্তিক, তখন সেই সুন্দর অবসরক্রমে যজ্ঞনিবৃত্তির প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর বহুবিতণ্ডার পর সর্ব্বজনের সম্মতিক্রমে রাজা, "যজ্ঞ রহিত হউক" বলিয়া আদেশ করিবামাত্র ব্রাহ্মণেরা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া দধিদ্বারা হোমানল নির্ব্বাণ করিলেন। তখন আস্তিকের কৃপায় তক্ষকের সহিত অবশিষ্ট ভুজঙ্গদিগকে আর ভস্মীভূত হইতে হইল না। নাগগণ আস্তিকের এই অসামান্য পরোপকার দর্শনে বারম্বার তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান এবং বহুসম্মান ও পূজা করিয়া এই বরপ্রদান করিলেন যে, যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যায় আস্তিকের নামগ্রহণ করিবে, কদাপি তাহার সর্প হইতে কোন ভয় বা অনিষ্ট সংঘটিত হইবে না।

পরীক্ষিৎ-তনয় রাজা জনমেজয় সর্পহিংসার পাপক্ষালনের নিমিত্ত মহর্ষি ব্যাসদেবের আদেশক্রমে তদীয় শিষ্য বৈশম্পায়ন মুনির নিকট যজ্ঞকার্য্যাবসরে মহাভারতের পুরাতনী ইতিহাসকথা শ্রবণ করিতেন।

ভারতশ্রবণ সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। প্রশ্নানুসারে মুনিবর রাজাকে তাঁহার পূর্ব্ব পিতামহগণের কীর্ত্তিকলাপ পরিজ্ঞাত করিতেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

অতি প্রাচীনকালে পৃথিবী অসংখ্য ক্ষত্রিয়গণ দ্বারা ভারাক্রান্ত হইলে, জগৎপাতা বিষ্ণু ভূভারহরণের নিমিত্ত ভৃগুবংশোদ্ভব যমদগ্নির ঔরসে রাম নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভৃগুনন্দন ভার্গব পরশুহস্তে দুরন্ত ক্ষত্রিয়দিগকে একবিংশতিবার নির্ম্মূল করাতে, তাঁহার নাম পরশুরাম হইয়াছিল। তৎকালে পৃথিবীতে ক্ষত্রকুলান্তক রামের তুল্য বীর আর দ্বিতীয় ছিল না। তাঁহার অমোঘ বাহুবলে আবালবৃদ্ধ নিখিল ক্ষত্রিয়-মণ্ডল নিহত হইলে, তাহাদের বিধবা পত্নীগণ বংশরক্ষার বাসনায় ব্রাহ্মণ-গণকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। তখন ক্ষত্রিয়ক্ষেত্রে মহাবীর ও পরম ধার্ম্মিক রাজন্যসমূহ জন্মগ্রহণ করাতে, পৃথিবী অমরাবতীর ন্যায় দেবাসুরেরও বাঞ্ছনীয় বিলাসভবন হইয়া উঠিল। এই সময়ে সুরগণ-পরাজিত দানবেরা ভোগেচ্ছায় মনুজবংশে জন্মগ্রহণ করত মেদিনী নিপীড়ন করিতে লাগিল। ভারগ্রস্তা রোরুদ্যমানা বসুন্ধরা, নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া প্রজাপতিকে নিজ দুর্দ্দশাকাহিনী নিবেদন করিলেন। অনন্তর কমণ্ডলুপাণি চতুরানন ব্রহ্মার প্রার্থনায়, শার্ঙ্গপাণি হরি ভূভার-হরণের নিমিত্ত ধরায় অবতীর্ণ হইতে স্বীকৃত হইলেন। পাপপরায়ণ দৈত্যদিগকে ভূমণ্ডল হইতে বিতাড়িত করিবার নিমিত্ত তখন দেবতারাও ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত একে একে মনুজবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। সৃষ্টিকাল হইতে অবতারের সময় পর্য্যন্ত জগতে অসংখ্য প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছিল। আদিপুরুষ হইতেই তন্নামে ইহাদের বংশ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ প্রসিদ্ধ বংশপরম্পরার মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশই প্রধান। এই উভয় বংশই ভারতবর্ষে আদিম রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত।

ভারতবংশের আদিতে দুষ্মন্ত নামে হস্তিনানগরে এক সম্রাট্ ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়া করিতে করিতে, সহসা মালিনীনদীতীরস্থ মহাত্মা কণ্বমুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। মহর্ষি কণ্ব, তৎকালে কার্য্যানুরোধে সশিষ্য প্রবাসে গমন করিয়াছিলেন। আশ্রমে কেবল অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদানাম্নী সখীদ্বয়ের সহিত তাঁহার পালিতা কন্যা শকুন্তলা উপস্থিত ছিলেন। তিনিই পিতার অনুপস্থিতিতে অতিথিসৎকার ও তপোবন রক্ষা করিতেন। রাজা তাঁহাকে তথায় দেখিতে পাইয়া স্মর-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলেন। শকুন্তলা তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনাপূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা ও অতিথিজনোচিত পূজা ও পরিচর্য্যা করিলেন। এই সময়ে উভয়ে উভয়ের প্রতি নিতান্ত আসক্ত হওয়াতে, সংগোপনে গান্ধর্ব্ববিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল।

শকুন্তলা রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও মেনকনাম্নী স্বর্বেশ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা দেবরাজ, বিশ্বামিত্রের উগ্র তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইবার নিমিত্ত ঐ বিদ্যাধরীকে তৎসকাশে প্রেরণ করাতে, সে বিবিধ হাবভাব ও কটাক্ষ দ্বারা তাঁহার মনোহরণপূর্ব্বক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছিল। অনন্তর বহুকাল পরে ঐ কুলটার গর্ভসঞ্চার হইলে, মুনি তাহার সমুদায় চাতুরীই বুঝিতে পারিয়া, তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কালক্রমে মেনকা পূর্ণগর্ভা হইয়া, নির্জ্জন বনে এক কুমারীকে প্রসব করত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তখন সেই জনবিহীন বনমধ্যে শকুন্তেরা ঐ অসহায়া সদ্যপ্রসূতা বালিকাকে রক্ষা করিতে লাগিল। একদা অপত্যবিহীন পরম কৃপাবান্ তপোধনাগ্রগণ্য কণ্বমুনি তাহাকে দেখিতে পাইয়া অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক স্বকীয় কুটীরে আনয়ন করিলেন এবং তনয়া-নির্ব্বিশেষে পরম যত্নের সহিত লালনপালন করিতে লাগিলেন। শকুন্তেরা রক্ষা করাতে, তাঁহার নাম শকুন্তলা হইয়াছিল।

যাহা হউক, দুষ্মন্ত রাজা শকুন্তলার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক স্বরাজ্যে গমন করিলে পর, যথাসময়ে শকুন্তলাগর্ভে মহীপতির দমনক নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহার প্রতাপে হিংস্র বন্যজন্তুসকল নিতান্ত শান্ত ও বশ্যভাবাপন্ন

হইয়াছিল। ঐ শিশু বন হইতে সিংহশাবকদিগকে অবলীলাক্রমে আকর্ষণ করিয়া তপোবনে লইয়া আসিত এবং অকুতোভয়ে তাহাদের সহিত ক্রীড়াকৌতুক করিত। তাহার ললাটদেশে রাজচিহ্ন সকল বিলক্ষণ দেদীপ্যমান ছিল। ফলতঃ শৈশবাবস্থাতেই তাহার অলোকসামান্য বিক্রম কেহই সহ্য করিতে পারিত না। সেই বালক স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তিপ্রভাবে অল্পকালমধ্যেই মুনির নিকট নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন ও শিক্ষা করিয়াছিল। উর্ব্বর ক্ষেত্রে বীজবপন হইলে যেমন উহাতে অল্পকালেই সুপক্ব ফল ফলিয়া থাকে, সেইরূপ বিজনবনবিহারী রাজকুমারের চিত্তক্ষেত্রেও মুনিকর্ত্তৃক সদুপদেশবীজ রোপিত হইবামাত্র শীঘ্রই উহা আশাতিরিক্ত শুভ ফলে পরিণত হইতে লাগিল। তখন জ্ঞানবিজ্ঞ কণ্বমুনি সেই প্রবলপরাক্রান্ত রাজকুমারকে মুনিবালকের ন্যায় নিভৃত তপোবনে রাখা আর সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। বিশেষতঃ প্রাপ্তবয়স্কা শকুন্তলার স্বামীসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক পিত্রালয়ে অবস্থান করা নিতান্ত অশোভনীয় বিবেচনায় তিনি তদীয় ক্রোড়ে দমনককে আরোপিত করিয়া, তাঁহাকে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে রাজা দুষ্মন্তের নিকট প্রেরণ করিলেন। পতিসন্নিধানে বহুদিবসান্তে উপস্থিত হওয়াতে, মহীপতি শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন না। তখন সেই সরলা ঋষিকুমারী রাজাকে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তপোবনে তাঁহার সহিত গান্ধর্ব্ববিবাহ প্রভৃতি সমস্ত কথাই আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করিলেন। দুর্ব্বিপাকবশতঃ কোনক্রমেই নরপতির সে সকল কিছুই স্মরণ হইল না। তিনি ক্রোধাবেশে শকুন্তলার প্রতি "প্রবঞ্চনপরায়ণা, মিথ্যাবাদিনী, অসতী, স্বৈরিণীকন্যা ও ব্যভিচারিণী" প্রভৃতি অযথা কটুবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক, তাঁহাকে সে স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে সমুৎসুক হইলেন। শকুন্তলাও স্বামীর এতাদৃশ অভদ্রজনোচিত নির্দ্দয় ব্যবহারে অভিমানিনী হইয়া মিষ্ট ভৎর্সনাসূচকারে কহিলেন, রাজন্! তুমি ধর্ম্মভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে অন্যায় তিরস্কার করিতেছ। মহারাজ! ভবাদৃশ মহজ্জনের ঈদৃশ ন্যায়বিগর্হিত সত্যাপলাপ নিতান্তই শোচনীয়। জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কহিলে, ইহলোকে অপযশঃ ও অন্তে নিরয়গামী হইতে হয়।

নরনাথ! আমাদের উদ্বাহুঘটনা যে গুপ্ত বলিয়া মিথ্যা ও কোনই কার্য্যকর নহে, এরূপ নয়। গুপ্তকাণ্ড লোকে দেখিতে পায় না বলিয়া সংসারে যে কেহই তাহার দ্রষ্টা নাই, ইহা চিন্তা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। স্বামিন্! মনে মনে একবার চিন্তা করিয়া দেখ। গুপ্তঘটনা লোকে না জানিলেও জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, হৃদয়, যম, দিবা, বিভাবরী, প্রদোষ ও উষা ;—ইহাঁরা সমস্তই জানিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, জীবের শুভাশুভ কার্য্যানুসারে ফলাফল দান করেন। রাজন্! এক্ষণে এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া, আপনি আর আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। দেখুন, মিথ্যার তুল্য পাপ আর কিছুই নাই। আমি পতিব্রতা, অতএব জানিয়া শুনিয়া আমাকে অপলাপশরে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিও না। আমি কদাচ নীচ অথবা নিন্দনীয়া নহি ; সত্যই আমি তোমার পরিণীতা ভার্য্যা। স্বামী পুত্ররূপে পত্নীর গর্ভে প্রবেশ করেন বলিয়া, শাস্ত্রবেত্তারা সহধর্ম্মিণীকে জায়ানামে অভিব্যক্ত করিয়াছেন ; অতএব এক্ষণে তাহার বিচার না করিয়া কেন আমার অবমাননা করিতেছ? মহারাজ! ভার্য্যা ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। নারীর ন্যায় পুরুষের দ্বিতীয় বন্ধু আর কে আছে? সাধ্বী স্ত্রীগণ স্বামীর পরমসহায় ও ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভাগিনী হইয়া থাকেন। তাহারা গৃহলক্ষ্মীস্বরূপিণী। ফলতঃ স্ত্রীতে ও শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই। স্ত্রী হইতে পুত্র এবং পুত্র হইতে পুন্নাম নরকে নিষ্কৃতি হয়। মহারাজ! এইজন্য স্ত্রী আদরণীয়া হইয়া থাকেন। পুত্র জন্মিলে ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়। চতুষ্পদ জন্তুমধ্যে গাভী যেমন শ্রেষ্ঠ এবং দ্বিপদে যেমন ব্রাহ্মণ প্রধান ও অধ্যয়নে যেমন গুরুই গরীয়ান্ ; তেমনি আলিঙ্গনসুখার্থ পুত্রকেই কেবল একমাত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। নরবর! এক্ষণে এই ধূলিধূসরিত নিতান্ত দীনভাবাপন্ন পুত্ররত্নকে অঙ্কে ধারণ ও আলিঙ্গন কর। আমি যতিগণ হইতে অবগত হইয়াছি যে, আপনার এই ঔরসজাত পুত্র বড় সামান্য নহেন। কালে এই বালকই পৃথিবীর রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া একচ্ছত্রে ধরামণ্ডল সুশাসিত করিবেন। এইরূপে শকুন্তলা রাজাকে প্রবোধিত করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকারে সৎপরামর্শ প্রদান

করিলেও তিনি কিছুতেই তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না। তখন সাশ্রু-নয়না শকুন্তলা ক্রোধে ও লজ্জায় অবগুণ্ঠনবতী হইয়া কিংকর্ত্তব্য নিশ্চয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা রাজার প্রতি দৈববাণী হইল যে, মহারাজ! আপনি অবিচারিত চিত্তে পুত্রসহ আত্মললনা শকুন্তলাকে প্রতিগ্রহ করুন। ইহাঁদিগকে আপনি সত্যই আপনার মহিষী ও কুমার বলিয়া অবগত হউন। দৈববাণী শ্রবণে ভূপতি প্রহৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। বার্দ্ধক্যদশায় রাজা দুষ্মন্ত, পত্নীর সহিত তৎকালপ্রচলিত রীত্যনুসারে প্রায়োপবেশব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তনুত্যাগ করিলে, তৎপুত্র দমনক এই ভারতসাম্রাজ্যের একচ্ছত্রাধীশ্বর হইয়াছিলেন। ইহাঁরই অপর নাম ভরত। ভরত স্বকীয় একাধিপত্য-সময়ে স্বনামখ্যাত করিয়া, এদেশের নাম ভারতবর্ষ রাখিয়াছিলেন।

ভরত চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। কথিত আছে যে, ব্রহ্মার পুত্র মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন। কশ্যপের পুত্র সূর্য্য; বৈবস্বত নামে সূর্য্যের এক পুত্র ছিলেন, তাঁহা হইতে বুধ জন্মিয়াছিলেন। ইলার গর্ভে পুরুরবা নামে বুধের এক সন্তান জন্মে; ঐ পুরুরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ ও নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতি শুক্রাচার্য্যের অভিসম্পাতে জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, শুক্রের কন্যা দেবযানী ও দৈত্যেশ্বর বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা একদা স্নানান্তে বসন লইয়া বিরোধ করেন। শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে তখন স্পর্দ্ধাসহকারে "ভিক্ষুককন্যা ও আমার পিতৃঅন্নে পালিতা" প্রভৃতি কর্কশ ও হৃদ্ভেদী বাক্য প্রয়োগ করত স্ববলে তাঁহাকে এক অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং প্রস্থান করেন। এমন সময়ে মৃগয়াপ্রিয় যযাতি, দৈবক্রমে তথায় আগমনপূর্ব্বক দেবযানীর দুরবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া পরিচয় প্রাপ্তিমাত্রে সেই কূপ হইতে হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। অনন্তর দেবযানী সরোদনে পিতা শুক্রাচার্য্যের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিয়া, শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি হিংসার্থ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তনয়া-বৎসল শুক্রাচার্য্য কন্যার ক্রোধোপশমনের নিমিত্ত বিবিধ নীতিবাক্য কহিতে লাগিলেন; কহিলেন, বৎসে! পরদ্বেষ ও পরহিংসা পরিত্যাগ

কর। পরপীড়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। দেখ, এই হিংসা ক্রোধ হইতে উৎপন্ন। ক্রোধকে মহৎ-অনর্থ-কর বলিয়া জানিবে। ক্রোধ হইলে মনুষ্য হিতাহিতবিবেচনাশূন্য ও আত্মজ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া থাকে। ক্রোধের তুল্য মহাপাপ আর কিছুই নাই। যিনি ক্রোধহীন তিনিই জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই সদা সুখী ও পুণ্যবান্ হয়েন। অতএব বৎসে! আশু ক্রোধপরিহার ও মনস্তাপ দূর কর। পিতৃ-উপদেশ লাভেও নিরতিশয় অভিমানিনী দেবযানী শান্ত হইলেন না। তখন শুক্রাচার্য্য কন্যার প্রীতির নিমিত্ত অগত্যা বৃষপর্ব্বার নিকট গমন করিলেন এবং সক্রোধে তাঁহাকে বিস্তর নিন্দা করিয়া তদীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। শুক্রাচার্য্যের প্রভাবেই দৈত্যগণ রাজত্ব করিত। এক্ষণে তাঁহাকে কুপিত ও আশীবিষের ন্যায় গর্জ্জন করিতে দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত ভীত হইল। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া গুরু পাছে স্থানান্তরে গমন ও দৈত্যদিগকে শাপপ্রদানপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন, এই আশঙ্কায় বৃষপর্ব্বা গলবস্ত্র হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ভীষণ কোপনস্বভাবা আচার্য্যকন্যার তদ্দৃষ্টে লেশমাত্রও দয়ার সঞ্চার হইল না; তিনি তদীয় কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে স্বীয় দাসীভাবে প্রার্থনা করিলেন। তখন দৈত্যপতি সানন্দমনে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া, সখীগণের সহিত রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠাকে তাঁহার দাসী করিয়া দিলেন।

দেবযানী এইরূপে সখীপরিসেবিতা শর্ম্মিষ্ঠাকে নিজ পরিচারিণীরূপে প্রাপ্ত হইয়া পরমসুখে কাননকেলি করিতে লাগিলেন। একদা সেই মৃগয়ানুরক্ত যযাতি রাজা, পুনর্ব্বার তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হওয়াতে, তিনি পিতার অনুমতি লইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের এই অসমীচীন পরিণয় হইবে বলিয়া, পূর্ব্বে দেবগুরু বৃহস্পতি-নন্দন কচের অভিশাপ ছিল। ঐ শাপপ্রদানের কারণ এই যে, দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরগণ নিহত হইলে, অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য তাহাদিগকে মৃত-সঞ্জীবনীবিদ্যাপ্রভাবে পুনর্জ্জীবিত করিতেন। এই বিদ্যা শুক্রাচার্য্য ব্যতীত অপর কেহই বিদিত ছিল না। দেবরাজ ঐ বিদ্যাসংগ্রহার্থ কচকে

শুক্রাচার্য্যের শিষ্য হইতে অনুজ্ঞা দান করেন। কচ, শুক্রের শিষ্য হইলে পাছে দেবতাগণের মনস্কামনা পূর্ণ হয়, এই আশঙ্কায় দৈত্যগণ একদিবস ষড়যন্ত্র করিয়া গুপ্তভাবে তাঁহার প্রাণনাশ করিল। দেবযানী কচকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তিনি কচের এই অপঘাত মৃত্যুতে সাতিশয় ব্যাকুলা হইলে, শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে উক্ত বিদ্যাপ্রভাবে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। অনন্তর অসুরেরা পুনর্ব্বার তাহাকে হত্যা করিয়া, পাছে গুরু তাহাকে জীবিত করেন, এই আশঙ্কায় তাহার মৃতদেহ ভস্ম করিয়া আচার্য্যের সুরায় সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল। অনন্তর দেবযানীর বাক্যানুসারে তিনি পুনর্ব্বার স্বকীয় বিদ্যার ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন কচ তাঁহার উদরমধ্যেই জীবিত হইয়া, তাঁহাকে অসুরেরা যে প্রকারে হত্যা করত তাঁহার সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়াছিল, সমুদায়ই গুরুর গোচর করিলেন। শুক্রাচার্য্য অসুরগণের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং সুরাপানের প্রতিও শাপপ্রদান করিলেন। অনন্তর কচকে কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রদান করিতেছি, তুমি উহাদ্বারা আমাকে জীবিত করিও। এক্ষণে তুমি আমার কুক্ষিভেদ করিয়া নির্গত হও। কচ শুক্রাচার্য্যের উদর বিদীর্ণকরত নির্গত হইয়া তদ্দত্ত মন্ত্রপ্রভাবে তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। এইরূপে কচ সঞ্জীবনীবিদ্যালাভে কৃতকার্য্য হইয়া, গুরুগৃহ পরিত্যাগ করিবার জন্য উদ্যোগী হইলে, দেবযানী উপযাচিতা হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণে সমুৎসুকা হইলেন; কিন্তু গুরুকন্যা জ্ঞানে কচ তদীয় প্রার্থনায় অঙ্গীকার করিলেন না। তখন দেবযানী রোষকষায়িত-নয়নে তাঁহাকে শাপপ্রদান করিলে, তিনিও তন্নিবন্ধন ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে এই প্রতিশাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি যেমন অন্যায়পূর্ব্বক আমাকে অভিশপ্ত করিলে, তজ্জন্য তুমি ক্ষত্রিয়পতি লাভ করিয়া নীচগামিনী হইবে। কচের শাপপ্রভাবেই দেবযানী, যযাতি রাজাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্য সখীগণ-পরিবৃতা দেবযানীকে যযাতিকরে সম্প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, নরনাথ! নলিননয়না এই দুহিতা তোমায় সমর্পণ করিলাম; কিন্তু সাবধান, বৃষ-

পর্ব্বনন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠার সহিত যেন কোনরূপ সংস্রব রাখিও না। রাজাও আচার্য্যবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি সখীগণের সহিত দেবযানীকে সঙ্গে লইয়া নিজ রাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা শর্ম্মিষ্ঠা অপত্যকামনায় সংগোপনে রাজাকে পতিরূপে বরণ করিলেন। তদীয় ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মিয়াছিল। দেবযানীরও যদু এবং তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র জন্মে। কালক্রমে শর্ম্মিষ্ঠা ও যযাতির গুপ্ত প্রণয় অবগত হইয়া, দেবযানী স্বামিনিকেতন পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতার নিকট রাজার সেই গর্হিত কার্য্যের অভিযোগ করিলেন। তখন দৈত্যগুরু যযাতিকে "আপন কর্ম্মানুসারে জরাগ্রস্ত হও" বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। রাজা রোদন করিতে করিতে, তাঁহার নিকট ক্ষমা ও শাপনিষ্কৃতির প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি শুক্র, রাজার কাতরোক্তিতে করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, অতএব তুমি এখন আমার বাক্যানুসারে তোমার জরা স্বকীয় কোন পুত্রে সমর্পণপূর্ব্বক তাহার যৌবন লইয়া কিয়ৎকাল রাজ্যৈশ্বর্য্য সম্ভোগ কর;—যিনি তোমার জরা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকেই তুমি রাজ্য প্রদান করিও। যযাতির পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরুই কেবল কুলপাবন সৎপুত্র হইয়া পিতার আদেশ পালনপূর্ব্বক সহস্র বৎসর তদীয় জরা গ্রহণ করিয়া পিতাকে আপন যৌবন দান করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ যদু, পিতৃআজ্ঞা পালন না করাতে, তিনি ক্রোধে তাহাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, আমার বাক্য অবহেলন করাতে, তোমার বংশে কেহই কখন রাজ্যভোগ করিতে পারিবে না। পরে তুর্ব্বসুকে কহিলেন, বৎস! তুমিও পিতৃনিদেশানুগত নহ, অতএব তোমাকে নির্ব্বংশ হইয়া পাপিষ্ঠ ও নীচ জাতীয়দিগের রাজা হইতে হইবে। দ্রুহ্যুও পিতৃবাক্যে অনাদর করাতে রাজা তাঁহাকেও কহিলেন, বৎস! যেখানে উড়ুপ বা সন্তরণ দ্বারা গমন করিতে হয়, সেই যানাদিবর্জ্জিত স্থানেই তোমার বাসস্থান হইবে। অনন্তর অনুকেও জরাযুক্ত এবং তাঁহার পুত্রগণ যৌবনমৃত্যু হইবে বলিয়া শাপপ্রদান করিয়াছিলেন। যযাতি পুরুর যৌবন লইয়া সহস্র বৎসর

বিষয়ভোগে ব্যাপৃত থাকিলেন। একদা তাঁহার মনে হইল যে, কাম্যবস্তু উপভোগে কামনার নিবৃত্তি না হইয়া প্রত্যুত উহা ঘৃতপ্রাপ্ত অনলের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; অতএব এক্ষণে আর যৌবনসুলভ ইন্দ্রিয়-সুখভোগবাসনার প্রয়োজন নাই। যযাতি রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করত পুরুকে তদ্দত্ত যৌবন প্রত্যর্পণ করিলেন এবং সন্তোষের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া স্বয়ং গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ কবিলেন। যযাতি, রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করিবার সময়ে পুত্রকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন যে, বৎস! নরপতিগণ প্রজাবৎসল হইবেন। তাঁহারা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া সংসার নিরুপদ্রব ও নিরন্তর ধর্ম্মজনিত সুখ বর্দ্ধিত করিবেন। রাজা কখন আলস্য-পরবশ হইবেন না এবং অসূয়াশূন্য ও স্বচ্ছ থাকিবেন। তিনি দস্যু, তস্কর ও দুর্ব্বৃত্তদিগকে বিচারপূর্ব্বক দোষানুযায়ী দণ্ড দান করিবেন, কিন্তু কখন ক্রোধপরবশ হইয়া উহাদিগের শাসন করিবেন না। নরপতিবর্গ রাজদ্রোহিগণকে সর্ব্বদাই আত্মশাসনে রাখিবেন। শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞাদিদ্বারা দেব, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের, ভোজ্যদানদ্বারা ক্ষুধিতের, পানীয়দ্বারা পিপাসুর, আসন প্রদানদ্বারা শ্রান্তের এবং শয্যাদানদ্বারা পীড়িতের সেবা ও শুশ্রূষা করিবেন। তাঁহারা দরিদ্র ভিক্ষুকদিগকে ধন এবং আশ্রয়ীকে সর্ব্বদাই সর্ব্বতোভাবে অশ্রিয় দান ও রক্ষা করিবেন। শত্রুও শরণাপন্ন হইলে, রাজগণ আত্মরক্ষার পথ রাখিয়া তাহাকে আশ্রয় দিবেন। সংগোপনে দান করিবে;—দান করিয়া অহঙ্কার করিবে না। শ্রদ্ধার সহিত দান করাই কর্ত্তব্য, অশ্রদ্ধার সহিত করা বিধেয় নহে। পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করা উচিত এবং কাহারও অহিতাচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। পাপচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচরণ, আত্মপ্রশংসা এবং পরনিন্দা করা কখনই উচিত নহে। যিনি আত্মকষ্টদ্বারা পরের দুঃখ ও অভাব সকল মোচন করেন এবং সর্ব্বদা ক্রোধবিবর্জ্জিত থাকেন তাঁহারই শ্রেয়োলাভ হয়। যিনি জিতেন্দ্রিয়, প্রিয়ম্বদ, সত্যবাদী, মৃদুভাষী, মিতবক্তা, দৃঢ়ব্রত ও অতিথিসেবায় তৎপর হয়েন, তিনিই মহৎশব্দের বাচ্য। অতএব বৎস! তুমি যাবজ্জীবন এইরূপে সদাচারপরায়ণ হইয়া ন্যায়ানুসারে

রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করত বার্দ্ধক্যদশায় জ্যেষ্ঠ পুত্রে রাজ্যভার সমর্পণ-পূর্ব্বক ঈশ্বরারাধনা করিয়া চরমে পরমপদ লাভ করিও। কিম্বদন্তী আছে যে, রাজা যযাতি এইরূপে পূরুরবাকে রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া আত্মপ্রশংসা করাতে তাঁহাকে পুনর্ব্বার অধোগামী হইতে হইয়াছিল। অনন্তর অষ্টকনামক এক দৌহিত্র হইতে তিনি পুনরুদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, পিতার অবাধ্য হওয়াতে যদু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইয়াও পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন না। যে বালকেরা হিতাকাঙ্ক্ষী পিতামাতার নিদেশানুবর্ত্তী নহে এবং যাহারা তাঁহাদের প্রতি পুত্রোচিত কার্য্য না করে, তাহারা কুপুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কুপুত্র পুত্রই নহে, এজন্য তাহারা পিতামাতাকর্ত্তৃক পরিত্যাজ্য হইয়া তাঁহাদের প্রসাদভোগে বঞ্চিত হয় এবং পরিণামে অশেষবিধ দুঃখভোগ করে। যদু প্রভৃতি রাজকুমারেরা সেই জন্যই কেবল পিতৃধনের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন নাই। যাহাহউক, যযাতিতনয় যদু হইতে যাদববংশ, তুর্ব্বসু হইতে যবন-বংশ, দ্রুহ্যু হইতে ভোজবংশ, অনু হইতে ম্লেচ্ছবংশ এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ পূরু হইতে কুরুবংশ উৎপন্ন হইয়াছিল। পুরুরাজমহিষী পৌষ্টী তিন পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন;—প্রবীণ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। প্রবীণের পুত্র মনস্যু, মনস্যুর সংহনন প্রভৃতি তিন পুত্র জন্মে। সংহননের দশ পুত্রের মধ্যে মতিই প্রধান ছিলেন। মতির চারিপুত্রের মধ্যে তংসু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহাঁরই পুত্রের নাম ঈলিন ছিল। ঈলিনের পঞ্চপুত্রের মধ্যে দুষ্মন্তই জ্যেষ্ঠ। দুষ্মন্তের পুত্র ভরত। ভরতকে এই কারণেই পূর্ব্বে চন্দ্রবংশীয় রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই ভরত সুনন্দানাম্নী পত্নীর গর্ভে ভুমন্যুকে লাভ করেন। ভুমন্যুর পুত্র সুহোত্র এবং সুহোত্রের পুত্র হস্তী। এই হস্তীই নিজ নামানুসারে হস্তিনানগর স্থাপন করিয়াছিলেন। হস্তীর পুত্র অজমীঢ়, অজমীঢ়ের পুত্র সম্বরণ। সম্বরণ সূর্য্যতনয়া তপতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুরু তাঁহারই পুত্র। এই কুরুরাজাই কুরুক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুরুর পুত্র বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র অনশ্বা। পরীক্ষিৎ অনশ্বার পুত্র ছিলেন। পরীক্ষিতের পুত্র ভীমসেন, ভীমসেনের পুত্র

প্রতিশ্রবা। প্রতিশ্রবার পুত্র প্রতীপ; প্রতীপের দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক নামে তিন পুত্র হইয়াছিল। দেবাপি বাল্যকালেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করাতে, তদনুজ শান্তনুই পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। শান্তনু গঙ্গার গর্ভে দেবব্রত নামে এক গুণবান্ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। দেবব্রতের অপর নাম ভীষ্ম। ভীষ্মের জন্মসম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বকালে কোন সময়ে বসুগণ বশিষ্ঠদেবের সুরভিনাম্নী কামধেনুকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া দুগ্ধ অপহরণ করাতে, মুনিবর তাঁহাদিগকে এই বলিয়া শাপপ্রদান করিলেন যে, "তোমরা নরলোকে গিয়া জন্মগ্রহণ কর"। অনন্তর তাঁহারা কাতর হইলে, মহর্ষি কৃপাপরবশ হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন যে, তোমরা সকলেই জন্মমাত্র মুক্ত হইতে পারিবে; কিন্তু যিনি স্বহস্তে আমার গাভী হরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে দীর্ঘকাল পৃথিবীতে থাকিতে হইবে এবং তিনি যাবজ্জীবন স্ত্রীপুত্রবিহীন হইয়া তথায় অবস্থিতি করিবেন। বশিষ্ঠদেবের ঈদৃশ আদেশানুসারে অষ্টবসুগণ জাহ্নবীসমীপে গমন করিয়া কহিল, মাতঃ! পতিতপাবনি! বশিষ্ঠদেব ধেনুহরণদোষে আমাদিগকে দণ্ডিত করিয়াছেন; তাঁহার শাপপ্রভাবে আমাদিগকে শীঘ্রই মর্ত্ত্যলোকে গমন করিতে হইবে। দেবি! নারীগর্ভসমুদ্ভূত হইতে আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে না;—অতএব মাতঃ! তুমি কৃপাপূর্ব্বক মায়াদ্বারা মানবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদিগকে একে একে প্রসব করত প্রসবমাত্র তোমার এই মুক্তিবিধায়ি দিব্য সলিলে নিক্ষেপ করিও। গঙ্গা বসুগণের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া, নারীরূপ ধারণপূর্ব্বক বনমধ্যে বনদেবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শান্তনুরাজা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিহেতু ইহাঁকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ রাজা একদা মৃগয়াকালে গঙ্গাকে বনমধ্যে দর্শন করিয়াই তদীয় রূপলাবণ্যে মোহিত হওয়াতে গঙ্গা কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমার আলয়ে থাকিয়া যখন যাহা করিব, তাহা ন্যায়ই হউক বা অন্যায়ই হউক, যদি তাহাতে কখনও কোন আপত্তি বা তত্তৎকার্য্যের প্রতিবন্ধকতাচরণ না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিব। কিন্তু আমার ইচ্ছার অন্যথাচরণ করিলেই, আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া

চলিয়া যাইব। শান্তনুরাজা গঙ্গার বাক্যে স্বীকৃত হইয়া, তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। কালক্রমে তাঁহার একে একে সাতটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার সমকালেই গঙ্গা উহাদিগকে স্বীয় জলগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। তখন রাজা সাতিশয় নৃশংস এই জননীকৃত বিষম অপত্যবিনাশ কার্য্যদর্শনে ব্যথিত ও নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াও সাহসপূর্ব্বক পূর্ব্ব অঙ্গীকারবশতঃ কিছুই বলিতে পারিলেন না। অনন্তর অষ্টমগর্ভ প্রসূত হইলে, জাহ্নবী যখন পুনর্ব্বার সেই পুত্রকে লইয়া জলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন, রাজা তখন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহাকে বিস্তর নিন্দা ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন। গঙ্গাদেবীও নরপতির তিরস্কার-বাক্যে পূর্ব্বকথ'নুসারে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই ক্রোড়স্থ পুত্রের সহিত তথা হইতে সহসা অন্তর্হিতা হইলেন। তখন রাজা, পুত্র ও পত্নীর বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা ভূপতি বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় পুত্রের সহিত গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন। গঙ্গা তখন সেই দেবলোকে সুশিক্ষিত দেবব্রতনামক পুত্রকে লইয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক রাজাকে প্রত্যর্পণান্তে তাঁহাকে যথাবৎ সম্ভাষণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পুত্র দেবব্রতকে প্রাপ্ত হইয়া, শান্তনুরাজা সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া-ছিলেন। এই কুমার জননী গঙ্গার নিকট থাকিয়া, দেবগণের সাহায্যে বিবিধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। শান্তনু, কুমারের প্রতি জানপদ-বর্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া একাকী সর্ব্বদাই বনে বনে পরিভ্রমণ করিতেন। একদা কোন নদীতীরে তিনি পরমাসুন্দরী ও পদ্মগন্ধান্বিতা এক দাসকন্যাকে দেখিতে পাইলেন এবং দর্শনমাত্র তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। ঐ কন্যা পূর্ব্বে মৎস্যের গর্ভে জন্মগ্রহণ করাতে, তাহার গাত্রে মৎস্যের ন্যায় অত্যন্ত দুর্গন্ধ ছিল; তজ্জন্য সকলে তাহাকে মৎস্যগন্ধা বলিয়া ডাকিত। উহার প্রকৃত নাম সত্যবতী। সত্যবতী পিতৃনিয়োগানুসারে দ্বীপে অবস্থিতি করিয়া যাত্রীদিগকে তরণীযোগে পারাপার করিত। একদা তপোধন পরাশর ঐ কুমারীকে অবলোকন

করিয়া কামমোহিতমনে তাঁহাকে গ্রহণ করিলে, তদীয় গর্ভে পুরাণ রচয়িতা মহর্ষি ব্যাসদেবের জন্ম হয়। ব্যাসদেব বেদবিভাজক বলিয়া বেদব্যাস এবং কৃষ্ণবর্ণ ও দ্বীপমধ্যজাত বলিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে প্রসিদ্ধ। যাহাহউক, পরাশরের বরপ্রভাবে সত্যবতীর গাত্রে পদ্মগন্ধ সঞ্চার হইয়াছিল এবং তিনি বিবাহের পূর্ব্বে ব্যাসদেবকে প্রসব করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় কুমারী-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শান্তনুরাজা ঐ সত্যবতীকে দর্শন করিয়া পরিণয়বাসনা প্রকাশ করিলে তদীয় পিতা কহিল, মহারাজ! যদি আমার এই কন্যা-গর্ভ-সম্ভূত পুত্রকে আপনি উত্তরাধিকারিরূপে আপনার রাজ্যার্পণ করেন, তাহা হইলে আপনি স্বেচ্ছাসুখে ইহাঁর পাণিগ্রহণ করুন। রাজা দাসবাক্যে সম্মত না হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু তাঁহার মন সত্যবতীর বশবর্ত্তী হওয়াতে, তিনি দিন দিন তদীয় চিন্তাতেই ম্রিয়মান হইয়া ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। পিতাকে এইরূপ কাতর দর্শনে দেবব্রত প্রকৃত কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সত্যবতীকেই পিতার একমাত্র ক্লেশের কারণ বলিয়া অবগত হইলে, তৎক্ষণাৎ দাসের নিকট উপনীত হইয়া পিতার নিমিত্ত তদীয় কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। তখন দাস বিনয়নম্রবচনে কহিল, রাজকুমার! যদি আমার এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র তদীয় পিতার রাজ্যাধিকারী হয়, তাহা হইলে আপনার প্রস্তাবিত বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র আপত্তি বা দ্বিরুক্তি নাই। সত্য-প্রতিজ্ঞ রাজকুমার দেবব্রত ইহাতে সম্পূর্ণ সম্মত হইলেও, দাস তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিল, মহাত্মন্! সত্যবতীতনয়ের রাজ্য-শাসন উত্তীর্ণ হইলে পাছে আপনার পুত্রপৌত্রেরা রাজ্য লইয়া তাহার সন্তানগণের সহিত বিরোধ করেন, এখন আমার মনে কেবল সেই আশঙ্কাই প্রবল হইতেছে; অতএব যদি সে বিষয়ের কোন সদুপায় অবধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি এখনই আপনার পিতাকে আমার সত্যবতীকন্যা সম্প্রদান করিব। দাসবাক্য শ্রবণ করিয়া দেবব্রত কহিলেন, দাসরাজ! আমি বিবাহ না করিলে আমার আর সন্তান হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, সুতরাং তোমার অভিলাষও পূর্ণ হইতে

পারিবে; এক্ষণে আমি তোমার হৃৎপ্রত্যয়ের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি কদাপি দারপরিগ্রহ করিব না। দেবব্রত পিতার প্রিয়চিকীর্ষানিবন্ধন এইরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞা করাতে, দেবগণ চমৎকৃত হইয়া তাঁহার নাম ভীষ্ম রাখিলেন। ভীষ্মদেব এইপ্রকারে নিজস্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া দাসের নিকট হইতে সত্যবতীকে গ্রহণপূর্ব্বক পিতার মনোরথ পূর্ণ করাতে, শান্তনুরাজা পুত্রের ব্যবহারে নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং প্রীতিপ্রফুল্লমনে তাঁহার "স্বেচ্ছামৃত্যু হইবে" বলিয়া বরদান করিলেন।

শান্তনুরাজা সত্যবতীর গর্ভজাত চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যনামক দুইটী পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গমন করিলে, ভীষ্ম ঐ শিশুদ্বয়কে আত্মনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন। একদা গন্ধর্ব্বযুদ্ধে জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলে, তদনুজ বিচিত্রবীর্য্যই হস্তিনার সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। ভীষ্মদেব, বিমাতা সত্যবতীর নিদেশক্রমে অন্যান্য সমাগত মহীপতিদিগকে পরাজয় করিয়া স্বয়ম্বরসভা হইতে কাশীরাজের অম্বিকা ও অম্বালিকানাম্নী কন্যাদ্বয়কে লইয়া বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দান করিলেন; কিন্তু অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবানিবন্ধন অল্পকালমধ্যেই সেই নবীন রাজা যক্ষ্মারোগে কালগ্রাসে নিপতিত হওয়াতে, বংশ লোপপ্রায় হইল ভাবিয়া সত্যবতী ভীষ্মকে দারগ্রহণপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। সত্য-প্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়ব্রত ভীষ্ম, তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন সত্যবতী, পরামর্শ করিয়া বংশরক্ষার নিমিত্ত ব্যাসদেবকে স্মরণ করিলেন। পরাশরনন্দন ব্যাসদেব, জননীর আহ্বানমাত্র তথায় আগমন করিলেন এবং মাতার নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া ভ্রাতৃজায়াদিগের গর্ভে অপত্যোৎপাদন করিলেন। ব্যাস ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রথমতঃ বিধবা অম্বিকার নিকট গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ভীত হইয়া চক্ষুদ্বয় নিমীলিত করাতে তাঁহার এক অন্ধ পুত্র জন্মিয়াছিল, সেই পুত্রের নাম ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্র যেমন কৃতবিদ্য, তেমনি অযুতকুঞ্জরসদৃশ বলশালী ছিলেন। অনন্তর ব্যাসদেব মাতৃ-আজ্ঞাক্রমে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অপর এক সন্তানের নিমিত্ত অম্বালিকার নিকট গমন করাতে, তিনি ঋষির ভয়ঙ্কর জটিলরূপ দর্শনে ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিলেন; এজন্য তাঁহার পুত্র সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন

হইয়াও পাণ্ডুবর্ণ হওয়াতে, তাঁহার নামও পাণ্ডু হইয়াছিল। তৎকালে কুরুদিগের গৃহে পূর্ণযৌবনা ও প্রিয়দর্শনা এক দাসী ছিল। সে ভক্তিপূর্ব্বক প্রার্থনা করাতে তাহাকেও ব্যাসদেব, বিদুরনামে পরমপণ্ডিত ও বিচক্ষণ, মন্ত্রকুশল ও ধার্ম্মিক এক পুত্র দান করিয়াছিলেন। এই দাসীপুত্রের অপর নাম ক্ষত্তা। কথিত আছে যে, মাণ্ডব্যমুনির শাপপ্রভাবেই ধর্ম্মরাজ যমকে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কারণ, পূর্ব্বে কোনসময়ে এক রাজা, তস্করদিগের সহিত মাণ্ডব্যমুনিকেও ভ্রমক্রমে দণ্ডার্হ বিবেচনায় শূলে আরোপিত করিয়াছিলেন। তাঁহাতে তিনি মৃত্যুর পরে যমলোকে গমন করিয়া ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধর্ম্ম! কোন্ দুষ্কর্ম্মের ফলে আমাকে শূলের অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে হইল? ধর্ম্ম কহিলেন, তপোধন! আপনি পূর্ব্বজন্মে শৈশবসময়ে পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করিতেন, তজ্জন্যই আপনাকে শূলে আরোপণ করা হইয়াছিল। ধর্ম্মের বাক্যাবসানে মাণ্ডব্য কুপিত হইয়া কহিলেন, তুমি লঘুপাপে আমার গুরুদণ্ড বিধান করিয়াছ; অতএব তোমাকে নরলোকে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে এবং আমার নিদেশানুসারে অদ্যাবধি চতুর্দ্দশ বৎসরের অনধিক বয়ঃক্রমে কেহই কখন ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভাগী হইবে না। এই মাণ্ডব্য ঋষির শাপবশতঃ ধর্ম্ম, শূদ্রাণী দাসীর গর্ভে বিদুররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গান্ধাররাজতনয়া গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হইয়াছিল। পতিপরায়ণা গান্ধারী পতিকে অন্ধ দেখিয়া আপনিও বসনদ্বারা চক্ষু বন্ধন করিয়া রাখিতেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধতানিবন্ধন পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন নাই। পাণ্ডুই তখন হস্তিনার প্রকৃত রাজা হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে ও ভীষ্মদেবের পরামর্শানুযায়ী রাজত্ব করিতেন। যদুবংশীয়া ভোজকুমারী কুন্তী ও মদ্ররাজতনয়া মাদ্রীই পাণ্ডুর পট্টমহিষী ছিলেন। কুন্তীর অপর নাম পৃথা। পৃথা, কৃষ্ণের পিতৃস্বসা ছিলেন। ইনি শৈশবকালে পিতৃ-আজ্ঞাক্রমে অতিথিসেবায় নিযুক্ত হইয়া, একদা মহামুনি দুর্ব্বাসাকে পরিতুষ্ট করত এক অত্যাশ্চর্য্য মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। ঐ মন্ত্রপ্রভাবে দেবতারা আহ্বানমাত্র সমাগত হইয়া থাকেন। রাজকুমারী কুন্তী, উহার পরিক্ষার্থিনী হইয়া একদা সংগোপনে দিবাকরকে আহ্বান

করিয়াছিলেন; তাহাতে কবচকুণ্ডলসমন্বিত সাতিশয় বলবীর্য্যবিশিষ্ট সুন্দর এক পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহার নাম অঙ্গ। কন্যাকাবস্থায় এই পুত্র হওয়াতে, পৃথা লোকলজ্জাভয়ে সেই সদ্যোজাত তনয়কে তাম্রপাত্রে রাখিয়া গুপ্তভাবে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। অনন্তর অধিরথ নামে এক সূত, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়াতে, স্নেহপ্রবণ হইয়া ঐ শিশুর লালনপালনার্থ নিজপত্নী রাধার নিকট সমর্পণ করিলেন। সূত, ঐ বালকের সুরসেন বা বসুসেন বলিয়া নামকরণ করিয়াছিল; কিন্তু লোকে রাধার পালিত বলিয়া তাঁহাকে রাধার নন্দন বলিয়া জানিত এবং তজ্জন্য অনেকে রাধেয় বলিয়া ডাকিত। অঙ্গ, পরমদয়ালু ও দাতা ছিলেন। ইনি প্রার্থীকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিতেন না। একদা দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার দানশীলতার পরিচয় ও অর্জ্জুনের কুশলের নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার শরীরস্থ কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করাতে, তিনি আপন অমঙ্গল জানিয়াও তৎক্ষণাৎ উহা শরীর হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক শচীপতির প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাহাতে সুরপতি চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে স্বকীয় বিশ্ববিনাশী একাঘ্নি অস্ত্র দান করেন। দেবরাজের কৃপায় এই সময় হইতে তিনি দাতাকর্ণ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

পাণ্ডু ও তদীয় জ্যেষ্ঠের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, ভীষ্মদেব সুদেব-রাজার কন্যার সহিত বিদুরেরও বিবাহবিধি সমাধান করিলেন। মন্ত্রণাকুশল ও কার্য্যদক্ষ বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রের সখা ও প্রিয়চিকীর্ষু সচিব ছিলেন। পাণ্ডুরাজা পূর্ব্বাবধিই মহিষীদ্বয়ের সহিত বনেবনেই বাস করিতেন। সেই সময়ে কোন কারণবশতঃ ব্রহ্মশাপপ্রভাবে তিনি ঔরসজাত সন্তানোৎপাদনে বঞ্চিত হওয়াতে, কুন্তীদ্বারা ক্ষেত্রজ সন্তান লাভে যত্নবান্ হইলেন। পতির আদেশানুসারে কুন্তী স্বীয় সিদ্ধমন্ত্রদ্বারা দেবগণকে আহ্বানপূর্ব্বক ধর্ম্মের ঔরসে যুধিষ্ঠিরকে, পবনের ঔরসে ভীমকে ও ইন্দ্রের ঔরসে অর্জ্জুনকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর মাদ্রীও কুন্তীপ্রদত্ত মন্ত্রবল-সাহায্যে অশ্বিনীকুমারযুগলের ঔরসে পুত্রদ্বয় লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহা-দের নাম নকুল ও সহদেব। পাণ্ডুর এই পঞ্চ পুত্রেরাই ধার্ম্মিক, কৃতবিদ্য, প্রিয়দর্শন এবং বীরপুরুষ ছিলেন। এতাদৃশ রূপগুণসম্পন্ন, যুদ্ধবিশারদ

পুত্রগণকে লাভ করিয়া পাণ্ডু সাতিশয় প্রহৃষ্ট হইয়াছিলেন। একদা তিনি মাদ্রীর সহিত হস্তিনার অনতিদূরবর্ত্তি এক নির্জ্জন বনে বিহার করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে মৃগঋষির শাপপ্রভাবে তাঁহাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইল। তখন মাদ্রী, কুন্তীর প্রতি স্বীয় তনয়যুগলের লালন-পালনের ভারার্পণ করিয়া স্বামীর সহিত সহমৃতা হইলেন। কুন্তী, পুত্র-স্নেহবশতঃ সহমৃতা হইতে না পারিয়া তাহাদের সহিত হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে কুন্তীকে পুত্রবতী দেখিয়া গান্ধারী নিতান্ত বিষণ্ণা হইলেন। তখন ব্যাসদেবের আশীর্ব্বাদে তিনি একশত পুত্র ও দুঃশলানাম্নী এক কন্যা লাভ করিলেন। তাঁহার দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, প্রভৃতি পুত্রগণের মধ্যে দুর্য্যোধনই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের এমনি সুন্দর স্বভাব যে, তিনি ইহাঁকে সুযোধন বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সুযোধন জাতমাত্রেই গর্দ্দভের ন্যায় চীৎকার করাতে, বুদ্ধিমান্ বিদুর বংশনাশক বিবেচনায় উহাকে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু অপত্যস্নেহের এমনি অনির্ব্বচনীয় মহিমা যে, ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। যাহা হউক, কুরুপাণ্ডবীয় পঞ্চোত্তরশত ভ্রাতা ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, পরস্পর পরস্পরের সহবাসে বালসুলভ ক্রীড়াকৌতুকে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। একদা দুর্য্যোধন, ভীমের বাহুবল পর্য্যালোচনা করত মনে মনে খিদ্যমান হইয়া এইরূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, পাছে পাণ্ডবেরা ভীমের বাহুবলে তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া আপনারা উহা ভোগ করে এবং কুরুকুলের কীর্ত্তিলোপ ও পাণ্ডবগণেরই গৌরববর্দ্ধন হয়। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন এইরূপ চিন্তা করিয়া ভীমকে বিনাশ করিবার বাসনা করিল। একদা ঐ দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্র, জলক্রীড়া-সময়ে ছলক্রমে ভীমকে বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রদান করিল। ভীম সেই বিষ-দূষিত মোদক ভক্ষণমাত্র বিগতচেতন ও মৃতপ্রায় হইলেন। তখন দুর্য্যোধন তাঁহাকে নিশ্চেষ্ট দর্শনে মৃত জানিয়া লতাপাশে বন্ধনপূর্ব্বক নদীতে নিক্ষেপ করিয়া চুপে চুপে গৃহপ্রবেশ করিল। ভীমের মৃতপ্রায় দেহ জলে ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল। তথায়

নাগগণ তাঁহাকে দংশন করাতে স্থাবরবিষে তাঁহার জঙ্গম বিষ বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন ভীম তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বলপূর্ব্বক লতাপাশ ছেদনকরত বাসুকির নিকট অমৃতরস পান করিয়া অষ্টাহপরে স্বালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। পাণ্ডবেরা এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া তদবধি পঞ্চভ্রাতায় নিরন্তর একত্র সাবধানে অবস্থান করিতেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, ভীষ্ম ঐ সমস্ত কুরুবালকদিগকে শিক্ষার নিমিত্ত কৃপাচার্য্যের নিকট নিযুক্ত করিলেন। শরদ্বৎ-তনয় কৃপাচার্য্য বনমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; পরে শান্তনুরাজা কৃপাপরবশ হইয়া ইহাঁকে ইহাঁর ভগিনীর সহিত আশ্রয়দান করাতে, তাঁহাদের নাম কৃপ ও কৃপী হইয়াছিল। কৃপ তৎকালের সমুদায় বিখ্যাত রাজবংশের শিক্ষক হইয়া আচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্যের ভগিনীপতি ছিলেন। কুরুপাণ্ডবেরা কৃপাচার্য্যের নিকট শিক্ষা সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার দ্রোণের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজতনয় দ্রোণ, পিতার নিকট নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি দারিদ্র্যদুঃখনিবন্ধন সহাধ্যায়ী দ্রুপদরাজার নিকট তদীয় পূর্ব্ব কথানুসারে সখ্যভাবে গমন করিলে, ঐশ্বর্য্যান্ধ দ্রুপদ তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এ নিমিত্ত তিনি মনঃক্ষোভে হস্তিনায় আসিয়া ভীষ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভীষ্মদেব গুণগ্রাহী ছিলেন; তজ্জন্য তিনি পৌত্রদিগকে অস্ত্রশিক্ষার্থ তাঁহারই নিকট সমর্পণ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য, ভার্গবকে প্রসন্ন করিয়া পূর্ব্বে যে সমস্ত অস্ত্রনৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা প্রীতিবশে নিজপুত্র অশ্বত্থামা ও কুন্তীতনয় অর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন। দ্রোণ, অনুগত বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুনকেও অশ্বত্থামার ন্যায় আন্তরিক স্নেহ করিতেন। অর্জ্জুন গুরুদত্ত শিক্ষাপ্রভাবে অল্পকালমধ্যেই মহারথী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ভীম ও দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে নৈপুণ্যলাভ করিলেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি অন্যান্য রাজকুমারেরাও যুদ্ধবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বীরমধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে কর্ণ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বালকেরাও দ্রোণের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

একদা পরীক্ষাসময়ে কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করাতে, দুর্য্যো-

ধন তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন করিয়া তাঁহাকে অঙ্গদেশের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি কর্ণের সহায়ে পাণ্ডবদিগকে জয় করিবার বাসনায় তাঁহার গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ভীমার্জ্জুন সূতপুত্রজ্ঞানে কর্ণকে নিরন্তর ঘৃণার নয়নে নিরীক্ষণ করিতেন। যাহাহউক, শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দ্রোণাচার্য্য শিষ্যদিগের নিকট দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। তিনি বাল্যসখা দ্রুপদের নিকট অবমানিত হইয়াছিলেন বলিয়া এক্ষণে তাহারই প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত কুরুবালকদিগকে কহিলেন, বৎস! তোমরা এখন দ্রুপদকে রাজ্যচ্যুত ও দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস, আমি তোমাদিগের নিকট এই দক্ষিণা প্রার্থনা করি। অনন্তর কৌরবেরা চতুরঙ্গবলে সজ্জিত হইয়া পাঞ্চালনগরে গমন করিলেন। অরাতিতাপন অর্জ্জুন ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া দ্রুপদকে বন্ধন করত আচার্য্যসন্নিধানে আনয়ন করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদরাজাকে অপদস্থ দেখিয়া মিষ্ট ভর্ৎসনাসহকারে বন্ধনমুক্ত করিয়া তদীয় রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তাঁহাকে প্রদানপূর্ব্বক অপরার্দ্ধ স্বয়ং অধিকার করিলেন। পাঞ্চালপতি এইরূপে দ্রোণের নিকট অপমানিত হইয়া দ্রোণহন্তা তনয় লাভ করিবার নিমিত্ত এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞে তিনি দেবগণের কৃপায় ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে দ্রোণঘাতক এক তনয় ও যাজ্ঞসেনী নামে লক্ষ্মী-অংশসম্ভূতা এক কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণবর্ণা হওয়াতে ঐ কন্যার নাম কৃষ্ণা হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত পাঞ্চালপতি দ্রুপদরাজার দুহিতা বলিয়া লোকে তাঁহাকে পাঞ্চালী ও দ্রৌপদী বলিয়াও সম্বোধন করিত। এই অলোকসামান্যা অযোনিসম্ভবা কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে জনগণ মুগ্ধ হইয়াছিল। কথিত আছে যে, ভূভারহরণের নিমিত্ত দেবতারা ইহাঁকেই উপলক্ষ করিয়া সৃষ্টিরক্ষা করিয়াছিলেন।

যাহাহউক, কৌরবেরা সুযোগ্য হইল দেখিয়া সকলের সম্মতিক্রমে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকেই হস্তিনার রাজমুকুট প্রদান করা হইল। যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত ঐকমত্যে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন প্রভৃতি গুণগ্রামদর্শনে

প্রকৃতিমণ্ডলী সাতিশয় চমৎকৃত ও তদীয় বশ্যভাবাপন্ন হইল। ভীমার্জ্জুন বাহুবলে পৃথিবী জয় করিয়া হস্তিনার অধীন করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের জয়লব্ধ দ্রব্যজাতে রাজভাণ্ডার পূর্ণিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত অবলোকন করিয়া মন্দমতি ধার্ত্তরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের হৃদয়ে যুগপৎ অপরিসীম দুশ্চিন্তা, হিংসা ও ক্ষোভানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন সে পাণ্ডবগণের ন্যায়োপার্জ্জিত রাজ্যলক্ষ্মী হরণ করিবার নিমিত্ত কর্ণ, দুঃশাসন ও অপরাপর দুষ্টবুদ্ধি মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া উহাঁদের সহিত শত্রুতা করিবার নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রকে পুনঃ পুনঃ পরামর্শ দান করিল। ঐ পামরেরা তখন পাণ্ডবদিগকে জননীর সহিত দগ্ধ করিবার নিমিত্ত কৌশল করিয়া তীর্থবাসের ছলে তাঁহাদিগকে বারণাবত নগরে প্রেরণ করিল। ঐ স্থানে পূর্ব্বে পুরোচননামক জনৈক যবন মন্ত্রীদ্বারা তাহারা এক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ গৃহ কেবল দাহ্য পদার্থদ্বারা নির্ম্মিত হইলেও উহার উপরিভাগ স্বাভাবিক গৃহের ন্যায় এরূপ ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল যে, উহা দেখিবামাত্র প্রকৃত অট্টালিকা বলিয়া ভ্রম হইত। পাণ্ডবেরা জননীর সহিত ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই স্থানে একবৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনের এই সকল কুটীল চক্রান্ত কেবল বিদুর অবগত ছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহবশত যাত্রাকালে ঐ সকল কথা তাঁহাকে গোপনে জ্ঞাত করাতে, যুধিষ্ঠির আত্মরক্ষার নিমিত্ত সেই জতুগৃহে এক অপূর্ব্ব সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। একদা রজনীযোগে ভিখারিণী এক নিষাদী স্বীয় পঞ্চপুত্রের সহিত ঐ জতুগৃহে নিদ্রা যাইতেছিল এবং দুর্ব্বৃত্ত পুরোচনও পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত পার্শ্বস্থ এক গৃহে শয়ন করিয়াছিল; ভীম সেই সুযোগে জতুগৃহের চতুর্দ্দিকে ও পুরোচনের শয়নাগারের একদেশে অগ্নিসংযোগপূর্ব্বক জননী ও ভ্রাতাদিগকে স্কন্ধোপরি সংস্থাপিত করিয়া সুড়ঙ্গপথে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। বিদুর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদিগকে নদীপার করিবার নিমিত্ত নৌকার সহিত নাবিকদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন; পাণ্ডবেরা সেই তরণীযোগে গঙ্গাপার হইয়া বনপথে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে পুত্রগণের

সহিত কাল-প্রেরিত সেই নিষাদী ও পাপাত্মা পুরোচন প্রচণ্ড অনলে দগ্ধীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। শর্ব্বরী প্রভাতা হইলে তথাকার অধিবাসিগণ পাণ্ডবদিগকে অনলে ভস্মীভূত মনে করিয়া সাতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল। ক্রমে এই সংবাদে হস্তিনাবাসিগণ সকলেই আন্তরিক দুঃখ করিতেছে দেখিয়া, ধৃতরাষ্ট্রও কৃত্রিম শোক ও মৌখিক ক্ষোভ প্রকাশ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের পারত্রিক কার্য্য সমাধা করিলেন। পাণ্ডবেরা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল বিবেচনা করিয়া দুর্য্যোধন আপনাকে নিষ্কণ্টক ও নিরুদ্রব জ্ঞানে মনে মনে হর্ষিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার পরমসখা পুরোচনের বিরহে তৎকালে তিনি কিয়ৎপরিমাণে কাতর ও অধীর হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, এদিকে পাণ্ডবেরা রজনী প্রভাতা হইতে না হইতেই গঙ্গা পার হইয়া একেবারে হিড়িম্ববনে উপনীত হইলেন এবং পথপর্য্যটন ও রাত্রাধিক্যপ্রযুক্ত পরিশ্রান্ত ও কাতর হইয়া এক বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াই নিদ্রাগত হইলেন। ভীমের অপর নাম বৃকোদর। বৃকোদর কখন অল্পে পরিশ্রান্ত হইতেন না। তিনি জননীসমবেত ভ্রাতৃগণকে নিদ্রাগত দেখিয়া, অপরিচিত বনমধ্যে পাছে কোন অনিষ্টসংঘটন হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহাদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং আর নিদ্রিত হইলেন না। তৎকালে ভীমের এ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক হয় নাই। কারণ ঐ বনে হিড়িম্ব নামে এক নরমাংসলোলুপ দুরন্ত রাক্ষস বাস করিত। সে দূর হইতে রুধিরের গন্ধে উন্মত্ত হইয়া হিড়িম্বানাম্নী তাহার এক সহোদরাকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক উহাঁদিগকে আক্রমণ করিয়া লইয়া আসিতে অনুমতি দান করিল। তখন মায়াবিনী রাক্ষসী শোণিতপানের আশায় ভ্রাতার আদেশমাত্র পাণ্ডবদিগের নিকট উপনীত হইল। কিন্তু ঐ রাক্ষসী ভীমকে দেখিবামাত্র তাঁহার রূপাতিশয্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিল। সে ভীমের মন হরণ করিবার নিমিত্ত মোহিনীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিল এবং হৃদয়ের বাসনা তাঁহাকে বিদিত করিয়া দীনার ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল। এদিকে ভগিনীর বিলম্ব দেখিয়া দুরাত্মা হিড়িম্ব আর থাকিতে পারিল না। সে

তৎক্ষণাৎ তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে তথায় উপনীত হইয়া ভগিনীকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তখন ভীম, মাতা ও ভ্রাতৃগণের নিদ্রাভঙ্গ হইবে বিবেচনা করিয়া সত্বর উত্থিত হইলেন এবং সেই দুরাত্মা রাক্ষসের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক দূরবনে লইয়া গিয়া তাহার সহিত ঘোরতর মল্লযুদ্ধ ও তাহাকে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞাক্রমে ভীম হিড়িম্বাকে বিবাহ করিলে, রাক্ষসী তাঁহাকে অবলীলাক্রমে পৃষ্ঠে বহন করত নানাস্থানে ভ্রমণ ও বিহার করিতে লাগিল। এই সময়ে রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের ঘটোৎকচ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

পঞ্চম অধ্যায়।

হিড়িম্ববন পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবেরা গুপ্তভাবে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পাছে তাঁহারা জীবিত আছেন জানিয়া দুর্য্যোধন পুনর্ব্বার তাঁহাদের প্রতি কোন অনিষ্টাচরণ করে, এজন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই সতর্কিতভাবে বিচরণ করিতেন। এই সময়ে পথে ব্যাসদেবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণবেশে একচক্রানগরীতে কোন ব্রাহ্মণের ভবনে কিয়দ্দিবস বাস ও ভিক্ষাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পরামর্শ দান করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির পিতামহ ব্যাসকে প্রণাম করিয়া একচক্রায় গমন করত এক ব্রাহ্মণের গৃহে মাসৈক কাল অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অতি ক্লেশে কালহরণ করিয়াছিলেন। ভিক্ষালব্ধ অন্নে ভীমের উদরপূর্ত্তি হইত না। একদা পাণ্ডবেরা ভিক্ষায় নির্গত হইলে কুন্তী সহসা সেই ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া তাহার কারণ জানিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ বকনামক এক দুরন্ত নিশাচরের দৌরাত্ম্যে বিপন্ন ও উপদ্রুত হইয়া সপরিবারে রোদন করিতেছিল। বক

অতি দুর্ব্বৃত্ত নিশাচর, সে প্রতিদিবস পর্য্যায়ক্রমে ঐ নগরবাসিগণের নিকট হইতে খাদ্য ও বলিস্বরূপ এক এক মনুষ্যকে ভক্ষণ করিত। সেই দুরাত্মা কাহারও দ্বারায় ঐরূপ পূজায় বঞ্চিত হইলেই, নগরে উৎপীড়ন করিত। যাহারা ধনী, তাহারা অর্থবলে অন্য মনুষ্য ক্রয় করিয়া উহার প্রীতি জন্মাইত; কিন্তু এই দুঃখী ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা নিতান্ত অসম্ভব হওয়াতে, তাহারা কিরূপে তাহাদের সে দিবসের পর্য্যায় পালন-পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিবে, সেই চিন্তাতে আকুল হইয়া সকলে রোদন করিতেছিল। তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনাকে বকের উপহার করিয়া স্ত্রী পুত্র স্বজনদিগকে রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার পত্নী সম্মত না হইয়া, আপনিই রাক্ষসের নিকট গমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলে, তাঁহার পুত্র নিষেধ করিয়া আপনাকে উহার ভক্ষ্যরূপে প্রদান করিতে সমুদ্যত হইলেন। এইরূপে আশ্রয়দাতা সেই ব্রাহ্মণ পরিবারের কথোপকথন ও বিপদের কারণ অবগত হইয়া, কুন্তী-দেবী করুণার্দ্রচিত্তে উহাদিগকে রক্ষা ও নগরকে নিরুপদ্রব করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে স্বকীয় এক তনয় দান করিতে অঙ্গীকারও করিলেন। কুন্তী ভীমের পরাক্রম অবগত ছিলেন; সুতরাং ভীম ভিক্ষা করিয়া আসিবামাত্রই তিনি তাঁহাকে ঐ ব্রাহ্মণের আসন্ন বিপদ ও বকাসুরের অত্যাচারবিষয়িণী সমস্ত কথাই প্রকাশ করিয়া ভীমকে বকের উদ্দেশে বলিস্বরূপ গমন করিতে অনুমতি করিলেন। পবননন্দন ভীম, মাতৃআজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সেই রাত্রেই পরমাহ্লাদে স্থালীপূর্ণ সুস্বাদু অন্ন লইয়া বকের নিকট গমন করত আপনিই সেই অন্ন তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন করিয়া বকের কোপবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বৃত্ত নিশাচর, ভীমসেনের ঈদৃশ অন্যায় ব্যবহার এবং তাঁহাকে বঞ্চিত ও অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার অন্নপান উপভোগ করিতেছে দেখিয়া কোপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ক্ষণমধ্যে বন হইতে প্রকাণ্ড এক মহীরুহ উন্মূলনপূর্ব্বক ভীমকে সবলে প্রহার করিল। সমরদুর্ম্মদ ভীমসেন তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া ভোজন সমাধা করিলেন। অনন্তর তিনি বামহস্তে রাক্ষসের প্রহারবেগ সম্বরণপূর্ব্বক

তাহাকে শ্বাসরোধক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। ভীমের বজ্রবাহুর দারুণ আঘাতে রাক্ষস মর্ম্মবেদনা প্রাপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করত প্রাণ পরিত্যাগ করিল। এইরূপে বকাসুর ভীমহস্তে ভূতলশায়ী হইলে, সেই নগর নিরুপদ্রব হইল।

এইরূপে পাণ্ডবেরা কিছুকাল তথায় বাস করিতেছিলেন; একদা এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাদিগের নিকট দ্রুপদরাজার কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের আয়োজনবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিল। দ্রুপদরাজা তাঁহার কন্যার স্বয়ম্বরের নিমিত্ত এক লক্ষ্যবেধ পণ করিয়াছিলেন। তিনি উর্দ্ধে এক কৃত্রিম মৎস্য স্থাপনপূর্ব্বক উহার নিম্নে নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণায়মান এক চক্র স্থাপন করিয়াছিলেন। যিনি ধনুতে জ্যারোপণপূর্ব্বক ঐ চক্র অতিক্রম করিয়া স্থাপিত মৎস্যের চক্ষু বাণবিদ্ধ করিতে পারিবেন, তাহাকেই সেই নাতিখর্ব্বা ও নাতিদীর্ঘা প্রিয়দর্শনা কন্যা সম্প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এই স্বয়ম্বরোপলক্ষে তৎকালের সমুদায় ক্ষত্রিয়গণ একত্রিত হইয়াছিলেন। ভিক্ষুক, দীনদুঃখী, অন্ধ, খঞ্জ, বধীর আতুর প্রভৃতি সকলেই ভিক্ষাপ্রাপ্তির আশায় তথায় গমন করিয়াছিল। রাম ও কৃষ্ণ সেই মহোৎসব দেখিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণের নিকট এই সমস্ত অবগত হইয়া পাঞ্চালদেশে গমন করিলেন এবং তথায় এক কুম্ভকারগৃহে বাসস্থান স্থির করিয়া জননী কুন্তীর সহিত কিয়দ্দিবস তথায় ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বয়ম্বরকালে পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণবেশে সভাস্থ হইলেন। সমাগত রাজগণ একে একে লক্ষ্যভেদ করিতে উদ্যম করিলেন; কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এইরূপে শিশুপাল জরাসন্ধ, শল্য, অম্বশাল্য, কাশীরাজ, বিরাট, দুর্য্যোধন প্রভৃতি রাজগণ নিরস্ত হইলে, সূর্য্যতনয় কর্ণ ধনুকে জ্যারোপণপূর্ব্বক বাণযোজনা করিয়া লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন দিব্যাভরণ ভূষিতা দ্রৌপদী সভাসীনা হইয়া কর্ণের উদ্যম দর্শন করত কহিলেন যে, আমি সূতপুত্র কর্ণকে কদাপি বরণ করিব না। এই বাক্য শ্রবণে কর্ণ সামর্ষহাস্যে ধনু পরিত্যাগপূর্ব্বক ম্লানভাবে স্বস্থানে উপবেশন করিলে, আর কেহই

সেই লক্ষ্যবেধ করিতে অগ্রসর হইলেন না। অনন্তর দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন সভ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, এই সভায় সমাগত ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ;—যে কেহ এই লক্ষ্যভেদ করিবেন, তিনিই আমার ভগিনীকে লাভ করিতে পারিবেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় ছদ্মবেশী অর্জ্জুন ধর্ম্মের অনুমতি ও ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দীনভাবাপন্ন ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুনকে লক্ষ্যভেদোদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া রাজগণ অবজ্ঞাসূচক হাস্যসহকারে কহিতে লাগিলেন যে, এই দুর্ম্মতি দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণ বুঝি কন্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত বাতুলের ন্যায় নৃপতিগণের সম্মুখে স্পর্দ্ধাপ্রকাশ করিতে আসিয়াছে ; দেখিতেছি যে, এই ভিক্ষুক নরাধমের কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান বা লজ্জাভয় নাই। যাহা হউক, স্বয়ম্বরদিদৃক্ষু দ্বিজাতিগণের জল্পনা এবং বিফলপ্রযত্ন নরপতিগণের পরিহাস শ্রবণ করিয়াও পার্থ, বরদাতা মহাদেবকে প্রণাম ও শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করত শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক আলীঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া অবলীলাক্রমে নিমিষের মধ্যে পঞ্চবাণদ্বারা লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন। তখন আনন্দময় ও বিস্ময়কর কোলাহলে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইল। বাদ্যকরেরাও সময় বুঝিয়া শতার্দ্ধ তূর্য্য বাদন করিতে লাগিল। এদিকে রাজকুমারী কৃষ্ণা সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পার্থের গলে বরমাল্য দান করিলেন। তদ্দর্শনে নরপতিগণ ক্রুদ্ধ ও ঈর্ষাপরবশ হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, দেখ, দ্রুপদরাজা অহঙ্কারপূর্ব্বক রাজন্যগণকে উপেক্ষা করিয়া তনয়াকে ব্রাহ্মণে অর্পণ করিতেছে, অতএব আইস, সকলে মিলিয়া এখনই উহার জীবন নষ্ট করি; তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর স্বয়ম্বরকালে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে পারিবে না। এই বলিয়া মহীপালগণ সকলে এককালে দ্রুপদের প্রতি উদায়ুধ হইলেন। দ্রুপদ ভীত হইয়া ব্রাহ্মণগণের শরণাগত হওয়াতে, শত্রুতাপন ভীমার্জ্জুন সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। ভীম বাহুবলে এক পত্রশূন্য পাদপ লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গমনপূর্ব্বক শত্রুদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন এবং পার্থও মুহূর্ত্তমধ্যে শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহার পরমোজ্জ্বল প্রভায় সমরোৎসুক

রাজগণকে যেন প্রভাহীন করিয়া দিলেন। তাঁহারা প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ তুমুল সংগ্রাম সন্দর্শন করিয়া ব্রহ্মরূপী বীরদ্বয়কে ভীমার্জ্জুন বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং অগ্রজ বলদেবকে কহিলেন, আর্য্য! সমরবিশারদ ভীমার্জ্জুন ব্যতীত এরূপ কার্য্য অন্য হইতে সম্ভবিত হইতে পারে না।

যাহা হউক, শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিয়া পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত জননীর নিকট গমন করিলেন। কুন্তী তখন রাত্র্যাধিক্যপ্রযুক্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন, মাতঃ! অদ্য এক অপূর্ব্ব ভিক্ষা লাভ করিয়াছি। কুন্তী, পাণ্ডবগণের মনোগত ভাব না বুঝিয়া এবং তাঁহাদের ভিক্ষালব্ধ দ্রৌপদীকে না দেখিয়াই মনে করিলেন, বুঝি তাহারা কোন উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেক;—এই ভাবিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, বৎস! যাহা পাইয়াছ, তাহা পাঁচ জনেই সুখে উপভোগ কর। অনন্তর তিনি দ্রৌপদীকে নিরীক্ষণ করিয়া এবং উহাঁকেই পাণ্ডবগণের সেই দিবসের ভিক্ষালব্ধ ধন জানিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! আমি একি কুকর্ম্ম করিলাম? আমি, এক পত্নী পঞ্চস্বামীকে গ্রহণ করিতে আদেশ করিলাম! আমার এ আদেশ ধর্ম্মবহির্ভূত ও লোকবিগর্হিত হইয়াছে; অথচ আমার পুত্রগণ কিরূপেই বা জননীর বাক্য উপেক্ষা করিয়া আমাকে মিথ্যাবাদিনী করিবে। অনন্তর যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত বিরলে মন্ত্রণা অবধারণ করিয়া জননীকে সমাশ্বস্ত করিলেন। এই সময়ে হলপাণি রামের সহিত চক্রপাণি কৃষ্ণ, তাঁহাদের সন্ধান পাইয়া সেই ভার্গবকর্ম্মশালায় উপনীত হইলেন এবং পাণ্ডবদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক শিবিরে প্রতিগমন করিলেন।

এদিকে অর্জ্জুন, ব্রাহ্মণবেশে লক্ষ্যভেদ ও রাজন্যগণকে দূরীভূত করিয়া দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান করিলে, দ্রুপদরাজা নিতান্ত চিন্তাকুল ও সন্দিহান হইলেন। যজ্ঞসেন দ্রুপদের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, ধনঞ্জয়কে কন্যা সম্প্রদান করেন। কিন্তু এক দরিদ্র অজ্ঞাতকুলশীল ব্রাহ্মণ লক্ষ্যভেদ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল দেখিয়া, তিনি নিতান্ত ম্রিয়মাণ

হইলেন। তখন ঐ ব্রাহ্মণ কে? ইহা জানিবার নিমিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই রজনীতেই অলক্ষিতভাবে ভীমার্জ্জুন ও দ্রৌপদীর অনুসরণ করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাদের আকারপ্রকার ও ভাবগতি দেখিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে মনে সন্দিগ্ধ হইলেন। অবশেষে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদের সহিত সম্ভাষণ করেন, তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রচ্ছন্নভাবে বহির্দ্দেশে থাকিয়া কথোপকথনের ভাবভঙ্গীতে উহাঁদিগকে পাণ্ডব নিশ্চয় করত পিতার নিকট সমুদায় নিবেদন করিলেন। অনন্তর নরপতি দ্রুপদ, ব্রাহ্মণ-দ্বারা উহাঁদিগকে নিজ রাজ্যে আহ্বানপূর্ব্বক পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দসহকারে অর্জ্জুনকে কন্যা সম্প্রদান করিতে উদ্যোগী হইলেন। অর্জ্জুন, জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অবিবাহিত জানিয়া একাকী দারগ্রহণে অসম্মত হইলে, পাণ্ডবেরা মাতৃ-আজ্ঞানুসারে পাঁচজনেই সেই রাজ-কুমারীকে পরিণয় করিতে স্বীকৃত হইলেন। দ্রুপদ এই লোকলজ্জাকর, ঘৃণাস্পদ ও ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে সহসা সম্মত হইলেন না। এই সময়ে মুনি-গণাগ্রগণ্য ত্রিকালদর্শী সত্যবতীতনয় ঘটনাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া, দ্রুপদের সন্দেহভঞ্জন ও বিবাহপ্রবৃত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত পুরাকালে দ্রৌপদী মহেশ্বরের নিকট পাঁচবার "পতিং দেহি" বলিয়া ভিক্ষা করাতে, তিনি বারে বারে বরদান করিয়া তাঁহার পঞ্চপতি হইবার যেরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই তখন তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক বিদিত করিলেন। ঐ সূত্রে দ্রুপদরাজসম্বন্ধেও বহুবিধ কিম্বদন্তী প্রকাশ পাইল। ফলতঃ একমাত্র মহেশ্বরের বরপ্রভাবে দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর পত্নী হইয়াও ধর্ম্মভ্রষ্টা হয়েন নাই। সাধ্বীগণের মধ্যে তিনি একজন প্রাতঃস্মরণীয়া সতী ছিলেন এবং তাঁহার প্রকৃতিও কদাপি নীচগামিনী ছিল না। যাহা হউক, ব্যাসদেবের বাক্যানুসারে দ্রুপদের সংশয়চ্ছেদ হওয়াতে, তিনি মহা-সমারোহে একে একে পঞ্চপাণ্ডবকে একাঙ্গ ভাবিয়া সেই একই কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এদিকে ধৃতরাষ্ট্র জনরবদ্বারা যুধিষ্ঠিরের পুনরভ্যুদয় অবগত হইয়া অন্তরে ব্যথিত হইলেন এবং বাহিরে হর্ষপ্রকাশ করত মন্ত্রিগণ ও ভীষ্মের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ভ্রাতৃপুত্র পাণ্ডবদিগকে পাঞ্চালনগর হইতে হস্তিনায় আহ্বান করিয়া আনিলেন। পরে সর্ব্বসাধারণের ঐকমত্যে খাণ্ডবপ্রস্থে তাঁহাদিগের অধিকার নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কৃষ্ণ তখন যুধিষ্ঠিরের প্রীতির নিমিত্ত লাঙ্গলীর সহিত যুক্তি করিয়া ঐ নগর এতাদৃশ সুখসমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও মনোহর করিয়াছিলেন যে, দর্শনমাত্রেই অমরাবতী বলিয়া ভ্রম হইত এবং সেই জন্যই উহা ইন্দ্রপ্রস্থ নামে অভিহিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্থে রাজা হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনসময়ে রাজ্যে চৌর বা দস্যুভয়ের নামমাত্রও ছিল না। তিনি দুষ্টের যম ও শিষ্টের বন্ধুস্বরূপ ছিলেন। প্রজাগণ তাঁহার গুণে বাধ্য হইয়া নিরন্তর তদীয় আদেশ প্রতিপালন করিত। তাঁহার অনুজেরা ত্রিলোকপূজ্য কৃষ্ণের সহিত তাঁহার আজ্ঞাকারী ছিলেন। একদা নারদমুনি, রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রবল প্রতাপ দর্শন করিয়া, পাছে এক পত্নী পঞ্চপতির অধিকৃত হওয়াতে ভ্রাতৃভেদ হইয়া সুন্দ ও উপসুন্দের ন্যায় তাঁহারাও বিনষ্ট হয়েন, এজন্য তাঁহাদিগকে পত্নী সহবাসের নিমিত্ত সময়-ধর্ম্মপালন করিতে পরামর্শ দান করিলেন।

পূর্ব্বে সুন্দ ও উপসুন্দনামক দুই সহোদরের মধ্যে অত্যন্ত সৌহৃদ্য ছিল। তাহারা প্রবলপ্রতাপ ও মহাপরাক্রান্ত রাজা বলিয়া বিখ্যাত ছিল। একদা অমর হইবার নিমিত্ত তপস্যা করাতে, প্রজাপতি ব্রহ্মা জগতের অনিষ্ট হইবে জানিয়া তাহাদিগকে অমর করিলেন না। অনন্তর তাহারা আপনাদের ভ্রাতৃভাবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসনিবন্ধন এই বর প্রার্থনা করিল যে, আমাদের ভ্রাতৃভেদ হইলে যেন মৃত্যু হয়। এইরূপে

তাহারা বর প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে সকলের অজেয় ও অমর জ্ঞান করিল। দুরাত্মারা বাহুবলে মদোদ্ধত হইয়া দেবতাদিগের প্রতিও অত্যাচার করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। তখন সৃষ্টিনিয়ন্তা চতুরানন উহাদের নিধনকামনায় স্বভাবের যাবতীয় সৌন্দর্য্য হইতে তিল তিল সৌন্দর্য্য সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমানাম্নী এক অনুপমা ললনার সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ঐ রমণীকে দর্শন করিয়া সুন্দ ও উপসুন্দ "এ আমার পত্নী হইবে" বলিয়া পরস্পর বিরোধ করত উভয়ে উভয়ের অস্ত্রাঘাতে বিনষ্ট হইল।

এইরূপে রমণীর নিমিত্ত পুরুষের বিস্তর অনিষ্ট সংঘটিত হয় বলিয়া, মহর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজকে উপদেশদ্বারা কেবল সাবহিত করিলেন। নারদের উপদেশানুসারে পাণ্ডবেরা প্রত্যেকে দ্রৌপদীর নিকট এক এক বৎসর অবস্থানের জন্য পর্য্যায় স্থির করিলেন এবং ইহাও অবধারিত হইল যে, পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া যিনি দ্রৌপদীর গৃহে গমন করিবেন তাঁহাকে নিয়মভঙ্গ নিবন্ধন দ্বাদশবৎসর কাল বনবাস ক্লেশভোগ করিতে হইবে। এইরূপ সময়-ধর্ম্ম পালন করিয়া পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। একদা রাজা যুধিষ্ঠির অস্ত্রগৃহে দ্রৌপদীর সহিত পালঙ্কে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ দস্যুর ভয়ে অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হওয়াতে তাঁহাকে তখন দস্যুদমনের নিমিত্ত কার্ম্মুক ও শায়ক-সংগ্রহার্থ অস্ত্রাগারে গমন করিতে হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি রাজাকে পত্নীর সহিত তথায় একাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া সত্যপালনের নিমিত্ত বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ভ্রাতৃবৎসল যুধিষ্ঠির তাহাতে কাতর হইয়া তাঁহাকে বনগমনে ক্ষান্ত করিবার নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ! জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে পত্নীসহ সংযুক্ত দেখিলে কনিষ্ঠ কদাপি দণ্ডনীয় হইতে পারে না এবং তাহাতে বিশেষ দোষের সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু কনিষ্ঠের সময়ে জ্যেষ্ঠকর্ত্তৃক ঐরূপ পরিদৃষ্ট হইলে, জ্যেষ্ঠই তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে দণ্ডভাগী হইয়া বনগমন করিবেন, অতএব তোমার এক্ষণে বনগমন করা বিধেয় নহে। অর্জ্জুন কহিলেন মহারাজ! আপনি ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ আমাকে এরূপ আর কপট ধর্ম্মপালনের অনুজ্ঞা করিবেন না। প্রতিজ্ঞা সময়ে এরূপ জ্যেষ্ঠাজ্যেষ্ঠ কিছুই নির্ণীত ছিল না, অতএব

তাহা পালনের সময় সন্দেহ ও তর্কের প্রয়োজন কি? পার্থ এই বলিয়া তাঁহার পাদদ্বয় বন্দনাকরত গুরুজনের অনুজ্ঞাক্রমে অগ্রে সেই বিপন্ন ব্রাহ্মণের বিপদুদ্ধার করিলেন। অনন্তর অজিনবল্কল ধারণপূর্ব্বক কাননাভিমুখে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পার্থ খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে নির্গত হইয়া নানাতীর্থে ভ্রমণ ও অমিতপ্রভাব বহু মহাপুরুষ এবং দেবতাবিশেষকে প্রসন্ন করিয়া অস্ত্রাদি লাভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পাতালতলবাসিনী নাগেন্দ্রনন্দিনী উলূপী ও কলিঙ্গদুহিতার সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল। অনন্তর তিনি বিচিত্র মণিপুরে গমন করতঃ চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদীয় ঔরসে ঐ চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহন নামে পরম সুন্দর ও বীর্য্যবান্ এক তনয় জন্মিয়াছিল। এই সকল পরিণয়ঘটনার পূর্ব্বে তিনি পঞ্চতীর্থে অবগাহন করিয়া গ্রাহরূপী পঞ্চ অপ্সরাকে শাপমুক্ত করিয়াছিলেন। ধনঞ্জয় এইরূপে বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া প্রতিজ্ঞাত সময় উত্তীর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রভাসতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। প্রভাসে গোবিন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিল। কথাপ্রসঙ্গে পার্থের এইরূপ অধ্যবসায় অবগত হইয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করত কহিলেন, পার্থ! সত্যপালনার্থ তোমার এই দ্বাদশবার্ষিকী ব্রতধারণ করা সংগত হইয়াছে,—তুমি যথার্থ সাধু ও মহাত্মা। অনন্তর তৎকালে যাদবেরা যে রৈবতকপর্ব্বতে কোন পর্ব্বোৎসব করিতেছিল, কৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে সমাদরপূর্ব্বক সেই স্থানে লইয়া গেলেন। অর্জ্জুন তথায় বাসুদেবের ভগিনী সুভদ্রাকে দর্শন করিয়া কামমোহিত হইলেন এবং কিপ্রকারে তাঁহাকে লাভ করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ তখন পার্থের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, সখে! তুমি আমার ভগিনী ভদ্রাতে একান্ত আসক্তচিত্ত হইয়াছ; কিন্তু ইনি স্বয়ম্বর সময়ে কাহাকে মনোনীত করিবেন, জানি না। এক্ষণে তোমাকে উপায় বলিয়া দিতেছি, তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে উঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাও; তাহা হইলে অবশ্যই তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে। অনন্তর অর্জ্জুন বাসুদেবের অনুজ্ঞাক্রমে ভদ্রাকে হরণ করিয়া আপনার রথে আরোপিত করিলেন এবং

প্রতিজ্ঞাত দ্বাদশবৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে জানিয়া স্বকীয় রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। অর্জ্জুনের তখন এবম্প্রকার কার্য্যদর্শনে বলদেব প্রভৃতি যাদবেরা তৎপ্রতি কুপিত হইলে, বাসুদেব তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। অনন্তর ক্রোধোপশম হইলে, তাঁহারা নবদম্পতীকে যৌতুক প্রদান করিবার নিমিত্ত রত্নাদি বিবিধ ধনসংগ্রহ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে অর্জ্জুনসকাশে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে ভদ্রার গর্ভে অর্জ্জুনের বিক্রমকেশরী এক তনয় জন্মিয়াছিল। সেই বালক নির্ভীক্ ও ক্রোধপরবশ হওয়াতে অভিমন্যু বলিয়া তাহার নামকরণ করা হয়। এই সময়ে বিশালাক্ষী দ্রৌপদীও পঞ্চস্বামীর ঔরসে যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন নামক পাঁচ পুত্র প্রসব করেন।

সপ্তম অধ্যায়।

সুভদ্রার বিবাহ হইবার অব্যবহিত পরেই একদা নিদাঘকালে পার্থ, কৃষ্ণের সহিত যমুনাবিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে তথায় বিপ্ররূপী বৈশ্বানর তাঁহাদের নিকট তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজনের প্রার্থনা করিলেন। খাণ্ডববনদাহনই তাঁহার ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য। কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে শ্বেতকী নামে এক যজ্ঞপ্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি নিরন্তর যজ্ঞ করাতে ব্রাহ্মণেরা হোমানলের উত্তাপে তাপিত ও সাতিশয় পীড়িত হইয়া তাঁহার যজ্ঞস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। তখন যজ্ঞবিঘ্ন হয় দেখিয়া, রাজা মহেশ্বরের আরাধনাকরত তদংশসম্ভূত সাতিশয় কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা মুনিকে হোতারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ দুর্ব্বাসা ক্রোধবশে দ্বাদশবৎসর অপরিমিত আহুতিপ্রদান করাতে অগ্নি লোভবশত তাহা পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিয়া পীড়িত হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার পীড়াশান্তির নিমিত্ত প্রজাপতি তাঁহাকে খাণ্ডবদাহন করিতে অনুজ্ঞা করিলে,

তিনি বিবিধপ্রকারে বারম্বার উহা দাহন করিতে সচেষ্টিত হইলেন; কিন্তু তাহাতে কোনপ্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঐ বন দেবতা যক্ষ, রক্ষ ও গন্ধর্ব্বাদির রক্ষিত ছিল। অগ্নি উহাতে স্পৃষ্ট হইলেই দেবরাজের আদেশক্রমে মেঘ সকল নিরন্তর বারিবর্ষণ করিয়া উহা নির্ব্বাপিত করিত; সুতরাং সেই অসংখ্য প্রাণিগণের আবাস ও বনস্পতিশোভিত বন আর দগ্ধীভূত হয় নাই। অনন্তর ব্রহ্মার অনুজ্ঞায় এতাবৎকাল তিনি রোগভোগসহিষ্ণু হইয়া এক্ষণে নরনারায়ণস্বরূপ কৃষ্ণার্জ্জুনের সাহায্যে উহা দহনমানসে তাঁহাদের নিকট ভোজনভিক্ষা ও স্বীয় পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক খাণ্ডবারণ্য দহনের মানস প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন বৈশ্বানরের বাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন যে, এরূপ দুরূহ কার্য্য করিতে গেলে দেবতাগণের সহিত অবশ্যই বিরোধ ও ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইবেক, কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত দ্বন্দ্ব করিবার সামর্থ্য থাকিলেও তাদৃশ প্রহরণ ব্যতীত জয়লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন কার্য্য; অতএব যদি আমাদিগকে উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিতে পার, তাহাহইলে আমরা তোমার অভিলষিত সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারি। অনন্তর অগ্নি, সখা বরুণের নিকট হইতে বিশ্ববিজয়ী শাণিত এক চক্র ও কৌমোদকী-নামক গদা সংগ্রহপূর্ব্বক কৃষ্ণকে প্রদান করিলেন এবং চন্দ্রপ্রদত্ত শ্বেত-অশ্ববিশিষ্ট কপিধ্বজ এক রথ, পাশাস্ত্র, অক্ষয়তূণীরযুগল ও সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর এক গাণ্ডীবধনু অর্জ্জুনকরে সমর্পণ করিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন এইরূপে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক খাণ্ডববনে গমন করিলেন, অগ্নিও তাঁহাদের আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া সেই বন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। খাণ্ডববনে যখন দিগ্‌দহনকারী প্রভূত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন দেবতারা সমবেত হইয়া উহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই সেই বীর-দ্বয়কে পরাভূত ও প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। তখন অগ্নি প্রহৃষ্ট-মনে ও অবাধে সেই নিখিল বনস্থলী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় জীবকে দগ্ধ ও ভস্মীভূত করিলেন। কেবল ছয়টীমাত্র প্রাণীই তথায় অবশিষ্ট ও জীবিত রহিল। অনন্তর অর্জ্জুনের কার্য্যে দেবরাজ প্রসন্ন হইলে, দেবেন্দ্রতনয়

ধনঞ্জয় তাঁহার নিকট অজেয়াস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্র, পুত্রের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া কহিলেন যে, তুমি পশুপতিকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই আমি তোমাকে ত্রিলোকবিজয়ী অস্ত্র দান করিব। অনন্তর কৃষ্ণ, পার্থের সহিত ইন্দ্রের চিরমিত্রতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

খাণ্ডবদহন সময়ে তথা হইতে এক নাগশিশু কোনমতে পলায়ন করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিয়াছিল এবং এই অবসরে চারিটী পক্ষী-শাবকেরও জীবনলাভ হইয়াছিল। তাহাদের জীবন রক্ষার কারণ এই যে, মন্দপালনামক এক পরম ধার্ম্মিক ঋষি অপত্যবিহীন থাকাতে স্বর্গগমনে অসমর্থ হইয়া আশু অপত্যলাভের বাসনায় পক্ষিণীগর্ভে চারিটী তনয় উৎ-পন্ন করিয়াছিলেন, তাহারা ঐ বনেই বাস করিত। খাণ্ডব বনে অগ্নিব্যাপৃত হইলে ঐ মুনি স্বীয় শিশুদিগকে উড্ডীয়মান হইয়া আত্মরক্ষায় অসমর্থ জানিয়া অগ্নিকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন এবং বনদহন সময়ে ঐ পক্ষীশাব-কেরাও প্রাণভয়ে তরুকোটর হইতে অগ্নির স্তব করাতে, তিনি উহাদিগকে ব্রহ্মবালক এবং বিশেষ অনুগত ও ভক্ত জানিয়া তাহাদিগের প্রাণহানি করেন নাই। ঐ সময়ে ময়নামে এক শিল্পকর দানব সেই বনে বাস করিত; সে বনমধ্যে অগ্নির প্রাথর্য্য দর্শনে ভীত হইয়া অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হওয়াতে, তিনি তাহাকে অভয়প্রদান পূর্ব্বক সেই নিদারুণ অগ্নির হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে অগ্নি পঞ্চদিবস নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত হইয়া সেই খাণ্ডববন দগ্ধ ও ভস্মীভূত করিলে, সেই সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর গভীর অরণ্য সমভূমে পরিণত হইয়াছিল।

আদিপর্ব্ব সমাপ্ত।

সভাপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

ময়দানব খাণ্ডবাগ্নিতে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ খাণ্ডবপ্রস্থে এক ত্রিলোকাতীত নিরুপমেয় বৈদুর্য্যাদিমণি-দ্বারা দ্যুতিবিশিষ্ট সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ভীমসেনকে এক সুদৃঢ় গদা এবং ধনঞ্জয়কে দেবদত্তনামক মেঘগম্ভীর-নিনাদক এক শঙ্খ প্রদান করিয়াছিলেন পূর্ব্বে ঐ সমস্ত অভেদ্য ও অচ্ছেদ্য বস্তু দৈত্যগণের অধিকৃত ছিল। যাহা হউক, সুনিপুণ ময় পাণ্ডবদিগকে যে সভাভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে এরূপ মহতী সভা আর কুত্রাপি বিদ্যমান ছিল না। একদা স্বেচ্ছাগামী নারদমুনি সেই সভাভবন দর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করত ধর্ম্মরাজকে লোকপালদিগের সভার বিষয় অবগত করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ত্রিলোকীমধ্যে এতাদৃশী মহতী সভা আর কুত্রাপি নাই। এক্ষণে আমি আপনাকে ভবদীয় পরলোকগত পিতার আজ্ঞানুযায়ী রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিতেছি, কারণ অধুনা আপনিই ঐরূপ যজ্ঞ করিতে সমর্থ। দেবর্ষি নারদ এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর, ধর্ম্মরাজ রাজসূয় যজ্ঞ করিতে মানস করিলেন। অনন্তর তিনি যজ্ঞবিষয়ে কৃষ্ণের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করিবার সর্ব্বতোভাবেই উপযুক্ত পাত্র বটে, কিন্তু আপাততঃ ইহাতে একমাত্র বাধা দেখিতেছি, সেই বাধা অতিক্রম করিতে পারিলেই অবশ্যই আপনার মনোরথ সুসিদ্ধ হইবেক। এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে গেলে সমুদায় রাজাদিগকে বশীভূত করিতে হয়; কিন্তু বৃহদ্রথ-তনয় জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে আপনার সে আশা পূর্ণ হওয়া সুকঠিন। ঐ রাজা কখনই আপনার বাধ্য হইবে না, এবং সে নিজে যখন ঐরূপ

রাজসূয় যজ্ঞপ্রয়াসী হইয়া আছে, তখন কখনই আপনার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে আরব্ধ ও সম্পন্ন হইতে পারিবে না। সে রুদ্রের নিকট একশত বলি প্রদানের নিমিত্ত ষড়শীতি রাজাকে পশুকল্পনায় স্বীয়পুরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, অবশিষ্ট চতুর্দ্দশ সংখ্যা পূর্ণ হইলেই সে এককালে সকলেরই প্রাণ সংহার করিবে। মহারাজ! যদি সেই নৃশংস পাপপরায়ণ রাজাকে নিহত করিয়া বন্দী রাজগণকে কারামুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার ঈপ্সিত রাজসূয়ের প্রতি আর কোন সন্দেহই থাকে না। সম্প্রতি আপনি ভীমার্জ্জুনকে ছদ্মবেশে আমার সহিত প্রেরণ করিলে আমি ভীমদ্বারা উহাকে পরাজিত করিব। কৃষ্ণ এই বলিয়া ভীমার্জ্জুনের সহিত ব্রাহ্মণবেশে মগধরাজ্যে গমন করত ছলদ্বারা জরাসন্ধকে আক্রমণ করিলেন। ভীম, কৃষ্ণের ইঙ্গিতক্রমে তাহার চরণদ্বয় করকবলিত করিয়া দ্বিধা করত তাহাকে নিপাত করিলেন। অনন্তর তৎপুত্র সহদেব মগধদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

জরাসন্ধের জন্মসম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্ব্বে বৃহদ্রথ রাজা পুত্রাভাবে চণ্ডকৌশিক নামক মুনির নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ঐ মুনি এক আম্রবৃক্ষতলে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজা বৃহদ্রথ যৎকালে তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঐ বৃক্ষ হইতে একটী আম্র মুনির সম্মুখে নিপতিত হইল। মুনি সেই ফল লইয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! এই ফল ভক্ষণমাত্রেই রাজমহিষী গর্ভবতী হইয়া যথাসময়ে এক মহাবীর তনয় প্রসব করিবেন। অনন্তর বৃহদ্রথ রাজা হৃষ্টমনে সেই ফল দ্বিধা বিভক্ত করিয়া আপন পত্নীদ্বয়কে প্রদান করাতে, উভয়েই এককালে গর্ভবতী হইয়া প্রত্যেকেই অর্দ্ধাবয়ববিশিষ্ট পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। এইরূপ পুত্রলাভে মহিষীরা অসন্তুষ্ট হইয়া ধাত্রীদ্বারা সংগোপনে সেই সদ্যঃপ্রসূত দ্বিখণ্ডিত তনয়কে চতুষ্পথে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর জরানামে এক রাক্ষসী ঐ বালকের অর্দ্ধার্দ্ধ দেহ একত্র সংযোগ করিবামাত্র দুইটী অর্দ্ধদেহ একতা লাভ করিল এবং রাক্ষসী সেই পূর্ণদেহপ্রাপ্ত শিশুটী রাজাকে প্রত্যর্পণ করিল। এইরূপে সেই শিশু জরা রাক্ষসীদ্বারা যোজিত-সন্ধি হওয়াতে তাহার নাম-জরাসন্ধ

হইয়াছিল। কৃষ্ণের মাতুল কংসরাজা জরাসন্ধের জামাতা ছিলেন। কৃষ্ণ কংসকে নিহত করিলে জরাসন্ধ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে মথুরায় আসিয়া আক্রমণ করিত, এজন্য কৃষ্ণ সেই পুরী পরিত্যাগ করত দ্বারকা-নগরীতে বাস করিতেন। এক্ষণে তিনি উপযুক্ত অবসর বিবেচনায় ভীমদ্বারায় সেই চিরশত্রুকে জয় করিলেন এবং তৎকৃত সমুদায় বন্দী রাজাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা যথাসময়ে পৃথিবী জয় করিয়া রাজগণ হইতে কর সংগ্রহ করিলেন। এইরূপে বিপুল বিত্তসংগ্রহ ও ভূপতিগণকে বশীভূত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় মহাযজ্ঞ আরব্ধ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, যজ্ঞকালে রাজা যুধিষ্ঠির যখন ভীষ্মের নিয়োগানুসারে যজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণকে প্রথমে বরণ করিয়াছিলেন, তখন দমঘোষনন্দন চেদীশ্বর শিশুপাল, সাতিশয় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্মরাজের সহিত ভীষ্মকে এবং কৃষ্ণকেও কটূক্তি করিয়াছিল; তাহাতে শত্রুনাশন শ্রীকৃষ্ণ সেই সভামধ্যেই রাজগণসমক্ষে সুদর্শননামক চক্রদ্বারা শিশুপালের শিরশ্ছেদন করেন।

জন্মকালে ঐ দুরাত্মা শিশুপাল চতুর্ভুজ ও ত্রিনয়নবিশিষ্ট হইয়াছিল; সেই সময়ে দৈববাণী হয় যে, যাঁহার দর্শনমাত্রেই এই নবজাত কুমারের দ্বিহস্ত ও ঊর্দ্ধস্থ এক চক্ষু বিলুপ্ত হইবে, তাঁহারই হস্তে এই বালকের মৃত্যু হইবে। একদা কৃষ্ণ উহাকে দর্শন করাতে উহার অতিরিক্ত হস্তদ্বয় ও চক্ষু তিরোহিত হইয়াছিল। তখন শিশুপালজননী কংসারি কৃষ্ণের হস্তেই স্বীয় নন্দনের মৃত্যু জানিয়া তাঁহার নিকট এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, এই রাজকুমার শিশুপাল তোমার নিকট শত অর্থাৎ অসংখ্য অপরাধ করিলেও তুমি কৃপা করিয়া তাহার প্রাণহানি করিবে না। কৃষ্ণ, তদীয় জননীর প্রার্থনায় সম্মত হইয়া শত শব্দকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাবাচক করিয়া কহিয়াছিলেন যে, তোমার এই বালক যথার্থ শত অপরাধ করিলেও আমি তাহার কোন অপকার করিব না। যাহা হউক, তৎকালীন বরদানের নিমিত্ত কৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বে তাহার শত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া স্বীয় সত্যরক্ষা করিয়াছিলেন;

কিন্তু এক্ষণে তাহার সংখ্যাতীত অপরাধ হওয়াতে আর সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিপাত করত সমুদয় দুর্বৃত্তদিগের হৃদয়ে বিভীষিকা সঞ্চার করিলেন।

শিশুপাল নিহত হইলে তাহার সহযোগী রাজগণ তন্তুবিচ্ছিন্ন বীণার ন্যায় নিস্তব্ধ ভাব অবলম্বন করিল। অনন্তর তাহার প্রেতকর্ম্ম সমাধা হইলে, যুধিষ্ঠির তৎপুত্রকে চেদীরাজ্যে অভিষেক করেন। এইরূপে সেই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সমাগত রাজগণ বিদায় লইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। একদা রাজা দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজের সেই মনোহারিণী অপূর্ব্ব সভা দর্শন ও তথায় ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি এক স্থানের স্ফটীকাবাসে জল-ভ্রম করত আপন বসন উত্তোলন করিয়াছিলেন, তাহাতে অপরাপর সভ্যগণ তাঁহার প্রতি হাস্য করিয়াছিল এবং আর এক স্থানে স্ফটীক প্রাচীর দেখিয়া দ্বারবোধে তিনি যেমন উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে ছিলেন, অমনি ললাটদেশে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে ভীমার্জ্জুন হাস্য করাতে তিনি মনে মনে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি আর একবার ঐ সভাগৃহে এক জলাশয় দেখিয়া উহাকে সমতল স্ফটীকভূমি বিবেচনা করত উহার উপর পরিক্রমণ চেষ্টায়, জলে নিপতিত হইয়া সভামধ্যে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি ক্রোধবশে সে স্থান হইতে কোনমতে নিবৃত্ত হইয়া স্বীয় মাতুল শকুনির সহিত পরামর্শ করিয়া অক্ষদ্বারা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলক্ষ্মী হরণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে দিব্য এক সভা রচনা করিয়া বিদুরদ্বারা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে আহ্বান করিলেন। পাশা অনর্থের মূল হইলেও তৎকালে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে উহা ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হইত; এজন্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উহার অনিষ্টকারিতা অবগত হইয়াও উহা হইতে বিরত হইতে পারেন নাই। সকল লোকেই তখন সুহৃদ্ভেদভয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে দ্যূতক্রীড়ায় অনুমোদন করিতে নিবারণ করিয়াছিল, কিন্তু ক্রূরবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া দুর্য্যোধনের পক্ষপাতী হইয়া মহান্ অনর্থকর দ্যূতক্রীড়ার সূত্রপাত করিলেন। সুবল-

নন্দন শকুনি, অক্ষচাতুরী বিলক্ষণ অবগত ছিল। সে দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করিল। যুধিষ্ঠির, ইচ্ছা না থাকিলেও জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ বশতঃ অগত্যা রাজ্যাদি পণ রাখিয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। অক্ষপারদর্শী শকুনি তখন বারম্বার তাঁহাকে জয় করিতে লাগিল। এই সময়ে অন্ধ, "আমাদের জয় হইল কি" বলিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ, ভ্রাতৃগণের সহিত আপনাকে পরাজিত করিয়া পরিশেষে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও ধর্ম্ম পরাজিত হইলে, দুর্য্যোধনের আদেশে তাঁহাদের রাজবেশ মুক্ত করা হয় এবং কর্ণের মন্ত্রণায় দুঃশাসন গুরুজনকে অবজ্ঞা করিয়া একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করত তাঁহাকে গুরুজনের সম্মুখেই বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত হইল। পাণ্ডবেরা তদ্দর্শনে নিতান্ত কুপিত হইয়া ক্ষমতাসত্বেও পণ-পরান্ত বলিয়া ধর্ম্মতঃ কিছুই করিতে পারিলেন না। পুরুষসিংহ স্বামিগণের বিদ্যমানে দ্রৌপদী অবমানিত হইতেছেন, কিন্তু তাঁহার স্বামিগণ তাহার কিছুই প্রতিকার বা তন্নিবারণে সমর্থ হইতেছেন না দেখিয়া দ্রৌপদী আকুল হইয়া একমনে কাতরভাবে বিপত্তারণ মধুসূদনকে করুণস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল হরি তখন দ্রৌপদীর মানরক্ষার নিমিত্ত মায়াদ্বারা তাঁহার বসন বর্দ্ধিত ও নূতন নূতন বর্ণে রঞ্জিত করিতে লাগিলেন। দুর্ম্মতি দুঃশাসন তৎকালে যতই তাঁহার অম্বর আকর্ষণ করিতে লাগিল, ভগবন্মায়াপ্রভাবে ততই তাহা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দর্শকগণ এই ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া দুর্য্যোধনের নিন্দা ও দ্রৌপদীর পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মবলে দ্রৌপদী এইরূপে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল দেখিয়া, ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মের অনির্ব্বচনীয় মহিমা অবগত হইলেন এবং মনে মনে ভীত হইয়া স্বপুত্রদিগের নিন্দা করত দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত করিলেন। দ্রৌপদী এই সুযোগে অন্ধের নিকট স্বামিগণের মুক্তি প্রার্থনা করিলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে স্বামিগণের সহিত তাঁহাদের হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এইরূপে পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক রাজ্যাদি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিলে দুর্য্যোধনের দুঃখের আর অবধি রহিল না। সে অভিমানে পিতার নিকট গমনকরত নির্ব্বাপিত অনল পুনঃ প্রজ্জ্বলিত করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় পুনরায় দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুরাদি সকলেই একবাক্যে ধৃতরাষ্ট্রকে পুনঃ পুনঃ এই গর্হিত কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে বলিলেন ; কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র তখন সকলেরই বাক্যে উপেক্ষা করত যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে আহ্বান করিলেন। এবার এই পণ নির্দ্ধারিত হইল যে, যিনি দ্যূতে পরাজিত হইবেন, তাঁহাকে অজিনাম্বর পরিধান ও জটাভার বহনপূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস আশ্রয় করিতে হইবে। কিন্তু এই অজ্ঞাতবাস মধ্যে কেহ কাহাকে জ্ঞাত হইতে পারিলেই পুনর্ব্বার ঐরূপ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসরকাল অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে এবং তৎপরে প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ হইলে যে যাঁহার রাজ্য পুনরধিকার করিবে। মূঢ়বুদ্ধি দুর্য্যোধনের ঈদৃশ পণ রাখিবার কারণ এই যে, যদি পাণ্ডবেরা ত্রয়োদশ বৎসর রাজশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যচারী হয়, তাহা হইলে তিনি কোনমতে তদীয় প্রজাবর্গকে হস্তগত করিয়া তাঁহাদিগের রাজৈশ্বর্য্য চিরদিনের নিমিত্ত স্বয়ং অনায়াসে উপভোগ করিবেন ; তখন সহায়সম্পদবিহীন দুর্ব্বল পাণ্ডবেরা আর তাঁহার কোন অপকার করিতে পারিবে না, সুতরাং তিনি অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া আপনি নিরুদ্বেগে পৃথিবীর একচ্ছত্রাধীশ্বর হইতে পারিবেন। দুর্ম্মতি কৌরবেরা এইরূপ চক্রান্ত করিয়া ধর্ম্মনন্দনকে দ্যূতে পুনরাহ্বান করিল। যুধিষ্ঠির স্বীয় বুদ্ধিপ্রাখর্য্যদ্বারা দ্যূতে আপনার ভাবী ফলাফল অবগত হইয়াও জ্যেষ্ঠতাতের প্রিয়চিকীর্ষানিবন্ধন অগত্যা ঐ পণে সম্মত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রতিনিধিস্বরূপ শৌবলের সহিত ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। অনন্তর

কপটঅক্ষেপারদর্শী পাপমতি শকুনির জয় ও ধর্ম্মের পরাজয় হইল। তখন যুধিষ্ঠির আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃগণের সহিত রাজবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বল্কলধারণ করিলেন। সুবুদ্ধিসম্পন্ন বিজ্ঞজনমাত্রই সেই দিবস হইতেই দুর্ম্মতি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে নিহত স্থির করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে ভূয়োভূয়ঃ নিন্দাকরত স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

পাণ্ডবেরা এইরূপে কপট দ্যূতে পরাজিত হইয়া অবধূতবেশে বিদুরের নিকট গমনকরত জননীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিলেন এবং পরিশেষে হৃষ্টমনে সকলকে যথাবিহিত সম্ভাষণকরত, সস্ত্রীক ধৌম্য পুরোহিতের সহিত পদব্রজে বনগমন করিতে লাগিলেন। স্বভাবসুন্দর যুধিষ্ঠির যাত্রাকালে স্বকীয় চক্ষু বন্ধনকরত হস্তিনার তোরণ পরিত্যাগ করিলেন। ইহার কারণ এই যে, সে সময়ে তিনি কুপিত হইয়াছিলেন, অতএব পাছে দুষ্ট সুহৃদেরা তাঁহার কালদৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া ভস্মীভূত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি চক্ষু নিমীলিত করিয়া গমন করিয়াছিলেন। বাহুবলশ্রেষ্ঠ ভীম তখন রাজার পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া স্বীয় বাহুদ্বয় অবলোকন পূর্ব্বক শত্রুদিগকে ভীত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তৎপশ্চাতে অর্জ্জুন, শত্রুদিগকে শরজালে ধরাশায়ী করিবেন, এই সঙ্কেত প্রকাশের নিমিত্ত বালুকারাশি বপন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। নকুল ধূলিধূসরিতদেহে ও সহদেব আলিপ্তমুখে উহাঁদের অনুগমন করিয়াছিলেন। অনন্তর দ্রৌপদী ত্রয়োদশবৎসরান্তে কুরুকামিনীদিগকে বিধবা হইয়া স্ব স্ব কেশপাশ মুক্ত করিতে হইবে বলিয়া যেন সঙ্কেত করত আপনার বেণী মুক্ত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর কৌরবদিগের শ্রাদ্ধকালে তাহাদিগের কুলপুরোহিতেরা যে প্রকারে কুশহস্তে গমন করিবে, ধৌম্য তাহাই প্রদর্শনপূর্ব্বক কুশহস্তে পাণ্ডবগণের পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডবেরা বনগমন করিলে তত্রত্য জানপদবর্গ ও পৌরজনের দুঃখের আর ইয়ত্তা রহিল না।

সভাপর্ব্ব সমাপ্ত।

বনপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

পাণ্ডবেরা উত্তরাভিমুখে বনগমন করিলে কতিপয় ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের গুণগ্রাম বিস্মৃত হইতে না পারিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বহু নিন্দাকরত তাঁহাদের অনুগমন করিয়াছিলেন। এতাদৃশ দুঃসময়ে কিপ্রকারে গ্রাসাচ্ছাদনদ্বারা তাঁহাদের ভরণপোষণ সমাধা হইবে, ধর্ম্মরাজ তখন সেই চিন্তাতেই একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে শৌনকাদি মুনিগণ তাঁহাকে নানাপ্রকার অমৃতায়মান বচনদ্বারা আশ্বাসিত করিলে, ধৌম্য উপস্থিত কার্য্যের সহানুভূতি করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সূর্য্যের উপাসনা করিতে পরামর্শদান করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ তদীয় নিদেশবশবর্ত্তী হইয়া দিবাকরের আরাধনা করিলে, মূর্ত্তিমান্ আদিত্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এক তাম্রনির্ম্মিত স্থালী প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হউক। হে রাজন্! আপনি দুঃসময়বশত লোকপালনের নিমিত্ত চিন্তিত হইবেন না। আপনার সহধর্ম্মিণী পাঞ্চালী দেবী উপবাসনিরত হইয়া যাবৎ এই পাত্র রক্ষা করিবেন, আমার বরে তাবৎকাল আপনাদিগের আহৃত যৎসামান্য ফলমূল, মাংস ও অন্নাদি অক্ষয়ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া আপনার পাকশালায় নিয়তই পূর্ণ থাকিবে; কিন্তু কৃষ্ণার ভোজনান্তে আর একটী মনুষ্যের নিমিত্তও উহা পর্য্যাপ্ত হইবে না। রাজা যুধিষ্ঠির সূর্য্যের নিকট ঈদৃশ বরপ্রাপ্তে পুলকিত ও সফলমনোরথ হইয়া স্বগণে কাম্যকবনে গমন করিলেন। এই সময়ে ক্রূরকর্ম্মী রাজা ধৃতরাষ্ট্র আত্মজগণের মঙ্গলকর বাক্য শ্রবণমানসে বিদুরকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক তদনুরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। অনন্তর পরমপ্রাজ্ঞ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! কুরুপাণ্ডবের মধ্যে সৌহৃদ্যসংস্থাপনই আপনার মঙ্গল বলিয়া অবগত হউন। সচীব-

শ্রেষ্ঠ কত্তার এবম্প্রকার বাক্য ধৃতরাষ্ট্র আত্মজগণের উন্নতির পক্ষে উহা বিঘ্নস্বরূপ বিবেচনা করিয়া বিদুরকে কুপিতভাবে কটুবাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক হস্তিনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বিদুর কুরুকুলক্ষয় জানিয়া নিতান্ত দীনমনে কাম্যকবনে পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর অন্ধরাজ বিদুরের সন্ধিবিগ্রহবিষয়ক প্রভাব ও তন্নিবন্ধন পাণ্ডবগণেরই কল্যাণসম্ভব চিন্তা করিয়া সঞ্জয়দ্বারা বিনীত বাক্যে পুনর্ব্বার তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যানয়ন করিলেন। বিদুরকে পুনরাগত দেখিয়া দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন, শকুনি ও কর্ণ প্রভৃতি দুষ্টবুদ্ধি মন্ত্রিগণের সহিত যুক্তি করিয়া সহায়সম্পত্তিবিহীন ও বনবাসজনিত দুঃসহ ক্লেশে কৃশাঙ্গ পাণ্ডুতনয়দিগকে যুদ্ধদ্বারা বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া চতুরঙ্গবলে সজ্জিত হইতে লাগিল। সত্যবতীতনয় ব্যাসদেব তাহাদের এই গূঢ় অসদভিপ্রায় অবগত হইয়া, সহসা সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ঐ সকল বিষয়ের অনুযোগ সহকারে তাঁহাকে বিস্তর নিন্দা করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া দুর্য্যোধনকে শাসন করিবার নিমিত্ত ব্যাসদেবকে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু ব্যাসদেব স্বয়ং তাহাতে সম্মত না হইয়া মৈত্রেয়নামক মুনিরদ্বারা উহাকে বুঝাইতে সম্মত হইলেন এবং কহিলেন যে, দুর্য্যোধন যদি সেই মুনির বাক্যে কর্ণপাত না করেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি ক্রোধবশতঃ উহাকে শাপ প্রদান করিবেন।

অনন্তর ব্যাসদেবের প্রস্থান করিবার অব্যবহিত পরেই মৈত্রেয়মুনি তথায় সমাগত হইয়া কুরুপতিকে নীতিবাক্যে পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত হইয়া, রাজত্ব করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। এই সময়ে তিনি উহাদিগকে পাণ্ডবগণের অমানুষী পরাক্রম বিদিত করিবার নিমিত্ত দ্বৈতবনে ভীমসেন যে কির্ম্মীর রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন, কথাপ্রসঙ্গে সে বিষয়ও উত্থাপন করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। ফলতঃ অনুর্ব্বরপ্রদেশে বীজবপন করিলে যেমন কোন ফলদায়ক হয় না, তদ্রূপ তদীয় বাক্যেও দুর্য্যোধনের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। সে তাঁহার

বাক্যে হাস্য করত স্বীয় উরুদেশে হস্ত প্রদান করিয়া পদাঙ্গুলীদ্বারা ভূমি ঘর্ষণ বা অঙ্কিত করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে মুনিবর কুপিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, দুরাত্মন্! যেমন তুমি আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিলে, তেমনই ত্রয়োদশ বৎসরান্তে ভীমসেন গদাঘাতে তোমার ঐ উরুযুগল ভগ্ন করিয়া সমরাঙ্গনে তোমাকে নিহত করিবেন। পুত্রের প্রতি এবম্প্রকার নিদারুণ ব্রহ্মশাপ শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র ব্যাকুল হইয়া সানুনয় বাক্যে মুনির চরণ ধারণ পূর্ব্বক শাপ বিমোচনের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পুনর্ব্বার প্রসন্নমনে কহিলেন, মহারাজ! ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে আপনার পুত্রগণ যদি পাণ্ডবদিগের সহিত অকপটভাবে মিলিত হয়েন, তাহা হইলে আর কোন প্রকার অনিষ্টসংঘটন হইবে না; কিন্তু তাহা না করিলে, নিশ্চয়ই কুরুরাজকে ভীমহস্তে নিহত হইতে হইবে।

মৈত্রেয়মুনি প্রস্থান করিলে পর, রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ক্ষত্তঃ! তুমি কাম্যকবনে গমন করিয়াছিলে, তথায় পাণ্ডবগণের কার্য্য সকল অবশ্যই দর্শন করিয়া থাকিবে। এক্ষণে ভীম কি প্রকারে কির্ম্মীর রাক্ষসকে বিনাশ করিল, তাহা আমাকে বল। বিদুর কহিলেন, মহারাজ! অতুলপরাক্রম পাণ্ডবেরা একদা রজনীযোগে কাম্যকবনে প্রবেশ করিলে, দুরাত্মা কির্ম্মীর তাঁহাদিগের পথ অবরোধ করত গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই দুষ্ট ঐ স্থানেই বাস করিত। সে বক ও হিড়িম্বের প্রিয়সখা ছিল। তাহার অত্যাচারে মুনিগণ সেই বনে বাস করিতে সমর্থ হইতেন না। ঐ দুর্ব্বার দৈত্য কালপ্রেরিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত বিরোধ করিতে লাগিল। তখন প্রচণ্ডবিক্রম সিংহপ্রতাপ ভীমসেন নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক বৃক্ষপাষাণদ্বারা ঐ দুরাচারকে ক্ষতবিক্ষত ও নিস্তেজ করিয়া জানুদ্বারা উহার প্রকাণ্ড মধ্যস্থল ভগ্ন করত উহাকে বিনাশ ও সমগ্র কানন নিরুপদ্রব করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কালক্রমে পাণ্ডবগণের বনগমনবৃত্তান্ত দেশে দেশে প্রচারিত হইলে ভগবান্ বাসুদেব সমুদায় বৃষ্ণিবংশের সহিত তাঁহাদিগের দর্শনার্থী হইয়া তথায় গমন করিলেন। কুরুজাঙ্গলবাসী ব্রাহ্মণগণ এবং দ্রুপদ-রাজাও স্বগণে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবকুটীরে উপনীত হইলেন। মধুসূদন কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের তাদৃশী দুরবস্থা দর্শনে যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট ও ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সেই সময়ে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে আত্মদুঃখ নিবেদন করিতে লাগিলেন। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক স্বামীগণ হৃতসর্ব্বস্ব ও বনচারী হইয়াছেন এবং দুর্ব্বৃত্ত কৌরবেরা গুরুজনসম্মুখে তাঁহাকে যে অবমাননা করিয়াছিল, দ্রৌপদী সরোদনে সেই সকল বিষয় কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ রুক্মিণীবল্লভ নারায়ণ, পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, সখি পাঞ্চালি! শোকাবেগ সম্বরণ কর। এক্ষণে তুমি শোকদুঃখে অভিভূত হইয়া যে প্রকারে রোদন ও পরিতাপ করিতেছ, অদ্যাবধি ত্রয়োদশ বৎসরান্তে কুরুকামিনী-গণও পতিপুত্রবিহীন হইয়া সেই প্রকারে বিলাপ ও পরিতাপ করিবে। দেবি! আমার এই বাক্যের কদাচ অন্যথাচরণ হইবে না। কৃষ্ণ এইরূপ কহিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী, কুরুকুলগর্ব্ব ভীষ্ম ও দ্রোণকে বধ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুপাণ্ডুতিলক ধর্ম্মরাজকে বিবিধ ধর্ম্মনীতিবিষয়ক উপদেশ দান করিয়াছিলেন।

কৌরবদিগের দ্যূতক্রীড়াসময়ে কৃষ্ণ যে কুরুসভায় গমন করত যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ এই যে, সেই সময়ে সৌভনগরবাসী শাল্বনামে এক মায়াবী দৈত্যের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রথমতঃ ঐ যুদ্ধে তদীয় পুত্র প্রদ্যুম্ন পরাভূত হইলে, পাণ্ডবদিগের রাজসূয় হইতে দ্বারকায় প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বধ করেন। এই

কারণে কালবিলম্বপ্রযুক্ত তিনি তৎকালে কৌরবসভায় সমাগত হইয়া সেই মহদনর্থকরী দ্যূতক্রীড়া নিবারণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যাহা হউক, সে জন্য তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা করিয়া কহিয়াছিলেন যে, মহারাজ! স্ত্রী, দ্যূত, মৃগয়া ও মদ্য এই চারিটীই মনুষ্যের পক্ষে অনর্থের মূল। দেখুন, একমাত্র দ্যূতে যখন আপনার এতাদৃশী দুরবস্থা সংঘটিত হইল, তখন একাধারে ঐ চারিটী দোষ বিদ্যমান থাকিলে আরও কতই না বিপৎপাত হইয়া থাকে। অতএব আপনি এই সকল পরিজ্ঞাত হইয়াও যখন কোনমতেই সেই দোষ পরিহার করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তখন দৈবই বলবান্ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। মনুষ্য যতই কেন সাধু ও জ্ঞানবৃদ্ধ হউক না, সে দৈবকে কদাচই অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। গ্রহবশে তাহাকে অবশ্যই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। মহারাজ! এই জন্য মহাজনেরা কোন বিষয়ে ঈশ্বরের নিন্দা না করিয়া কেবল আত্মাভিযোগ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি এখন কদাপি বিচলিত-চিত্ত না হইয়া কিয়ৎকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। কাল-সহকারে আপনিই এই সাগরাম্বরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবেন, সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের অনুজ্ঞাক্রমে প্রস্থান করেন।

ভক্তসুহৃদ্ বাসুদেব স্বগণে প্রস্থান করিলে পর মহামনা যুধিষ্ঠির, মহাত্মা অর্জ্জুনের পরামর্শানুসারে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত কিছুকাল দ্বৈতবনে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় চিরজীবী মার্কণ্ডেয় ও দাল্‌ভ্যবংশীয় বক প্রভৃতি মুনিগণের সহিত তাঁহার সম্ভাষণ হইয়াছিল। একদা পাণ্ডবেরা কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে দ্বৈপায়নমুনি তথায় সমাগত হইয়া শত্রুতাপিত যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা করত নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া তাঁহাকে প্রতিস্মৃতিনাম্নী বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। ঐ বিদ্যা-প্রভাবে শক্রশিবাদি দেবতারা প্রত্যক্ষ হইয়া দুর্লভ বর দান করিয়া থাকেন। শত্রুসংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে সমর্থ বিবেচনায়, সরস্বতী নদীর তীর দিয়া উত্তরাভিমুখে কাম্যকবনে গমন করত তাঁহাকে ঐ বিদ্যা প্রদান করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! মৎপ্রদত্ত এই বিদ্যাপ্রভাবে তুমি মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া তাঁহা হইতে প্রাশুপত

নামক অস্ত্র সংগ্রহ কর। ধনঞ্জয় রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণযুগল বন্দনান্তে দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় সশরশরাসন হস্তে সেই বন হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া অকুতোভয়ে হিমালয় ও গন্ধমাদন পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তথায় ছদ্মবেশী ইন্দ্র তাঁহাকে শিবারাধনা করিতে অনুজ্ঞা করিলে, তিনি মহেশ্বরের উদ্দেশে ঊর্দ্ধরেতার ন্যায় কঠোর তপশ্চরণ আরম্ভ করেন। নরসিংহ অর্জ্জুনের তপোতেজে ত্রিলোক তাপিত হইয়া উঠিল। তথন মহেশ্বর প্রীত হইয়া কিরাতবেশে তদীয় সম্মুখে উপনীত হইলেন। এই সময়ে মূক নামে এক দানব বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তথায় ভ্রমণ করিতেছিল। অর্জ্জুন, দর্শনমাত্রই অন্য কেহ বিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তথন ছদ্মবেশী কিরাত তাঁহাকে কহিল, মহাশয়! আপনি আমার লক্ষিত বরাহকে বিদ্ধ করিয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। মহেশ্বর এই বলিয়া অপর এক বাণদ্বারা সেই শূকরকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে উভয়ের বাণে সেই মূকদানব মুক্ত হইলে, কিরাত ও অর্জ্জুন পরস্পর "আমি উহাকে বধ করিয়াছি, আমি উহাকে বধ করিয়াছি" বলিয়া বচসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। এই সময়ে অর্জ্জুন নিরস্ত্র ও চমৎকৃত হইয়া তাঁহার সহিত মল্ল ও মুষ্টিযুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও সেই কিরাতকে কোনমতে বিচলিত করিতে না পারিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর তিনি সংগ্রামে জয়লাভ করিবার নিমিত্ত পুষ্পদামাদিদ্বারা মহেশ্বরের অর্চ্চনা আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনপ্রদত্ত মাল্যোপহার তথন সেই কিরাতের গলদেশে সংলগ্ন ও লম্বমান হইতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে ধনঞ্জয় চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং আপনাকে কৃতকৃত্যজ্ঞান করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন ও তাঁহার নিকট পাশুপত অস্ত্রও প্রার্থনা করিলেন। তথন মহেশ্বর অর্জ্জুনের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া যোগ্যপাত্র বিবেচনায় তাঁহাকে সেই শমনসোদর দুর্জ্জয় পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিলে, ধনঞ্জয়ও তাঁহার নিকট ঐ অস্ত্রের চালনা ও সংহারাদি উত্তমরূপে শিক্ষা করিলেন। অনন্তর মহেশ্বর

ঐ অস্ত্র সামান্য ব্যক্তির প্রতি আঘাত করিতে নিষেধপূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে কহিলেন, মহাত্মন্! আমার প্রসাদে তোমার সকল অভীষ্টই পূর্ণ হইবে। তুমি এক্ষণে কিছুকাল অমরাবতীতে গমন করিয়া বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা লাভ কর। এই বলিয়া কিরাতরূপী পশুপতি অন্তর্হিত হইলে ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি দিক্‌পালগণ প্রসন্নমনে তথায় সমাগত হইয়া আপনা হইতেই অর্জ্জুনকে স্ব স্ব বিখ্যাত অস্ত্রসমূহ দান করিলেন। অনন্তর দেবরাজ, ক্ষিপ্রহস্ত স্বীয় আত্মজ অর্জ্জুনকে মাতলিচালিত রথে আরোপিত করিয়া অমরনগরে লইয়া গেলেন। তথায় সুরপুরীর অনির্ব্বচনীয় শোভা সন্দর্শনে ধনঞ্জয়ের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। অর্জ্জুনসমাগমে অমরালয়ে নিত্যোৎসব হইতে লাগিল। একদা দেবরাজের আদেশে স্বর্গনর্ত্তকী চিরযৌবনা উর্ব্বশী বিবিধ হাবভাব ও কটাক্ষসহকারে রাগ-মান ও তাল-লয়ে নৃত্য-গীত করিতেছিল। "ইহাঁ হইতেই পুরুবংশ উদ্ভূত হইয়াছে, ইনি আমাদের আদি জননী" এই বিবেচনায় অর্জ্জুন বারম্বার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে পুরন্দর উর্ব্বশীর প্রতি অর্জ্জুনকে আসক্ত বিবেচনা করিয়া রজনীযোগে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বদ্বারা তাঁহাকে অর্জ্জুনের শয়নাগারে প্রেরণ করিলে, জিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রতনয় তাঁহাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন সেই উপযাচিতা স্বর্বেশ্যা তাহাতে আপনাকে অবমানিত মনে করিয়া কোপভরে অর্জ্জুনকে শাপপ্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, মহাত্মন্! আমার অভিসম্পাতে তুমি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইবে।

উর্ব্বশীর শাপপ্রভাবে পরিদেবনার্ত্তচিত্ত অর্জ্জুন, পরদিবস ইন্দ্রকে সেই সকল বিষয় অবগত করিয়া সাতিশয় ম্রিয়মাণ হইতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র কহিলেন, বৎস! তোমার ন্যায় ধৈর্য্যশীল পুত্রলাভে আমি কৃতকৃত্য ও কুন্তী ধন্যা হইলেন। এক্ষণে তুমি উর্ব্বশীর বাক্যে ব্যথিত হইও না। পৃথিবীতে তোমার অজ্ঞাতবাসসময়ে তুমি ক্লীববেশে এক বৎসর অনায়াসে কালহরণ করিতে পারিবে। আমার বরে উর্ব্বশীর শাপ তোমার মঙ্গলের নিমিত্তই হইবে। অনন্তর অর্জ্জুন প্রহৃষ্টমনে বিবিধপ্রকার যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি

দিব্যাস্ত্রনিপুণ হইয়া বিবিধ মায়াযুদ্ধও শিক্ষা করেন। অনন্তর গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের নিকট নৃত্যগীতাদি বিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বেশ্বর তুম্বুরুও তাঁহাকে অস্ত্রবিদ্যা ও বাদ্যকৌশল বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। একদা অর্জ্জুন, পিতা ইন্দ্রের সহিত একাসনে দেবসভায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে লোমশমুনি তথায় উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনের গৌরবাতিশয্য দর্শনে চমৎকৃত হইলে, দেবরাজ তাঁহার নিকট অর্জ্জুনের বিবিধ গুণগান করিয়া কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি একবার অনুগ্রহপূর্ব্বক মর্ত্ত্যভবনে কাম্যকবনস্থিত ভ্রাতৃবিরহকাতর ও শোকসন্তপ্তচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুনের কুশলাদি সমাচার লইয়া গমন করুন এবং বিবিধ সঙ্কট ও ব্যাদিতাস্য রাক্ষসনিকর হইতে রক্ষা করিয়া ধর্ম্মরাজকে সর্ব্বতীর্থে ভ্রামিত ও কৃতস্নাপিত করুন। পৌলোমীপতি এইরূপ নিবেদন করিলে, ধনঞ্জয়ও তাঁহাকে সেইপ্রকারে ভ্রাতৃগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদের চিত্তবিনোদন সম্পাদনার্থ অনুরোধ করিলেন। অনন্তর লোমশমুনি স্খলিত গ্রহের ন্যায় দেবলোক হইতে গুণগ্রামবিশিষ্ট রাজা যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়ের মুখে পাণ্ডবগণের এই সকল অমানুষিক বিবরণ শ্রবণ করিয়া শোকে আকুল, ভয়ে বিহ্বল ও হিংসায় একান্ত অভিভূত হইলেন এবং আত্মজগণের জীবিতাশা ও রাজ্যলাভে হতাশ হইয়া আহার নিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, এদিকে পাণ্ডবেরা বনে বনে নানাক্লেশ ভোগ করিয়া পঞ্চবর্ষ অতিবাহিত করিলেন। একদা বৃহদশ্ব নামে জনৈক মুনি তাঁহাদিগের সমীপে উপনীত হইলে কৃষ্ণাজিনধারী দীনভাবাপন্ন রাজা যুধিষ্ঠির, তাঁহাকে স্বাগত বাক্যে অভ্যর্থনা করিয়া ম্লানবদনে স্বকীয়

দুঃখ নিবেদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, তপোধন! রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার ন্যায় দুঃখ ইতিপূর্ব্বে আর কেহই কখন ভোগ করেন নাই। আমি অতি হতভাগ্য পুরুষ, সন্দেহ নাই। তখন ত্রিকালদর্শী যোগনিরত বৃহদশ্বমুনি তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! দিক্‌পালসদৃশ ভ্রাতা, লক্ষ্মীসদৃশী পত্নী ও প্রদীপ্ত হুতহুতাশনতুল্য তেজস্বী ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বনমধ্যেও আপনি রাজ্যসুখ উপভোগ করিতেছেন। দিবাকরের প্রসাদে আপনার ভক্ষ্যপেয়ের অণুমাত্র অপ্রতুল নাই। অতএব আপনাকে তাদৃশ দুঃখী বলিয়াই লক্ষিত হইতেছে না। এক্ষণে আপনা অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখভোগী নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হউন।

পূর্ব্বকালে নৈষধনগরে নলনামে ত্রিলোকবিশ্রুত প্রবল প্রতাপ এক রাজা ছিলেন। ইনি বীরসেন রাজার পুত্র ও বিদর্ভরাজ ভীম-সেনের জামাতা ছিলেন। দময়ন্তী নামে তদীয় পতিপ্রাণা পট্টমহিষী সুশীলা, সুশিক্ষিতা, রূপবতী, সাধ্বী ও পুত্রবতী ছিলেন। নলরাজাও পরম সুন্দর এবং কৃতবিদ্য, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ও অতিরথ ছিলেন। সেই রাজা অক্ষ ও অশ্বচালনবিদ্যায় অদ্বিতীয় বিশারদ বলিয়া বিখ্যাত। এরূপ কিম্বদন্তি আছে যে, লক্ষ্মীসাযুজ্যা দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সময়ে দিগ্‌দেশাগত অসংখ্য রাজগণ সমবেত হয়েন। সেই সময়ে নল রাজাও তথায় আহূত হইয়াছিলেন। এই আহ্বান প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি এক সুবর্ণপক্ষ হংসের নিকট দময়ন্তীর রূপলাবণ্য ও গুণাতিশয্য শ্রবণে তদীয় রূপযৌবনের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া তৎপ্রতি আসক্তচিত্ত হন। দময়ন্তীও ঐরূপে তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইয়া উঠেন। দেবগণ দময়ন্তীকে লাভ করিবার নিমিত্ত সেই স্বয়ম্বরসভায় গমন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে তাঁহারা নলরাজাকে রূপযৌবনসম্পন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বৈদর্ভীলাভে হতাশ হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, এই নলরাজাকে আমাদিগের দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দময়ন্তীর নিকট প্রেরণ করিলে, বৈদর্ভী আমাদিগের দূত জানিয়া তৎক্ষণাৎ ইহাঁকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশ্যই আমাদের মধ্যে কোন দেব-

তাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। দেবগণ এই ভাবিয়া নলরাজাকে বিনীতভাবে তৎসম্পাদনে নিয়োগ করিলেন। অনন্তর নিষধেশ্বর অলক্ষিতভাবে সেই ভীমতনয়ার নিকট গমন করত দেবতারা তাঁহাকে যে প্রার্থনা করিতেছেন, সেই অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন; কিন্তু রাজকুমারী দময়ন্তী মনোবৃত নলরাজাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য ভর্ত্তা গ্রহণে সম্মতা হইলেন না। যাহা হউক, নলরাজা স্বয়ং দময়ন্তীর প্রতি আসক্তচিত্ত হইয়াও প্রাণপণ যত্নে দেবতাদিগের আদেশ প্রতিপালন করাতে, দেবগণ তাঁহার সেই নিষ্ঠাদর্শনে চমৎকৃত ও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্ব স্ব অন্তর্দ্ধানাদিবিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। বরুণের প্রসাদে তিনি মরুভূমে জলপ্রাপ্ত ও অগ্নির প্রসাদে অগ্নি বিনাও রন্ধনে সমর্থ হইতেন। নলরাজা এই লোকাতীত ক্ষমতা লাভে আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, দময়ন্তী স্বয়ম্বরসভায় সমাগত মহীপতিগণ ও দেবমণ্ডলীর মধ্যে নলরাজাকে বরণ করিলেন। অনন্তর এই সমস্ত বৃত্তান্ত ক্রূরকর্ম্মী ঘোরদর্শন কলির কর্ণগোচর হইল। নৃপনন্দিনী দময়ন্তী যে দেবতাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মানবকুলসম্ভব নলরাজাকে বরণ করিয়াছেন, ইহাতে সে আপনার সহিত সুরগণকে অবমানিত মনে করিয়া কোপবশতঃ ঐ রাজদম্পতীকে প্রতিফল দিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতে লাগিল।

কলি মনে মনে এইরূপে নরপতির অনিষ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া দ্বাপরের সহিত দ্বাদশ বৎসর তদীয় ছিদ্রানুসন্ধান করিল। একদা মহীপাল অপ্রক্ষালিত চরণে সন্ধ্যাবন্দনা করাতে, সে সেই সুযোগে তদীয় শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্মৃতি ও বুদ্ধিভ্রংশ করিতে লাগিল। পুষ্কর নামে নলরাজার এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল; কলি, ঐ পুষ্করকে স্বীয় দুরভিসন্ধি সংসাধনের প্রধান সহায়স্বরূপ জ্ঞান করিয়া বহুবিধ প্রলোভন প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে নিমিত্ত করত নলদময়ন্তীর সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইল। রাজগণের তৎকালোচিত ধারাবাহী নিয়মানুসারে পুষ্কর, নলকে দ্যূতে আহ্বান করিলেন। উভয়ে রাজ্যাদি পণ রাখিয়া ক্রীড়ারম্ভ করেন; কিন্তু পুষ্কর কলির প্রভাবে জয়লাভ করিয়া

ছিলেন। কথিত আছে যে, কলি অলক্ষিতভাবে পুষ্করের অক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রয়োজন ও প্রার্থনামত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা প্রদান করিতেন। যাহা হউক, নলরাজা তৎকালে সুহৃদ্গণের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া দ্যূতে পরাজিত হইবামাত্র অগত্যা কাননাশ্রয় করিতে উদ্যোগ করিলেন। তখন নলরাজমহিষী পতিপ্রাণা দময়ন্তী কুমার ও কুমারীদিগকে স্বীয় পিত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং স্বামীর অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা অন্নাভাবে জীর্ণ ও শীর্ণকলেবর হইয়া অতি কষ্টে বনে বনে ভ্রমণ ও বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন। দময়ন্তী, পতির দুর্দ্দশা দর্শনে তাঁহাকে বিদর্ভনগরে যাইয়া বাস করিতে যুক্তিদান করিলেন; কিন্তু দুঃসময়ে শ্বশুরালয়ে বা কোন আত্মীয়ের নিকট জীবনোপায় গ্রহণ করিলে, লোকলজ্জা ও নানাপ্রকারে অপদস্থ হইতে হয় বলিয়া, রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন না।

একদা তাঁহারা ক্ষুন্নিপীড়িত হইয়া অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে কতিপয় সুন্দর পক্ষী দেখিতে পাইলেন। তখন নলরাজা উহাদিগকে ধৃত ও বিনিময় করিয়া অর্থাহরণের মানস করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ পরিহিত স্বীয় মলিন বসন উন্মোচন পূর্ব্বক বিবস্ত্র হইয়া উহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে সেই ছদ্মবেশী শকুন্তগণ রাজার বস্ত্র হরণ করিয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হইল এবং রাজাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিল, মহারাজ! আমরা প্রকৃত বিহঙ্গম নহি; কেবল মায়াদ্বারা ঈদৃশ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছি। মূঢ় নৈষধরাজ! আমরা দ্বাপর ও কলি। বৈদর্ভী দেবগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমাকে আশ্রয় করাতে, এক্ষণে আমরা কোপবশে তোমাকে এইপ্রকারে দণ্ডপ্রদান করিতেছি। পক্ষিগণ এই বলিয়া প্রস্থান করিলে, উভয়ে চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎকাল চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা, রাজ্ঞীকে পিত্রালয়ে যাইয়া দিনপাত করিতে আজ্ঞা দান করিলেন; কিন্তু পতিপ্রাণা দময়ন্তী আত্মসুখের অভিলাষিণী হইয়া রাজলক্ষ্মীভ্রষ্ট স্বামীকে অসহায় ও বিপন্নাবস্থায় পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতে কোনক্রমেই সম্মত হইলেন না। পতিনিরতা রাজ্ঞী

বিষম সঙ্কটসময়ে স্বামীসেবাদ্বারা আপনাকে কৃতকৃত্যজ্ঞান এবং স্বামীসেবার নিমিত্ত সমুদায় বাধা ও বিঘ্নে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন। তিনি পতির নিমিত্ত সমুদায় ভোগবিলাসও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; অধিক কি, এই ভীমকুমারী পতির নিমিত্ত কোন ভয়ই গ্রাহ্য করিতেন না। ব্যাদিতাস্য কৃতান্তও তাঁহার মনে অণুমাত্র ভীতিসঞ্চারে সমর্থ হয় নাই। যাহা হউক, নলরাজা বারংবার তাঁহাকে পিত্রালয়ে যাইতে অনুরোধ করিলে, তাঁহার মনে পতিবিচ্ছেদভয় সঞ্চারিত হইল। কুগ্রহবশতঃ পাছে রাজা বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া কোন সময়ে পরিত্যাগপূর্ব্বক একাকী পলায়ন করেন, এই আশঙ্কায় তিনি রাজাকে বন্দী করিবার ছলে তাঁহার সহিত এক বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিলেন। একদা দময়ন্তী পথশ্রমে কাতর হইয়া ধরাসনে নিদ্রিতা হইলেন; কিন্তু দুঃশ্চিন্তাকাতর রাজা কিছুতেই সুপ্তিসুখানুভব করিতে সমর্থ না হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, রাজকুমারী দময়ন্তী আমার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া নিরন্তর ক্লেশপ্রাপ্ত হইতেছেন; অতএব এই অবস্থায় আমি ইহাঁকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলে, ইনি স্বীয় কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত অবশ্যই কাহারও সাহায্যে পিত্রালয়ে গমন করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালহরণ করিতে সমর্থ হইবেন। কলিসমাচ্ছন্ন রাজা এইরূপে হতবুদ্ধি এবং শোকমোহে একান্ত অভিভূত হইয়া গলদশ্রুলোচনে দেবগণের নিকট পত্নীর রক্ষার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি রাজ্ঞীর সহিত এক বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন; পাছে আকর্ষণমাত্র তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এজন্য সত্বর উহা দ্বিধা ছিন্ন করত পরিধেয় সেই বসনার্দ্ধ লইয়া বনান্তরে পলায়ন করিলেন। এদিকে, দময়ন্তী নিদ্রাভঙ্গের পর স্বামীকে না দেখিয়া তাঁহার সন্নিধিলাভ করিবার নিমিত্ত মণিহীনা ফণিনীর ন্যায় উন্মাদপ্রায় হইয়া ব্যাকুলিত চিত্তে ইতস্ততঃ অন্বেষণ এবং পশু, পক্ষী ও বৃক্ষলতাদিকে স্বামীর তথ্য জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু মূঢ় ও বৃথাভিমানী জনগণ যেমন নির্ধনের সহিত বাক্যালাপও করে না, তদ্রূপ সেই ক্ষুদ্র জীব ও নির্জীববৎ পাদপেরাও যেন তাঁহাকে অনাথিনী দেখিয়া অবজ্ঞা

পূর্ব্বক কোন প্রত্যুত্তর দান করিল না। দময়ন্তী এইরূপে স্বামীর উদ্দেশে নানা ক্লেশে ভীষণ শ্বাপদসমাকীর্ণ কান্তারমধ্যে পাগলিনীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা এক ভয়ঙ্কর সর্প মুখব্যাদানপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইলে, তিনি প্রাণভয়ে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন দূর হইতে এক নিষাদ এই ব্যাপার অবলোকনপূর্ব্বক ক্ষিপ্র-হস্ত-প্রমুক্ত শরাঘাতে সেই বিষধরকে বিনাশ করিল। অনন্তর সে বৈদর্ভীর রূপযৌবন সন্দর্শনে স্মরশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কৃতোদ্যত হইল। তখন সেই আয়তলোচনা; ক্রোধভরে দুরাচার মৃগজীবীকে শাপ প্রদানপূর্ব্বক নিধন করিলেন। এই প্রকারে তিনি পতিবিরহে একাকিনী নানা সঙ্কটে নিপতিত ও স্বকীয় পাতিব্রত্যধর্ম্মবলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কতিপয় মহাজনের সাহায্যে চেদীরাজ্যে গমন করিলেন। তথায় তিনি আত্মপরিচয় গোপন করিয়া চেদীরাজকুমারী সুনন্দার সহচরী হইয়া মনোদুঃখে কালযাপন ও গোপনে ভর্ত্তার তথ্যানুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে নলরাজা, দময়ন্তীকে পরিহারপূর্ব্বক নিতান্ত নির্ব্বিণ্ন মনে দূরগত এক বনে প্রবেশ করিলেন। সেই বনে নারদের শাপপ্রভাবে কর্কট নামে এক নাগ অবস্থিতি করিত ; সে নলরাজাকে স্পর্শ করিলে শাপমুক্ত হইবে বলিয়া, পূর্ব্বেই সেই দেবর্ষি উহার শাপবিমোচনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কর্কট নাগ তজ্জন্য দিনযামিনী "হে পুণ্যশ্লোক নলরাজন্! তুমি আর্ত্তজন পরিত্রাতা, এক্ষণে আমি বিপন্ন হইয়া মুক্তিলাভেচ্ছায় তোমাকে স্মরণ করিতেছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া রোদন করিতেছে। নলরাজা সেই নির্জ্জন প্রদেশে সহসা এক প্রকার আর্ত্তনাদ শ্রবণে দ্রুতপাদবিক্ষেপে তথায় গমন করিলেন। নাগবর, রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দংশন করিল। তদীয় গরলপ্রভাবে নলরাজা বিবর্ণ ও রাজলক্ষণ-বিহীন হইলেন। তখন সে রাজাকে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! আপনি আমার সখা; বিপৎকালে রাজশ্রীসম্পন্ন হওয়া কেবল ক্লেশ ও বিড়ম্বনামাত্র জানিবেন। এই জন্য অধুনা আপনার মঙ্গলার্থী হইয়া আপনাকে রূপান্তরপূর্ব্বক

শ্রীবিহীন ও সময়োচিত ইতরজনসদৃশ কুৎসিৎ রূপ প্রদান করিলাম, ইহাতে কেহই আপনাকে এই দুঃসময়ে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আপনি এই মৎপ্রদত্ত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক কোশলনগরে ঋতুপর্ণ রাজার সূতকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কিয়ৎকাল সুখে অবস্থিতি করুন; অচিরে আপনার দুঃখ দূর হইবে। রাজন্! ভবদীয় সৌভাগ্যশশী সমুদিত হইলে, আমাকে স্মরণ করিবামাত্র নিজ রূপ প্রাপ্ত হইবেন। নাগ, এই বলিয়া তাঁহাকে বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে, বিকৃতাকার নলরাজা বাহুকনাম ধারণপূর্ব্বক সত্বর ঋতুপর্ণ রাজার সারথ্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে তিনি আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াও দময়ন্তীচিন্তায় আকুল হইয়া মুহূর্ত্তকালও সুখানুভব করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

নলদময়ন্তী রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনগমন করিলে কিয়ৎকালমধ্যেই দেশে দেশে সেই সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তখন বিদর্ভপতি ভীমসেন, কন্যা ও জামাতাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্রচিত্তে চারিদিকেই তাঁহাদের অনুসন্ধানার্থ চর সকল নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহাদিগের কোন উদ্দেশ পাইল না। অনন্তর সুদেব নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উহাঁদের অনুসন্ধানে নির্গত হইয়া নানা স্থান ভ্রমণ করত পরিচিত চেদীরাজমহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তথায় তিনি ভ্রূযুগলমধ্যস্থ তিলাকৃতি চিহ্নদ্বারা দময়ন্তীকে চিনিতে পারিলেন। এইরূপে দময়ন্তীর মাতৃস্বসা চেদীশ্বরীও দময়ন্তীকে অবগত হইয়া বহুসমাদরসহকারে তাঁহাকে সুদেবের সহিত পিত্রালয়ে প্রেরণ করিলেন। দময়ন্তী পিতৃমন্দিরে অবস্থিত হইয়াও স্বামিবিহনে কৃষ্ণপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন কৃশা ও মলিনা হইতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে দময়ন্তীর পিতা, নলের অন্বেষণে দশদিকেই চর প্রেরণ করিলেন। একদা পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে অযোধ্যানগরীতে উপনীত হইলেন। তথায় তিনি রাজার সারথিকে অলোকসামান্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে দেখিয়া, তাঁহাকেই নলরাজা বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাকে কদাকার দেখিয়া কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। পর্ণাদ, দময়ন্তীসমীপে ঐ সারথির কার্য্য সকল বিদিত করিলে, দময়ন্তীও মনে মনে সন্দিহান

হইয়া পরিশেষে স্থিরবুদ্ধিসহযোগে অনেক বিবেচনা করত সুদেবদ্বারা ঋতুপর্ণ রাজাকে, পত্রপাঠমাত্র তদীয় পুনঃস্বয়ম্বরসভায় আসিবার নিমিত্ত মিথ্যা এক নিমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করিলেন। কোশলাধিপতি ঋতুপর্ণ রাজাও স্বীয় সূতের অসাধারণ কাণ্ড ও ক্ষমতাদর্শনে তাঁহাকে নলরাজা বলিয়াই অনুমান করিতেন; কিন্তু তাহার কদর্য্যরূপ দর্শনে কিছুই স্থির করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, তিনি বাহুকের সাহায্যে এক দিবসেই বিদর্ভনগরে গমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অনন্তর সময় অবধারিত করিয়া ঋতুপর্ণ রথারোহণে গমন করিতে লাগিলেন। নলকর্ত্তৃক চালিত হইয়া অশ্বগণ মনোমারুতবেগে গমন করিতে লাগিল; তদ্দৃষ্টে রাজাও চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর পলকমধ্যে বহুস্থান অতিক্রম করিয়া রাজা, বাহুকের সহিত নিজ বিদ্যার বিনিময় করিবার বাসনায় তাঁহাকে কহিলেন, হে বাহুক! জগতে কাহারও সর্ব্বজ্ঞতা নাই। একাধারে সম্যক্ প্রকারে জ্ঞান থাকা নিতান্ত অসম্ভব। এক্ষণে তুমি আমার গণনাবিদ্যা প্রত্যক্ষ কর। এই বলিয়া তিনি দৃষ্টিমাত্র তথাকার এক বিভীতক বৃক্ষের ফল পুষ্প ও পত্রাদির সংখ্যা অবলীলাক্রমে নির্ণয় করিলেন। তখন বাহুকরূপধারী নল উহা গণনাপূর্ব্বক নির্ণীত সংখ্যার যাথার্থ্য অবলোকনে চমৎকৃত হইয়া রাজার নিকট ঐ গণিতবিদ্যা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে উহার বিনিময়স্বরূপ স্বীয় অশ্ববিজ্ঞানবিদ্যা প্রদানে সম্মত হইলেন।

অনন্তর ঋতুপর্ণ রাজা বাহুককে উক্ত সংখ্যানবিদ্যা এবং তৎসঙ্গে অক্ষবিদ্যাও প্রদান করিলেন। ঐ বিদ্যার মন্ত্রপ্রভাবে কলি আর তাঁহার শরীরে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইল না। একে সতীর আন্তরিক শাপে সে দগ্ধ হইতেছিল, তাহাতে কর্কটনাগের বিষ তাহাকে দ্বিগুণতর পীড়িত করিতেছিল। এক্ষণে আবার সে ঐ অক্ষবিদ্যার প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া গরল উদ্গার করিতে করিতে রাজার শরীর হইতে বহির্গত হইল। কলিকে দর্শনমাত্রই নলরাজা ক্রোধবশে উহাকে শাপপ্রদান করিতে সমুৎসুক হইলেন। তখন সে আর্ত্তজনের ন্যায় কারুণ্যপূর্ণবাক্যে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া কহিল, মহারাজ! আমার প্রতি ক্রোধ

পরিহার করুন। অতঃপর, আমি আপনার এক মহীয়সী কীর্ত্তি স্থাপন করিব। অদ্যাবধি যে সকল ব্যক্তি আপনার নাম গ্রহণ করিবে, তাহাদিগের প্রতি আমার আর কোন অধিকার থাকিবে না। অনন্তর রাজা কলিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ঋতুপর্ণ রাজাকে লইয়া সত্বর বিদর্ভনগরে উপনীত হইলেন। তৎকালে ঋতুপর্ণ তথায় স্বয়ম্বরের কিছুমাত্র আয়োজন দেখিতে পাইলেন না; এবং তিনি ভিন্ন আর কোন রাজাও তথায় উপস্থিত ছিলেন না। দময়ন্তী কেবল সেই "বাহুকনামধারী সুত, সত্যই নলরাজা কি না," ইহা জানিবার নিমিত্ত ঐ মিথ্যা কৌশল উদ্ভাবনপূর্ব্বক তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, দময়ন্তী কেশিনীনামে জনৈক পরিচারিকাদ্বারা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া বাহুকনামা ছদ্মবেশী সারথিকেই প্রকৃত নলরাজা বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন নল কর্কটনাগকে স্মরণ করিয়া স্বীয় প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি পুনঃ পরিগ্রহ করিলেন। এইরূপে বৈদর্ভী ভর্ত্তাকে প্রাপ্ত হইয়া পিতামাতার গোচর করাতে, সকলেই অপরিসীম আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর নৈষধেশ্বর নল, ঋতুপর্ণ রাজাকে প্রতিশ্রুত বিদ্যা প্রদানপূর্ব্বক বিহিত সম্ভাষণে তাঁহাকে বিদায় করিয়া মাসৈক পরে স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনের সহিত স্বরাষ্ট্রে গমন করত পুষ্করকে পুনর্ব্বার দ্যূতে আহ্বান করিলেন। এই দ্বিতীয়বারের ক্রীড়াতে পুষ্কর কলির সাহায্যাভাবে সত্বর পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল; কিন্তু ধর্ম্মনিরত নলরাজা পুষ্করকে কলিকর্ত্তৃক দুষ্কর্ম্মনিরত জানিয়া দয়াপরতন্ত্রহৃদয়ে ও প্রসন্নমনে তাহার সকল অপরাধই মার্জ্জনা করিলেন। এইরূপে হৃতাধিকার নল স্বাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অনুজের সহিত অক্ষুব্ধচিত্তে সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করত পরিশেষে ইন্দ্রসেন নামে স্বীয় পুত্রকে রাজ্যপ্রদান করিয়া সস্ত্রীক সদ্গতি লাভ করেন। বৃহদশ্ব কহিলেন, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! দেখুন, আপনার অপেক্ষা পূর্ব্বে নলরাজা কত অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। অতএব দুঃখে বিমোহিত হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মনন্দন! কালক্রমে আপনিও শত্রুসকল বশীভূত ও বিনষ্ট করিয়া স্বাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত

হইবেন। মুনিবর এই বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে অক্ষবিদ্যা প্রদান ও যথাবিহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৃহদশ্ব প্রস্থান করিলে, পাণ্ডবেরা অর্জ্জুনের বিরহে শোকাকুলিত হইয়া বিবিধ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে স্বর্গগমনোন্মুখ নারদ তথায় সমাগত হইয়া ধর্ম্মরাজকে সম্ভাষণ করিলেন। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু যুধিষ্ঠির, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া তীর্থাদিপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, দেবর্ষি তাহাতে পরম পরিতুষ্টচিত্তে তাঁহাকে তীর্থাদির উৎপত্তি, স্থিতি ও মাহাত্ম্যসকল বর্ণন করিলেন। অনন্তর তাঁহার প্রস্থান করিবার অনতিকালবিলম্বে ধৌম্য যখন তীর্থমাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে অমরাবতী হইতে লোমশমুনি তথায় উপনীত হইয়া ভ্রাতৃবিচ্ছেদকাতর যুধিষ্ঠিরকে অর্জ্জুনের কুশলাদিসমাচার আনুপূর্ব্বিক প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে লইয়া সমুদায় তীর্থস্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির নানা তীর্থে ভ্রমণকরত অবশেষে অমিতপ্রভাব মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে উপনীত হইলে লোমশ কহিলেন, মহা-রাজ! মহামুনি অগস্ত্য পূর্ব্বে এই স্থানে অবস্থিতি করিতেন। ঐ মহাত্মা পুত্রকামনায় বিদর্ভরাজতনয়া লোপামুদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। বাতাপি ও ইল্বল নামে দুই প্রচণ্ড দৈত্য ইঁহারই প্রভাবে বিনষ্ট হইয়াছিল। প্রথমতঃ ঐ বাতাপি মায়াদ্বারা ছাগরূপ ধারণ করিলে, ইল্বল তাহাকে বধ ও তদীয় মাংসে সুমিষ্ট ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে ভোজন করাইত। অনন্তর সে "বাতাপি বাতাপি" বলিয়া ডাকিবামাত্রই বাতাপি, স্বমূর্ত্তি পুনঃপরিগ্রহ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের উদরভেদ করিয়া বিনিষ্ক্রান্ত হইত। এইরূপে বহুসহস্র ব্রাহ্মণ গতাসু হইলে, একদা অগস্ত্যমুনি ব্রাহ্মণগণের প্রতি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া ঐ সকল

দুরাত্মা হইতে লোকরক্ষা করিবার উদ্দেশে ঐ রাক্ষসদ্বয়ের নিকট গমন করিয়া ভোজন প্রার্থনা করিলেন। তাহারা প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণার্থ প্রদান করিল। ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন মুনি তখন গণ্ডূষপূর্ণ গঙ্গাজলের সহিত সেই অন্নব্যঞ্জন উদরস্থ করিয়া অনায়াসেই পরিপাক করিলেন। তদ্দর্শনে ইম্বল ভীত হইয়া পলায়ন করিলে, মুনিবর তদীয় সম্পত্তি সকল স্বীয় পত্নীকে দান করিলেন। মহাভাগ! অগস্ত্য মুনি সাতিশয় ব্রহ্ম-তেজঃসম্পন্ন ছিলেন। তিনি গণ্ডূষদ্বারা সাগরপান ও কপটে বিন্ধ্যা-চলের দর্পচূর্ণ করেন। পূর্ব্বে কামরূপী বিন্ধ্যগিরি, দিবাকরের গতিরোধ করাতে, দেবগণ অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাহাতে মুনিবর বিন্ধ্যপর্ব্বতে সমাগত হইবামাত্র তাঁহার তেজস্বিতা দর্শনে গিরিবর অতি বিনীতভাবে স্বীয় দেহ সঙ্কোচ করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। অগস্ত্য তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহীধর! আমি যাবৎ দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রত্যাগত না হই, তাবৎ এই স্থলে তুমি সুস্থির ও সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থিতি কর। বিন্ধ্য মুনিবাক্যে স্বীকৃত হইলে, সেই মুনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সেই উত্তর দিকে আর কখন প্রত্যাগত না হওয়াতে, বিন্ধ্যও তদবধি দেহবিস্তারে অসমর্থ হইল।

হে পার্থ! অগস্ত্য মুনি এইরূপে অত্যদ্ভুত কার্য্য করিয়া জগতের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে বৃত্রনামে এক দুর্দ্দান্ত মহাসুর দেবদ্বেষী হইলে তাহার বিনাশের নিমিত্ত দেবতারা প্রজাপতির আদেশানুসারে দধিচী মুনির নিকট গমন করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা মুনিবর প্রাণত্যাগ করিয়া স্বীয় অস্থি তাঁহাদিগকে প্রদান করেন। শক্র, দধিচী মুনির সেই অস্থিতে বিশ্বকর্ম্মাদ্বারা বজ্রনির্ম্মাণ করাইয়া উহারই আঘাতে দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে কালকেয় প্রভৃতি বৃত্রের আশ্রিত দানবেরা প্রাণভয়ে সমুদ্রমধ্যে লুক্কায়িত হয়; কিন্তু তাহারা মধ্যে মধ্যে উত্থিত হইয়া দেবগণের প্রতি অত্যাচার করিত। দেবগণ সেই অত্যাচারে সাতিশয় উৎপীড়িত হইয়া কি উপায়ে তাহা-

দিগকে সমুদ্র হইতে বাহির করিয়া সমরস্থলে সকলকে নিহত করিবেন, তদ্বিষয়েরই চিন্তা করিতেন। অনন্তর তাঁহারা মন্ত্রণা করিয়া অগস্ত্যের শরণাপন্ন হওয়াতে, সেই মহাত্মা তৎক্ষণাৎ সুরকার্য্যসাধনোদ্দেশে গণ্ডূষ-দ্বারা সাগরবারি পান ও শোষণ করেন। তাহাতে দৈত্য সকল পরিদৃষ্ট হওয়াতে, দেবতারা যুদ্ধকরত তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর দেবগণ বারিধি পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টিত হইলে, প্রজাপতি তাহাতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, অমরগণ! সাগর পরিপূর্ণ করিবার আয়াস তোমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে না। সূর্য্যবংশে ভগীরথ-নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণপূর্ব্বক উহা পরিপূর্ণ করিবেন। পদ্মযোনির বাক্য শ্রবণে দেবগণ তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া অমরাবতীতে গমন করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, লোমশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনে! তদনন্তর বিশুষ্ক বারিধি কিরূপে জলপূর্ণ হইয়াছিল? লোমশ কহিলেন, মহারাজ! ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশে বাহুনামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম সগর; সগর, সমগ্র পৃথিবী অধিকারপূর্ব্বক অযোধ্যানগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। শৈব্যা ও বৈদর্ভীনামে তাঁহার দুই ভার্য্যা ছিল, তন্মধ্যে শৈব্যার গর্ভে এক ও বৈদর্ভীর গর্ভে তাঁহার ষষ্টিসহস্র পুত্র জন্মে। একদা সগররাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পুত্রদিগকে যজ্ঞীয় অশ্বরক্ষণে নিয়োগ করেন। সগরতনয়েরা অত্যন্ত উদ্ধতস্বভাব, দুর্দান্ত ও কলহপ্রিয় ছিল। তাহারা সেই অশ্বের সহিত নিখিল ভূমণ্ডলেই ভ্রমণ করিল। অনন্তর হয়বর, সেই বিশুষ্ক সাগর-নিখাত দিয়া বেগে একাকী পাতালপুরে গমন করাতে, তথায় দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। তখন সগরসন্তানেরা ঐ যজ্ঞাশ্ব দেখিতে না পাইয়া সাগরনিখাতমধ্যে অন্বেষণ করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে সমাধিনিরত কপিলমুনিকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকেই অশ্বাপহারক জ্ঞানে তাঁহার বহুবিধ অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, মুনিবর কোপোজ্জ্বলিতনয়নে তাহাদিগকে নিমিষমধ্যে ভস্মীভূত

করিলেন। এইরূপে সমুদায় তনয়েরা বিনষ্ট হইলে সগর, নারদ মুনির নিকট অপত্যনিধন শ্রবণে শোকসন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমারব্ধ যজ্ঞে বিঘ্ন হইবে বলিয়া সগর পুনর্ব্বার যজ্ঞাশ্ব রক্ষার জন্য স্বীয় পৌত্র অংশুমানকে নিযুক্ত করিলেন। অংশুমান্ অসমঞ্জের পুত্র; ঐ অসমঞ্জই শৈব্যাগর্ব্ভজাত সগরের তনয়। অসমঞ্জের নৃশংস ব্যবহারে সগররাজা কুপিত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ ও রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অংশুমান্ কপিলমুনিকে কোন মতে প্রসন্ন করিয়া পিতামহের যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঐ অংশুমানের পুত্র দিলীপ। সুদক্ষিণার গর্ব্ভে ভগীরথনামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। রাজকুমার ভগীরথ কঠোর তপশ্চরণদ্বারা শতমুখী গঙ্গাদেবীকে বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। গঙ্গা ভগীরথকর্তৃক মহীতলে আনীত হওয়াতে, তাঁহার নাম ভাগীরথী হইয়াছে। গঙ্গাদবী শিবশীর্ষ হইতে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া, স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্ত্যে অলকানন্দা ও পাতালে ভোগবতী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে হিমালয় ও তৎপরে জহ্নু মুনির আশ্রম মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইলে, মুনি সেই সুরধুনীর নিখিল সলিলরাশি গণ্ডূষমধ্যে গ্রহণপূর্ব্বক অনায়াসেই পান করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ভগীরথের প্রার্থনায় তপোধন তাঁহাকে স্বীয় জানু হইতে বিনির্গত করাতে, তাঁহার নাম জাহ্নবী হইল। তখন গঙ্গা শত দিকে বিস্তৃত হইয়া শুষ্ক সাগরে নিপতিত হইলেন। তথায় সগরতনয়দিগের ভস্মীভূত অস্থি বিদ্যমান ছিল; সেই অস্থি গঙ্গাজলস্পৃষ্ট হওয়াতে ঐ সকল পতিত পাপিগণ দেবদেহ ধারণপূর্ব্বক শাশ্বত লোক লাভ করিল। এইরূপে দ্রবময়ী গঙ্গা ধরণীকে পবিত্র করিলেন।

মহারাজ! গঙ্গা অতি পবিত্র তীর্থ। এই অগস্ত্যাশ্রমতীর্থে গঙ্গা বিন্দুসরঃ বলিয়া অভিহিত হয়েন। পূর্ব্বকালে এখানে ভার্গব রাম, দাশরথী রামের নিকট পরাভূত ও চূর্ণদর্প হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর অবতার রাম, মিথিলানগরে হরধনু ভঙ্গ করিয়া জনকনন্দিনী সীতার পাণিগ্রহণ করত পিতা, ভ্রাতা, দয়িতা ও ভ্রাতৃবধূগণের সহিত স্বরাজ্যে গমন করিতে

ছিলেন। পথিমধ্যে ভার্গবের উহা অসহ্য হওয়াতে, তিনি দাশরথির সন্নিহিত হইয়া বীরদর্প প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরশুরামের এতাদৃশ গর্ব্ব দর্শনে রাম অসহিষ্ণু হইয়া শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক জ্যাকর্ষণ করিয়া বাণদ্বারা তাঁহার স্বর্গদ্বার অবরোধ করিলেন। তাহাতে সেই ক্ষত্রকুলান্তক ভার্গব হতবল ও হৃতদর্প হইয়া মহেন্দ্রাচলে গমন করেন।

ধর্ম্মরাজ এইরূপে বিবিধ কথা শ্রবণ করিতে করিতে বহুতীর্থ অতিক্রমপূর্ব্বক কাম্যকবনে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা পরিমলবাহী হৈমোৎপলের নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। ঐ স্থান অতি দুর্গম ও বন্ধুর। যক্ষ ও রাক্ষসগণ উহাতে বিচরণ করে। যক্ষপতি কুবের ঐ প্রদেশের অধিনায়ক ছিলেন। পাণ্ডবেরা কোনমতে তথায় উপস্থিত হইলে, ভীম দ্রৌপদীর নিমিত্ত পদ্মান্বেষণে গমন করিলেন; কিন্তু তথায় সমুদায় কাননস্থ সরোবর অন্বেষণ করিয়াও কোথাও উহা প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর কদলীবনে প্রবেশ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ বনে রামানুচর হনুমান্ বাস করিতেন; তিনি বনমধ্যে সহসা ভীষণ সিংহনাদ শ্রবণে ভীমের আগমন ও তাঁহাকে স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া জানিতে পারিলেন। অনন্তর হনুমান্ তাঁহাকে ছলনা করিবার মানসে জরাজীর্ণ হইয়া পথিমধ্যে নিপতিত রহিলেন। ভীম, বানরকর্ত্তৃক পথ রুদ্ধ দেখিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাঁহাকে দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন; কিন্তু তিনি রুদ্রাবতার হনুমানের প্রচণ্ড প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া নিরতিশয় লজ্জিত হইলেন। অনন্তর পরস্পরের পরিচয় ও সম্ভাষা হইলে, ভীমের প্রার্থনায় হনুমান্ তাঁহাকে ভারতযুদ্ধসময়ে সাহায্য দান করিতে সম্মত হইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সহিত যখন তোমাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে আমি ভীষণ কলেবর ধারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের রথধ্বজে উপবিষ্ট হইয়া মেঘবিনির্ম্মিত গর্জ্জনে শত্রুগণের বীর্য্যহরণ ও তাহাদের মনে প্রাণসংশয়কর ভয়োৎপাদন করিব; সুতরাং তোমরা অনায়াসে তাহাদিগকে লোকান্তরিত করিতে সমর্থ হইবে। পবনাত্মজ হনুমান্ এই বলিয়া ভীমসেনকে ভ্রাতৃস্নেহপ্রযুক্ত

কমলসরোবর প্রদর্শন করিলেন। ভীম তখন সরোবর আলোড়িত করিয়া কুবলয় আহরণ করিতে লাগিলেন। যক্ষেরা তাঁহাকে পুষ্পাবচয়ন করিতে নিষেধ করিলেও যখন তিনি তাহাদের বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না, তখন তাহারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং পরিশেষে আপনারাই পরাজিত হইয়া কুবেরকে সেই সমস্ত বিষয় বিজ্ঞাপিত করিল। কুবের, অনুচরবর্গকে ভীমের সহিত বিরোধ করিতে নিবারণ করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির আসিয়া ভীমের যক্ষবিনাশ-কার্য্য দর্শনে তাঁহাকে শাসন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে যক্ষরাজের সহিত তাঁহাদের সৌহৃদ্য হইয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

পাণ্ডবেরা যখন তীর্থে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে জটাসুর তাঁহাদের অনিষ্ট-কামী হইয়া ব্রাহ্মণের বেশধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সুখে ভ্রমণ করিতে লাগিল। একদা ভীমসেন মৃগয়ার্থ গমন করিলে, সেই দুরাত্মা স্বীয় দৈত্যকলেবর ধারণ করিয়া দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবত্রয়কে স্কন্ধে বহন করত ভীমের ভয়ে দ্রুতগতি পলায়ন করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির সহসা এই ঘোরতর বিপদ দর্শনে ভীত হইয়া প্রথমতঃ তাহাকে মিষ্ট ভৎর্সনা করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন; কিন্তু কালোপহত দুরাত্মা তদীয় বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বেগে গমন করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির তখন সাতিশয় ভর প্রদান করিয়া উহাকে দুর্ব্বল করিলেন। অনন্তর ভীমসেন প্রত্যাগত হইয়া সেই মন্দমতি রাক্ষসকে চূর্ণ বিচূর্ণ করত বিনাশ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা সেই গন্ধমাদন পর্ব্বতে অর্জ্জুনের উদ্দেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এ দিকে স্বর্গ-প্রবাসী ধনঞ্জয় অমরাবতীতে বিবিধ শিক্ষায় পার-দর্শিতা লাভ করত, বাসববৈরী নিবাতকবচদিগকে নিহত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রবাসবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাত করিয়া তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিলেন। এই সময়ে দেবরাজ, যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। একদা তাঁহারা যামুন পর্ব্বতে গমন করিলে, ভীমসেন একাকী মৃগয়ার্থ বিনির্গত হইয়া বিশখযূপ নামক একস্থানে উপনীত হইবামাত্র এক ঘোর-দর্শন অজগর তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ঐ সর্প প্রকৃত সর্প নহে; পূর্ব্বকালে নহুষ রাজা ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা আপ-নাকে যানে বাহিত করাতে, অগস্ত্যমুনি তাঁহাকে সর্প হইয়া গিরিগুহায় বাস করিতে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই নহুষ রাজাই ভুজঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভীমসেনকে গ্রাস করিতে কৃতোদ্যত হইলেন। ভীমসেন বহু আয়াসেও তাহার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না। তখন সেই সর্প তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, পাবনি! আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর করিতে পারিলে, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব। কারণ তাহাতেই আমার শাপমোচনের নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা না পারিলে আমি তোমাকে আমার বংশোদ্ভব বলিয়া অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হইব এবং তোমাকে অবশ্যই গ্রাস করিব। এই সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের বিলম্বাতিশয্য দর্শনে ব্যাকুল হইয়া স্বয়ং তাঁহার অন্বেষণে বিনির্গত হইলেন এবং ঐ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ভীমের দুরবস্থা অবলোকনে সর্পকে কহি-লেন, নাগেন্দ্র! তোমার কোন্ প্রিয় কার্য্য সাধন করিলে আমার অনুজ ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিতে পার? সর্প কহিল, ধর্ম্মনন্দন! আমার প্রশ্নোত্তর প্রাপ্ত হইলে আমি ভীমকে পরিত্যাগ করিব। তখন ধর্ম্ম কহিলেন, তোমার কি প্রশ্ন আছে, আমাকে বল। সর্প কহিল, মহারাজ! ব্রাহ্মণ কে? বেদ্যই বা কি? যুধিষ্ঠির কহিলেন, বিষধর! যাঁহাতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, তপস্যা ও দয়া বিদ্যমান আছে, তিনিই ব্রাহ্মণ; আর সুখদুঃখাদিবিবর্জ্জিত ব্রহ্মই বেদ্য। সর্প

কহিল, মহারাজ! সত্যদানাদি গুণ শূদ্রেও লক্ষিত হইয়া থাকে, তবে তাহারাও ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না? আর জগতে সুখদুঃখাদিশূন্য কিছুই লক্ষিত হয় না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে কোন ব্যক্তিতে ঐ সমস্ত বৈদিক গুণ ও ব্যবহার বিদ্যমান থাকিবে, তাহারাই ব্রাহ্মণ হইবে; আর যাহাদিগের মধ্যে উহার অভাব আছে, তাহারাই শূদ্র। ভুজঙ্গম! সমুদায় অনিত্য পদার্থই সুখদুঃখমূলক; কিন্তু উহার অতীত পরমেশ্বরে সেই সুখ দুঃখ কিছুই নাই। যুধিষ্ঠির এইরূপে সর্পের প্রশ্ন সমুদায়ের মীমাংসা করিয়া কহিলেন, বিষধর! কোন্ কার্য্যদ্বারা সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে, আমাকে বল? সর্প কহিল, হিংসাহীন, সত্যপরায়ণ ও প্রিয়বাক্যতৎপর হইলে এবং সৎপাত্রে দান করিলে স্বর্গ লাভ হয়। যুধিষ্ঠির কহিলেন, দান ও সত্য এবং অহিংসা ও প্রিয়বাক্য;—এই কয়টির মধ্যে কোন্‌টী প্রধান? সর্প কহিল, যখন যেটার প্রয়োজন, তখন সেই গুণেরই গৌরবাধিক্য হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির এবম্প্রকারে সেই সর্পকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সর্প তাহার সদুত্তর সকল দান করিয়া ভীমকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় পূর্ব্বদেহ ধারণ করিয়া প্রস্থান করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতার সহিত আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবেরা প্রত্যাগত হইয়া দ্বৈতবনে বাস করিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয়াদি মুনিগণ এবং বাসুদেবও তথায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বদরিকাশ্রম ও সারস্বতাদি নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া পাণ্ডবেরা চিরজীবী মার্কণ্ডেয় মুনিকে প্রাপ্তিমাত্র বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তাহাতে ঐ মুনিও তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের সহিত আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত বেদ, পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস ও কাব্যাদি কীর্ত্তন করেন। একদা কৃষ্ণদয়িতা সত্যভামা যাজ্ঞসেনীকে সম্ভাষণ

করিয়া কৃষ্ণের সহিত প্রস্থান করিলে, যুধিষ্ঠির স্বীয় পরিবার ও ব্রাহ্মণগণের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে ক্রূরবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন, কর্ণাদি দুষ্ট মন্ত্রিগণের সহিত যুক্তি করিয়া দ্বৈতবনস্থ আভীরপল্লীতে গোনির্ণয় করিবার ছলে পিতা ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনাদি স্বজনগণের সহিত মহাসমারোহে ঘোষযাত্রায় বিনির্গত হইয়াছিলেন। বনবাসী পাণ্ডবদিগকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রম প্রদর্শন করাই তাঁহার ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা যুধিষ্ঠিরের আশ্রমসন্নিহিত কোন এক রমণীয় সরসীতীরে শিবিরসন্নিবেশ ও উৎসব করিতে উদ্যোগ করিল; কিন্তু সেই স্থান তৎকালে গন্ধর্ব্বগণের অধিকৃত থাকাতে, তাঁহারা তাহাদিগকে তথায় প্রবেশাধিকার প্রদান করিলেন না। ইহাতে কৌরবদিগের সহিত গন্ধর্ব্বগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে কর্ণাদি বীরগণ ভীত ও পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিলেন। অনন্তর গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন, দুর্য্যোধনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে কৌরবরমণীগণের সহিত বন্ধন করিয়া স্বস্থানে লইয়া যাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয় রণপরাঙ্মুখ কতিপয় সেনা, সন্নিহিত আশ্রমবাসী রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট দুর্য্যোধনের বিপদবার্ত্তা বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইল। দয়াশীল যুধিষ্ঠির, জ্ঞাতি ও বধূবর্গের দুরবস্থাকাহিনী শ্রবণে আন্তরিক বেদনাপ্রাপ্ত হইয়া ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেবের প্রতি দুর্য্যোধনকে গন্ধর্ব্বহস্ত হইতে মুক্ত করিয়া আনিতে আদেশ প্রদান করিলেন; যজ্ঞদীক্ষিত ছিলেন বলিয়া স্বয়ং গমনে অসমর্থ হইলেন। ভীমসেন ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণে কৌরব দূতকে কহিলেন, ওহে! তোমাদের রাজা শত্রুকর্ত্তৃক নিগৃহীত হওয়াতে পাণ্ডবগণের অভিলাষই সম্পন্ন হইয়াছে, অতএব আমরা তাহাদিগকে কি নিমিত্ত মুক্ত করিব? তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! দুর্য্যোধন আমাদিগের অপকার করিলেও এক্ষণে বিপদে পড়িয়া সে তোমার বাহুবল আশ্রয়ে প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত শরণাপন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ শরণাগত শত্রুকেও আশ্রয়দান ও রক্ষা করিবেন। যে অভিমানী কুরুকুলাধম আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া

রাজ্যলিপ্সা করিয়া থাকে, আজি তাহাকে বিপন্ন হইয়া আবার আমাদিগেরই আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইল। অতএব ইহাতে আমাদিগেরই গরিমাবৃদ্ধি হইতেছে; তোমরা অবিলম্বে তাহার উদ্ধারসাধন কর। অনন্তর আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেব কৌরবদিগের রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বর গন্ধর্ব্বগণের নিকট গমন করিলেন। ধনঞ্জয় প্রথমতঃ রাজাজ্ঞানুসারে তাহাদিগের নিকট বিনীতভাবে ভ্রাতা দুর্য্যোধনের বন্ধনমুক্তি প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু যখন তাহারা তদীয় বাক্যে কর্ণপাত করিল না, তখন তিনি শরজালে দশদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া লক্ষ লক্ষ বিমানচারী গন্ধর্ব্বগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ভীমসেন গদাঘাতে সহস্র সহস্র সেনার প্রাণ বিনষ্ট এবং নকুল ও সহদেব আনতপর্ব্ব শরদ্বারা প্রতি যোদ্ধাদিগকে লণ্ডভণ্ড করিতে লাগিলেন। কৌরবসেনাগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। কুরুরমণীগণ পাণ্ডবগণের বিক্রমদর্শনে চমৎকৃত হইয়া নিজ নিজ পতিদিগকে নিন্দা করিতে লাগিল। এইরূপে স্বীয় সেনাসকল বিনষ্ট ও পাণ্ডবদিগকে জয়লাভ করিতে দেখিয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন, অর্জ্জুনের সহিত মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেই গগনচারী বীর গগনমার্গে লুক্কায়িত হইয়া বাণবর্ষণ করিতে লাগিল। ধনঞ্জয় দিব্যাস্ত্রবিৎ ছিলেন; তিনি দেবদত্ত শায়কপ্রভাবে গন্ধর্ব্বের অস্ত্রসকল ছেদনপূর্ব্বক শব্দবেধী শরদ্বারা তাঁহাকে প্রকাশিত করিলেন। শৃঙ্খলবদ্ধ দুর্য্যোধন, অর্জ্জুনের প্রভাবদর্শনে মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা ও আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। যাহা হউক ধনঞ্জয়, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনকে পরাভবপূর্ব্বক সম্মুখে সমানয়ন করিলে, তিনি ধনঞ্জয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবেন্দ্রনন্দন! হে কৌন্তেয়! আমি তোমার পরম সুহৃৎ, তুমি আমাকে বধ বা আমার অবমাননা করিও না। ধনঞ্জয় কহিলেন, সখে! তুমি আমার ভ্রাতা দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। তদীয় অলঙ্ঘ্য আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে আমি অবশ্যই বলপূর্ব্বক তোমার নিকট হইতে সপরিবারে কুরুরাজকে মুক্ত করিয়া লইয়া

যাইব। অনন্তর সকলে ধর্ম্মরাজের নিকটে উপনীত হইলে চিত্রসেন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই রাজা দুর্য্যোধন নিতান্ত পাপপরায়ণ, বৃথাগর্ব্বী ও আপনাদিগের অপ্রিয়কারী। ঐ দুর্ব্বৃত্ত রাজা আপনাদিগকে দীন ও বনবাসী বলিয়া অবজ্ঞা করিবার নিমিত্ত ঘোষযাত্রার ছলে আপনাদিগকে ঐশ্বর্য্য ও স্বীয় ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিল। অনন্তর আমার সহিত অকারণে বিরোধ করিলে, আমি তাঁহাকে দেবরাজের আদেশে সপরিবারে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছিলাম। এই দুর্ব্বৃত্ত কোনরূপেই দয়ালাভের যোগ্যপাত্র নহে। তথাপি আপনি অনুমতি করিলে আমি অবশ্যই উহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব। তখন রাজা যুধিষ্ঠির গন্ধর্ব্বরাজকে যথাবিহিত সম্মানিত করিয়া ঈষদ্ধাস্যমুখে "এরূপ অসমসাহসিক দুষ্কর্ম্ম আর কখন করিও না" বলিয়া দুর্য্যোধনকে পরিবার ও স্বগণের সহিত মুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন লজ্জাবনতবদনে ধর্ম্মরাজকে অভিবাদন ও অবগুণ্ঠনবতী তদীয় পত্নীগণ দ্রৌপদীকে পূজা ও সম্ভাষণপূর্ব্বক হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিল। এই সময়ে শত্রুগণকর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া নিরতিশয় অভিমানী দুর্য্যোধন আপনাকে নিতান্ত অবমানিত ও অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করিয়া প্রাণপরিত্যাগে কৃতোদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতি মন্ত্রিগণ তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে শান্ত করেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া দুর্য্যোধনকে বিস্তর নিন্দাকরত পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিতে পরামর্শদান করিলেন; কিন্তু দুরাত্মা কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইল না।

যাহা হউক, এই সময়ে কর্ণ কৌরবেশ্বরের প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত এক রথে দশ দিক্ জয় করিয়া দুর্য্যোধনকে বৈষ্ণবযজ্ঞ করাইয়াছিলেন। সসাগরাধীশ্বর যুধিষ্ঠির বিদ্যমানে রাজসূয় সুসম্পন্ন করা নিতান্ত কঠিন, এই কারণে উহাতে কৌরবগণের একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও, উহারা সে যজ্ঞ আরব্ধ করিতে পারে নাই। যাহা হউক, এদিকে পাণ্ডবেরা এক স্থানে বহুমৃগ বধ হয় বলিয়া, সেই দ্বৈতবন পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার

বদরিকাশ্রম ও তথা হইতে কাম্যক বনে গমন করিলেন। এই কাম্যক বনে ব্যাসাদি তপোধনগণ মধ্যে মধ্যে সমাগত হইয়া বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার মনোরঞ্জন করিতেন। এই সময়ে একদা দুর্ব্বাসামুনি দুর্য্যোধনের আলয়ে কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত উপনীত হইলে, কৌরবেশ্বর আলস্য ও ঔদাস্য না করিয়া বিবিধ উপচারে ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, তাহাতে মুনিবর তাঁহাকে স্বেচ্ছাসুখে বর প্রার্থনা করিতে অনুমতি করেন। দুর্ব্বাসামুনি অতি কোপনস্বভাব ছিলেন এবং সামান্য দোষেও তিনি গুরুতর শাপপ্রদান ও দণ্ডবিধান করিতেন। ক্রূরকর্ম্মী দুর্য্যোধন তাঁহার স্বভাব ও প্রভাব অবগত ছিলেন। তজ্জন্য ঐ দুর্ব্বৃত্ত পাণ্ডবগণের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিবিধ উপায়ে প্রসন্ন করিয়া এই বর প্রার্থনা করেন যে, আপনি অর্দ্ধরাত্রে দ্রৌপদীর ভোজনান্তে পাণ্ডবগণের নিকট সশিষ্যে গমনপূর্ব্বক অন্ন প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদের অকপট ভক্তির পরীক্ষা করুন। সুতরাং দুর্য্যোধনের ঐ প্রার্থনানুসারে দুর্ব্বাসামুনি দশসহস্র শিষ্যের সহিত একদা ঘোর রজনীযোগে পাণ্ডবগণের আশ্রমে উপনীত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে পাদ্যার্ঘ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! নদীতীরে সায়াহ্নকৃত্য সমাপনান্তে দাসের কুটীরে আতিথ্যগ্রহণ করুন। তখন তপোধন, আহ্নিকার্থ সশিষ্য নদীতটে গমন করিলেন। এদিকে তৎকালে দ্রৌপদী ভোজন করিয়াছিলেন; সূর্য্যের বাক্যানুসারে তদীয় ভোজনান্তে স্থালীতে আর কিছুমাত্র অন্নব্যঞ্জন উদ্বৃত্ত হইত না; সুতরাং দুর্ব্বাসা ঈদৃশ অসময়ে আতিথ্যগ্রহণ করাতে দ্রৌপদী ব্রহ্মশাপভয়ে নিরতিশয় ভীত হইয়া একান্তমনে বিপত্তারণ মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা ও স্তব করিতে লাগিলেন। অচিন্ত্যগতি ও ভক্তবৎসল রুক্মিণীবল্লভ ভগবান্ ভক্তের বিপদ্দর্শনে সত্বর উদ্বোধিত হইয়া পাণ্ডবাশ্রমে উপনীত হইলেন। রোগী যেমন ভীষককে গৃহাগত দেখিয়া প্রফুল্লিত হয়, তদ্রূপ পাণ্ডবেরাও বিপৎ-বারণ মধুসূদনকে দর্শন করিয়া যেন মৃতদেহে প্রাণপ্রাপ্ত হইলেন। কৃষ্ণ তখন দ্রৌপদীর নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন, সখি! অদ্য আমি সাতিশয় ক্ষুধিত হইয়াছি, শীঘ্র

আমাকে ভক্ষ্য প্রদান কর। দ্রৌপদী কহিলেন, সখে! সূর্য্যের প্রসাদে আমার ভোজনকাল পর্য্যন্ত স্থালীতে অন্ন পূর্ণ থাকে, কিন্তু এক্ষণে আমার ভোজন সমাধা হওয়াতে উহা শূন্য রহিয়াছে। কৃষ্ণ কহিলেন, রাজকুমারি! আমার ক্ষুধার সময় তোমার পরিহাস করা কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে তুমি আলস্য পরিহারপূর্ব্বক সেই পাকপাত্র আমাকে প্রদর্শন কর; নতুবা কিছুতেই তদীয় বাক্যে আমার হৃৎপ্রত্যয় হইতেছে না। তখন দ্রৌপদী আর তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া সত্বর রন্ধনশালা হইতে স্থালী আনয়ন করিয়া কৃষ্ণকে প্রদর্শন করিলেন। ঐ স্থালীর মধ্যে কিঞ্চিৎ শাকান্ন সংলগ্ন ছিল। কৃষ্ণ তাহাই ভোজন করিয়া কহিলেন, ইহাতেই আমার তৃপ্তি হইল, অতএব বিশ্বাত্মাও এখন ইহাতে পরিতৃপ্ত হউন। অনন্তর তিনি মুনিগণকে ভোজনার্থ আহ্বান করিবার নিমিত্ত ভীমসেনকে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণের প্রভাবে পরস্পর সান্নরস উদ্গার অবলোকনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট আর আসিতে পারিলেন না; বরং পাছে রাজর্ষি যুধিষ্ঠির কোপের বশবর্ত্তী হইয়া শাপপ্রভাবে বিনষ্ট করেন, এই আশঙ্কায় তাঁহারা সকলে দূরে পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ এই প্রকারে দুর্ব্বাসার আশঙ্কিত রোষ হইতে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

পাণ্ডবেরা ঈদৃশ নানাবিধ বিপদে সমুত্তীর্ণ হইয়া কাম্যকাননে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একাদশ বৎসর অতীত হইল। অনন্তর একদা সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ রাজা পাণিগ্রহণার্থী হইয়া ঐ বনপথে কোন স্থানে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার গমনকালে পাণ্ডবেরা সকলেই মৃগয়ার্থ বিনির্গত ও ব্রাহ্মণেরা নিত্যনৈমিত্তিকাদি প্রাতঃকৃত্য সমাধার নিমিত্ত স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। কেবল যাজ্ঞসেনী

একাকিনী কুটীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা সেই দুঃশলাপতি জয়দ্রথ, দ্রৌপদীকে সহসা ঈক্ষণ ও তদীয় রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার নিমিত্ত কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। দ্রৌপদী তাহাকে আত্মীয় দেখিয়া আসন ও অর্ঘ্যাদিপ্রদান এবং অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া পাণ্ডবগণের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু দুর্বৃত্ত জয়দ্রথ তাহাতে সম্মত না হইয়া ক্রমশঃ দ্রৌপদীর নিকটবর্ত্তী হইল এবং তাঁহার উত্তরীয় বসন ধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণা তাহার দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সবলে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সে পুনর্ব্বার তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক বলপ্রকাশ করিতে লাগিল। দ্রৌপদী তাহাকে মিষ্ট ও তীব্র ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ পাঞ্চালীলোলুপ দুরাত্মা জয়দ্রথ তদীয় বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। দ্রৌপদীর আর্ত্তনাদে বনস্থলী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পাণ্ডবগণ তখন দূর হইতে কোলাহল শ্রবণ করিয়া দ্রৌপদীর অনিষ্টসংঘটন বিবেচনায় সন্ত্রস্তমনে সত্বর আসিয়া জয়দ্রথকে আক্রমণ করিলেন। ভীম বিষম প্রহারে সেই ভার্য্যাপহারককে জর্জ্জরিত ও মূর্চ্ছিত করিলেন। ভগিনী দুঃশলার বৈধব্যযাতনা এবং ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর জামাতাবিরহজনিত শোকের বিষয় চিন্তা করিয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, ভীমসেনকে উহার প্রাণবধ করিতে নিষেধ করিলেন। তখন ভীম ক্রোধবশে জয়দ্রথকে মৃতকল্প করিয়া তাহার মস্তকের পঞ্চপ্রদেশ মুণ্ডন করিয়া দিলেন এবং তাহাকে পাণ্ডবগণের দাস বলিয়া স্বীকার করাইয়া পরিত্যাগ করিলেন। জয়দ্রথ এইরূপে অবমানিত হইয়া পাণ্ডববধের নিমিত্ত মনে মনে দৃঢ়সংকল্প হইল। অনন্তর সে মহেশ্বরের উদ্দেশে কঠোর তপশ্চরণ করিলে, ধূর্জ্জটী অনতিকালমধ্যেই প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করেন। তখন জয়দ্রথ আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞানে স্বহস্তে পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবার বর

প্রার্থনা করিল। মহেশ্বর কহিলেন, বৎস! ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নর ও নারায়ণ। বিশেষতঃ ধনঞ্জয় আমা হইতে অজেয় বর ও পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। ইন্দ্র বজ্র, বরুণ পাশ ও অন্যান্য দেবগণ প্রীতমনে নিজ নিজ অস্ত্রসকল তাঁহাকে দান করিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে জয় করা নিতান্তই অসম্ভব এবং আমি তোমাকে ঐরূপ বর প্রদান করিতে সমর্থ হইব না। জয় অর্জ্জুনেই ন্যস্ত হইয়াছে, অতএব ধনঞ্জয় ব্যতীত তুমি অপর পাণ্ডবচতুষ্টয়কে সমরে পরাঙ্মুখ করিতে সমর্থ হইবে। জয়দ্রথ এইরূপে হরের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল।

অষ্টম অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে মুক্ত করিয়া কুটীরে গমন করত মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, মহাত্মন্! রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সত্য, কিন্তু আমার ন্যায় হতভাগ্য পুরুষ আর কেহই নাই এবং রাজকন্যা ও রাজপত্নী হইয়া দ্রৌপদীর ন্যায় কোন রমণীই কখন ঈদৃশ ক্লেশপ্রাপ্ত হয়েন নাই। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আপনার অপেক্ষা এবং যাজ্ঞসেনী অপেক্ষাও যাঁহারা অধিকতর দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনি সেই সূর্য্যকুলপ্রদীপ শ্রীরাম ও তদীয় সহধর্ম্মিণী জনকনন্দিনীর বিষয় শ্রবণ করুন।

ধর্ম্মরাজ! সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন। তাঁহারই ইচ্ছাতে নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিলয় হইয়া থাকে। প্রলয়কালে সংসার জলপ্লাবিত হইলে, সেই ঈশ্বর ঐ মহাসমুদ্রে শয়ন করেন। জলের অপর নাম নার। এই নার আশ্রয় করাতে ঈশ্বরের নাম নারায়ণ হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডচয় সৃষ্ট হইলে যখন পৃথিবী পাপভারাক্রান্ত হন, তখন ভগবান্ নারায়ণ অবতীর্ণ হইয়া যুগে যুগে তাহার উদ্ধারসাধন করিয়া থাকেন। তিনি প্রথমে বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দশনাগ্রদ্বারা প্রলয়সাগরনিমজ্জিত বসুন্ধরার উদ্ধারসাধন, তৎপরে অপূর্ব্ব

নরসিংহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া নিদারুণ নখরপ্রহারে উরঃস্থল বিদারণ-পূর্ব্বক দৈত্যপুঙ্গব হিরণ্যকশিপুর প্রাণবধ করিয়া লোক রক্ষা, তাহার পর কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্ম-গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রশত্রু দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া ছলনাদ্বারা ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দানবরাজ প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রার্থিত বিষয় দান করিলে, তিনি ত্রিবিক্রমপ্রভাবে ত্রিভুবন প্রত্যাহরণ করিয়া দেবরাজকে প্রদান করেন। এক্ষণে সেই নারায়ণ ধর্ম্মস্থাপন, অসতীনিগ্রহ ও যদুবংশ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই নারায়ণই চারি অংশে বিভক্ত হইয়া ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশে রামনামে আবির্ভূত হন। রামদয়িতা সীতা লক্ষ্মী ছিলেন। এক্ষণে রামচরিত রামায়ণ বিস্তারিতরূপে শ্রবণ কর। যুধিষ্ঠির! ত্রেতাযুগে সরযূতীরস্থ অযোধ্যানগরে সূর্য্যবংশে দিলীপ নামে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম রঘু। রঘু ইন্দ্রকেও পরাজয় করেন। ইহাঁর বংশকেই রঘুবংশ আখ্যা প্রদান করা হয়। রঘুর পুত্র অজ ও অজের পুত্র দশরথ। ইহাঁদিগকে ইক্ষাকুবংশও বলা হইয়া থাকে। রাজা দশরথের প্রধানা তিন মহিষী ছিলেন। তন্মধ্যে কৌশল্যা জ্যেষ্ঠা, কৈকেয়ী মধ্যমা ও সুমিত্রা কনিষ্ঠা। একদা দানব-যুদ্ধে রাজা দশরথ ক্ষতকলেবর হইলে কৈকেয়ী তাঁহার সেবা করাতে, তিনি তাঁহাকে দুইটী বর দিতে সম্মত হন। কৈকেয়ী, উহা স্বীয় প্রয়োজন উপস্থিত হইলে গ্রহণ করিবেন বলিয়া রাজাকে সত্যপাশে বদ্ধ করিয়া রাখেন। দশরথের চারি পুত্র;—তন্মধ্যে নবনীরদশ্যাম রামচন্দ্রই জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি কৌশল্যার গর্ভে এবং তাঁহারই অনুরূপ রূপগুণ-বিশিষ্ট ভরত কৈকেয়ীর গর্ভে ও তপ্তকাঞ্চনপ্রতিম লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সুমিত্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা রাক্ষসবধ করিয়া পৃথিবীর ভারহরণ করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বকালে অসংখ্য রাক্ষসগণ ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়া নিরন্তর ত্রিভুবন আপীড়িত করিত। লঙ্কাদ্বীপ উহাদের প্রধান বাসস্থান ছিল; কিন্তু ভগবান্, বিষ্ণুচক্রে তাহাদিগকে ভীত করিয়া পাতালতলে বিতাড়িত

এবং যক্ষপতি কুবেরকে ঐ রাজ্যে অধিকার প্রদান করেন। কুবের পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবামুনির ঔরসজাত তনয় ছিলেন। যাহা হউক, রাক্ষসেরা স্বরাজ্যে বঞ্চিত হইয়া বহুকাল পরে উহা পুনরধিকারে সচেষ্টিত হইল। রাক্ষসপতি সুমালী স্বীয় কন্যা নিকষাকে বিশ্রবার সেবায় নিযুক্ত করিল। অনন্তর মুনির ঔরসে নিকষা, রাবণ কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে তিন পুত্র এবং সূর্পনখানাম্নী এক রূপবতী ও ভীষণ মায়াবিনী কন্যা প্রসব করে। জ্যেষ্ঠ রাবণ, অতিশয় পরাক্রান্ত, বলদর্প-দর্পিত ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। সে দশ মুখ, বিংশতি লোচন ও বিংশতি বাহুবিশিষ্ট, শ্যামবর্ণ ও যুদ্ধদুর্ম্মদ এবং মধ্যম কুম্ভকর্ণ অতিভীষণ-দর্শন, অপ্রমেয়বলশালী, ভোজনপ্রিয় ও নিদ্রাপরতন্ত্র ছিল। কনিষ্ঠ বিভীষণ সাতিশয় প্রিয়দর্শন, ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয়, কৃতবিদ্য ও সমর-বিশারদ ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই অমর হইবার নিমিত্ত তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিভীষণ ব্যতীত অপর রাবণ ও কুম্ভ-কর্ণকে অমরবর প্রদান করেন নাই; তিনি নর ও বানরের হস্তে তাঁহাদিগের মৃত্যুবিধান করিয়াছিলেন। তাহাতে উহারা নরবানরকে আপনাদিগের ভক্ষ্য জানিয়া অণুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই; প্রত্যুত প্রকারান্তরে আপনা-দিগকে অমর বিবেচনায় ত্রিভুবনে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার বরপ্রভাবে ছয়মাস নিদ্রা যাইত এবং এক দিবসমাত্র জাগ্রত থাকিত। অকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলেই নরবানরের হস্তে তাহাকে কাল-কবলে নিপতিত হইতে হইবে, প্রজাপতির ইহাই আদেশ ছিল। রাবণ, মন্দোদরীর পাণিগ্রহণ করিয়া শত শত পুত্র উৎপাদন করিয়াছিল। তন্মধ্যে মেঘনাদই জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, প্রিয়ম্বদ এবং শস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। ইনিই নিকুম্ভিলানামক যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক পাবককে পরিতুষ্ট করিয়া দিগ্বিজয়ী হন। ইহাঁর স্বর মেঘের ন্যায় গম্ভীর বলিয়া ইহাঁর নাম মেঘনাদ হইয়াছিল, এবং ইনি ইন্দ্রকে পরাজয় করাতে ইন্দ্রজিত বলিয়াও অভিহিত হইতেন। দানবতনয়া প্রমীলা ইহাঁর পত্নী ছিলেন। ইনি নিরন্তর পিতার প্রিয়কার্য্যসাধন এবং সুহৃদগণের আনন্দ ও শত্রুগণের সন্তাপবর্দ্ধন করিতেন। ফলতঃ ইহাঁর পরাক্রম কেহই সহ্য করিতে

পারিত না। যাহা হউক, কালক্রমে রক্ষপতি রাবণ ত্রিভুবন জয় এবং স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যক্ষপতি কুবেরকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া পৈতৃক লঙ্কারাজ্য পুনরধিকার করিয়া তথায় স্বীয় রাজধানী ও প্রাসাদ স্থাপন করিল। সে ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য ও উৎকৃষ্ট-রত্নজাত দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া সাগরবক্ষস্থ লঙ্কারাজ্যকে সুসজ্জিত ও অমরাবতীর ন্যায় মনোরম্য করিয়া তুলিল। কুবেরকে জয় করিয়া সে পুষ্পক-নামক স্বেচ্ছাগামী মায়ারথ প্রাপ্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিল। রাবণ অতিশয় মত্ত, লম্পট ও পরদারানুরত ছিল। একদা সে ভ্রাতুষ্পুত্রবধূকে হরণ করাতে, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাহাকে এইরূপে শাপপ্রদান করিয়াছিলেন যে, অতঃপর তুমি বলপূর্ব্বক পরদারাভিমর্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ তোমার মৃত্যু হইবে। সেই পর্য্যন্ত রাবণ ভীত হইয়া, যদিও বলপূর্ব্বক পরস্ত্রী আনয়ন করিত, তথাপি তাহার সম্মতি ব্যতীত তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিত না।

কালক্রমে রাক্ষসেশ্বর রাবণ নিতান্ত দুর্ব্বার হইয়া উঠিল। তখন দেবগণের প্রার্থনানুসারে উহাকে নিধন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং নারায়ণ, দশরথগৃহে চৈত্র মাসের শুক্লনবমী তিথির দিবাভাগে রামলক্ষ্মণাদি চারি-মূর্ত্তি ভেদে অবতীর্ণ হইলে, দেবগণ কিষ্কিন্ধ্যানগরে বানররূপে ও মূর্ত্তি-মতীকমলা কিয়ৎকাল পরে চন্দ্রবংশীয় জনকরাজার যজ্ঞভূমি হইতে সমুত্থিতা হইলেন। এই জন্য লোকে ইহাঁকে অযোনিসম্ভবা ও পৃথি-বীর কন্যা বলে। রাজর্ষি জনক মিথিলায় রাজত্ব করিতেন। একদা তিনি লাঙ্গল লইয়া যজ্ঞভূমিতে বেদী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তথায় ভূমিকর্ষণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে ঐ অলোকসামান্যা সদ্যোজাতা কুমারীকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কন্যানির্ব্বিশেষে প্রযত্নাতিশয় সহকারে লালনপালন করিতে লাগিলেন। লাঙ্গলকর্ষণে ঐ বালিকা প্রকাশিত হওয়াতে রাজা উহাঁর নাম সীতা রাখিয়াছিলেন। সীতা মিথিলাধিপতি জনকের কন্যা বলিয়া লোকে তাঁহাকে মৈথিলী ও জানকী বলিয়া সম্বোধন করিত।

রামাদি, রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞোদ্ভব চরুশক্তি হইতে রাজ-মহিষীগণের গর্ভে উদ্ভূত হন। ইঁহারা সকলেই গুণসম্পন্ন, মেধাবী,

বলবীর্য্যশালী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাম, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুণগ্রামদ্বারা সকলের মনোহরণ করিতেন। রাম বশিষ্ঠদেবের নিকট নীতি ও যোগশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। দাশরথি রাম বেদ ও ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী হইলে একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞসকল ও ব্রাহ্মণগণের রক্ষাসাধনের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ রামলক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে তাড়কা রাক্ষসী আসিয়া তাঁহাদিগকে অবরোধ করিল। রাম অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক উহাকে নিহত করিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রের সহিত ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞস্থানে গমন করিলে, তিনি যজ্ঞরক্ষার্থ ঐ ভ্রাতৃদ্বয়কে নিযুক্ত করিয়া যজ্ঞারম্ভ করিলেন। এই সময়ে মারীচ নামে রক্ষরাজ রাবণের এক অনুচর আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় যজ্ঞবিঘ্ন করিবার নিমিত্ত শোণিতমূত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক অত্যাচার ও যজ্ঞ দূষিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদ্দর্শনে রামচন্দ্র শরাসনে জ্যারোপণপূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ সায়কসহযোগে দুরাত্মার তেজোহ্রাস করত অতিদূরে সাগরপারে উহাকে নিক্ষেপ করিলেন। মুনিগণও নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুপদ্রবে সত্রসমাধানে তৎপর হইলেন।

এদিকে মিথিলানগরে রাজর্ষি জনক, দুহিতা সীতার পরিণয়ার্থ ধনুর্ভঙ্গ পণ অবধারিত করিয়া ভৃগুমুনি হইতে দুর্জ্জয় হরধনু সংগ্রহপূর্ব্বক স্বগৃহে স্থাপন করেন। সীতাপরিণয়ার্থী পার্থিবগণ সেই শরাসন ভঙ্গ করা দূরে থাকুক, উহা নত করিতেও সমর্থ হয়েন নাই। বলদর্পদর্পী দশাননও উহা দর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। তপোধন বিশ্বামিত্র এই সুযোগে রামলক্ষ্মণকে তথায় লইয়া গিয়া সেই শরাসন প্রদর্শন করিলে, অমিততেজা রামও বদ্ধপরিকর হইয়া অবলীলাক্রমে উহা ভগ্ন করিলেন। তখন নরপতি জনক প্রিয়দর্শন রামের কার্য্য দর্শনে পুলকিত হইয়া বৈবাহিক রাজর্ষি দশরথকে অপর পুত্রদ্বয়ের সহিত আহ্বানপূর্ব্বক জানকীর সহিত রামের, উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের ও ভ্রাতৃকন্যা শ্রুতকর্ম্মা ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের পরিণয়কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। অনন্তর দশরথ নবপরিণীত পুত্র ও পুত্রবধূদিগকে লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইতেছিলেন, পথিমধ্যে

ভার্গবরাম দর্পিতভাবে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে ইক্ষাকুকুলচূড়ামণি রামচন্দ্র তাহার দর্পচূর্ণ করিয়া বাণদ্বারা তদীয় স্বর্গনিরোধ করিয়াছিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র কিছুকাল অযোধ্যানগরে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। একদা বৃদ্ধরাজা দশরথ রামচন্দ্রকে তরুণবয়স্ক, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ও প্রজাপ্রিয় নিরীক্ষণ করিয়া প্রকৃতিবর্গের সহিত মন্ত্রণা করত তাঁহাকে যৌবরাজ্য প্রদানের উদ্যোগ করিলেন। বশিষ্ঠদেব-কর্ত্তৃক তদীয় অধিবাসাদি সম্পন্ন হইল। সহসা মধ্যমা রাজমহিষী কৈকেয়ী, মন্থরানাম্নী স্বকীয় এক কুব্জা দাসীর মন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া দশরথের নিকট পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। তিনি প্রথম বরে মাতুলালয়প্রবাসী ভরতকে রাজা করিতে এবং দ্বিতীয় বরে রামকে জটাজিন ধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনে নির্ব্বাসিত করিতে প্রার্থনা করেন। রাজা স্বীয় সত্যের অনুরোধে তাহাতে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া পুনঃ পুনঃ কৈকেয়ীকে এবম্প্রকার গর্হিত অনুষ্ঠান হইতে বিরত করিতে সচেষ্টিত হইলেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি কৈকেয়ী কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। তখন রাজা গুণাকর রামচন্দ্রের বিরহ ও স্বীয় স্ত্রৈণাপবাদ-চিন্তায় মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। কিয়ৎকালমধ্যে রাষ্ট্রমধ্যে এই সমস্ত বিষয় রাষ্ট্র হইল। সারথি সুমন্ত্র, রামকে সমভিব্যাহারে লইয়া কৈকেয়ীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। নির্লজ্জা কৈকেয়ী অবলীলাক্রমে রামকে রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনগমনে আদেশ করিলেন। রামও তখন পিতৃসত্য পালনার্থ প্রহৃষ্টচিত্তে জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে যথাবিহিত সান্ত্বনা ও পূজা করিয়া অরণ্যগমনের উদ্যোগ করিলেন। এই সময়ে প্রিয়ানুজ সৌমিত্রি লক্ষ্মণ, অগ্রজের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ বশতঃ তদীয় অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। জানকীও রামবিরহে কোনরূপেই একাকিনী গৃহে অবস্থিতি করিতে পারিবেন না জানিয়া রামের সহিত বনগমনের বাসনা করিলেন। অবশেষে রাজর্ষি দশরথ, সুমন্ত্র মুখে রাম, সীতা ও সৌমিত্রির সহিত বনে গমন করিয়াছেন শুনিয়া বহু বিলাপ ও আপনাকে এবং কৈকেয়ীকে বিস্তর নিন্দা করত, "হা রাম" বলিয়া প্রাণ পরিত্যাগ

করিলেন। তখন পৌরজন ও জানপদবর্গ সকলেই শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া "হা হতোস্মি" করিতে লাগিল। রঘুকুলচূড়া রামলক্ষ্মণ জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক ফলাহারী হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে কাননবাস করিয়াছেন; ভরত কেকয়রাজ্যে স্বীয় মাতুলালয়ে শত্রুঘ্নের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন; সুতরাং রাজার সৎকারাভাব হওয়াতে সকলের ঐকমত্যে রাজার মৃতদেহ তৈলপূর্ণ পাত্রে রক্ষা করা হইল। অনন্তর রঘুকুলপ্রদীপ ভরত অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলে এই সমস্ত শোকাবহ ব্যাপার অবগত হইয়া জননীকে নিন্দা এবং মন্থরাকে যথোচিত দণ্ডিত করিলেন। পরিশেষে এই রাজকুমার, পিতার সৎকার ও পারলৌকিক সমুদায় কার্য্যই আবহমান কুলকর্ম্মানুসারে সম্পন্ন করিয়া স্ববর্গে রামের উদ্দেশে গমন করিলেন। এই সময়ে সত্যসন্ধ রামচন্দ্র পত্নী ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রঘুকুলধুরন্ধর ভরত, তথায় গমন করিয়া অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণ করিলেন। রাম, পিতৃবিয়োগ শ্রবণে কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে নদীতটে পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া সাতিশয় সন্তপ্তচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন ভরত তাঁহার নিকট স্বীয় জননীর অপরাধ প্রকাশপূর্ব্বক ক্ষমাপ্রার্থনা ও তাঁহাকে অযোধ্যায় শূন্য সিংহাসন গ্রহণ করিবার আগ্রহপ্রকাশ করিলেন; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাম পিতাকে সত্যপাশে মুক্ত করিবার নিমিত্ত তদীয় অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে পৈতৃক পদবী গ্রহণে সম্মত হইলেন এবং ততদিন তাঁহার অনুপস্থিতি নিবন্ধন ভরতকেই রাজা বা রাজপ্রতিনিধি হইয়া রাজ্যশাসন করিতে অনুজ্ঞাদান করিলেন। জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠের রাজা হওয়া নিতান্ত অন্যায় বলিয়া ভরত রামের আদেশ ও তদীয় পাদুকা লইয়া উহা সিংহাসনে সংস্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং প্রতিনিধিরূপে সুমন্ত্র ও বশিষ্ঠের পরামর্শানুসারে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এদিকে রামচন্দ্র কিয়দ্দিবস অগস্ত্যাশ্রমে বাস করিয়া পরিশেষে,

পঞ্চবটীবনে কুটীর নির্ম্মাণ করত কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাবণভগিনী শূর্পনখা অল্প বয়সে বিধবা হইয়া রাবণের আদেশে খরদূষণপ্রমুখ চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসের সহিত ঐ বনে বাস করিত। একদা সে রামলক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া কুসুমায়ুধের কুসুমশরে নিতান্ত নিপীড়িতা হইল। তখন ঐ বর্ষীয়সী রাক্ষসী রামকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত রাক্ষসীমায়ার প্রভাবে দিব্যরূপিণী হইয়া তদীয় আশ্রমে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পতিত্বে প্রার্থনা করিল। কিন্তু রাম, জানকী ব্যতীত অন্য নারীর প্রতি কদাপি বাসনা করিতেন না বলিয়া, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন সে অনুজ লক্ষ্মণের নিকট গমন করিল; কিন্তু লক্ষ্মণও তাহাকে গ্রহণ না করাতে সে মনে মনে বিবেচনা করিল যে, এই সীতার নিমিত্তই রাম আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, অতএব অদ্য সীতাকে বিনষ্ট করিয়া সমুদায় ক্ষোভ দূর করিব। রাক্ষসী মনে মনে এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া বিকটানন ব্যাদানপূর্ব্বক সীতাকে গ্রাস করিতে সমুদ্যতা হইল। তখন প্রাণভয়ভীতা সীতা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলে, লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে শূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে রাক্ষসী অবমানিত ও দণ্ডিত হওয়াতে লজ্জা ও মর্ম্মব্যথায় সাতিশয় নিপীড়িতা হইয়া সক্রোধে রক্ষসেনাপতি খরদূষণ সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিল যে, আমি পুষ্পচয়নার্থ এই কাননের অনতিদূরে গমন করিলে দুই জন তপস্বী আমার এতাদৃশী দুর্গতি করিয়াছে; অতএব তোমরা শীঘ্র তাহাদিগকে বিনাশ কর। অনন্তর খরদূষণ চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসসেনা সহায়ে রামের নিকট উপনীত হইয়া উহার সহিত ঘোরতর লোমহর্ষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বিক্রমকেশরী রাজীবলোচন রাম অবলীলাক্রমে সেই রাক্ষসদিগকে কৃতান্তনগরে প্রেরণ করিলেন। ক্রমে লঙ্কাধিপতি রাবণ শূর্পনখার মুখে রামের এই অশ্রুতপূর্ব্ব বীরত্ব ও জানকীর সৌন্দর্য্যাতিশয্যের বিষয় অবগত হইয়া রামকে বঞ্চনাপূর্ব্বক সীতাহরণে কৃতসঙ্কল্প হইল। ঐ রাক্ষসরাজ তখন মারীচনামক নিশাচরকে আহ্বান পূর্ব্বক সুবর্ণের মৃগরূপ ধারণ করিয়া রামকে বঞ্চিত করিতে আজ্ঞা করিলেন;

কিন্তু মারীচ, রামের প্রতি বৈরতাচরণ করিতে মানস থাকিলেও উহাতে তাহার সাহস হইল না; কারণ ইতিপূর্ব্বে সে রামের বীর্য্য ও প্রভাব অবগত হইয়াছিল। যাহাহউক, মারীচ রাবণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মনে করিল যে, রাবণের আদেশ পালন না করিলে রাবণ, ও তদীয় আজ্ঞায় রামসমীপে গমন করিলে রাম আমাকে বিনাশ করিবেন; ফলতঃ উভয়দিকেই আমার মৃত্যু অনিবার্য্য; কিন্তু রাবণের হস্তে মৃত্যু অপেক্ষা শত্রুরূপী রামের হস্তে নিহত হওয়াই ভাল, কারণ তাহাতে বীরধর্ম্ম-পালনহেতু স্বর্গলাভ হইবে। মারীচ মনে মনে এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণপূর্ব্বক রামের আশ্রমসন্নিহিত প্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। রাবণ তখন জটিল যতিবেশে উহার পশ্চাদ্গমনপূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন-ভাবে তাঁহাদের কুটীরের অনতিদূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। সীতা, মৃগদর্শনে উহা গ্রহণেচ্ছু হইয়া রামের নিকট প্রার্থনা করিলে রাম, লক্ষ্মণের প্রতি সীতার ভারার্পণ করিয়া মৃগবধের নিমিত্ত উহার অনুসরণ করিলেন। মায়ামৃগ দূরবনে গমন করিয়া রামশরে আহত হইল। মৃগ, রাবণের অভিলাষ পূর্ণ ও রামের অপকার করিবার নিমিত্ত প্রাণান্তসময়ে করুণভাবে রামের ন্যায় কণ্ঠস্বরে চীৎকার করিয়া "হা লক্ষ্মণ কোথায় গেলে! ভ্রাতঃ! রাক্ষসের শরে আমি নিহত হইলাম" বলিয়া প্রাণপরিত্যাগ করিল। মৃগ যে রামের ন্যায় করুণকণ্ঠে লক্ষ্মণকে আহ্বান করিতেছে ইহা না জানিয়া, জনকনন্দিনী রামের বিপদ আশঙ্কায় দেবর লক্ষ্মণকে তদীয় উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। এই সুযোগে রাবণ ভিক্ষুকবেশে সীতার নিকট উপনীত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। সীতা ফলমূল লইয়া যেমন রাবণের নিকট উপস্থিত হইলেন, অমনি রাবণ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক গ্রহণ ও পুষ্পকরথে আরোপিত করিয়া লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিতে লাগিল। সীতা নিতান্ত দীনার ন্যায় নিরুপায়ে রোদন করিতে লাগিলেন। সীতার আর্ত্তনাদ শ্রবণে দয়ার্দ্রচিত্ত গরুড়াত্মজ জটায়ু চঞ্চুপুট বিস্তারপূর্ব্বক অব্যাহত-শক্তি রাবণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে তদীয় শরে আহত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিল। এইরূপে রাবণ সমুদ্রপরপারে লঙ্কামধ্যে

উপনীত হইয়া সীতাকে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম ব্যতীত তিনি পরপুরুষের প্রতি কদাচ দৃষ্টিপাত করেন না বলিয়া রাবণকে ক্রোধবশতঃ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন মন্মথ-বশবর্ত্তী নৈকষেয় তাঁহাকে স্বীয় অশোককাননে বন্দিনী করিয়া দুরন্ত রাক্ষসী চেটীদ্বারা তাঁহাকে নির্যাতন করিতে লাগিল।

এদিকে রামচন্দ্র মৃগবধ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, পথিমধ্যে অনুজ লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে ব্যাকুলিত চিত্তে কুটীরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা সরোদনে তাঁহাকে বনে বনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি সীতার উদ্দেশ প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর তাঁহারা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে রাবণের শরাহত পিতৃসখা জটায়ুর নিকট রাবণকর্ত্তৃক জানকীহরণবৃত্তান্ত অবগত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন। তৎপরে জটায়ু প্রাণত্যাগ করিলে, রাম পম্পাসরসীর তীরে সেই বীরকার্য্যে নিহত বিহঙ্গবরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর রঘুবংশাবতংস রামলক্ষ্মণ ঋষ্যমূকপর্ব্বতে গমন করিলে; তথায় সুগ্রীব ও হনুমানাদি পঞ্চবানরের সহিত তাঁহাদের পরিচয় ও সখ্যতা হইল। সুগ্রীব স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বানররাজ বালীর ভয়ে ঐ পর্ব্বতে দীন ও প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিত। ঐ স্থানে কোন কারণ বশতঃ বালীর প্রবেশ করিবার ক্ষমতা ছিল না। এজন্য সুগ্রীব নির্ভয়ে তথায় বিচরণ করিত। কিন্তু অগ্রজ বালীকে বধ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য ও তারানাম্নী তদীয় পত্নীকে লাভ করিবার নিমিত্ত সে ব্যগ্র ছিল। রাম তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রণয়নিবন্ধন তদীয় সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন। তখন সুগ্রীবও সীতা উদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহাকে সাহায্য দান করিতে অঙ্গীকার করিল। রাজ্যলোলুপ সুগ্রীব, রামের নিকট আশ্বাসপ্রাপ্ত হইয়া বালীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিল। রাম অন্তরালে থাকিয়া বাণ-দ্বারা কপিরাজ বালীকে বধ এবং স্বীয় বাক্যানুসারে সুগ্রীবকে রাজ্য ও বালীপুত্র অঙ্গদকে যুবরাজ পদবী প্রদান করিলেন।

নবম অধ্যায়।

সুগ্রীব শ্রীরামের প্রসাদে কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করত রাবণবধের নিমিত্ত প্রভূত বানরকটক সংগ্রহ করিল। বানরগণ সীতান্বেষণপ্রসঙ্গে বহু নগর, অসংখ্য জনপদ ও গণনাতীত গিরিনদী অতিক্রম করিয়া অবশেষে সন্ধান পাইল, জানকী সাগরপারে রক্ষোরাজ রাবণের রাজধানী লঙ্কানগরীমধ্যে অবরুদ্ধা আছেন। কিন্তু কেহই বহুযোজন-বিস্তীর্ণ ও উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল জলধি উল্লঙ্ঘনে সাহসী না হওয়াতে, বীরচেতা হনূমান উহা উলঙ্ঘনপূর্ব্বক অশোক-কাননে সীতার উদ্দেশ ও লঙ্কাদগ্ধ করিয়া রামের নিকট উপনীত হইল। হনূমান পবনের ঔরসে ও অঞ্জনানাম্নী বানরীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সীতার উদ্দেশ করাতে রাম তাহাকে সমধিক প্রীতির নয়নে নিরীক্ষণ করিতেন এবং সেও রামের অনুগ্রহলাভে তাঁহার নিতান্ত ভক্ত হইয়াছিল। ঐ পবননন্দন সীতার কার্য্যসাধন করাতে জানকী তাহাকে অমরবর প্রদান করেন। যাহা হউক, নিরুদ্দিষ্টা সীতার সন্ধান পাইয়া রাম সাতিশয় প্রফুল্লিত হইলেন। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মতনয় নলনামক বানরের সাহায্যে বৃক্ষশিলাদিদ্বারা মহাসমুদ্রোপরি সেতুবন্ধন করা হইল। অসংখ্য বানরকটক অবলীলাক্রমে প্রশস্ত রাজপথের ন্যায় উহার উপর দিয়া গতায়াত করিতে লাগিল। রাম, বানরসৈন্যে লঙ্কার চতুর্দ্দিক অবরোধ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে লঙ্কাপুরের সিংহদ্বার, প্রাচীর ও পরিখাসকল অসংখ্য বানরচমূতে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে রাক্ষসগণ যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল। বিভীষণ, রামকে সীতা প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত রাবণকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কামান্ধ দশানন তদীয় বাক্যে অনাদর করিয়া সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে পদাঘাত করিল। তখন রাক্ষসরাজানুজ বিভীষণ অভিমানবশে রামের সহিত মিলিত

হইয়া তাঁহাকে রাবণবধের নিমিত্ত মন্ত্রণাদান করিতে লাগিলেন। রাম, রাবণবধান্তে বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য দানে স্বীকৃত হইলেন। যাহা হউক, রাম লঙ্কা আক্রমণ করিয়াছেন দেখিয়া, রাবণ ভয়ভীতমনে লঙ্কার দ্বারসকল রুদ্ধ করিল। তখন যুবরাজ অঙ্গদ, রামের আজ্ঞানুসারে দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া রাবণের নিকট গমন করত তাঁহাকে চৌর, লম্পট, ভীরু প্রভৃতি অশ্রাব্য বাক্যে ভর্ৎসনা করিলে, রাবণ চতুরঙ্গবলে সজ্জিত হইয়া রামের সহিত ত্রিলোকভয়ঙ্কর সমরে প্রবৃত্ত হইল। এই রাম রাবণের রণে অসংখ্য রাক্ষস নিহত হয়। অকম্পন, অতিকায়, ধূম্রলোচন, ধূম্রাক্ষ, কালনেমী, তরুণীসেন, কুম্ভ, নিকুম্ভ, বজ্রদন্ত, মহাবাহু, মহাকায়, প্রহস্ত, ভস্মলোচন, অতিকায় ও বীরবাহু প্রভৃতি রক্ষসেনাপতিগণ হস্ত্যশ্বরথাদির সহিত জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছিল। পরিশেষে রাবণনন্দন মেঘনাদ একবার নিশাযুদ্ধে রামলক্ষ্মণ ও বানরদিগকে নাগপাশাস্ত্রে বন্ধন করিয়া জয়লাভ পূর্ব্বক রাজপ্রসাদ লাভ করিল; কিন্তু বিহগরাজ গরুড়ের প্রভাবে সকলে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার রাক্ষসনিকর সংহার করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ পুনর্ব্বার সেই অতুলপরাক্রম রাঘবদ্বয়কে সেনাগণের সহিত বাণবিদ্ধ করিয়া গমন করিলে, বানরবৈদ্য বৃদ্ধ সুষেণ সকলকে বিশল্যকরণী ঔষধদ্বারা আরোগ্য করিল। তখন মহাবীর রাবণ নরবানরের ভয়ে সাতিশয় ভীত ও দিনদিন আপনাকে হীনবীর্য্য নিরীক্ষণ করত অকালে কুম্ভকর্ণকে জাগ্রত করিল। দীর্ঘকলেবর কুম্ভকর্ণ লক্ষ লক্ষ বানরদিগকে গ্রাস করিতে করিতে গদাহস্তে মৈনাকপর্ব্বতের ন্যায় ভীষণভাবে রামের প্রতি বেগে ধাবিত হইল। বীরকুলগর্ব্ব গাণ্ডীবধন্বা রাম ঐষিকবাণে ঐ দুর্জ্জয় রিপুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিনাশ করিলেন। অনন্তর মায়াসমরবিশারদ মেঘনাদ, বিদ্যুজ্জিহ্বনামক মায়াবী এক নিশাচরের দ্বারা মায়াসীতা নির্ম্মাণপূর্ব্বক কপিগণের সম্মুখে তাহাকে ছেদন করিল। এইরূপে ঐ দুর্ব্বৃত্ত, রামকে শোকাকুল করিয়া স্বীয় নিকুম্ভিলাযজ্ঞে অগ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবার নিমিত্ত যজ্ঞস্থলে গমন করিল। সেই সময়ে সুমিত্রানন্দন প্রিয়দর্শন মহাবীর লক্ষ্মণ, উহার সন্ধান পাইয়া বিভীষণ ও হনু-

মানের সাহায্যে গুপ্তভাবে উহার যজ্ঞাগারে গমন করত সেই যজ্ঞ নষ্ট করিয়া তাহাকে শাণিত খড়্গে দ্বিখণ্ড করিলেন। এইরূপে সেই কূটযোদ্ধা মেঘনাদ গতাসু হইলে, পুত্রবিয়োগকাতর দশানন শোকে আকুল হইয়া রামের সহিত রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ এবং কালকবলিত তনয়কে স্মরণ করিয়া রুদ্রতেজে লক্ষ্মণের প্রতি এক ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্মণ শেলাঘাতে মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইয়া নিশ্চেষ্ট-ভাবে ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে, রাম "হা ভ্রাতঃ সৌমিত্রে! হা প্রাণাধিক বীরকেশরী লক্ষ্মণ! হা সূর্য্যকুলপ্রদীপ প্রিয়ানুজ!" বলিয়া শোকাকুলিতচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃবিরহ-পরিবেদনচিত্ত রামের বিলাপদর্শনে বিভীষণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া ভল্লুকরাজ জাম্বুবানের মন্ত্রণায় গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে যামিনীমধ্যে হনুমানের দ্বারা বিশল্যকরণী ও মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে আরোগ্য ও পুনর্জ্জীবিত করিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য লক্ষ্মণের চৈতন্য সম্পাদিত হইলে, ভ্রাতৃবৎসল রামের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। অনন্তর রামরাবণে পুনর্ব্বার ত্রিলোকভয়ঙ্কর যুদ্ধারম্ভ হইল। এই রাম-রাবণের রণ রামরাবণেরই রণের ন্যায়;—ত্রিভুবনে উহার উপমা নাই। শঙ্করী এই যুদ্ধে রাবণকে রক্ষা করাতে, রাম সুরগণের মন্ত্রণায় তাঁহাকে প্রসন্না করিয়া মাতলীপরিচালিত বাসবদত্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক বিভীষণের মন্ত্রণায় ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা রাবণকে রণশায়ী করিলেন। শক্ররথ-সমারূঢ় শক্রহারী রাম এইরূপে রাবণকে সংহার করিয়া বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য প্রদানপূর্ব্বক বানরগণের সহিত মহোৎসব করিতে লাগিলেন।

বিভীষণ রাঘবপ্রসাদে রক্ষরাজ্যে অভিষিক্ত ও সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ উপচারে জনকনন্দিনীর অর্চ্চনা করত তাঁহাকে লইয়া রামের নিকট উপনীত হইলেন। সীতা দশমাস রাক্ষসের গৃহে একাকিনী অবস্থান করাতে, রাম সংশয়িতচিত্তে ধর্ম্ম ও লোকাপবাদভয়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন নিরুপায়া মৈথিলী লজ্জাব-গুণ্ঠিত হইয়া অনাথার ন্যায় রোদন করিতে করিতে পতিহৃদয়ের প্রীতিলাভ ও সন্দেহ দূর করিবার জন্য রামকে বহুবিধ অনুনয় বিনয়

করিতে লাগিলেন; কিন্তু সন্দিগ্ধচিত্ত রাম সাহসপূর্ব্বক তাঁহাকে সমাদর করিলেন না। অনন্তর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সতীত্ব পরীক্ষার জন্য সীতাকে কাঞ্চনের ন্যায় অগ্নিতে পরীক্ষা করা হইল। পরম-পাবনী জনকনন্দিনীর পাপশূন্য শরীর দহন করিতে, হুতাশন সমর্থ হইলেন না। প্রত্যুত মৈথিলী তাহাতে বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় সমধিক প্রতিভাশালিনী হইয়াছিলেন। রাম-প্রিয়তমা বৈদেহী এইরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে, দেবগণ ও পিতৃগণের আদেশে ক্ষত্রিয়কুলতিলক কৌশল্যানন্দন তাঁহাকে আর প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রাম যথাসময়ে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে, প্রজাগণের আনন্দের আর ইয়ত্তা রহিল না। প্রজারঞ্জন রাম তখন পৈতৃক সিংহাসনে রাজমুকুট ও রাজদণ্ড ধারণপূর্ব্বক ভ্রাতৃত্রয় ও জানকী এবং বশিষ্ঠাদিমুনি ও পৌরবর্গের সহিত সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির! এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ যে, পূর্ব্বকালে রাম ও সীতা তোমার এবং তোমার সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদী অপেক্ষা কত অধিক পরিমাণে যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বহুক্লেশপ্রাপ্ত হইয়াও সীতা যেমন রামের সহিত পরিশেষে সুখলাভ করিয়াছিলেন; সেই প্রকার তুমি স্বীয় প্রভাবে শত্রুসকল বিনষ্ট করিলে সাবিত্রসদৃশী পতিপরায়ণা দ্রৌপদীও সুখসমৃদ্ধি লাভে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

দশম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় মুনি এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা প্রদান করিলে যুধিষ্ঠির কহিলেন, মুনে! আমাদের নিমিত্তই রাজকুমারীকে দুঃসহ দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে। মুনে! আপনি কি যাজ্ঞসেনীর ন্যায় এমন পতিসেবানিরতা নারী আর কোথাও অবলোকন করিয়াছেন? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ধর্ম্মনন্দন! পূর্ব্বকালে মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে

এক রাজা ছিলেন। সাবিত্রী নামে তাঁহার এক কন্যা জন্মিয়াছিল। ঐ কন্যা যেরূপ রূপবতী, তদনুরূপ গুণবতীও ছিলেন। সাবিত্রী পিতৃ-মন্দিরে সুখে পালিতা ও দিনে দিনে শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিতা হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে সখীগণের সহিত কখন রথে, কখন জলযানে, কখন পদব্রজে ও কখন বা শিবিকাদি নরযানে ভ্রমণ করিতেন। একদা তিনি কান্তার-পর্য্যটন করিতে করিতে শালদেশের অধিপতি দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র সত্যবানকে ঋষিবালকগণের সহিত ক্রীড়ানিরত দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। ঐ সত্যবানের অপর নাম চিত্রাঙ্গ; শালদেশাধিপতি দ্যুমৎসেন নেত্ররোগপ্রযুক্ত অন্ধ হওয়াতে শত্রুগণ সুযোগ পাইয়া তাঁহার রাজ্যাপহরণ করিয়াছিল। রাজকুমার সত্যবান তখন নিতান্ত শিশু ছিলেন; সুতরাং তিনি শত্রুদমনপূর্ব্বক পিতৃরাজ্য রক্ষণে অসমর্থ হওয়াতে তদীয় রাজলক্ষ্মী শত্রুদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়াছিল। তখন নিরুপায় রাজা দ্যুমৎসেন স্ত্রীপুত্রস্বজনের সহিত অগত্যা অটবী আশ্রয় করিয়াছিলেন। সাবিত্রী, যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া তদীয় পিতার আদেশে পতি অন্বেষণপূর্ব্বক সত্যবানকেই মনোনীত এবং ঐ মনোমত বরণীয় পাত্র দর্শনে পুলকিত হইয়া পিতার চরণে সেই বিষয় নিবেদন করিলেন। সেই সময়ে সর্ব্বগতি নারদমুনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সাবিত্রীর নিকট শালদেশের ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ সত্যবানের বিষয় শ্রবণমাত্র তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তুমি পাত্রান্তরে আত্মসমর্পণ কর; নতুবা তোমাকে সাতিশয় ক্লেশ ও সঙ্কটে পড়িয়া অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইবে। সত্যবান সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও একমাত্র দোষে তাঁহার যাবতীয় গুণ বিনষ্ট হইয়াছে। অদ্যাবধি এক বৎসর পরে তদীয় মৃত্যু অনিবার্য্যরূপে নিরূপিত রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে বরণ করিলে অবশ্যই তোমায় বৈধব্যযাতনা ভোগ করিতে হইবে। তুমি অতি বালিকা; অতএব কি প্রকারে সেই নিদারুণ বৈধব্যদুঃখ ভোগ করিবে? দেবর্ষিনারদ এইরূপ কহিলে, অশ্বপতি স্বীয় দুহিতাকে পাত্রান্তর বরণ করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। সাবিত্রী কোনমতেই মনোবরিত সত্য-

বানকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য পাত্রে আত্মসমর্পণে সম্মতা হইলেন না। তখন নারদের আজ্ঞানুসারে অশ্বপতি ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া, কন্যাসমভিব্যাহারে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে গমন করত তাঁহাকে সম্মত করিয়া সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর শুভ পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর মদ্রপতি স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলে, সাবিত্রী পিতৃদত্ত অলঙ্কার সকল উন্মোচনপূর্ব্বক তপস্বিনীবেশে গুরুশুশ্রূষা ও ব্রতহোমাদির অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তদীয় আচরণে বনবাসিগণ বিমোহিত হইয়াছিল। দ্যুমৎসেন সাবিত্রীকে স্নুষারূপে প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতজ্ঞান করিয়াছিলেন। এইরূপে একবর্ষ প্রায় অতীত হইয়া আসিল। তখন সাবিত্রী নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, পতির মৃত্যু আসন্নবর্ত্তী। অনন্তর যে দিবস মৃত্যু তাঁহার প্রাণবল্লভকে চিরকালের নিমিত্ত হরণ করিয়া লইবে, তাহারই তিন দিবস পূর্ব্ব হইতে তিনি স্বামীর কল্যাণার্থ ব্রত আচরণ করিয়া উপবাসিনী রহিলেন। তদ্দর্শনে মুনিগণ তাঁহাকে "অবৈধব্য হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ব্রতাচরণের চতুর্থ দিবসে সাবিত্রী, অদ্য স্বামী চিরবিদায় গ্রহণ করিবেন জানিয়া হোমাদি প্রাতঃকৃত্য সকল সত্বর সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর অপরাহ্নসময়ে সত্যবান কাষ্ঠাহরণার্থ পরশুহস্তে বনমধ্যে গমন করিতে উদ্যত হইলে, সাবিত্রী শ্বশুর ও শ্বশ্রূর আজ্ঞা লইয়া সত্যবানের অনুগামিনী হইলেন। গভীর অরণ্য হইতে সত্যবান বহুবিধ ফলমূল আহরণ করিয়া পরিশেষে কাষ্ঠচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মস্তকে বেদনা জন্মিল। তখন পতিপ্রাণা সাবিত্রী তাঁহার কাল উপস্থিত হইল জানিয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে উপবেশনপূর্ব্বক স্বীয় অঙ্কে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিলেন। ক্রমে সেই নির্জ্জন গহনপ্রদেশে সত্যবান পীড়াতিশয্যপ্রযুক্ত বিলুপ্তচৈতন্য হইলেন। সেই সময়ে সাবিত্রী দেবর্ষি নারদের বাক্যস্মরণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, রক্তবাসা মৌলিবদ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ এক তেজঃসম্পন্ন পুরুষ পাশহস্তে আরক্তনয়নে তথায় আবির্ভূত হইয়া কালপ্রাপ্ত সত্যবানের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছেন। সাবিত্রী তাঁহাকে দর্শনমাত্রই মৃত স্বামীর মস্তক

ভূতলে স্থাপন করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কম্পিতকলেবরে ও করযোড়ে কহিলেন, দেব! আপনি কে? কি নিমিত্তই বা এখানে আগমন করিয়াছেন? যম কহিলেন, বৎসে! তুমি ব্রতপরায়ণা, তোমাকে পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। বৎসে! আমি লোক-বিধ্বংসী যম; তোমার স্বামীর পরমায়ু শেষ হওয়াতে, এক্ষণে আমি উঁহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি। পরম ধার্ম্মিক সত্যবানকে দূতদ্বারা বন্ধন করিলে তাঁহার প্রতি নিতান্ত অন্যায় করা হয়, এই জন্য আমি স্বয়ং সমাগত হইলাম। যম এই বলিয়া সত্যবানের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ প্রাণপুরুষকে লইয়া দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রতপরায়ণা সাবিত্রীও দুঃখার্ত্তচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলে, যম তাঁহাকে নিবৃত্ত হইয়া স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যসম্পন্ন করিতে আদেশ করিলেন। সাবিত্রী যমের সেই বাক্যে আস্থা না করিয়া স্বামীর সহিত গমন করিবার নিমিত্ত যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক যমকে অনেক অনুনয় ও ধর্ম্মবাক্য কহিতে লাগিলেন। যম তাহাতে প্রীত হইয়া, সত্যবানের জীবন ব্যতীত একটি বর চাহিতে আদেশ করিলে, সাবিত্রী স্বীয় অন্ধ ও বৃদ্ধ শ্বশুরের দৃষ্টি ও বল প্রার্থনা করিলেন। মহাকালও 'তথাস্তু' বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগি-লেন এবং কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, সাবিত্রী তখনও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে যম পুনরায় প্রসন্নমনে কহিলেন, বৎসে! তোমার পতিভক্তি দর্শনে প্রীত হইলাম; তুমি আর একটি বর লও। কালের এই বাক্যে সাবিত্রী তখন শ্বশুরের অপহৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির প্রার্থনা করিলেন। যম "তাহাই হউক" বলিয়া কহিলেন, রাজপুত্রি! আবার আমার সহিত আসিতেছ কেন? এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত না হইলে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইবে। সাবিত্রী কহিলেন, মহাত্মন্! প্রজাগণ যে ধর্ম্মলাভের জন্য সচেষ্টিত হইয়া অনিত্য বাসনাসকল পরিত্যাগ করে, সেই সাক্ষাৎ ধর্ম্মই তুমি। সমুদায় নিয়মিত কর বলিয়াই তোমার নাম যম। অতএব অনায়াস-লব্ধ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কেন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করে?

যম এইরূপে পুনঃ পুনঃ সাবিত্রীর সুমিষ্ট ও ভক্তিগর্ভ বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বরপ্রদানে উদ্যত হইলেন। তখন সাবিত্রী কহিলেন, দেব! তৃতীয় বরে তুমি আমার পিতাকে শতপুত্র দান কর। যম কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কৃতকামা হইলে; এক্ষণে নিবৃত্ত হও। সাবিত্রী কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! তুমি ধর্ম্মের নিয়ন্তা ও পাপের শাস্তিদাতা, এজন্য তুমি ধর্ম্মরাজ ও দণ্ডধর নামে অভিহিত হইয়া থাক। তুমি সাধু; সাধু ব্যক্তিতেই লোকে বিশ্বাস ও প্রীতিস্থাপন করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে। অতএব এতাদৃশ সাধুসঙ্গ কি প্রকারে পরিত্যাগ করি? তখন যম প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সত্যবানের জীবন ব্যতীত চতুর্থ বর চাহিতে আদেশ করিলে, সাবিত্রী সত্যবানের ঔরসে বীর্য্যশালী একশত তনয় প্রার্থনা করিলেন। যম "তথাস্তু" বলিয়া সেই বরই তাঁহাকে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, সরলে! এক্ষণে নিবৃত্ত হও। সাবিত্রী কহিলেন, হে মানদ! হে ধর্ম্ম! স্বামী ব্যতীত আমার জীবনধারণে অভিলাষ নাই। তুমি যাহার ঔরসে আমাকে বংশবর্দ্ধক শতপুত্র লাভের আদেশ করিয়াছ, এক্ষণে আমার সেই পতিকে আবার কি নিমিত্ত বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছ? দণ্ডধর! আমার প্রার্থনায় ও তোমার বাক্যানুসারে আমার পতি সত্যবান পুনর্জ্জীবিত হউন। তাহা হইলেই তোমার বরপ্রদান সত্য হইবে এবং আমিও স্বস্থানে পতির সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইব।

অনন্তর যম সত্যবানকে পাশমুক্ত করিয়া পুনর্জীবিত করিলেন। সত্যবান তখন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জাগ্রত হইয়া সেই গভীর রজনীতে পত্নীর সহিত কুটীরে প্রত্যাগত হইলেন। তৎকালে সাবিত্রী প্রহৃষ্টা হইয়া আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন যে, তাঁহার শ্বশুর দৃষ্টিলাভ করিয়া পুত্র ও স্নুষার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া আছেন; এমন সময়ে তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া সকলের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। হে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির! সাবিত্রী এই প্রকারে পিতৃপতির নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দে পতির সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যমরাজার বরপ্রভাবে শতনন্দন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতারও একশত

পুত্র ও শ্বশুরের হৃত রাজ্য পুনর্লাভ হইয়াছিল। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে দ্রৌপদীদেবীও সেই প্রকারে তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর পাণ্ডবেরা কাম্যকবন পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বৈতবনে গমন করিলেন। তথায় এক ব্রাহ্মণ কোন বৃক্ষে স্বীয় অরণী সনাথ মন্থদণ্ড সন্নি-বেশিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। দৈবযোগে এক মৃগ সেই বৃক্ষে গাত্রঘর্ষণ করিতেছিল, এমন সময়ে সেই অরণীসহিত মন্থদণ্ড তাহার শৃঙ্গসংলগ্ন হওয়াতে সে উহা লইয়া পলায়ন করে। তখন ব্রাহ্মণের অনুরোধে পাণ্ডবগণ ঐ মৃগকে অনুসন্ধানপূর্ব্বক বাণ প্রহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা উহাকে আঘাত করিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে তাঁহারা পরিশ্রান্ত ও পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন যুধিষ্ঠির নকুলকে জলান্বেষণে প্রেরণ করিলে নকুল, বনমধ্যস্থ এক অতি নির্জ্জন প্রদেশে সরোবর দর্শনে পুলকিত হইয়া জলগ্রহণার্থ অবতরণ করিলেন। সহসা অন্তরীক্ষ হইতে এক যক্ষ তাঁহাকে নিবারণপূর্ব্বক কহিল, হে মাদ্রীনন্দন! আমি পূর্ব্বে এই সরোবর অধিকার করিয়াছি; অতএব তুমি আমার প্রশ্নোত্তর দান করিয়া জলপান কর, নতুবা বারি স্পর্শমাত্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। পিপাসাতুর নকুল যক্ষের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া যেমন সেই জলপান করিলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ নিশ্চেষ্টভাবে সেই সরোবরেই প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভাসমান রহিলেন। এইরূপে নকুলের বিলম্ব দর্শনে যুধিষ্ঠির একে একে অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে প্রেরণ করিলে, তাঁহারাও নকুলের ন্যায় সকলেই জলশায়ী হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং তথায় গমন করিয়া ভ্রাতৃ-গণের শোচনীয় দশা দর্শনে রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে স্থির করিলেন যে, কৌরবেরা বুঝি আমাদিগকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত এই সরোবরের জল বিষদূষিত করিয়াছে। যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করা

আবশ্যক। ধর্ম্মরাজ এই ভাবিয়া যখন সেই জল স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সেই যক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকেও প্রশ্নোত্তর প্রদানপূর্ব্বক জলপান করিতে আদেশ করিলেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনি কে? দৈববাণী কহিল, আমি বক। যুধিষ্ঠির কহিলেন, বকের পক্ষে ইহা অবশ্যই অসম্ভব কার্য্য। দৈববাণী কহিল, আমি যক্ষ। যুধিষ্ঠির কহিলেন, তোমার কি প্রশ্ন আছে বল, যদি সমর্থ হই, তাহা হইলে অবশ্যই উত্তর প্রদান করিব। যক্ষ কহিলেন, কে আদিত্যকে উন্নত করেন? কাহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করেন? কি উপায়ে বুদ্ধিমান হয়? প্রশ্নব-কারীর শ্রেষ্ঠ কি? পৃথিবী অপেক্ষা গুরু কে? আকাশ অপেক্ষা উচ্চ কে? বায়ু অপেক্ষা দ্রুতগামী কে? তৃণ হইতেও কিসের সংখ্যা অধিক? নিদ্রাকালে কে চক্ষু মুদিত করে না? জন্মিয়া কে স্পন্দিত হয় না? কে বেগে বর্দ্ধিত হয়? প্রবাসী, গৃহবাসী, আতুর ও মুমূর্ষের মিত্র কে? সনাতন ধর্ম্ম কি? কে একাকী বিচরণ করে? কে পুনঃপুনঃ জন্মিয়া থাকে? প্রধান বপনক্ষেত্র কি? মনুষ্যের আত্মা কে? দৈবকৃত সখা কে? উপজীবিকা ও প্রধান আশ্রয় কি? ধনের মধ্যে, লাভের মধ্যে ও সুখের মধ্যে উত্তম কি? কাহার সহিত সন্ধিভঙ্গ হয় না? কোন্ কোন্ বস্তু ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, শোক যায় এবং অর্থবান্ ও সুখী হয়? ব্রাহ্মণ, নট, ভৃত্য এবং রাজাদিগকে দানের আবশ্যক কি? লোকেরা কিসের দ্বারা আবৃত ও কিসের দ্বারা অপ্রকাশিত থাকে, আর কেনই বা তাহারা বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করে? মৃত পুরুষ ও মৃত রাষ্ট্র কি? পুরুষের দুর্জ্জয় শত্রু কে? অনন্তব্যাধি কি? সাধু ও অসাধুর লক্ষণ কি? স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য ও স্নান-দানের লক্ষণ কি? পণ্ডিত, মূর্খ ও নাস্তিক কাহারা? কাম ও মৎসর কি? প্রিয়বাদী, কার্য্যবিবেচক, বহুমিত্র ও ধর্ম্মানুরতের কি লাভ হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রহ্ম আদিত্যকে উন্নত ও দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করেন। বৃদ্ধসেবার দ্বারা বুদ্ধিমান্ হয়। প্রশ্নবকারীর পুত্রই শ্রেষ্ঠ। মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরু, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মন বায়ু অপেক্ষা দ্রুতগামী ও চিন্তা তৃণাপেক্ষাও অধিক। মৎস্য নিদ্রার সময়ে

চক্ষু মুদিত করে না। জন্মিয়া ডিম্ব স্পন্দিত হয় না ও নদী সকল বেগে বর্দ্ধিত হয়। প্রবাসীর সঙ্গী, গৃহবাসীর ভার্য্যা, আতুরের বৈদ্য এবং মুমূর্ষের দানই মিত্র। জ্ঞানই সনাতন ধর্ম্ম। সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন, চন্দ্রই পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া থাকেন, পৃথিবীই উত্তম বপনক্ষেত্র, পুত্রই মনুষ্যের আত্মা, পত্নীই দৈবসখা, মেঘ উপজীবিকা ও দান প্রধান আশ্রয়। ধনের মধ্যে শাস্ত্র, লাভের মধ্যে আরোগ্য ও সুখের মধ্যে সন্তোষই উত্তম। সাধুর সহিত সন্ধিভঙ্গ হয় না। অভিমান ত্যাগে প্রিয়, ক্রোধত্যাগে শোকশূন্য, কামনাত্যাগে অর্থবান্ ও লোভত্যাগে সুখী হয়। ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে, যশের নিমিত্ত নটকে, ভরণের নিমিত্ত ভৃত্যকে এবং ভয়ের নিমিত্ত রাজাকে দান করে। মনুষ্যেরা অজ্ঞানে আবৃত ও তমোদ্বারা অপ্রকাশিত থাকে এবং লোভহেতু মিত্রত্যাগ করে। নির্ধ-নই মৃতপুরুষ ও অরাজক রাজ্যই মৃত রাষ্ট্র। ক্রোধই মনুষ্যের দুর্জ্জয় শত্রু ও লোভ অনন্ত ব্যাধি। সকলের হিতকারীই সাধু ও নির্দ্দয় ব্যক্তিই অসাধু হয়। স্বধর্ম্মনিরতিই স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়দমনই ধৈর্য্য, মনোমালিন্য ত্যাগই স্নান ও প্রাণীগণকে রক্ষা করাই দান। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিই পণ্ডিত, নাস্তিকই মূর্খ ও মূর্খই নাস্তিক এবং সংসারবাসনাই কাম ও মনস্তাপই মৎসর। প্রিয়বাদী সকলের প্রিয়, বিমৃষ্যকারীর জয়, বহুমিত্রের সুখ ও ধর্ম্মানুগতের সদ্গতি লাভ হয়।

যক্ষ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! সুখী কে, আশ্চর্য্য কি, পথ কি এবং বার্ত্তা কাহাকে বলে? যুধিষ্ঠির কহিলেন, অঋণী ও অপ্রবাসী ব্যক্তি দিবাশেষে শাকান্ন ভোজনেও সুখী, প্রাণিগণ নিত্য নিত্য প্রেতপুরে গমন করিতেছে দেখিয়াও অবশিষ্ট লোকেরা যে চির-জীবন বাসনা করে, ইহাই আশ্চর্য্য। তর্কের স্থিরতা নাই, বেদ সকল বিভিন্নপ্রকার, মুনিগণেরও এক মত নহে, ধর্ম্মতত্ত্ব অজ্ঞান-গুহায় বিলীন আছে, অতএব মহাজনগম্য পথই পথ। আর সর্ব্বহর কাল যে প্রাণিগণকে নিত্যই পরিপাক করিতেছেন, ইহাই বার্ত্তা। যক্ষ কহিলেন, পুরুষ ও ধনী কে? যুধিষ্ঠির কহিলেন, যাঁহার কীর্ত্তিশব্দ যতকাল স্থায়ী তিনি ততকালই পুরুষ, আর যিনি প্রিয়, অপ্রিয় ও

সুখদুঃখাদি সমান জ্ঞান করেন, তিনিই ধনী। যুধিষ্ঠির এইরূপে যক্ষের বিবিধ প্রশ্নোত্তর প্রদান করিলে তিনি প্রীত হইয়া কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমি সন্তুষ্ট হইলাম, অতএব তোমার এক ভ্রাতাকে জীবিত করিয়া দও। যুধিষ্ঠির কহিলেন, নকুল জীবিত হউন। যক্ষ কহিলেন, হে মহারাজ! যাঁহাদিগের বাহুবলে তুমি কৌরবগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে, তাঁহাদের একতর ভীমার্জ্জুনকে জীবিত না করিয়া কি নিমিত্ত বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকুলের জীবন প্রার্থনা করিলে? যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি আত্মসুখের নিমিত্ত কখন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করি না। আমি জীবিত থাকাতে আমার মাতা কুন্তীদেবী পুত্রবতী হইয়া আছেন, কিন্তু বিমাতার পিণ্ডলুপ্ত হইবে ভাবিয়া আমি নকুলের জীবন প্রার্থনা করিলাম। তখন যক্ষ কহিলেন, হে বৎস! আমি তোমার পিতা ধর্ম্ম। তোমার ধর্ম্মপরীক্ষার্থ এখানে আসিয়াছি এবং মৃগরূপে সেই ব্রাহ্মণের অরণীসহিত মন্থদণ্ড হরণ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি উহা ব্রাহ্মণকে প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। অতঃপর আমার বরে বিরাটনগরে সুখে অজ্ঞাতবাস কর, কেহই তোমাদিগকে জানিতে পারিবে না। এক্ষণে তোমার সমুদায় ভ্রাতৃগণ জীবিত হউন। ধর্ম্ম এই বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের চৈতন্যসম্পাদনপূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। যুধিষ্ঠির তখন সেই ব্রাহ্মণকে তাঁহার অরণীসনাথ মন্থদণ্ড প্রত্যর্পণ করিয়া অজ্ঞাতবাসে কৃতসংকল্প হইলেন। অনন্তর তাঁহারা নিকটস্থ যাবতীয় ব্রাহ্মণগণকে বিদায় এবং ধৌম্যকে সম্ভাষণপূর্ব্বক তদীয় নিদেশানুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। ধর্ম্মরাজ ধৌম্যকে আপনাদিগের অগ্নিহোত্র রক্ষার ভারপ্রদান করিলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন এবং অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করত স্থানান্তরে গমন করিলেন। তখন পাণ্ডবেরা পাঞ্চালীর সহিত বহু দূরে নির্জ্জন প্রদেশে গমন করত, কল্য আমাদিগকে অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে বলিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

বনপর্ব্ব সমাপ্ত।

বিরাট-পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

পাণ্ডবেরা পরামর্শ করিয়া ধৌম্যকে সম্ভাষণপূর্ব্বক বিরাট নগরেই এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের নিমিত্ত স্থির করিলেন। ঐ নগরের আর এক নাম মৎস্যদেশ। তৎকালে তথাকার রাজা অতি ধার্ম্মিক এবং প্রাচীন ছিলেন। নরপতি যুধিষ্ঠির এই সকল কারণবশতঃই বিরাট রাজার পার্ষদরূপে থাকিয়া প্রতিজ্ঞাত কাল হরণে উদ্যোগী হইলেন। পাছে পরিচিত লোকে তাঁহাদিগকে জানিতে পারে, এজন্য তাঁহারা স্ব স্ব বিখ্যাত চিহ্ন এবং অস্ত্রালঙ্কারাদি গোপন রাখিতে বাধ্য হইলেন। তখন তাঁহারা নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিরাটরাজ্যের এক প্রকাণ্ড শমীবৃক্ষে বসনাবৃত্ত কবত বন্ধন করিয়া রাখিলেন এবং লোকে তাহা স্পর্শ করিবেনা বলিয়া গলিত ও দুর্গন্ধময় এক শবদেহ উহার সহিত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির পরমেশ্বরী দুর্গার আরাধনাদ্বারা বরলাভ করত কঙ্কনামধারী ব্রাহ্মণ বলিয়া বিরাটরাজের নিকট পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সভাসদ রূপে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ভীম, বল্লভনামক সূপকার হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে মল্ল ও পশুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজাকে প্রসন্ন ও রাজপ্রসাদ লাভ করিতেন। অর্জ্জুন উর্ব্বশীর অভিশাপে ও দেবরাজের প্রসন্নতায় নপুংসকবেশে রাজকন্যা উত্তরা ও আর আর অন্তঃপুরচারিণী কামিনীগণকে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়া তথাকার রাজান্তঃপুরে গোপনে বাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি আপনাকে বৃহন্নলা নামে অভি-হিত এবং পাণ্ডুকুলতিলক রাজা যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে তদীয় রাজমহিষী দ্রৌপদীকে শিক্ষা দান করিতেন বলিয়া, মৎস্যপতির

নিকট আপনাকে পরিচিত করিয়াছিলেন। যাহাহউক, নকুল অশ্বরক্ষক ও সহদেব গোপালক হইয়া তথায় আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। পাণ্ডবেরা এইরূপে সকলেই এক স্থানে গুপ্তভাবে সুখে অবস্থানপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের বিত্তদ্বারা সহায়তা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পঞ্চভ্রাতায় বিরাট-রাজভবনে আশ্রয়প্রাপ্ত হইলেন। বিরাট নগরে ভীমসেনের আশ্রয় লইবার অব্যবহিত পরেই দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী-বেশে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বিরাটমহিষী সুদেষ্ণা তাঁহার রূপলাবণ্যাতিশয্যে তাঁহাকে কোন অসামান্যা নারী বলিয়া স্থির করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী তখন আপনাকে পঞ্চগন্ধর্ব্বের পত্নী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন এবং পূর্ব্বে তিনি কৃষ্ণপ্রণয়িনী সত্যভামার ও পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীর কেশবিন্যাস ও পুষ্পদামকারিণী সহচরী ছিলেন বলিয়া, সুদেষ্ণার নিকট আশ্রয় যাচ্ঞা করিলেন। তিনি, পদসেবন ও উচ্ছিষ্টাদিগ্রহণ প্রভৃতি নীচ পরিচারিকাবৃত্তি ব্যতীত আর আর কার্য্য সকল যথারীতি সম্পন্ন করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন সুদেষ্ণা তাঁহাকে আপন সমীপে স্থান দান করিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দয়িতার সহিত নিত্য নব নব কৌতুকে বিরাটের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক গুপ্তভাবে তথায় কালহরণ করিতে লাগিলেন। একদা ব্রহ্মোৎসবসময়ে বিরাটের আদেশানুসারে ভীমসেন মল্লবেশে রণমদগর্ব্বী জীমূতনামক এক মল্লকে রঙ্গস্থলে নিহত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এইরূপে পাণ্ডবেরা বিরাটনগরে একাদশ মাস অবস্থিতি করিলে একদা কীচকনামক বিরাটের এক শ্যালক ও দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি, সৈরিন্ধ্রীকে নিরীক্ষণ করিয়া কন্দর্পশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইল। সে লজ্জাভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগ্নী সুদেষ্ণার নিকট গমন করিয়া সৈরিন্ধ্রীকে স্বীয় প্রণয়িনী করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিল ; কিন্তু সৈরিন্ধ্রী তখন

পরপুরুষগামিনী নহে জানিয়া তিনি প্রথমতঃ কীচককে ঐরূপ পাপাশয় পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দান করিলেন। ফলতঃ দুর্ব্বৃত্ত কীচক যখন কিছুতেই স্বীয় কামোন্মত্ত চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদনে সমর্থ হইল না, তখন রাজমহিষী সুদেষ্ণা সৈরিন্ধ্রীকে ছলক্রমে তাহার নিকট প্রেরণের নিমিত্ত তাঁহাকে আত্মসকাশে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, সখি! আমি পিপাসায় সাতিশয় কাতর হইয়াছি, তুমি অবিলম্বে আমার ভ্রাতা কীচকের গৃহে গমন করত আমার নিমিত্ত সুরা আহরণ কর। সৈরিন্ধ্রী অনিচ্ছাসত্ত্বে তথায় গমন করিলেন। দুরাত্মা কীচক সেই সুযোগে স্বীয় অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য প্রথমতঃ তাঁহাকে অমৃতায়মান অমিয় বচনে পরিতুষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলেন; কিন্তু সৈরিন্ধ্রী যখন তদীয় বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক দুর্ব্বৃত্ততার ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন, কীচকও তখন তাঁহাকে বলে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে সৈরিন্ধ্রী আসন্ন বিপদ অবগত হইয়া প্রাণপণবেগে আত্মরক্ষার নিমিত্ত আর্ত্তনাদসহকারে একেবারেই রাজসভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন কীচক ক্রোধে অন্ধ হইয়া সর্ব্বজনসমক্ষেই সবলে তাঁহাকে পদাঘাতপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। একে শ্যালক, তাহাতে আবার তদীয় বাহুবলেই রাজ্য রক্ষিত হইতেছে, সুতরাং বিরাট রাজা কীচককে এই ঘৃণিত কর্ম্মের জন্য শাসন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন রাজসভাসদ কঙ্ক, সৈরিন্ধ্রীকে কোনমতে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন।

দ্রৌপদী কীচকের এই অমানুষোচিত দুরন্ত ব্যবহারে সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া রাত্রিকালে রন্ধনশালায় গমন করত এই সমস্ত বিষয় সূদ-রূপী ভীমসেনের গোচর করিলেন। পত্নীর আর্ত্তভাবদর্শনে কুপিত কালান্তকের ন্যায় ভীম তাঁহাকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া সংগোপনে কীচকের প্রাণবধ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং আগামিনী অন্ধকারময়ী রজনীতে বিরাটের নাট্যশালামধ্যে কীচককে আহ্বান করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর সৈরিন্ধ্রীপ্রেমলুব্ধ কামার্ত্ত কীচক, সৈরিন্ধ্রীর বাক্যে প্রতারিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে নাট্যশালায় গমন করিল। তথায় ভীম,

পূর্ব্ব হইতেই রমণীবেশে ও অলক্ষিতভাবে দুগ্ধফেণনিভ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াছিলেন। কীচক সেই অন্ধকার রাত্রিতে তদীয় সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র অরাতিতাপন ভীমসেন সহসা তাহাকে আক্রমণপূর্ব্বক মর্ম্মান্তিক প্রহার করিতে লাগিলেন। ভীমসেনের অশনিসদৃশ পদাঘাতে কীচকের চৈতন্যোদয় হইল। সে তখন প্রহারে জর্জ্জরিতাঙ্গ ও শোণিতার্দ্র হইয়া সেই স্থানেই ভীমের সহিত ঘোরতর মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিল। দুর্ম্মদ মত্তমাতঙ্গস্বরূপ রণরঙ্গবিশারদ রন্ধ্রান্বেষী বৃকোদর অবশেষে প্রচণ্ড মুষ্টি ও তলপ্রহারে দুরাত্মাকে হীনবীর্য্য করিয়া নিপাত করিলেন। বলদৃপ্ত ভীমসেন এইরূপে সেই নিশীথসময়ে ভার্য্যাপহারী কীচকের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাহার গতজীবিত দেহ অলাবু ও কুষ্মাণ্ডের ন্যায় মাংসপিণ্ডাকারে পরিণত করিয়া ক্রোধোপশমনের নিমিত্ত দ্রৌপদীকে উহা প্রদর্শনপূর্ব্বক আশু তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বস্থানে শয়ন করিলেন। এইরূপে কীচক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে সৈরিন্ধ্রী পুলকিত হইয়া সকলকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, দুরাত্মা কীচক আমার অবমাননা করাতে আমার গন্ধর্ব্বপতিগণ আসিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছেন। তখন সকলে উল্কাগ্রহণপূর্ব্বক বিনির্গত হইয়া রুধিরাক্তকলেবর কীচককে গতাসু দর্শনে "হা হতোস্মি" করিতে লাগিল।

কীচক নিহত হইলে তদীয় ভ্রাতা শতাধিকপঞ্চ উপকীচকগণ, ভীত ও রোমাঞ্চিতগাত্র হইয়া ভ্রাতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত তাহার মৃতদেহ তথা হইতে নিষ্কাসিত করিবার উপক্রম করিল। তৎকালে তাহারা দূর হইতে সৈরিন্ধ্রীকে নিরীক্ষণ করিয়া, লোকান্তরে কীচকের প্রিয়সাধনের নিমিত্ত তাঁহাকেও উহার সহিত চিতানলে নিক্ষেপ করিবার মানস করিল এবং তৎক্ষণাৎ ক্রোধাবেশে রাজাজ্ঞাক্রমে সৈরিন্ধ্রীকে বন্ধনপূর্ব্বক শ্মশানাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই সময়ে দ্রৌপদীর করুণবিলাপ শ্রবণে ভীমসেন জাগ্রত হইয়া শীঘ্র নগরপ্রাকার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বৃক্ষ হস্তে মহামার করিয়া উপকীচকগণের হস্ত হইতে দ্রৌপদীকে উদ্ধার ও তাহাদের সকলকেই এককালে নিহত করিলেন। হতাবশিষ্ট দর্শক ব্যক্তিগণ ভীমসেনকে দর্শনমাত্রেই গন্ধর্ব্ব

বিবেচনায় ভীত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। এই-রূপে মৎস্যদেশ সৈরিন্ধ্রীর নিমিত্ত বীরশূন্য হইলে, রাজা ভীত হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিমিত্ত রাজ্ঞীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন সুদেষ্ণা, সৈরিন্ধ্রীকে স্বেচ্ছাসুখে স্থানান্তরে গমন করিতে আদেশ করিলে, তিনি মনে মনে অজ্ঞাতবাসের সময় সংক্ষেপ হইয়াছে জানিয়া, তাঁহার নিকট আর ত্রয়োদশ দিবসমাত্র তথায় বাস করিবার প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তিনি আদিষ্ট হইয়া তথায় পুনর্ব্বার বাস করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

এদিকে দুর্য্যোধন, পাণ্ডবদিগকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত ভারত-বর্ষের চতুর্দ্দিকে চর সকল নিয়োগ করিলেন। তাহারা নদ, নদী, বন, উপবন, গিরিগুহা, নগর, চত্বর ও চৈত্য প্রভৃতি সর্ব্বত্রই তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই কেহ তাঁহাদিগের কোন সন্ধান প্রাপ্ত হইল না। তখন তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সভাসীন রাজা দুর্য্যোধনকে কহিল, মহারাজ! আমরা রাষ্ট্র ও কাননাদি যাবতীয় স্থানে ভ্রমণ করিয়াও কুত্রাপি পাণ্ডবগণের কোন উদ্দেশ প্রাপ্ত হইলাম না; ইহাতে অনুমান হয় যে, তাহারা হয় সমুদ্রপরপারে গমন, নতুবা নিরতিশয় দুঃখে সন্তাপিত হইয়া নিশ্চয়ই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে, অতএব আর আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি এখন নিষ্কণ্টকে সাম্রাজ্যসম্ভোগ করুন। আর এক কথা এই, মহারাজ! যিনি বলপূর্ব্বক ত্রিগর্ত্তপতিকে পরাজয় করিয়া তাঁহার গাভীসকল লুণ্ঠন করত তাঁহাকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, সেই মহা-বল বিরাটপালক ও সেনাপতি ভার্য্যাপহরণদোষে অলক্ষিতগতি গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক একদা ভ্রাতৃগণের সহিত, নিহত হইয়াছে। বিরাটনগর একণে বীরশূন্য; অতএব এই সুযোগে আপনি বিরাটরাজার গাভী

সকল হরণ করত স্বীয় দুর্গাগৃহ পূর্ণ করুন। পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত আর ভীত হইবেন না, তাহারা আর কেহই জীবিত নাই, নতুবা কেহ না কেহ অবশ্যই তাহাদিগকে নয়নগোচর করিত।

গুপ্তচরের বাক্যাবসানে দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মপ্রিয় পাণ্ডবেরা যদি ঈদৃশ অবস্থায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে অদ্যাবধি জগতে আর কেহ কদাপি ধর্ম্মার্চ্চনা ও ধর্ম্মসেবা করিবে না, অতএব আমার মতে নিশ্চয়ই তাহারা জীবিত থাকিয়া প্রচ্ছন্নভাবে কোথাও কালহরণ করিতেছে, উপযুক্ত সময়ে মেঘমুক্ত মিহিরের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া কৌরবদিগকে যমদ্বারের অতিথি করিবে। তখন ভীষ্মদেব দ্রোণের বাক্যে অনুমোদন করিলে কৃপাচার্য্য কহিলেন, কৌরবগণ! বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ পাণ্ডবগণ অবশ্যই জীবিত আছেন, তাঁহারা অচিরে সত্যপাশে মুক্ত হইয়া আদিত্যের ন্যায় রৌদ্র প্রতাপে ক্ষত্রিয়ান্তক দুরন্ত তেজঃ বিস্তার করিবেন। ধর্ম্মের প্রসাদে পাণ্ডবেরা অবশ্যই জীবিত আছেন; কি পরিচিত কি অপরিচিত কোন ব্যক্তিই শত শত চেষ্টাদ্বারাও এখন তাঁহাদিগকে কদাপি দেখিতে পাইবে না। কালসহকারে তাঁহারা আপনারাই তোমাদিগের সম্মুখীন হইবেন। সম্প্রতি সমরোপযোগী আয়োজন করা কর্ত্তব্য হইতেছে। রাজকোষ পূর্ণ ও সৈন্যবল বর্দ্ধিত না হইলে অমিতপরাক্রম মহাত্মা পাণ্ডবগণকে জয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে; এজন্য সত্বর ধনাদি আহরণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপে সকলে মতামত প্রকাশ করিলে পরিশেষে ত্রিগর্ত্তপতি, দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে বিরাটরাজা স্বীয় শ্যালকের সাহায্যে আমাকে পুনঃপুনঃ পরাজয় করিয়াছিলেন, এখন আপনি আমাকে সাহায্য করিলে আমি সেই চিরশত্রুকে শাসনপূর্ব্বক তাহার অসংখ্য গোধন ও আর আর রত্ন সকল আহরণ করি; তাহা হইলে কৌরবসমরসময়ে উহা হইতে বিস্তর আনুকূল্য লাভ হইতে পারিবে। অনন্তর নরপতি দুর্য্যোধন সভাসদগণের ঐকমত্যে ত্রিগর্ত্তের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বিরাটনগর আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ত্রিগর্ত্তপতি সুশর্ম্মা সর্ব্বাগ্রে স্বকীয় চতুরঙ্গসেনা লইয়া বিরাট নগরে গমন করিলেন। তিনি সহসা বিরাটরাজার গোধন সকল হরণ করাতে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে বৃদ্ধ বিরাটরাজা পরাজিত হইলে, সুশর্ম্মা নৃপতি তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক শিবিরে লইয়া যাইতে লাগিল। তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির, নিজ আশ্রয়দাতা নরপতিকে শক্রুকরকবলিত অবলোকনে নিতান্ত সন্তপ্তচিত্তে ভীমকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমাদিগের নিমিত্তই বিরাটরাজা কীচকাদি বীরশূন্য হইয়া অদ্য এইরূপ অপদস্থ হইয়াছেন, অতএব এক্ষণে তুমি তাঁহাকে মুক্ত করিতে যত্নবান্ হও। লোকে যেন তোমাকে ভীম বলিয়া জানিতে না পারে, তুমি এইরূপে আপন অমানুষিক বিখ্যাত কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় বাণযুদ্ধে তাহাকে পরাভব কর; আমি এবং নকুল ও সহদেব তোমার পৃষ্ঠরক্ষক থাকিব। অনন্তর ভীম সমরাঙ্গনে গমনপূর্ব্বক ভীষণ শায়কদ্বারা শক্রুগণকে ধরাশায়ী করিতে লাগিলেন। তিনি সুশর্ম্মার অশ্ব, রথ, সারথি ও অস্ত্রসকল চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া বিষম প্রহারে তাহাকে মূর্চ্ছিত এবং কেশাকর্ষণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট আনয়ন করিলে, ধর্ম্মরাজ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া তাহাকে কেবলমাত্র তিরস্কার পূর্ব্বক বিদায় দান করিলেন। বিরাটরাজা এইরূপে জয়লাভ করিয়া ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রাজ্যমধ্যে নিজ বিজয়ঘোষণা প্রচারের আদেশ প্রদানপূর্ব্বক সেই রজনী শিবিরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পরদিবসে দুর্য্যোধন, স্বীয় সৈন্য ও সেনাপতি সমভিব্যাহারে বিরাটনগরে গমন করত অন্য দিক্ হইতে বিরাটের গোধন হরণ করিয়া লইলেন। গোরক্ষকগণ বিরাটতনয় উত্তরকে কৌরবদিগের জিগীষা

দুর্ব্বৃত্ততার বিবরণ অবগত করিল। কিন্তু বিরাটতনয় উত্তর তৎকালে পিতৃনিদেশে অন্তঃপুরিকাগণের রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সাহায্যার্থ তথায় তখন একটি সেনা বা সেনাপতি ছিল না। কারণ পূর্ব্বদিবসে বিরাটরাজা সুশর্ম্মার যুদ্ধে সে সমুদায় সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বে অপর একটি সংগ্রামে তাঁহার সারথিও নিহত হইয়াছিল; সুতরাং তিনি কৌরবদিগের এই অত্যাচারের বিষয় অবগত হইয়াও তৎপ্রতিকারের কোন সুবিধা দেখিতে পাইলেন না। তিনি একজন সুযোগ্য সারথি প্রাপ্ত হইলেই বায়ু যেমন তুলা রাশিকে, তদ্রূপ ভীষ্মদ্রোণাদিরক্ষিতা কৌরববাহিনীকে অনায়াসে বিদূরিত করিয়া স্বীয় গোধন সমূহ প্রত্যানয়ন করিতে পারেন, এই বলিয়া রমণীমণ্ডলীরমধ্যে বৃথা আস্ফালন করিতে লাগিলেন। শারদীয় পর্জ্জন্যের ন্যায় উত্তরের বৃথা গর্জ্জনে তদ্‌গৃহোপস্থিতা দ্রৌপদীর নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে, তিনি গোপনে অর্জ্জুনের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তরের সারথি হইয়া কুরুগণের নিকট হইতে গোধন প্রত্যাহরণের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। অর্জ্জুন সম্মত হইলে, দ্রুপদতনয়া পুনরায় উত্তরের সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, রাজকুমার! পূর্ব্বে যখন আমি পাণ্ডবগৃহে অবস্থিতি করিতাম, তৎকালে বৃহন্নলার প্রভাবেই পার্থ একাকী এক রথে ত্রিলোক জয় করেন, এবং তাহারই সাহায্যে তিনি খাণ্ডবদহনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে আপনার সারথি নাই, অতএব আপনি বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া দুর্জ্জয় কুরুগণকে জয় করুন। উত্তর, সৈরিন্ধ্রীর নিকট বৃহন্নলার এতাদৃশ গুণ অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভগিনী উত্তরার দ্বারা তাঁহাকে আহ্বানপূর্ব্বক সারথ্যপদে নিযুক্ত করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যুদ্ধযাত্রাকালে উত্তরা বৃহন্নলাকে কহিল যে, ভীষ্মাদি বীরগণ নিহত হইলে তাঁহাদের রণছিন্ন বহুমূল্য বসনসমূহ আমার নিমিত্ত লইয়া আসিও, উহাদ্বারা আমি পুত্তলিকা সজ্জিত করিব। বৃহন্নলা কহিলেন, যদি তোমার ভ্রাতা তাঁহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তোমার অভিলষিত ছিন্নবসন আহরণ করিব।

অনন্তর উত্তর, সারথি বৃহন্নলার সহিত বিনির্গত হইয়া পূর্ব্ববর্ণিত সেই শমীবৃক্ষের সমীপে উপনীত হইবামাত্র দূর হইতে সাগরসদৃশ কৌরবচমূ নয়নগোচর করিলেন। সৈন্যকোলাহল শ্রবণে উত্তরের মনে সাতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি পূর্ব্বে নারীগণমধ্যে যে প্রকার বৃথা আস্ফালন প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন কার্য্য-কালে তৎসমুদয় তিরোহিত হইল। তিনি বৃহন্নলাকে রাজধানীতে প্রত্যাগত হইবার নিমিত্ত বারম্বার অনুনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বৃহন্নলা যুদ্ধে জয় না হইলে প্রত্যাবৃত্ত হইতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন উত্তর প্রাণভয়ে কাতর হইয়া রথ হইতে লম্ফ-প্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। বৃহন্নলা পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া কহিলেন, ভীরু! ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছ কেন? শীঘ্র সাহস অবলম্বনপূর্ব্বক বীরোচিত কার্য্যসাধনে তৎপর হও। সংগ্রামে মৃত্যুই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম, অতএব স্বীয় পৌরুষ ও ধন রক্ষা কর। নতুবা ইহলোকে হাস্যাস্পদ ও অন্তে নিরয়গামী হইবে। এইরূপ উপদেশ লাভেও উত্তর যখন সমরোৎসাহী হইলেন না, তখন পার্থ পুনর্ব্বার তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, রাজকুমার! তুমি যোষিদ্গণের সমক্ষে কৌরববধে প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাকে সারথ্যপদে বরণ করিয়াছ। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে না পার, তাহা হইলে তুমিই যে কেবল নিন্দনীয় হইবে এরূপ নহে, আমাকেও নিন্দনীয় হইতে হইবে এবং সৈরিন্ধ্রী যে আমার গুণগান করিয়াছিলেন, তাহাও মিথ্যা হইবে। বিশেষতঃ আমি রণে জয়লাভ না করিয়া কদাপি প্রতিনিবৃত্ত হই না। বীর! এক্ষণে সাহস অবলম্বন ও পুরুষকার লাভের চেষ্টা কর। অথবা তুমি স্বয়ং যুদ্ধ করিতে যদি একান্ত অসমর্থ হও, তবে আমি রথী হইয়া যুদ্ধ করিতেছি, তুমি আমার সারথি হইয়া অশ্ববল্গা ধারণপূর্ব্বক রথপরিচালনায় নিযুক্ত হও। সংগ্রামসময়ে কদাপি ভীত বা চলচিত্ত হইও না; আমি নিমিষমধ্যে একরথে কৌরব-গণকে পরাজয় ও তোমার গোধন মুক্ত করিয়া দিতেছি। রাজ-কুমার! তুমি আমার বাক্যে কোন সন্দেহ করিও না, আমিই সেই

কুন্তীতনয় পার্থ। আমি প্রকৃত ক্লীব নহি। কেবল অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজনানুরোধে একবৎসর নপুংসকব্রত ধারণ করিয়াছি। তোমার পিতার সভাসদ্ কঙ্কনামধারী ব্রাহ্মণই আমার অগ্রজ রাজা যুধিষ্ঠির। যিনি তোমার সূপকার, তিনিই ভীম, আর গোপালক ও অশ্বপাল নকুল ও সহদেব এবং যে গন্ধর্ব্বপত্নী সৈরিন্ধ্রীর নিমিত্ত পঞ্চোত্তরশত ভ্রাতার সহিত কীচককে নিহত হইতে হইয়াছে, তিনিই দ্রুপদরাজতনয়া দ্রৌপদী। এইরূপে অর্জ্জুন আত্মপরিচয় প্রদান করিলেও, উত্তর সহসা তাঁহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে না পারিয়া স্বীয় হৃৎপ্রত্যয়ের নিমিত্ত তাঁহাকে তাঁহার দশ নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্থ কহিলেন, রাজ-তনয়! আমার নাম,—নিখিল জনপদ জয় করত ধনসংগ্রহ করাতে ধনঞ্জয়, সমরে পরাঙ্মুখ বা প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া প্রবল অরাতিদিগকে জয় করি বলিয়া বিজয়, রথে শ্বেতাশ্ব বলিয়া শ্বেতবাহন, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে জন্ম হওয়াতে ফাল্গুণ, দানবঘাতন নিবন্ধন দেবরাজ পুরন্দর প্রসন্ন হইয়া কিরীট প্রদান করাতে কিরীটী, যুদ্ধে বীভৎস কর্ম্ম করি না বলিয়া বীভৎসু এবং শরসমূহ সমভাবে উভয় হস্তেই চালিত হয় বলিয়া সব্যসাচী হইয়াছে। নির্ম্মল কর্ম্মহেতু লোকে আমাকে অর্জ্জুন বলিয়া থাকে। সংগ্রামকালে সাহসপূর্ব্বক কেহই আমার সম্মুখীন হইতে পারে না এবং আমি প্রচণ্ডরিপুকেও পরাজয় করিয়া থাকি, এজন্য আমার নাম জিষ্ণু ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়াতে আমার দশম নাম কৃষ্ণ হইয়াছে। অর্জ্জুন এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলে উত্তর বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক আত্মসৌভাগ্য জ্ঞানে পূর্ব্বাপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ও সোৎসাহে তাঁহার সারথ্যস্বীকার করিলেন। তখন ধনঞ্জয়, উত্তরের রথ ও অস্ত্রসকল অকর্ম্মণ্য বোধে তাঁহাকে শমীবৃক্ষ হইতে স্বকীয় দেবদত্ত কনকপ্রভ তীক্ষ্ণ অস্ত্র ও দুর্জ্জয় গাণ্ডীব ধনু আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। উত্তর উহা আনয়ন করিলে, অর্জ্জুন অগ্নিদত্ত স্বীয় বানরকেতন মায়ারথ স্মরণ করিলেন। অর্জ্জুনের ব্যবসায় অবগত হইয়া সেই মহাস্যন্দন তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হইল। তখন পার্থ স্বীয় ক্লীববেশ পরিহার ও বেণী মুক্ত

করিয়া অঙ্গুলীত্রাণ ও অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলে, উত্তর তাঁহার সারথি হইলেন।

এদিকে উত্তর নিজ রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক পলায়িত হইলে পার্থ যখন উহাঁর পশ্চাদ্ধাবিত হন, সেই সময়ে কৌরবেরা দূর হইতে উহাঁদিগকে দেখিতে পাইয়া, "তাঁহারা কে?" পরস্পর এই বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করিতে থাকেন। দ্রোণাচার্য্য লক্ষণদ্বারা অগ্রগামীকে ভীত ও পলাতক এবং পশ্চাদ্গামীকে ছদ্মবেশী অর্জ্জুন বলিয়া চিনিতে পারিলে, দুর্য্যোধন কহিল, ভাল, ইনিই যদি অর্জ্জুন হয়েন, তবে ত আমার মনোরথ পূর্ণ হইল। কারণ অজ্ঞাতবাসের সময় অতিবাহিত না হইতেই যখন আমরা ইহাঁকে দেখিতে পাইলাম, তখন প্রতিজ্ঞানুসারে পাণ্ডবদিগকে পুনর্ব্বার অবশ্যই বনগমন করিতে হইবে; সুতরাং আমারই সম্পূর্ণ মঙ্গল দেখিতেছি। ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় উত্তীর্ণ হইয়া সপ্ত দিবস অধিক অতিবাহিত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে উল্লাস দূর করিয়া যাহাতে শত্রুজয় হয়, তদনুযায়ী কার্য্যসাধনে অগ্রসর হউন। ঐ দেখুন, কিরিটীর রথচক্রের ঘর্ঘরশব্দ, ধ্বজস্থ বানরের ভীষণ গর্জ্জন, অশ্বের হ্রেষারব, কোদণ্ড গাণ্ডীবের টঙ্কারধ্বনি, দেবদত্ত শঙ্খের হৃদ্ভেদী নিনাদ, মৌর্ব্বীর গভীর নিঃস্বন, পৃথিবীকে যেন বিচলিত করিয়া শত্রুগণের মর্ম্মস্থান ভয়কম্পিত করিতেছে। ভীষ্মদেব এইরূপ বলিতে বলিতে, অর্জ্জুন জ্যাকর্ষণপূর্ব্বক হুঙ্কারপ্রদান ও শঙ্খনাদ করিতে করিতে কুরুসৈন্যের মধ্যস্থলে আসিয়া উপনীত হইলেন। কৌরবেরা দিব্য ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলেন। অর্জ্জুন তখন স্বীয় লঘুহস্ত ও ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত এবং স্বীয় অভ্যুদয় জ্ঞাপনার্থ বাণদ্বারা ভীষ্মদ্রোণের অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহারাও তাঁহাকে সাঙ্কেতিক প্রতিবাণদ্বারা জয়াশীর্ব্বাদ করিলে, তিনি কর্ণ-প্রভৃতি প্রধান প্রধান কুরুসেনাপতির সহিত ঘোরতর বাণযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুনের জ্বলন্তপাবকসদৃশ শায়কপ্রভাবে কৌরবেরা হতবল ও লণ্ডভণ্ড হইতে লাগিল। পার্থের অত্যদ্ভুত কার্য্য দর্শনে

অন্তরীক্ষ হইতে দেবতারা তাঁহার ভূয়সী প্রসংশা করিতে লাগিলেন। ক্রমে কৌরবদিগের ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি সেনানায়কগণ একে একে পরাজিত হইলে, মুহূর্ত্তমধ্যেই সকলে সমবেত হইয়া পুনর্ব্বার একেশ্বর পার্থের সহিত সমরে ব্যাপৃত হইলেন। ধনঞ্জয় শরনিকর বিস্তার-পূর্ব্বক তাঁহাদের হস্ত্যশ্বরথ এবং সেনাসকল বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে তিনি কর্ণের অনুজকে নিহত করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনাদি যোদ্ধাগণ পুনঃপুনঃ পলায়িত ও প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগি-লেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি ব্যতীত অর্জ্জুন কদাপি আত-তায়ী কৌরবদিগকে প্রাণে বিনষ্ট করিতে পারেন না, বিশেষতঃ পর-কীয় কার্য্যহেতু জ্ঞাতিবধ নিতান্তই অনুচিত, অথচ তাহা না করিলেও তাহারা জীবিতাবস্থায় রণবাসনা পরিত্যাগ করিবে না। পার্থ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করত সম্মোহন অস্ত্রপ্রভাবে সমুদায় কৌরবদিগকে মূর্চ্ছিত করিয়া দুর্য্যোধনের রাজমুকুট ছেদন এবং উত্তরদ্বারা ভীষ্ম-ব্যতীত অপরাপর সেনাপতিগণের বসন ছেদন করত উত্তরার ক্রীড়ার নিমিত্ত গ্রহণ করিলেন। এইরূপে পার্থ শত্রুজয় করিলে, বিরাটের গোধন সকল মুক্ত হইল। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার শমীবৃক্ষের নিকট গমন করত পূর্ব্ববৎ স্বকীয় অস্ত্র সকল রক্ষা ও বেণী ধারণ-পূর্ব্বক উত্তরের সারথি হইলেন। তাঁহার মায়ারথ তদীয় কর্ম্ম নির্ব্বা-হান্তে তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। তিনি উত্তরকে তাঁহার পিতার নিকট পাণ্ডবগণের পরিচয় প্রদান করিতে নিষেধ করিয়া, তিনি যে স্বীয় বাহুবলে স্বয়ংই কৌরবদিগকে জয় করিয়াছেন, এই কথাই প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু উত্তর তদুত্তরে কহিলেন যে, ইহার পর সত্য প্রকাশ হইলে আমাকে ভবিষ্যতে লজ্জা পাইতে হইবে, অতএব পিতার নিকট আমি এই যুদ্ধঘটনা কৌশলে প্রকাশ করিব।

এদিকে বিরাট রাজা সুশর্ম্মাকে রণে জয় করিয়া প্রাসাদে প্রত্যাগত হইলেন এবং কুমার উত্তর একাকী বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া দুর্জ্জয় কৌরব হইতে গোধন মুক্ত করিতে গমন করিয়াছেন শুনিয়া, ভীত মনে তদুদ্দেশে সৈন্য প্রেরণের উদ্যোগ করিলেন। তদ্দর্শনে কঙ্ক নিরাজপ-

পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! বৃহন্নলা যখন সারথি হইয়াছেন, তখন কুমার উত্তরের নিমিত্ত চিন্তা কি? তিনি নিঃসংশয়ই কৌরবগণকে বিতাড়িত করিবেন। এদিকে উত্তর বৃহন্নলার অনুজ্ঞাক্রমে নিজ বিজয়ঘোষণার জন্য দূতরূপে এক গোরক্ষককে নগরে প্রেরণ করিলেন। সেই দূতের নিকট পুত্রের রণজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া বিরাট রাজা সাতিশয় প্রফুল্লিত মনে কঙ্কের সহিত দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। ক্রীড়াকালে তিনি স্বীয় পুত্রের ভূয়সী প্রশংসা করাতে, যুধিষ্ঠির তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুমোদন না করিয়া বৃহন্নলারই গুণগান করিতে লাগিলেন। তাহাতে বিরাট কুপিত হইয়া অক্ষসারিদ্বারা কঙ্কের নাসাগ্রভাগে সবলে প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে ধর্ম্মের নাসারন্ধ্র হইতে প্রবলবেগে শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল। শোণিত ক্ষিতিতল স্পর্শ করিলে পাছে বিরাটের কিছু অনিষ্টসংঘটন হয়, এজন্য ধর্ম্ম উহা স্বহস্তে ধারণ করিলেন। এমন সময়ে পুরোবর্ত্তিনী সৈরিন্ধ্রী, পতির মনোমত অভিপ্রায় অবগত হইয়া অনতিবিলম্বে জলপূর্ণ এক সুবর্ণপাত্র সম্মুখে ধারণ করিলে, ধর্ম্মরাজ সেই নাসারন্ধ্রবিনির্গত লোহ পাত্রস্থ জলে নিক্ষেপ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

এদিকে কৌরবেরা সংজ্ঞালাভ করিয়া অর্জ্জুনের অমানুষিক কর্ম্মে চমৎকৃত হইয়া অভিমাননিরত দুর্য্যোধনের আদেশে অমর্ষচিত্তে হস্তিনাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, রাজকুমার উত্তরও বৃহন্নলার সহিত নিজ রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন নরপতি বিরাট এককালে তাঁহাদের উভয়কেই দেখিবার মানসে সভামধ্যে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দ্বারপালকে আদেশ করিলেন। তদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজ গোপনে সেই দ্বারপালকে বলিয়া দিলেন যে, এখানে কেবল উত্তরকে লইয়া আইস, বৃহন্নলার আসিবার কোন প্রয়োজন নাই; কারণ বৃহন্নলার এইরূপ প্রতিজ্ঞা আছে, যে ব্যক্তি

সংগ্রাম ব্যতিরেকে আমার শরীরে রক্তপাত করিবে, তিনি নিশ্চয়ই তাহাকে ধনে প্রাণে উৎসন্ন করিবেন। অতএব পাছে আমার নাসাবিনিঃসৃত রুধিরধারাদর্শনে বিরাটের প্রাণ ও রাজ্য বিনষ্ট করেন, এই আশঙ্কায় এক্ষণে আমি তাঁহারে এখানে আনিতে নিষেধ করিতেছি। অনন্তর উত্তর পিতৃনিয়োগানুসারে সভাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের শোনিতদর্শনে নিতান্ত বিমনায়মান ও ভীত হইয়া বিরাটকে কহিলেন, পিতঃ! কোন্ ব্যক্তি আজি কঙ্কের এরূপ অপ্রিয়াচরণ করিয়া সমূলে নির্ম্মূল হইবার বাসনা করিল? তখন বিরাট ঐ কার্য্য আত্মকৃত বলিয়া প্রকাশ করিলে, উত্তর তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, রাজন্! আপনি শীঘ্র ইহাঁকে প্রসন্ন করুন; নতুবা অদ্যই ব্রহ্মশাপে আপনার সমগ্র রাজ্যখণ্ড ও সুহৃদ্‌কুল বিনাশপথের পথিক হইবে। তনয়ের এই বাক্যে বিরাট রাজা ভস্মাচ্ছাদিত-হুতাশনসঙ্কাশ কঙ্কের নিকট বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে, ধর্ম্মরাজ স্মিতস্ফুরিত ও প্রীতিপ্রসন্নবদনে কহিলেন, মহারাজ! বিনাপরাধে প্রহারিত হইয়াও আমি পূর্ব্বেই আপনাকে ক্ষমা করিয়াছি, অতএব তজ্জন্য আর চিন্তিত হইবেন না। আমার শরীরভ্রষ্ট সেই শোণিত ভূমিস্পর্শ করিলেই আপনি বিনষ্ট হইতেন; কিন্তু বলিতে কি, ক্রোধসমুদ্ভূত অবিচারিতপূর্ব্ব ও সহসাগত আপনার সেই উগ্র ব্যবহার, আমার হৃদয়কে অণুমাত্রও বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ, আমি মানবপ্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি যে, দুর্ব্বল ভৃত্যের উপর বলবান্ প্রভুর তাদৃশ রোষসঞ্চার, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যুধিষ্ঠিরের বাক্যাবসানে বিরাট কথঞ্চিৎ সুস্থচিত্ত হইয়া উত্তরকে যুদ্ধবারতা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, পিতঃ! আমি কৌরবযুদ্ধে ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছিলাম, এমন সময়ে পরম কৃপাবান্ কোন সুরকুমার সহসা আবির্ভূত হইয়া অনুকম্পাপূর্ব্বক শরনিকরে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া সমরবিশারদ দুরন্ত কৌরবদল ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং পরিশেষে ভীষণ সম্মোহন শায়কপ্রভাবে অদ্ভুতপরাক্রম ভীষ্মদ্রোণাদি সেনানায়কগণের মূর্চ্ছাবিধানান্তে আমার গোধন সকল মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি দুই এক দিবসের মধ্যেই পুনর্ব্বার

আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইবেন। উত্তর এইরূপে বাক্‌কৌশলে যুদ্ধবৃত্তান্ত সকল পিতৃগোচর করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর তৃতীয় দিবসে পাণ্ডবগণ স্নানাহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক শুভ্র পরিচ্ছদ ও বিবিধ ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া বিরাটরাজের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তদ্দর্শনে নরপতি বিরাটের অন্তরনিশান্ত নিদারুণ রোষানলে সহসা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর অর্জ্জুন তাঁহাকে সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলে, তিনি আপনাকে কৃতকৃত্যজ্ঞান করিতে লাগিলেন। রাজকুমার উত্তরও পুনর্ব্বার পিতার নিকট একে একে পাণ্ডবগণের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! কৌরবসমরে যিনি আমাকে সাহায্য করিয়া আপনার গোধন মুক্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সমরদুর্ম্মদ দেবেন্দ্রতনয় কৃপাবান্ মহাত্মা ধনঞ্জয়কে নিরীক্ষণ করুন।

এইরূপে বিরাটরাজা পাণ্ডবগণের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে হর্ষরোমাঞ্চ শরীরে তাঁহাদের বিবিধ স্তব-স্তুতি করিয়া অজ্ঞানজনিত স্বকৃত দোষের ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের প্রীতিসাধনোদ্দেশে নৈকট্যসম্বন্ধ স্থাপন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া পার্থের করে উত্তরানাম্নী কন্যারত্ন সম্প্রদান করিতে উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু উত্তরা পার্থের শিষ্যারূপে একবৎসরকাল তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিয়াছিল, এই কারণে ধনঞ্জয় তাঁহাকে স্বয়ং বিবাহ না করিয়া স্বীয় পুত্র অভিমন্যুকে সেই সূত্রে সম্বন্ধ করিতে সম্মত হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণ ও ভারতবর্ষীয় অন্যান্য ভূপালগণ উপস্থিত হইলে, বিরাটরাজা ভরতকুলের সহিত স্বীয় সৌহৃদ্য ও আত্মীয়তা সংস্থাপনের নিমিত্ত শুভ সময়ে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে যথাবিহিত অর্চ্চনা করিয়া উত্তরাকন্যা সম্প্রদান করিলেন।

বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত।

উদ্যোগ-পর্ব।

প্রথম অধ্যায়।

অভিমন্যুর উদ্বাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে একদা রাজা যুধিষ্ঠির বিরাট-রাজের সুসমৃদ্ধ সভামণ্ডপে রাজাসনে বিরাজমান আছেন, এমন সময়ে সভাস্থ বাসুদেব, বলদেব, সাত্যকি, দ্রুপদ প্রভৃতি মহামান্য রাজন্যগণ, রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় হৃতরাজ্য কিরূপে পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে বিবিধ তর্কবিতর্ক ও নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সকলের সম্মতিক্রমে দ্রুপদরাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দূতমুখে পাণ্ডবগণের হৃতরাজ্য প্রার্থনা করাই সহজ উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণপূর্ব্বক পুরোহিত ধৌম্যকে বক্তব্য বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিয়া হস্তিনায় গমন করিতে অনুমতি দান করিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, প্রস্তাবিত বিষয়ে যদি কৌরবেরা অসম্মত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া সেই অনলে দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে ভস্মীভূত করিবেন। ধৌম্য পাণ্ডবদিগের দৌত্যকর্ম্মে স্বীকৃত হইয়া হস্তিনায় গমন করিলে, দ্রুপদ প্রভৃতি মহীপালগণ এবং কৃষ্ণ, বলদেব ও সাত্যকিও বিরাটনগর হইতে স্ব স্ব দেশে প্রতিগমন করিলেন। যুধিষ্ঠির, কৌরবেরা জীবিতসত্ত্বে কদাপি সন্ধি করিবে না, ইহাই মনে মনে স্থিরনিশ্চয় করিয়া দেশে দেশে রাজগণকে ভারতযুদ্ধে তাঁহার সহায়তার নিমিত্ত বরণ করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে অর্জ্জুন দ্বারবতী নগরীতে কৃষ্ণের নিকট স্বয়ং গমন করিলেন। এদিকে দুর্য্যোধন কোন-মতে পাণ্ডবগণের সেই বিচেষ্টিতসকল অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক পার্থের পূর্ব্বেই বাসুদেবসমীপে উপনীত হইলেন। তৎকালে বাসুদেব নিদ্রিত ছিলেন, সুতরাং দুর্য্যোধন তদীয় মস্তকসমীপস্থ এক সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। সেখিতে

দেখিতে অর্জ্জুন আসিয়া বিনীতভাবে সেই দেবকীনন্দনের পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। বাসুদেব জাগরিত হইয়া প্রথমে পার্থকে ও তৎপরে দুর্য্যোধনকে নিরীক্ষণ করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন প্রথমেই তাঁহাকে উপস্থিত সমরে আপনার সাহায্যার্থ প্রার্থনা করিলে, বৃষ্টিনন্দন কৃষ্ণ সহাস্যবদনে কহিলেন, মহারাজ! যখন আমি ধনঞ্জয়কে প্রথমে নিরীক্ষণ করিয়াছি, তখন নিয়মানুসারে তাঁহাকেই আমার সাহায্যদান করা কর্ত্তব্য। তথাপি তোমরা উভয়েই আমার তুল্য বন্ধু, এজন্য আমি উভয়কেই সহায়তা দানে প্রতিশ্রুত হইতেছি। কিন্তু তোমা অপেক্ষা ন্যূনবয়স্ক পার্থকে আমি অগ্রে আদর করিব; কারণ প্রসিদ্ধ আছে, বালকই অগ্রবরণীয়। এই বলিয়া তিনি অর্জ্জুনকে কহিলেন, কৌন্তেয়! মৎসদৃশ সমরদুর্ম্মদ আমার এক অর্ব্বুদ নারায়ণীসেনা আছে, তাহারা একপক্ষ অবলম্বন করুক, আর অপর পক্ষে আমি সংগ্রামপরাঙ্মুখ হইয়া কেবল সারথ্যকার্য্য সম্পাদন করি; ইহার মধ্যে কোন্‌টী তোমার অভিপ্রেত, আমাকে বল? তখন পার্থ তাঁহাকেই প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ যুদ্ধ করিবেন না, অথচ তৎসদৃশী অর্ব্বুদসেনা লাভ হইলে আমার যথেষ্ট উপকার হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজা দুর্য্যোধন সানন্দে সেনাগ্রহণে সম্মত হইলেন। বলদেব উভয়কেই সমান আত্মীয় জানিয়া কোন পক্ষেরই সহায়তাসাধনে অঙ্গীকার করিলেন না।

এইরূপে দুর্য্যোধন কৃষ্ণের নিকট হইতে নারায়ণনামক মহাবীর গোপদিগকে লইয়া দ্বারকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পথিমধ্যে চতুরঙ্গবলে সজ্জিত শল্যরাজার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মহাবীর শল্য স্বীয় ভাগিনেয় যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণ ও উপস্থিত যুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্যদান করিবার নিমিত্ত তৎসকাশে গমন করিতেছিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহাকে নানাপ্রকার পূজাদ্বারা প্রসন্ন করিয়া আত্মদলভুক্ত করিয়া লইল। শল্য দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ স্বীকৃত হইয়া যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তিনি যে পথিমধ্যে দুর্য্যোধনকে সহায়তা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক তাঁহার গোচর করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যকে কহিলেন, মাতুল! আপনি

ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যই করিয়াছেন, কিন্তু কৌরববাহিনী মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে আমার কিছু উপকার সাধন করিতে হইবে। আপনি মহাবীর কর্ণের সারথি হইয়া যুদ্ধসময়ে তাহার তেজোহ্রাস করিবার নিমিত্ত তাহাকে অহিতকর প্রতিকূল উপদেশ দান করিবেন, তাহা হইলেই আমার হিতসাধন করা হইবে। কারণ কর্ণের তেজোহ্রাস হইলে গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন উহাকে অনায়াসেই জয় করিতে সমর্থ হইবেন। শল্য ধর্ম্মের নিকট ঐরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে অঙ্গীকৃত হইয়া প্রয়োজনানুরোধে ইন্দ্রবিজয়, বৃত্রবধ প্রভৃতি স্বর্লোকের পুরাতন প্রসঙ্গ বর্ণনা করত দুর্য্যোধনের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর যদুবংশীয় সাত্যকি, চেদীদেশাধিপতি মহাবীর ধৃষ্টকেতু, জরাসন্ধতনয় জয়ৎসেন, সাগরোপকুলবাসী সৈন্যমণ্ডিত পাণ্ড্যপুত্র, সপুত্র দ্রুপদরাজা এবং যুধিষ্ঠিরপক্ষপাতী বহুসংখ্যক ম্লেচ্ছদল, পাণ্ডবগণের সহায়তাসাধনের জন্য বিরাটনগরে সমাগত হইল। মৎস্যদেশাধিপতি রিবাটরাজাও পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিলেন। "এক রথ, এক হস্তী, পঞ্চ পদাতি ও তিন অশ্ব, ইহাতে এক পত্তি হয়; তিন পত্তিতে এক সেনামুখ; তিন সেনামুখে এক গুল্ম; তিন গুল্মে এক গণ; তিন গণে এক বাহিনী; তিন বাহিনীতে এ পৃতনা; তিন পৃতনায় এক চমূ; তিন চমূতে এক অনিকিনী; দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়। অতএব এক অক্ষৌহিণীতে একবিংশতি সহস্র অষ্টশত ও সপ্ততিসংখ্যক রথ ও তৎসংখ্যক গজ, একলক্ষ নয় সহস্র তিনশত পঞ্চাশ পদাতি এবং পঞ্চষষ্টিসহস্র ছয়শত দশ অশ্ব থাকে"। যুধিষ্ঠিরের হস্ত্যশ্বরথ সঙ্কুল এইরূপ সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনাসংগ্রহ হইলে দুর্য্যোধনও সৈন্যসংগ্রহ ও সৈন্য সমাবেশ করিতে লাগিল। তাঁহার পক্ষে এক অক্ষৌহিণী চীন ও কিরাতসৈন্যের সহিত ভগদত্ত, মহাবীর শল্য ও ভূরিশ্রবা, হার্দ্দিক্য ও কৃতবর্ম্মা কুকুর, অন্ধক ও ভোজগণের সহিত আগমন করিলেন। তৎকালে প্রত্যেক রাজার অধীনেই একৈক অক্ষৌহিণীসেনা সমাবেশিত ছিল। জয়দ্রথ ও আর আর সিন্ধুসৌবীর ভূপালগণ এবং কাম্বোজপতি সুদক্ষিণ, ইহাঁরাও ঐরূপে শক ও যবনসৈন্যের সহিত হস্তিনায় সমাগত হইলেন। অনন্তর মাহিষ্মতীর অধীশ্বর নীলধ্বজ, এবং অবন্তিদেশের ও কৈকেয়রাজের

রাজগণ সসৈন্যে সমাগত হইলে, অপরাপর মহীপালগণ হইতে আরও তিন অক্ষৌহিণীবল সংগৃহীত হইল। এইরূপে রাজা দুর্য্যোধন ভারতসমরের সাহায্যার্থ কালপ্রেরিত একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এদিকে দ্রুপদরাজকর্তৃক শিক্ষিত ও প্রেরিত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ ধৌম্য কুরুসভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি কৌরবদিগকে জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠানুসারে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সর্ব্বজনসমক্ষেই ধৃতরাষ্ট্রকে সবিনয়ে যুধিষ্ঠিরের বিষয় বিজ্ঞাপন করত তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্যপ্রদানের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, অম্বিকানন্দন! আপনি ধর্ম্মে দৃষ্টি রাখিয়া পিতৃহীন পাণ্ডবগণকে প্রাপ্য পৈতৃক বিভাগ প্রদান করুন। দেখুন, নির্ব্বিরোধী পাণ্ডবেরা আপনার দোষেই এতদিন অসহ্য ক্লেশভোগ করিলেন। তাঁহারা কখন আপনার কোন অনিষ্টাচরণ করেন নাই, বরঞ্চ আপনাকে পিতার ন্যায়ই ভক্তি করিয়া থাকেন। আপনার মুখ চাহিয়াই তাঁহারা সমস্ত যাতনা সহ্য করিতেছেন; নতুবা সেই সুকৃতিগণ মনে করিলে এক দিবসেই এই সাগরাম্বর ভূমণ্ডল জয় করিতে পারেন। দুর্য্যোধনকে তাঁহারা অনায়াসেই দ্বৈরথ যুদ্ধে নিহত করিয়া ক্ষিতিমণ্ডল স্বাধীন করিতে সমর্থ; কিন্তু তাঁহারা অকারণ জ্ঞাতিহিংসা বাসনা করেন না। অতএব ঈদৃশ আজ্ঞানুবর্ত্তী পাণ্ডুতনয়দিগকে অনর্থক ক্লেশদান করা আপনার কোনমতেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। আপনি শীঘ্র তাঁহাদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি তাঁহাদের পৈতৃক ও বাহুবলার্জ্জিত রাজ্যখণ্ড প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত বৈরতা পরিহারপূর্ব্বক পরম সুখে মিলিত হউন। ধৌম্যের বচনাবসানে ভীষ্মদেব তাঁহার বাক্যের পরিপোষক হইলেন; কিন্তু কর্ণ তাহাতে কুপিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে লক্ষ্য করত উপহাস করিতে লাগিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পুত্র ও তদীয় অমাত্য কর্ণের প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহাদিগের বিস্তর নিন্দা

করিতে লাগিলেন এবং বিহিত সম্ভাষণে ধৌম্যকে বিদায় করিয়া যথাযথ উপদেশ দানান্তে সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। সঞ্জয়, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমনপূর্ব্বক সজ্জনোচিত ব্যবহারে তাঁহাকে বন্দনা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকথিত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতি তদীয় অমাত্যগণ ব্যতীত কৌরবমধ্যে আর কাহারও পুরুষসিংহ পাণ্ডবদিগের সহিত কলহ করিতে বাসনা নাই; অতএব সামান্য নশ্বর ভোগসুখের নিমিত্ত যাহাতে আপনা আপনি রক্তপাত না হয়, এক্ষণে রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনাকেই সেইরূপ কোন একটী সদুপায় স্থির করিতে আদেশ করিতেছেন। সঞ্জয়, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই প্রকার ধৃতরাষ্ট্রপ্রোক্ত বাক্য সকল কহিলে তিনিও উপযুক্ত উত্তর দান করিলেন। কৃষ্ণপ্রমুখ যুধিষ্ঠির, কুরুপাণ্ডবের সম্মিলনার্থ বিস্তর কহিয়া পরে কহিলেন; কৌরবেরা যদি একান্তই আমাদিগের সহিত সদ্ব্যহার না করে, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। অনন্তর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রতিগমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকথিত সমুদায় কথাই তাঁহার গোচর করিয়া রাত্র্যাধিক্যপ্রযুক্ত স্বগৃহে গমন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় সচিব বিদুরকে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকটে সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বিবিধ হিতোপদেশদ্বারা তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের সহিত সদ্ভাবে মিলিত হইতে পরামর্শদান করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তখন অনেক জ্ঞানকাণ্ডবিষয়ক প্রশ্নোত্তর হইতে লাগিল। তৎকালে বিদুরের আহ্বানে মহাত্মা সনৎসুজাত তথায় উপস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বহুবিধ তত্ত্ববিষয় কহিয়াছিলেন। এইরূপে সেই রজনী জাগরণে অতিবাহিত হইলে, পরদিবস সকলে যথাসময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে যুধিষ্ঠিরাদিপ্রোক্ত সমুদায় কথাই সভামধ্যে দুর্য্যোধনের গোচর করিল। ভীষ্মদ্রোণাদি কুরুবিজ্ঞ, ও অমাত্যগণ সকলেই এক বাক্যে দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করিতে পরামর্শ দান করিলেন। অর্থলোলুপ দুরাত্মা দুর্য্যোধন স্বীয় বিশ্বাসভাজন কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের মন্ত্রণানুসারে কুরুপিতামহ ভীষ্মের

বাক্যে উপেক্ষা করিয়া কহিলেন যে, আমি জীবনসত্ত্বে পাণ্ডবদিগকে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও কদাপি দান করিব না। অশেষ সুখপ্রসবিনী এই বসুন্ধরা হয় তাহারা আমাকে পরাজয় করিয়া ভোগ করুক, নতুবা কর্ণের সহায়ে আমিই তাহাদিগকে পরাভব করিয়া ভোগ করি। দুর্য্যোধনের এবম্প্রকার নীতিবিগর্হিত ও স্বার্থপর ভাব দর্শনে এবং পাণ্ডবগণের সহিত বিরোধে তাঁহাকে অক্ষম জানিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহবশতঃ বিবিধ হিতোপদেশ দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন ; কিন্তু সেই উদ্ধত তনয় যখন একান্তই তাঁহার বাক্যে অনাদর করিয়া কেবল আপনারই অভিপ্রায়সিদ্ধির পরিপোষক হইতে লাগিল, তখন তিনি সভ্যগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, আমি অদ্যাবধি দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি যে, এ আত্মাভিমানী দুর্ব্বৃত্ত স্বগণে পাণ্ডবগণের অস্ত্রানলে দগ্ধ হইয়া আমার পিণ্ডলোপ এবং আমন্ত্রিত রাজগণকে নির্ম্মূলিত করিবে। বাসুদেবসহায় পাণ্ডবগণের বিপক্ষে কোন্ ব্যক্তি অস্ত্রধারণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে? অতএব অদ্য হইতে জানিলাম, আমার সমুদায় রাজ্যখণ্ড বিনষ্ট হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

এদিকে সঞ্জয় মৎস্যদেশ হইতে প্রস্থান করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সখে! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ত রাজ্যপ্রদান না করিয়াই আমাদিগের সহিত শান্তি সংস্থাপনের বাসনা করিতেছেন। এক্ষণে তোমা ভিন্ন পাণ্ডবগণের গত্যন্তর নাই। তোমারই সহায়ে আমরা দুরন্ত আত্মম্ভরী কৌরবদিগকে জয় করিয়া আমাদের ন্যায়োপেত অধিকার পুনর্লাভ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। আমার ন্যায়োপার্জ্জিত পূর্ব্বতন অধিকার সকল প্রদান না করিলে কদাপি সন্ধি স্থাপন হইতে পারে না। আমি বহুক্লেশে স্বীয় সত্যপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছি ; তবে কি নিমিত্ত এখন তাহারা আমার সাম্রাজ্য আমাকে প্রদান করিতেছে না? পররাজ্য:

লোলুপ দুর্য্যোধন আমার আত্মীয়; আমি কখনও তাহার কোন প্রকার অপ্রিয়াচরণ করি নাই এবং আমার ক্ষমতা থাকিলেও আত্মীয়তা-নিবন্ধন আমি এখনও তাহার প্রতি কোন প্রকার অহিতাচরণ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। যদি সে সমগ্র ধরামণ্ডলে স্বীয় আধিপত্য বাসনা করিয়া থাকে, আমি তাহাতেও তাহার প্রতি ঈর্ষাবশতঃ প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছি না। সে আমাদের পঞ্চভ্রাতাকে কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও অন্য কোন এক গ্রাম প্রদান করিয়া অপরাপর রাজ্য স্বয়ং উপভোগ করুক। কৃষ্ণ! তুমি কৃপা করিয়া একবার আমার অনুরোধে এই সকল বিষয় পুত্র-বৎসল ধৃতরাষ্ট্রকে বিদিত কর এবং আমাদিগের নিমিত্ত স্বয়ং একবার তাঁহাকে বুঝাইয়া বল, তাহাতে যদি তিনি সম্মত না হন, তাহা হইলে অগত্যা আত্মীয়শোণিতে অস্ত্রকে রঞ্জিত করিয়া এই ক্ষণবিনাশী মৃত্তিকা ভোগে বাধ্য হইব। অতএব ভ্রাতঃ! তুমি ত্বরায় একবার আমার দূত ও মধ্যস্থরূপে হস্তিনায় গমন কর। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে শস্ত্রপাণি শরীররক্ষক ও সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া হস্তিনায় গমন করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র জনরবে কৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়া, সানন্দে নগর সজ্জিত ও তাঁহার পূজার নিমিত্ত বিবিধ আয়োজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, ও বিদুরাদিকে যথাযোগ্য সম্ভাষণপূর্ব্বক কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই রাত্রি বিদুরের গৃহেই পানভোজন ও শয়ন করিলেন। ভক্তাধীন ভগবান্ কৃষ্ণ ভক্তের সামান্য উপহারও গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অশ্রদ্ধার সহিত তিনি সমগ্র পৃথিবীও গ্রহণ করেন না। দুর্য্যোধনের হৃদয় শ্রদ্ধাভক্তিশূন্য ও কপটতায় পূর্ণ থাকাতে কৃষ্ণ তদ্দত্ত পূজা, অন্নাদি ও কোনরূপ উপঢৌকন গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক, পরদিবস কৃষ্ণ কুরুসভায় আসিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনকে যুদ্ধোদ্যোগ হইতে ক্ষান্ত থাকিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সখ্যভাবে মিলিত হইবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সমাগত ঋষিমণ্ডলী, শ্রীকৃষ্ণবাক্যের পরিপোষক হইয়া দুর্য্যোধনকে

প্রবোধ দিবার জন্য উপাখ্যানচ্ছলে বিবিধ নীতিবিষয় প্রকাশ করিলে, ভীষ্মদ্রোণাদি প্রধান প্রধান বীর ও বিবুধগণ সকলেই তদ্বিষয়ে অনুমোদন করত কুরুপাণ্ডবের সৌহৃদ্যভাবে একত্র মিলন হইয়া যাহাতে প্রজাগণের অনিষ্ট ও সুহৃজ্জনের কোনরূপ ক্লেশ না হয়, মিষ্ট বচনে রাজা দুর্য্যোধনকে তাহাই বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু নিরতিশয় অভিমানী, কোপনস্বভাব, পরস্বাপহারী, পাপকর্ম্মনিরত ও লুব্ধপ্রকৃতি দুর্য্যোধন কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইল না। সে নিজ ঔদ্ধত্যবশতঃ সকলের হিতকর বাক্যেও কর্ণপাত না করিয়া অশিষ্টের ন্যায় সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির সহিত নির্জ্জনে মন্ত্রণাপূর্ব্বক কৃষ্ণকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে মনস্থ করিল। ঐ সকল দুর্ব্বুদ্ধি দুষ্টেরা এই প্রকার অনুমান করিয়াছিল যে, কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের পক্ষাবলম্বী, সুতরাং তদ্বিরহে পাণ্ডবেরা কদাপি আর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। যাহাহউক, নীচচেতাগণের ঐরূপ পরামর্শ, কৃষ্ণ কোনসূত্রে জানিতে পারিলেন। তখন গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র ও আর আর সকলেই পুনর্ব্বার দুর্য্যোধনকে অশেষ প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণও সুহৃদ্ভেদ রহিত করণাভিলাষে যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে পুনর্ব্বার পাঁচখানিমাত্র গ্রাম প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন, কোনক্রমেই তাঁহার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করিল না। সে ভগ্ন হইবে, তথাপি নত হইবার পাত্র নহে। অনন্তর ভীষ্মাদিপ্রমুখ কৌরবপক্ষীয় বিনয়শীল বিচক্ষণগণ ঐ দুষ্টকে শাসন করিবার নিমিত্ত বন্ধনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করিবার পরামর্শ করিলেন; কিন্তু তাহাও যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া আবার অনেকেই তাহাতে অস্বীকৃত হইল। অনন্তর কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু দান করিয়া স্বীয় বিরাটরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক সকলকে সম্ভাষণ করত পিতৃস্বসা কুন্তীর নিকট গমন করিলেন। কুন্তী, সন্ধি হইল না শুনিয়া যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধার্থ প্রোৎসাহিত করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কৌরবেরা এই কুন্তীকৃষ্ণসংবাদ অবগত হইয়া অত্যন্ত ভীত হইল। তখন ভীষ্ম ও দ্রোণ, দুর্য্যো-

ধনের বিমর্ষভাব দর্শনে তাঁহাকে যুদ্ধসময়ে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রত্যাগমন সময়ে কর্ণকে নির্জ্জনে তদীয় জন্মবৃত্তান্ত অবগত করিয়া কহিলেন, কর্ণ! তুমি কুন্তীর পুত্র ও যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ; অতএব এক্ষণে আমার সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আইস, তিনি শত্রুজয় করিয়া তোমারই মস্তকে রাজছত্র ধারণ করিবেন, অতঃপর তুমি আমার সহিত তৎপক্ষ অবলম্বন কর। কৃষ্ণ এইরূপে কর্ণকে প্রলোভিত করিলেও ধর্ম্মভীরু মহাত্মা বৈকর্ত্তন কহিলেন, যখন কুন্তী আমার অনিষ্টের নিমিত্ত আমাকে শৈশবে ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সূতজাতীয় অধিরথ আমাকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছেন এবং আমার শাস্ত্রসম্মত জাতকর্ম্ম ও বৈবাহিককার্য্য সকল সূতজাতীয় নিয়মানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে ও আমি সেই জাতীয় স্ত্রীপুত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি, তখন আমি সামান্য রাজ্যভোগের নিমিত্ত তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিতে পারি না। বিশেষতঃ রাজা দুর্য্যোধন যখন কেবল আমারই বলে বলী হইয়া পাণ্ডবজয়ে আগ্রহ ও স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, তখন আমি সামান্য সাম্রাজ্য লোভে তাঁহাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। আর আমি পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিলে, তাঁহারা যদি আমাকেই এই পৃথিবীর আধিপত্য দান করেন, তাহা হইলে আমি সত্যপালন হেতু তাহা রাজা দুর্য্যোধন-কেই সখ্যভাবে সমর্পণ করিব; অতএব তাহাতেও যুধিষ্ঠিরের অভিলাষ সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। কৃষ্ণ! আমার জন্মবিবরণ যুধিষ্ঠিরের গোচর হইলে, তিনি কখনই যুদ্ধ করিতে ব্যগ্র হইবেন না; অতএব পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তাহা তাহার নিকট অপ্রকাশিত থাকুক। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আমার নিমিত্ত চিন্তিত হইও না। চক্রধর! যেখানে তুমি সহায়তা করিতেছ, সেখানে অবশ্যই ধর্ম্মেরই জয় হইবে। এইরূপ কথোপকথনের পর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রত্যাগত হইলেন। মনস্বিনী কুন্তী কর্ণের ক্ষমতা অবগত হইয়া পাণ্ডবগণের জয়াশায় কিয়ৎপরিমাণে সন্দিহান হইয়াছিলেন। কর্ণ যে তাঁহার কানীন পুত্র, ইহা

অবগত হইলে হয়ত সে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অসম্মত হইবে, এই ভাবিয়া তিনি বিদুরের সহিত পরামর্শ করত কর্ণের নিকট তাহার জন্মের প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে মানস করিলেন। অনন্তর কুন্তী একদা কর্ণকে ভাগীরথীজলে একাকী স্নানাহ্নিক করিতে দেখিয়া উপযুক্ত অবসর বিবেচনায় তাঁহার নিকট গমন করত, কৃষ্ণ পূর্ব্বে যেরূপে তাঁহাকে তাঁহার পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপে তাঁহাকে আত্মতনয় বলিয়া ব্যক্ত করত, যাহাতে এই লোকক্ষয়কর তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত না হয় ও পাণ্ডবগণের কোন অনিষ্ট না ঘটে, তদনুরূপ কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। দিবাকরও আকাশ হইতে কর্ণকে কুন্তীর বচনানুসারে কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর তপনতনয় কর্ণ ঈষদ্ধাস্যমুখে ভোজনন্দিনী কুন্তীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ক্ষত্রিয়ে! আমি পূর্ব্বে কৃষ্ণের নিকট আমার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি এবং তিনিও আমাকে এবিষয়ে বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি তাহাতে আস্থা করি না, যেহেতু তাহাতে আমার ধর্ম্মহানি হইবার সম্ভাবনা। আমি অবশ্যই দুর্য্যোধনের নিমিত্ত ভারতযুদ্ধে অগ্রসর হইব। সংগ্রামে আমি অর্জ্জুন ব্যতীত অপর চারি ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ করিব না; তাহাতে হয় অর্জ্জুন আমাকে নিধন করিবে, না হয় আমি অর্জ্জুনকে বধ করিব। ফলতঃ অর্জ্জুন-মদীয় বাণে নিহত হইলে আমাকে লইয়া, না হয় আমি তদীয় অনলসঙ্কাশ অস্ত্রাঘাতে লোকান্তরিত হইলে অর্জ্জুনকে লইয়া আপনার পঞ্চপুত্রই বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু আর্য্যে! ভারতযুদ্ধ কদাপি ক্ষান্ত হইবে না; অতএব এক্ষণে আপনি নিশ্চিন্তচিত্তে স্বস্থানে গমন করুন।

চতুর্থ অধ্যায়।

এদিকে কৃষ্ণ বিরাট নগরে গমন করত হস্তিনার বিবরণ সকল রাজা যুধিষ্ঠিরের গোচর করিলেন। সন্ধি হইল না, অথচ কৃষ্ণ অবমানিত হইলেন শুনিয়া ধর্ম্মরাজ নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন। প্রজাক্ষয় ও আত্মীয় বিনাশ করিতে তাঁহার একান্তই ইচ্ছা ছিল না, সেই জন্যই তিনি নির্ব্বিবাদে পঞ্চগ্রাম ভিক্ষাপূর্ব্বক শান্তিসংস্থাপনে সম্মত ছিলেন; কিন্তু কুরুগণ তাহাতে তাঁহাকে হীন ও ভীত মনে করিয়া সে প্রস্তাব গ্রাহ্যই করিল না। যাহা হউক, তখন যুধিষ্ঠির অমাত্য ও ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অগত্যা সেনোদ্যোগ করিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণের পরামর্শমতে তাঁহারা শুভসময়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সেনাপতি করিয়া চতুরঙ্গবলে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। যুধিষ্ঠির প্রয়োজনীয় বস্তু ও লোকসমুদায় সংগ্রহপূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে অভেদ্য পরিখা বেষ্টন করিলেন। কৃষ্ণ ঐ সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধারক ছিলেন। যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে দ্রৌপদী দেবী, দাসদাসী ও দুর্দ্ধর্ষ রক্ষিগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সেই বিরাট নগরেই বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ সপ্তঅক্ষৌহিণী সেনা লইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে, ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ দুর্য্যোধন ভীষ্মকে সেনাপতি করিয়া পর দিবসেই একাদশ অক্ষৌহিণীর সহিত তথায় যাত্রা করিলেন। তাঁহারাও চারিদিকে পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাবাস বিরচন করিয়া যথাবিধি উপকরণ সংগ্রহপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে জয়লাভের জন্য দুর্য্যোধন ভীষ্মদেবকে বিস্তর অনুনয় করিয়া কহিল, পিতামহ! পাণ্ডবদিগকে নপ্তা বলিয়া অনুরোধবশতঃ আপনি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবেন না, আমি এই যুদ্ধে জয়লাভে কেবল আদ্যন্ত আপ-

নারই ভরসা করিয়া থাকি। আপনি কুরুকুলের প্রধান, অজেয় ও স্বেচ্ছামৃত্যু। পাণ্ডবেরা সহস্র চেষ্টাদ্বারাও কদাপি আপনাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না; কিন্তু আপনি মনে করিলে দেবগণকেও পরাজয় করিতে পারেন; অতএব তৃণতুল্য পাণ্ডবেরা যে অবলীলাক্রমে আপনার অস্ত্রানলে দগ্ধবিদগ্ধ হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? আপনার তুল্য বীর ও মহারথী আর নাই, এক্ষণে আপনি আমার জয়লাভের নিমিত্ত মনোনিবেশ করুন। ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! তোমার ন্যায় পাণ্ডুনন্দনেরাও আমার প্রিয়পাত্র; কিন্তু আমি তদীয় অন্নে প্রতিপালিত ও পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বলিয়া এখন তোমার পক্ষ হইয়াই যুদ্ধ করিব। অর্জ্জুন দিব্যাস্ত্রবিশারদ বলিয়া তিনিই কেবল আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন। যদি আমি তাঁহার হস্তে নিহত না হই, তাহা হইলে সত্য কহিতেছি যে, প্রতিদিনই আমি তাঁহাদিগের একৈক অযুত সৈন্য বিনাশ করিব। কিন্তু কর্ণ সর্ব্বদাই আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন; অতএব বল, অগ্রে কে তোমার সেনানায়ক হইবে? কর্ণ কহিলেন, মহারাজ! দেবব্রত ভীষ্ম সমরশায়ী না হইলে আমি কদাচ অস্ত্রধারণ করিব না। তাঁহার জীবিতান্তে আমি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। তখন ভীষ্মদেব সেনাপতি হইয়া তালধ্বজরথে আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে কতিপয় সম্ভ্রান্ত বৃষ্ণিগণের সহিত রোহিণীনন্দন রাম কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজের শিবিরে সমাগত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, বাসুদেব! কুরুপাণ্ডবেরা আমাদের আত্মীয়, এতদুভয়েই আমাদের পূজার্হ; কিন্তু তুমি কেবল অর্জ্জুনের পক্ষপাতী হইয়া পাণ্ডবদিগের সাহায্য করিতেছ। তোমার সহায়তায় পাণ্ডবেরা অবশ্যই জয়লাভ করিবে। এই মাংসশোণিতময় যুদ্ধে ভূপালগণ নিহত হইবে, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিতে পারিব না। বিশেষতঃ গদাযুদ্ধে ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়েই আমার শিষ্য; আমি কেমন করিয়া তাঁহাদের যুদ্ধ দর্শন করিব? এক্ষণে আমি সরস্বতী নদীর তীর্থসমুদায় পর্য্যটন করিতে চলিলাম। লোহিতলোচন বলদেব এই বলিয়া প্রস্থান করিলে, ভোজরাজ রুক্মীও সেই সময়ে উভয়পক্ষ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সমরবিরত হইয়া-

ছিলেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র সামরিক ফলাফল অবগত হইবার নিমিত্ত সঞ্জয়কে নিযুক্ত করিয়া হস্তিনায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সঞ্জয় প্রতিদিনই তাঁহাকে নিয়মিতরূপে সমরবারতা প্রদান করিত।

পঞ্চম অধ্যায়।

সমরানল শীঘ্র প্রজ্জ্বলিত করিবার নিমিত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধন উলককে আহ্বানপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিড়ালতপস্বী প্রভৃতি অভদ্রোচিত বৃথা গর্ব্বপূর্ণ, অশ্লীল ও অশ্রাব্য কটূক্তি সকল প্রয়োগ করিয়া, দূতস্বরূপে তাহাকে পাণ্ডবশিবিরে প্রেরণ করিল। উলূক ধর্ম্মনন্দনের সমীপবর্ত্তী হইয়া দুর্য্যোধনের শিক্ষিত বাক্যসকল তাঁহার নিকটে অবিকল প্রকাশ করিল। তখন যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, ভীমার্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রুপদ, বিরাট, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু ও ঘটোৎকচ প্রভৃতি সকলেই কুপিত হইয়া একে একে তাহার প্রত্যুত্তর দান করিলেন। অনন্তর, পরদিবস সূর্য্যোদয়সময়ে যুদ্ধারম্ভ হইবার নিমিত্ত সময় অবধারিত হইল। ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে নিহত ও গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া তদীয় ধরাশায়ী মস্তকে বামপদাঘাত এবং দুঃসাশনের বক্ষবিদারণপূর্ব্বক রণস্থলে রাক্ষসের ন্যায় শোণিতপান করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। অর্জ্জুন প্রথমেই কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকে শরজালে সমাচ্ছন্ন ও কর্ণকে নিহত করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন। শিখণ্ডী ভীষ্মকে ও ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে রণে বিনাশ করিবার জন্য অঙ্গীকার করিলেন এবং অভিমন্যু সমুদায় রাজকুমার, ও সহদেব শকুনিকে ধরাশায়ী করিবার জন্য সত্য করিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি হইয়া পাণ্ডবদিগকে বিজয়দান করিবার নিমিত্ত দৃঢ় বাক্যদান করিলেন। এইরূপে একে একে সকলে উলূকের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই সকল বিষয় দুর্য্যোধনকে বিজ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত তাহাকে তৎসকাশে প্রতিগমন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পরদিবস সেনা

সজ্জা করিতে আদেশ করিল। পৃথিবীর ন্যায় ধৈর্য্যশালী রাজা যুধিষ্ঠির তখন সাগরসদৃশ অসংখ্য সেনা বহির্গত করিলেন। এইরূপে রাজগণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া অসংখ্য পদাতি, হয় ও হস্তী এবং রথ লইয়া ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক সানন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মদেব কৌরবদিগের সেনাপতি হইয়া রথাতিরথ নির্দ্ধারণ সময়ে কর্ণকে অর্দ্ধরথী বলিয়া স্থির করাতে, দ্রোণাচার্য্য তাঁহার বাক্যের পোষকতা করিয়াছিলেন। কর্ণ এই কারণে কুপিত হইয়া ভীষ্মের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা ও কলহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঈদৃশ বিপৎকালে আত্মকলহদ্বারা অনিষ্টাপাতের বিলক্ষণ সম্ভাবনা জানিয়া দুর্য্যোধন বিনয়সহকারে উভয়কে বিরোধে ক্ষান্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভীষ্ম কৌরবপতিকে প্রোৎসাহিত করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি শিখণ্ডী ব্যতীত তোমার আর আর সকল শত্রুদিগকেই অস্ত্রপ্রহার করিব। আমিপূর্ব্বাবধিই ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তজ্জন্য আমি কখন নারীর প্রতি কিম্বা পূর্ব্বে যে নারী ছিল, তাহার প্রতি অস্ত্রপ্রহার করি না। এই শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রীজাতি ছিল, এক্ষণে পুরুষবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছে; অতএব সে আমাকে প্রহার করিলেও আমি কখনই তাহাকে সংহার করিব না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভীষ্মদেব জিজ্ঞাসিত হইয়া দুর্য্যোধনকে শিখণ্ডীর জন্মবিবরণ কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আমি আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়ের নিমিত্ত কাশীরাজার তিন কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলাম। ঐ কন্যাত্রয়ের মধ্যে অম্বা জ্যেষ্ঠা ছিল। তিনি মনে মনে শাল্বরাজাকে বরণ করিয়াছিলেন। হরণকালে আমি সে বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিলাম না। পরিশেষে দেশে আসিলে অম্বা আমাকে ঐ বৃত্তান্ত বিদিত করাতে, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে শাল্বের নিকট গমন করিতে অনুমতি দান করিলাম; কিন্তু বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া, শাল্বরাজা কোনমতেই সেই

উপযাচিতাকে গ্রহণ করিলেন না। আমার কার্য্যদোষেই তাহাকে পতি-বিহীন হইয়া সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইল ভাবিয়া, সে আমার নিধনসাধনের নিমিত্ত মুনিগণের নিকট গমন করিল। সেখানে তাহার মাতামহ তাহাকে ক্ষত্রিয়কুলান্তক জামদগ্ন্যের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। অনন্তর ঐ কন্যা তাঁহাকে আত্মদুঃখ প্রকাশ করিলে, তিনি তদ্দুঃখে ব্যথিত হইয়া আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু ধর্ম্মভয়েই আমি তখন আমার অস্ত্র-গুরু জামদগ্ন্যের বচনে সম্মত না হওয়াতে তিনি কুপিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে ত্রয়োদশ দিবস আমার সহিত তুমুল সংগ্রাম করিলেন। ঐ যুদ্ধে তিনি আমার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিলেন। অনন্তর কাশীরাজপুত্রী অম্বা তখন আপনার অভীষ্টপূর্ণ হইল না দেখিয়া, স্বয়ংই আমাকে দেব-প্রসাদবলে হনন করিবার নিমিত্ত কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎ-কালান্তে মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অভিলষিত বরদানপূর্ব্বক কহিলেন, তুমি এই দেহাবসানে দ্রুপদরাজার তনয় হইয়া তাঁহাকে অর্জ্জুনের সাহায্যে বধ করিবে। তখন অম্বা তৎক্ষণাৎ সহর্ষে চিতানলে সেই দেহ ত্যাগ করিল। অনন্তর সে দ্রুপদের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে দ্রুপদকে দৈববাণী হইল যে, "তোমার এই তনয়া কিয়ৎকালান্তে পুরুষ-বপু ধারণ করিবে।" তখন দ্রুপদ ঐ নবজাত বালিকাকে পুরুষ-পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া লোকের নিকট "আমার পুত্র হইয়াছে," এইরূপ প্রকাশ করাতে, সকলেই তাহাকে সত্যসত্যই রাজপুত্র বলিয়া অবগত হইল। অনন্তর ঐ কন্যা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, দ্রুপদ-রাজা হিরণ্যবর্ম্মার কন্যার সহিত উহার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পরিশেষে কতিপয় বর্ষ অতীত হইলে, নরপতি হিরণ্যবর্ম্মা দ্রুপদকর্তৃক আপ-নাকে প্রতারিত বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া দূতমুখে দ্রুপদকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি আপনার কন্যার সহিত আমার কন্যার উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন করাতে আমাকে অবমানিত করিয়াছেন; অতএব আমি শীঘ্রই সসৈন্যে পরিবারিত হইয়া আপনাকে দোষানুরূপ দণ্ড দান করিব। বৈবাহিকের এবম্প্রকার তিরস্কারবাক্যে

দ্রুপদরাজা ভীত হইয়া যাহাতে ঐ কন্যা দৈববাণী অনুসারে শীঘ্র পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য যাগযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে ঐ কন্যা, আপনার নিমিত্ত পিতার অনিষ্ট হইবে ভাবিয়া সত্বর তপস্যার্থ বিনির্গত হইল। সে যে স্থানে তপস্যা করিতেছিল, উহা গন্ধর্ব্বের অধিকৃত স্থান। তথায় গন্ধর্ব্বরাজ কুবেরের এক অনুচর ঐ কন্যার তপস্যার কারণ জানিয়া কৃপাপরতন্ত্র হৃদয়ে তাহার সহিত কিছুকালের নিমিত্ত স্বীয় পুংচিহ্নের বিনিময় করিল। ঐ কন্যার নাম শিখণ্ডী ছিল। শিখণ্ডী তখন দিব্য পুরুষদেহ প্রাপ্ত হইয়া পিতার নিকট গমন করাতে তিনি সাতিশয় প্রফুল্লিত হইলেন। অনন্তর তাঁহার বৈবাহিক হিরণ্যবর্ম্মা, ঐ শিখণ্ডী স্ত্রী কি পুরুষ, ইহা পরীক্ষা করিতে লোক প্রেরণ করিলে, তাহারা তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া অবগত হইল। তখন হিরণ্যবর্ম্মা সন্তুষ্ট হইয়া দ্রুপদের সহিত আর বিবাদ বিসম্বাদ করিলেন না। এদিকে সেই গন্ধর্ব্বভৃত্য শিখণ্ডীকে আপন পুরুষদেহ দান করিয়াছিল বলিয়া, যক্ষেশ্বর কুবের তাহার প্রতি কুপিত হইয়া শিখণ্ডীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উহাকে নারীদেহ ও শিখণ্ডীকে তদ্দত্ত পুরুষদেহ ধারণ করিতে অনুজ্ঞা করাতে, শিখণ্ডী তদবধি পুরুষ হইয়াছিল। এক্ষণে সে দ্রোণের নিকট শিক্ষার্থ গমন করিয়া শাস্ত্রজ্ঞান ও শস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়াছে। দুর্য্যোধন! আমি এই সকল বিষয় গুপ্তচরদ্বারা অবগত হইয়াছি। শিখণ্ডী স্ত্রীপূর্ব্ব পুরুষ; অতএব সে আমাকে প্রহার করিলেও আমি কদাপি তদুদ্দেশে অস্ত্রসন্ধান করিব না। অনন্তর ভীষ্মদেব প্রতি দিবস রথিগণের সহিত দশসহস্র পাণ্ডবীয় সেনা বিনাশ করিয়া এক মাসে সমুদায় শত্রু নিঃশেষ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলে, দ্রোণাচার্য্যও বার্দ্ধক্যবশতঃ ভীষ্মের ন্যায় মাসৈকব্যাপী যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে নাশ করিবার প্রতিজ্ঞ করিলেন। অনন্তর অশ্বত্থামা দশ দিবসে অরাতিনিকর নিহত করিবার প্রতিজ্ঞা করিলে, তপনতনয় কর্ণ ধৃষ্টতাসহকারে পাঁচ দিবসে উহা সম্পন্ন করিতে সম্মত হইলেন। তখন ভীষ্মদেব উচ্চরবে কর্ণের প্রতি অবজ্ঞাসূচক হাস্য করিয়া উঠিলেন। তদ্দৃষ্টে কবচকুণ্ডলমণ্ডিত কর্ণ রোষাবিষ্ট হইয়া আশীবিষের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির এই সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! কৌরববীরগণ আমার সৈন্যক্ষয়ের সময়সংখ্যা অবধারিত করিয়াছেন; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কত দিনে এই একাদশ অক্ষৌহিণীবাহিনীসমন্বিত মন্দমতি রাজা দুর্য্যোধনকে নিহত করিতে সমর্থ হইবে? অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! পাশুপত অস্ত্রপ্রভাবে আমি নিমিষমধ্যে ইহাদিগকে ও সমগ্র পৃথিবীকেই বিনষ্ট করিতে পারি; কিন্তু সেই পশুপতিপ্রদত্ত মহাস্ত্র কদাপি ঈদৃশ ক্ষীণবীর্য্য ও হীনবল ক্ষুদ্রের সংহারের নিমিত্ত প্রয়োগ করা উচিত নহে। আমি, কৃষ্ণ ও আর আঁর বীরগণের সহিত সমবেত হইয়া মানুষঘাতী অনন্যসাধারণ অপরাপর প্রহরণদ্বারা স্বল্পদিবসমধ্যেই উহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। উভয়পক্ষেই এইরূপ সমুদায় স্থিরীকৃত হইলে, কুরুক্ষেত্রে সেনাসমাবেশ ও ব্যূহরচনা হইতে লাগিল।

এইপ্রকারে কুরুদিগের একাদশ ও পাণ্ডবদিগের সপ্ত অক্ষৌহিণীদ্বারা সমষ্টি হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য এই ভারত মহাসমরে সমবেত হইয়াছিল। একমাত্র দুর্য্যোধনের অভিমানদোষে পৃথিবী এককালে এতাধিক প্রাণীর শোণিত পান করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ন্যায় রোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর সমর ভূমণ্ডলের কুত্রাপি সঙ্ঘটিত হয় নাই। বীরশূন্য করিবার জন্যই যেন দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন এই নৃশংস যুদ্ধোদ্যোগ করিয়াছিল।

উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত।

ভীষ্মপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

বিপুল সৈন্য সজ্জিত করিয়া উভয়পক্ষই সাংগ্রামিক নিয়ম অবধার্য্য করিলেন; এবং কোনপক্ষই যেন সেই অবধারিত নিয়ম উল্লঙ্ঘন না করেন, এজন্য ধর্ম্মানুমোদিত সত্যের অঙ্গীকার করিয়া সকলে এই নৃশংস যুদ্ধব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে কুলক্ষয় দেখাইবার নিমিত্ত ব্যাসদেব হস্তিনানগরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় তপোবলে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি দান করিতে সমুৎসুক হইলে, তিনি আত্মীয়বিনাশ দর্শনের বাসনা করিলেন না। তখন মুনিবর তাঁহাকে যুদ্ধের দৈনন্দিন সমাচার প্রদানের নিমিত্ত প্রজ্ঞাচক্ষু সঞ্জয়কে নিযুক্ত করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সঞ্জয়! ভূমিভোগের নিমিত্ত যখন রাজগণ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেও ভীত নহেন, তখন বোধহয় যে, ভূমির অবশ্যই কিছু বিশেষ গুণ আছে; অতএব তুমি ভূমির গুণ ও পরিমাণাদি কীর্ত্তন কর। তখন সঞ্জয় তাঁহাকে বিস্তারিতরূপে ভূমিবিষয়ক সমস্তই অবগত করিয়া যুদ্ধদর্শনার্থ কুরুক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে শিখণ্ডীর হস্তে ভীষ্মের নিধনসংবাদ প্রদান করিলেন। কুরুশ্রেষ্ঠ পুরাতন ভীষ্মের রণশয়ন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অন্ধ ভীষণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর সংজ্ঞালাভান্তে মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, সঞ্জয়! রণবিশারদ চিরবিজয়ী ভীষ্মদেব কিপ্রকারে নিহত হইলেন, কিরূপে ও কাহার সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, কয়দিবসই বা যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ভীষ্ম নিহত হইলে কুরুপাণ্ডবেরাই বা কি করিতে লাগিলেন? তৎসমস্ত আমাকে জ্ঞাত কর। সঞ্জয় কহিল, মহারাজ! ভীষ্ম শিখণ্ডীকে প্রহার করিবেন না এবং শিখণ্ডী হইতেই তাঁহার মৃত্যু অবধারিত,

আছে শুনিয়া, কর্ণ ব্যতীত অপরাপর সমুদায় কৌরববীরগণ ভীষ্মকে বেষ্টন করিয়া দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে দ্রুপদতনয় দুর্দ্ধর্ষ শিখণ্ডীকে নিহত করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইল। এমন সময়ে ভীষ্ম সুবর্ণবর্ণ তাল-ধ্বজ রথে আরোহণপূর্ব্বক অঙ্গুলীত্রাণ ও অন্যান্য বিচিত্র বস্ত্রাভরণে সুসজ্জিত হইয়া শরাসন বিস্ফারণপূর্ব্বক সিংহনাদসহকারে দেবসেনাপতি কৃত্তিকানন্দন শক্তিধর কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় সংগ্রামস্থলে প্রবেশ করিলেন। ভীষ্ম যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলে, অর্জ্জুন সেনাগণকে ব্যূহিত করিয়া উহার অগ্রভাগরক্ষার্থ গদাপাণি ভীমসেনকে নিয়োগ করিলেন। অপর পাণ্ডব-গণ এবং পাঞ্চাল, বিরাট, সুভদ্রাতনয় ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কেহ ঐ ব্যূহের পার্শ্ব ও কেহ বা পৃষ্ঠরক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন সমরদুর্ম্মদ ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে অবতরণ করিলেন। অর্জ্জুন, মায়াময় কপিধ্বজরথে কৃষ্ণকে সারথি করিয়া, গাণ্ডীবে জ্যারোপণপূর্ব্বক দেবদত্ত কম্বুর ভীমগম্ভীর নির্ঘোষে চতুর্দ্দশ ভুবন বিকম্পিত করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, বাসুদেব! আমার এই রথ সত্বর উভয়সৈন্যের মধ্যভাগে স্থাপন কর। অরাতিবিঘাতন, সাধকাধীন ভগবান্ তদীয় নিয়োগক্রমে অশ্বপরিচালনপূর্ব্বক মনোবেগে সৈন্যের অভ্যন্তরভাগে উপস্থিত হই-লেন। সব্যসাচী শত্রুমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই আত্মীয়দিগকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! এই আত্মীয় স্বজনদিগকে বিনাশ করিয়া ক্ষণভঙ্গুর মৃত্তিকাভোগ করা অপেক্ষা এক্ষণে আমাদিগের মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। কেশব! যাঁহাদিগের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তই আমরা রাজ্যভোগের বাসনা করিতেছি, দেখ, সেই পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, ভগিনী-পতি, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই আমাদিগের প্রতি উদায়ুধ হইয়াছে। বোধ হয়, তাহারা দুর্য্যোধনের প্রতিপালনগুণে প্রীত হইয়া থাকিবে; নতুবা কি নিমিত্ত প্রাণপণে তৎপক্ষ সমর্থনে যত্নবান্ হইবে? তাহারা ক্রূরকর্ম্মী দুর্য্যোধনের বাহুবলচ্ছায়ায় সুখে অব-স্থান করিতেছে বলিয়াই যে তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া পাণ্ডবগণের নিধনে মানস করিয়াছে, তৎপক্ষে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। কেশব!

এখন ইহাদিগকে হনন করিয়া মহৎ পাপসঞ্চয় ও ক্ষোভার্জ্জন অপেক্ষা আমাদিগেরই ক্লেশভার বহন করা সর্ব্বাংশে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এতাধিক ব্যক্তিকে নিরাশ্রয় করিয়া আমাদিগের রাজ্যসুখ-ভোগ করা কখনই উচিত নহে। এই সমস্ত আত্মীয়দিগের বিপক্ষভাব দর্শনে আমার সর্ব্বশরীর স্বেদজলে অভিষিক্ত, রোমাঞ্চিত ও অবসন্ন হই-তেছে এবং রসনা পরিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দেখ দেখ, আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হওয়াতে হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিত হইয়া পড়িতেছে ; অতএব কৃষ্ণ! এ যুদ্ধে আমার আর কোন প্রয়োজন নাই, ইহাতে আমি জয়েচ্ছা করি না। যেহেতু এরূপ জয়লাভে কিছুমাত্রই সুখোদয় হইবে না। হে অচ্যুত! এক্ষণে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই আমাদের পক্ষে শ্রেয় দেখিতেছি ; কেননা তাহাতে জ্ঞাতিবধরূপ পাতকে লিপ্ত হইতে হইবে না।

অর্জ্জুনকে এইরূপ কারুণ্যপূর্ণ অমর্ষশূন্য ও বিকলেন্দ্রিয় দেখিয়া কৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন, কৌন্তেয়! এখন সংগ্রামকাল সমাগত হইয়াছে। যুদ্ধ-সময়ে শত্রুমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তোমার ঈদৃশ ক্ষত্রিয়-বিগর্হিত ব্যবহার কদাপি সঙ্গত হইতেছে না। দেখ, তুমি আততায়ীদিগকে আত্মীয়-জ্ঞানে কৃপাপরতন্ত্র হইয়া যুদ্ধে বিমুখ হইতেছ ; কিন্তু তাহারা তোমার অভিসন্ধি না জানিয়া, তোমাকে ভীত ও হীনশক্তি বিবেচনায় নিয়ত অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিবে ; অতএব পার্থ! যুদ্ধে উৎসাহ অবলম্বনই কর্ত্তব্য হইতেছে। দেখ, আততায়ী বধে কোন পাতক নাই। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধই প্রধান ধর্ম্ম। ইহাতে স্বজনপরজন বা গুরুলঘুর বিচার নাই। আর দেখ, তুমি যাহাদিগকে আত্মীয় বোধ করিতেছ, তাহারা ত তোমার প্রতি তদনুরূপ সহৃদয়তা ও সৌহৃদ্যতা প্রকাশ করিতেছে না ; তবে তোমারই বা এপ্রকার আত্মবিকৃতি ও চিত্তবৈল-ক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে কেন? এক্ষণে এরূপ অসদৃশ আত্মপর চিন্তাদ্বারা সত্য ও ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবার কারণ কি? হে অর্জ্জুন! আমি বলিতেছি, তুমি স্বধর্ম্মসাধনে তৎপর হও; কারণ বিগুণ স্বধর্ম্ম হইতেও শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন পরকীয়

ধর্ম্মের অনুবৃত্তি করা কর্ত্তব্য নহে। স্বধর্ম্মযাজনদ্বারা যদি মৃত্যুও উপস্থিত হয়, তথাপি পরধর্ম্ম গ্রহণ করা কদাচ বুদ্ধিমানের উচিত নহে; যেহেতু পরধর্ম্মচর্চ্চা ও পরধর্ম্মানুষ্ঠান কেবল ভয়েরই কারণ হইয়া থাকে। হে পার্থ! স্বকীয় ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ-গ্রামবিশিষ্ট ব্রাহ্মণধর্ম্মে প্রশ্রয়দান করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। তুমি এইক্ষণেই আর ফলাফলের পর্য্যালোচনা না করিয়াই আমার বাক্যানুসারে রণে প্রবৃত্ত হও। অনন্তর ভগবান্ দৈবকীনন্দন, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করিবার নিমিত্ত আত্মতত্ত্বসমন্বিত দশযোগবিশিষ্ট গীতাশাস্ত্র প্রকাশ করিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডব! দেখ, জীবসঙ্ঘ স্বকীয় কর্ম্মানুসারে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু লাভ করিয়া থাকে। তাহারা কাল-ক্রমে আমা হইতেই উৎপন্ন ও পরিণামে আমাতেই বিলীন হয়। আমিই এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পাতা ও সংহার-কর্ত্তা। বিশ্বরাজ্যে আমি ব্যতিরেকে আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। আমা-রই যোগনিদ্রারূপ মায়াপ্রভাবে ইহা সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। আমি ব্যতীত আর কেহ কাহাকেও হনন করিতে সক্ষম নহে। আমিই সকল কার্য্যের কর্ত্তা ও হর্ত্তা; তবে জীবসকলকে কেবল নিমিত্ত বা উপলক্ষমাত্র বলিয়া জানিবে। সখে! এই সকল কারণবশতঃ এই আরভ-মাণ রণে শত্রুবিনাশে তোমার কোন পাতক দেখিতেছি না। বিশেষতঃ সংগ্রাম-মৃত্যুদ্বারা ক্ষত্রিয়ের নিরয় না হইয়া প্রত্যুত অপবর্গই লাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত হইলেও লোকত্রয় বিজিত হয় এবং জয় হইলেও ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে; অতএব তুমি নবোদ্যম ও নবোৎসাহে এখনই কৌরবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা কর।

ভগবান্ হৃষিকেশ এইরূপে ধনঞ্জয়কে উপদেশ দানদ্বারা যোগমার্গ প্রদর্শনপূর্ব্বক সমরোৎসাহী করিলে, গাণ্ডীবধন্বা বিজয় পুলকিতান্তঃ-করণে গাণ্ডীবে জ্যারোপণপূর্ব্বক ভীষণস্বরে ঘন ঘন শঙ্খনিনাদ করিয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। তৎকালে রথনেমির ঘর্ঘরশব্দ, করীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষা, ধ্বজস্থ মারুতির হুহুঙ্কার, গাণ্ডীবের টঙ্কারধ্বনি,

শঙ্খাদির গভীর রব, বীরগণের সিংহনাদ এবং রণবাদ্যের ভয়ঙ্কর কোলাহলে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ, বসুধা বিকম্পিত ও কর্ণকুহর বধির করিতে লাগিল। ধূলিপটলসমাচ্ছন্ন গগনমার্গে অস্ত্রানলপ্রভা বিচ্ছুরিত হইয়া জলদজালমধ্যস্থিত সৌদামিনীর ন্যায় ভয়বিস্ময়বিমিশ্রিত অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল এবং বীরপদভরে মেদিনী অম্বুরাশির সহিত পুনঃপুনঃ আন্দোলিত হওয়াতে প্রলয়কাল সমাগত বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। ক্রমে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ ভীষ্মসৈন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেল। তখন উভয় সৈন্য একত্রিত হওয়াতে, তাহা সাগরোপম ভীষণাকার পরিগ্রহ করিল। সহসা যুধিষ্ঠির রথ হইতে ভূমে অবতরণ-পূর্ব্বক সৈন্যমধ্য দিয়া একাকী পদব্রজে ভীষ্ম, দ্রোণ কৃপ ও শল্যের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভীমার্জ্জুন ও নকুলসহদেব "মহারাজ! একি করিতেছেন? কোথায় গমন করেন? একাকী নিরস্ত্র হইয়া এখন আপনার শত্রুমধ্যে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য নহে; আপনার এ সময়ে এপ্রকার বিপরীত বুদ্ধি ঘটিল কেন? শীঘ্র নিবৃত্ত হউন" বলিয়া তদীয় গমনে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, অহে! তোমরা রাজাকে ঈদৃশ অযথাভূত ও অনুচিত তাড়না করিতেছ কেন? উনি গুরুগণের আশীর্ব্বাদ ও আজ্ঞা লইয়া শীঘ্রই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। কৃষ্ণের বাক্যাবসানে পাণ্ডবেরা আর তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না। যুধিষ্ঠিরও ভীষ্মাদির নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম ও সাধুজনোচিত বিধিবিহিত ব্যবহারে সৎকারপূর্ব্বক কহিলেন, আপনারা প্রসন্নমনে আমাকে যুদ্ধে অনুমতি দান ও জয়াশীর্ব্বাদ করুন। তখন তাঁহারা প্রত্যেকেই কহিলেন, মহারাজ! আপনি এ সময়ে আমাদিগের নিকট আসিয়া উপযুক্ত কর্ম্মই করিয়াছেন, নতুবা আমরা আত্মাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া আপনাকে যুদ্ধে পরাস্ত হইবার অভিসম্পাত করিতাম। এক্ষণে আমরা প্রসন্নমনে আপনাকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিতেছি; আপনি শত্রুজয় করিয়া অচিরে রাজলক্ষ্মী উপভোগ করুন। গুরুগণের আশীর্ব্বাদ লাভে রাজা যুধিষ্ঠির তথা হইতে প্রত্যাগমন সময়ে স্বয়ংই উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ঘোষণা

করিতে লাগিলেন যে, যাঁহারা আপনার মঙ্গলেচ্ছা করেন, তাঁহারা অবিচারিতচিত্তে আমার পক্ষ অবলম্বন করুন; সেই সকল সৎকারার্হ মহাত্মাগণ আমার নিকট অবশ্যই সমাদৃত ও বাসুদেবের প্রীতিলাভে সমর্থ হইবেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুযুৎসু তৎপক্ষ অবলম্বন করিলে, তিনি তাঁহাকে যথারীতি বরণ করিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণ কর্ণকে নির্জ্জনে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, কর্ণ! শুনিলাম, তুমি ভীষ্মদ্বেষী হইয়াছ; অতএব তাঁহার মৃত্যুকালপর্য্যন্ত তুমি অস্মৎপক্ষ অবলম্বন কর। কিন্তু কর্ণ দুর্য্যোধনের অনভিমত কার্য্যে অসম্মত হইয়া কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

যুযুৎসু ধর্ম্মের আশ্রয় লইল দেখিয়া, দুর্য্যোধন অত্যন্ত বিমর্ষ হইল। সেই দিবস অপরাহ্ণে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরস্পরের দেহবিগলিত অবিরল শোণিতসলিলে রণস্থল কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল। উভয়পক্ষেই কত যে হস্ত্যশ্বরথ বিনষ্ট হইল, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। বিরাটতনয় উত্তর মহোৎসাহে ও নির্ভীকহৃদয়ে কৌরবদিগের সহিত বহুক্ষণব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধের পর পরিশেষে শল্যকর্ত্তৃক নিহত হইলেন। শল্য, ভ্রাতাকে বধ করিল দেখিয়া উত্তরের অনুজ মহাবীর শ্বেত, সেই শল্যের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। শ্বেতের প্রভাবে কৌরবেরা হতবল ও ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল; তদ্দৃষ্টে সপ্ত মহারথী একত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরবর শ্বেত, সেই সকল বীরগণকে বিতাড়িত করিয়া পুনর্ব্বার ভ্রাতৃঘাতক শল্যকে আক্রমণ করিলেন। তখন সেনাপতি ভীষ্মদেব শল্যের বিপদদর্শনে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহায়তায় অগ্রসর হইলেন। শ্বেত ভীষ্মের রথসকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য তালকেতু গাঙ্গেয়, মহাবীর শ্বেতের যুদ্ধে আপনাকে বিপন্ন ও কৌরববাহিনী বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া, তীক্ষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা বিরাটতনয় শ্বেতকে নিহত করিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় বাদ্যকুশলেরা ভীষ্মের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। বেলা তৃতীয়প্রহরে শ্বেত নিহত হইলে, তৎকনিষ্ঠ শঙ্খ শোকদুঃখপীড়িত ও ক্রোধজর্জ্জরিত হইয়া শল্যকে আক্রমণ করিল। সেই যুদ্ধের

অবসান হইতে না হইতে দিবাকর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। পরদিবস পাণ্ডবেরা ক্রৌঞ্চব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে, অগাধ কৌরববলও রাজার আদেশে উৎকৃষ্ট ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিল। তালকেতন ভীষ্ম বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক রথারূঢ় আদিত্যের ন্যায় হাস্যমুখে সব্যসাচীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। জলধরপটল-সংযোগে নভোমণ্ডল যেমন অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ উভয়পক্ষবিসৃষ্ট শরজালে আর দিগ্বিদিক্ দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন কেবল তড়িন্মালার ন্যায় মধ্যে মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র সকলের স্ফুলিঙ্গ ও জ্যোতিঃপ্রভাবে দিঙ্মণ্ডল পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরদ্বয়ের ব্যবসায় দর্শনে অন্তরীক্ষে অমরগণ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎকালে অন্যান্য বীরগণেরও যুদ্ধ হইতে লাগিল। রথঘর্ঘর, কোদণ্ডটঙ্কার, বাণনিঃস্বন, কম্বুনির্ঘোষ, সৈন্যকোলাহল, কপিগর্জ্জন ও রণবাদ্যরব অতিক্রম কবিয়া ভীমসেন সিংহনাদ সহকারে কলিঙ্গরাজকে আক্রমণ করিলেন। শিতধার শায়কসমূহ চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিল। ভীম ও কলিঙ্গে লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। ভীমসেন ক্রোধে উন্মত্তের ন্যায় ও কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় সংগ্রামস্থলে বেগে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি সৈন্যদিগকে কখন গদাঘাতে ভূমিসাৎ, কখন বা গাত্রঘর্ষণ ও পাদদ্বারা বিদলিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অমানুষোচিত রণনৈপুণ্য দর্শনে সকলে ভীত হইল, কেহ বা রণে ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে লাগিল; কিন্তু উগ্রকর্ম্মা ভীম, পলাতকেরও কেশাকর্ষণপূর্ব্বক প্রাণবধ করিতে লাগিলেন। পবননন্দন ভীম, পবনপরাক্রমে রথদ্বারা রথ ও গজদ্বারা গজ সকল নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কলিঙ্গপুত্র শক্রদেব তাঁহার প্রচণ্ড গদাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন ভীম গজেন্দ্রবাহন ভানুমান্‌কে তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা বাহনের সহিত ছেদন করিলেন। সাক্ষাৎ করালকালোপম ভীম রণস্থলে শ্যেনের ন্যায় বিচরণপূর্ব্বক শত্রু সকল বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার শরনিকরে কেতুমানও নিহত হইল। কলিঙ্গসেনার আর্ত্তনাদে ভীষ্ম সত্বর আসিয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি স্বীয়

অস্ত্রদ্বারা ভীষ্মের সারথিরে বিনষ্ট করিলে, তদীয় সুশিক্ষিত অশ্বগণ তৎ-ক্ষণাৎ দ্রুতবেগে তাঁহাকে রথের সহিত রণস্থল হইতে অপনীত করিল। ইত্যবসরে ভীমসেন ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদায় সেনার সহিত কলিঙ্গ-পতিকে সংহার করিলেন। এই সময়ে অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু, দুর্য্যোধন-তনয় লক্ষ্মণকে বাণপ্রহারে মূর্চ্ছিত করিয়াছিলেন, তাহাতে দুর্য্যোধন কুপিত হইয়া সসৈন্যে ভদ্রানন্দনকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর কিরীটী আসিয়া যুদ্ধ করাতে কৌরবেরা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ক্রমে বিভাবরী সমাগত দেখিয়া ভীষ্মদেব সে দিবস যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া স্বীয় পটাবাসে গমন করিলেন।

তৃতীয় দিবসে ভীষ্ম গারুড় ব্যূহ রচনা করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে সব্যসাচী অর্দ্ধচন্দ্রব্যূহে প্রতিব্যূহ করিয়া দেবব্রতের সম্মুখীন হইলেন। সে দিবসও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ভীম সুপ্রখর শরে রাজা দুর্য্যোধনকে মূর্চ্ছিত করিলে, সমুদায় কৌরবসেনারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর দুর্য্যোধন সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, পিতামহ! তুমি ও দ্রোণ বিদ্যমানে যে সৈন্যগণ পলায়ন করিতেছে, ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছি যে, তোমরা পাণ্ডবদিগের প্রতি এখনও দয়া প্রকাশ করিয়া আমার অহিতাচরণ করিতেছ। তোমার, আচার্য্যের ও কর্ণের প্রতিই নির্ভর করিয়া আমি এই যুদ্ধে সাহসী হইয়াছি; অতএব এক্ষণে আমার প্রতি নির্দ্দয় হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যদি পূর্ব্বে আমাকে এপ্রকার অবগত করিতে, তাহা হইলে আমি কখনই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতাম না। যাহা হউক, এক্ষণে আর দয়া না করিয়া সত্বর পাণ্ডবদিগকে নির্ম্মূল কর। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! পূর্ব্বে আমি তোমাকে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে তুমি মদোদ্ধত হইয়া আমার বাক্যে কর্ণপাত কর নাই। পাণ্ডবেরা সংসারে অজেয়, অতএব আমরা সহস্র চেষ্টায়ও তাহাদিগকে কদাচ পরাভব করিতে সমর্থ হইব না; তথাপি আমি এই বার্দ্ধক্য-দশায় সাধ্যানুসারে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে যত্ন পাইব। ভীষ্ম এই বলিয়া ধনঞ্জয়ের সহিত তুমুল যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনি ভল্লাস্ত্র-

দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে কৃষ্ণার্জ্জুনকে জর্জ্জরিত করিলেন। ভীষ্মদেবের বাণে বিদ্ধ হইয়া বাসুদেব তখন গিরিদেহবিরাজিত কুসুমিত কিংশুকের ন্যায় অত্যদ্ভুত শোভা ধারণ করিলেন। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া ভীষ্মকে নিধন করিবার কামনায় সুদর্শনচক্র হস্তে তাঁহার প্রতি পদব্রজে বেগে ধাবিত হইলেন। তদ্দর্শনে ভীষ্ম সস্মিতবদনে তাঁহার স্তব করিয়া কহিলেন, বাসুদেব! তুমি শীঘ্র স্বহস্তে আমার বধসাধন করিয়া আমাকে উদ্ধার কর। কৃষ্ণ কহিলেন, গাঙ্গেয়! তুমিই এই সমুদায় ক্ষত্রিয়ক্ষয়ের মূল। তোমার আশ্বাসেই দুর্য্যোধন এই ভারতীযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে; অতএব আমি তোমাকে সংহার করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রীতিবর্দ্ধন করিব। এই বলিয়াই কৃষ্ণ চক্র উদ্যত করিতেছিলেন, এমন সময়ে ধনঞ্জয় পাদচারে আসিয়া তাঁহাকে নিবারণপূর্ব্বক কহিলেন, কৃষ্ণ! পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞানুসারে পিতামহ ভীষ্ম আমারই বধ্য, আমি শীঘ্র এই মহাবল শান্তনুতনয়কে নিহত করিব; এক্ষণে তুমি ক্রোধ পরিহারপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হও। অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে কৃষ্ণ নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ঘোরতর যুদ্ধে উভয় সৈন্যেরই রুধিরে পৃথিবী রঞ্জিত ও ধূলিপটল বিনষ্ট হইতে লাগিল। এই দিবস পার্থ অযুতাধিক সৈন্য নিহত করিলেন। সন্ধ্যাসময়ে যুদ্ধের অবসান হইল।

অনন্তর চতুর্থদিবসেও প্রভাত হইবামাত্র ভীষ্মার্জ্জুনে ঘোরতর দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। কৌরবেরা কৃষ্ণসারথি কপিকেতনকে নিরীক্ষণ করিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল। দেখিতে দেখিতে ভীষ্মার্জ্জুনপ্রক্ষিপ্ত শরাঘাতে পাণ্ডবীয় ও কৌরবীয় শতসহস্র সেনা নিশ্চেষ্ট হইয়া ধরাশয়ন করিতে লাগিল। ক্রমে উভয়পক্ষীয় বীরগণ সকলেই স্বস্ব পুরুষার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। সাংযমনিতনয় বীরোচিত বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবিত হইলে, রণদুর্ম্মদ পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন গদাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাহাকে শমনভবনের অতিথি করিলেন। অভিমন্যু পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক মগধেশ্বরের শিরশ্ছেদন করিলেন। অনন্তর ভীম ও দুর্য্যোধনে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে

লাগিল। জীবঘাতী পিনাকীর ন্যায় ভীমসেন গদাদ্বারা সেই দিবসে দুর্য্যোধনের প্রায় অধিকাংশ সহায় বিনষ্ট করাতে হতাবশিষ্টেরা প্রাণভয়ে দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিল। সেই সময়ে কুরুপতি দুর্য্যোধনের শরাঘাতে ভীমসেন ব্যথিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পরিশেষে সংজ্ঞা লাভ করত দুর্য্যোধনকে ভীত ও নিগৃহীত করেন। তিনি করাল কৃতান্তের ন্যায় ক্ষুরপ্র ও ভল্লাদিদ্বারা জলসন্ধ, সুষেণ, বীরবাহু, ভীমরথ ও সুলোচন প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনানীদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। অরাতিতাপন ভীমের অলৌকিক কার্য্যদর্শনে ভগদত্ত তাঁহাকে নিগৃহীত করিতে লাগিলেন; তদ্দৃষ্টে হিড়িম্বানন্দন পিতাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত দিগ্‌গজসকলের সহিত মায়াযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। তখন ভীষ্ম নিরুপায় হইয়া সে দিবস যুদ্ধ স্থগিত রাখিলে, কৌরবেরা ব্রীড়ান্বিতমনে শিবিরে গমন করে।

ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে সঞ্জয়প্রমুখাৎ কেবল আত্মপক্ষের পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিলেন, সঞ্জয়! পূর্ব্বে বিদুর আমাকে কুরুপাণ্ডবসম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বিষয় কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই ঘটনাক্রমে অবিকল ঘটিতেছে। পাণ্ডবেরা কি তপস্যাবলে ও কাহার সাহায্যে এই মহৎ কর্ম্ম সমাধা করিতেছেন? আমি কুন্তীনন্দনদিগের পরাজয় কখনই শুনি নাই, অতএব তাহার কারণ ও যে প্রকারে ভীষ্ম বাণতল্পে শয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদায় আমাকে জ্ঞাত কর। সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! একদা রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত পাণ্ডবযুদ্ধে পরাজিত হইয়া পিতামহ ভীষ্মকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করাতে শান্তনুতনয় তাঁহাকে কহিয়াছিলেন,' রাজন্! যিনি সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়ের কারণ, যিনি যুগে যুগে ভারাবতারণের নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া দেবকার্য্যসাধন করিয়া থাকেন, যিনি এই বিশাল বিশ্বসংসারের রচয়িতা ও একমাত্র ঈশ্বর, যিনি স্বপ্রকাশ ও ব্রহ্মরূপে আপনাতে আপনি অবস্থিত এবং বিষ্ণুরূপে সর্ব্বজীবেই প্রকাশিত রহিয়াছেন, সেই ভগবান অচ্যুত অনন্ত নারায়ণ ত্রিবিক্রমের বলেই পাণ্ডবেরা অপরাজিত বলিয়া জানিবে। অসুরসংহারের নিমিত্ত পুরাতন ঋষিবর অর্জ্জুনরূপে ও নারায়ণ, বাসুদেব

রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মূঢ়লোকেরা সামান্য মনুষ্যবোধে তাঁহাদের প্রকৃত বিষয় ও মর্য্যাদা অবগত না হইয়াই আত্মবঞ্চিত হইয়া থাকে। আমি ঋষিগণের নিকট উহাঁদিগের বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া তোমাকে উহাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলাম; কিন্তু তৎকালে তুমি আমাদিগের বাক্যে অবহেলা করাতে, এক্ষণে তোমাকে বিপন্ন হইতে হইয়াছে। মহাত্মা পাণ্ডবেরা অবধ্য; তুমি সহস্র বৈরচেষ্টাদ্বারাও তাঁহাদিগকে আয়ত্ত বা মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিতে পারিবে না। দুর্য্যোধন! সেইজন্যই কহিতেছি যে, এখনও তুমি উহাঁদের সহিত শান্তি সংস্থাপন করিয়া সুখে রাজ্যভোগ কর।

যাহা হউক, পঞ্চমদিবসে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হইল। ভীষ্ম মকরব্যূহ ও পাণ্ডবেরা দুর্ভেদ্য শ্যেনব্যূহ রচনাপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু যুদ্ধের পর ভীষ্ম সাত্যকির সারথি বিনষ্ট করিলে, অশ্বগণ তদীয় রথ লইয়া বেগে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। তখন যুযুধানের বিপদ দেখিয়া পাণ্ডবেরা, "অশ্ব ধর, অশ্ব ধর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; ইত্যবসরে ভীষ্ম তাঁহাদের বহুসংখ্যক সেনা বিনষ্ট করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভূরিশ্রবা, সাত্যকির সপ্ত পুত্রকে নিহত করিলে, সাত্যকি সিংহনাদসহকারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঘোর যুদ্ধ হইতে হইতে রজনী সমাগত হইল বলিয়া, সকলে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিল। অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাতা হইলে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হইল। মহোদধিতুল্য উভয়পক্ষীয় সৈন্যই বর্ম্মিত এবং বাহু, অসি ও গদাযুদ্ধে সমর্থ। তাহারা তোমর, প্রাস, পরিঘ, ঋষ্টি, ভিন্দিপাল, মুষল ও শক্তি বর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিল। অস্ত্রপ্রভায় রবিবিম্ব নিপতিত হওয়াতে সমরাকাশে এক অপূর্ব্ব শোভা হইল। দেবাসুরের যুদ্ধের ন্যায় এই ষষ্ঠ দিবসের যুদ্ধও অতি নিদারুণ হইয়াছিল। বজ্রপাণি বাসবের ন্যায় ভীমসেন সায়কনিকরদ্বারা দুর্য্যোধনকে মূর্চ্ছিত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সম্মোহনাস্ত্রে শত্রুদিগকে মুগ্ধ করিতে লাগিল এবং বিকর্ণও বাণবিদ্ধ হইল। তৎকালে গজে গজে ও রথে রথে সংঘর্ষণ হওয়াতে রণস্থলে ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। সেই যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন

সংগ্রাম দর্শনে দেবগণকেও ভীত হইতে হইয়াছিল। ঐ দিবসে শতানীক দুষ্কর্ণকে নিহত করিলে, ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা তাহার বধোদ্দেশে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু দিবাকর তখন অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করাতে আর তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ভীষ্ম তখন কেকয় ও পাঞ্চালসৈন্য বিনষ্ট করিয়া স্বীয় পটাবাসে প্রত্যাগত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র এই সমস্ত সংবাদ শ্রবণে স্পষ্টই আত্মজগণের বিপদ আশঙ্কায় চিন্তাকুল হইতে লাগিলেন।

সপ্তম দিবসে দুর্য্যোধন কাতুরভাবে ভীষ্মকে পাণ্ডববধের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন ভীষ্ম কহিলেন, কুরুরাজ! মহেন্দ্রতনয় অর্জ্জুন ও অমিতপরাক্রম জনার্দ্দন বিদ্যমানে দেবগণও পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে পারে না। তথাপি আমি সাধ্যানুসারে তোমার নিমিত্ত সমুদায় লোক দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইব। ভীষ্ম এই বলিয়া ধ্বজপটমণ্ডিত রথে পরিবেষ্টিত হইয়া মণ্ডলব্যূহ রচনা করত যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীমার্জ্জুনেরা বজ্রব্যূহ সংরচনপূর্ব্বক মদস্রাবী করীর ন্যায় গর্জ্জন করত কবন্ধ ও শিবা-গৃধ্রাদি-ক্রীড়িত রণভূমে অবতরণ করিলেন। পূর্ব্ববৎ উভয়পক্ষেই ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সব্যসাচী ধনঞ্জয় গাণ্ডীবশরাসন আস্ফালনপূর্ব্বক ঐন্দ্রাস্ত্রদ্বারা দুর্য্যোধনাদিগকে ভীত করত বিপক্ষ সৈন্যগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অর্জ্জুনের শরজালে কৌরবাহিনী ছিন্নশীর্ষ ও ভিন্নকলেবর হইয়া নিপতিত হওয়াতে, সমরাঙ্গন সাতিশয় দুর্গম হইয়া উঠিল। দুরবগাহ অম্ভোধির ন্যায় শোণিতপ্রবাহ ভীমনাদে প্রবাহিত হইতে লাগিল। গলিত মৃতদেহ, রক্ত ও বসার দুর্গন্ধে আকাশ পূর্ণ হইয়া উঠিল। সহদেব শল্যকে বিদ্ধ করিলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাদিত কৃতান্তের ন্যায় শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে শত শত বীর নিহত হইলে, সায়ংসমাগমে সে দিবসের যুদ্ধাবসান হইল। অনন্তর অষ্টমদিবসেও ভীষ্মের ঐরূপ যুদ্ধ আরম্ভ হইল. ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের আদেশে গদাঘাতে তাঁহার অশ্বসকল নিপাত করিয়া কৌরব-ভ্রাতা সুনাভের মস্তক ছেদন করিলেন। তাহাতে অপর সপ্তভ্রাতার

মিলিত হইয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলে, ভীম একে একে তাহাদিগকেও শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। এই যুদ্ধে ইরাবান্ নামে অর্জ্জুনের নাগিনীগর্ভসম্ভূত এক তনয়, আর্ষ্যশৃঙ্গনামক দুর্য্যোধনের এক রাক্ষসসেনাপতির সহিত মায়াযুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, তাহাতে ঘটোৎকচ কুপিত হইয়া দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করে। ঐ যুদ্ধে কুরুকুল-নায়ক দুর্য্যোধন, দৃঢ় অধ্যবসায়সহকারে অনিবার্য্য বাণদ্বারা বিদ্যুজ্জিহ্বনামক এক দুর্দ্ধর্ষ নিশাচরকে যমপুরে প্রেরণ করেন। এই কারণে ভীমতনয় হিড়িম্বাগর্ভজাত ঘটোৎকচ, জ্বলন্তপাবকের ন্যায়প্রবল পরাক্রমে কৌরব-বাহিনী বিনষ্ট করিতে লাগিল।

অনন্তর বৃকোদর কার্ম্মুকে অনলকল্প নানাবিধ শর যোজনা করিয়া ক্রোধভরে দুর্য্যোধনের আরও কতিপয় ভ্রাতাকে বিনষ্ট করিলেন। তখন আত্মকৃত দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করিয়া দুর্য্যোধনের হৃদয় অনুতাপছুরি-কায় বারম্বার বিদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া আর প্রত্যাবৃত্ত হওয়া যায় না বলিয়া, তিনি নিরাশাভিহত জনের ভীতিরসো-দ্দীপক উৎসাহের সহিত পাণ্ডবদিগের সহিত লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাত্রিকালে যুধিষ্ঠির স্কন্ধাবারে গমন করিলে কুরু-পতিও স্বীয় শিবিরে গমনপূর্ব্বক পাণ্ডবনিধনেচ্ছায় গোপনে শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কর্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! শোকদূর করুন; আমি আপনার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। ভীষ্ম রণপ্রিয় ও রণাভিমানী তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে পারিবেন না; অতএব আমি শপথপূর্ব্বক কহিতেছি যে, ভীষ্ম সমর হইতে অপসৃত হইলেই আমি পাণ্ডবগণকে নিহত করিব। এক্ষণে আপনি শান্তনুতনয়কে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করুন। অনন্তর দুর্য্যোধন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, পিতামহ! আপনি, দ্রোণ ও শল্য একত্রিত হইলে ত্রিভুবনে কাহারও নিস্তার নাই, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এপর্য্যন্ত আপনারা পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করিতে পারি-লেন না; অতএব এখন হয় আপনিই শীঘ্র উহাদিগকে নিহত করুন,

নতুবা কর্ণকে অনুমতি দান করুন যে, তিনি অবলীলাক্রমে কৃষ্ণপ্রমুখ কৌন্তেয়গণকে পরাজয় করেন।

দুর্য্যোধনের ঈদৃশ বাক্যে ভীষ্মদেব কুপিত হইয়া তাহাকে ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, দুর্য্যোধন! তুমি প্রতিদিনই আমাকে বাক্য-শলাকায় বিদ্ধ করিয়া থাক, আমি তোমার নিমিত্ত প্রাণপণে পাণ্ডুতনয়-গণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি; কিন্তু তাঁহারা দেবাংশজ ও অজেয় বলিয়া তাঁহাদিগকে নিধন করিতে সমর্থ হইতেছি না। উহাঁরা ভগবান্ বাসু-দেবকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন, ত্রিলোকে কেহই উহাঁদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না। দেখ, পাণ্ডবদিগের খাণ্ডবদাহন, কর্ণাদি বীরাভি-মানীগণ পলায়ন করিলে গন্ধর্ব্ব হইতে তোমাকে উদ্ধার, নিবাতকবচবধ, কিরাতরূপী মহেশ্বরের সহিত যুদ্ধ, কীচক ও অন্যান্য রাক্ষসবধ, পাঞ্চা-লীর পরিণয়, জয়দ্রথশাসন ও বিরাটনগরে গো-হরণ প্রভৃতি চিন্তা করিলেই তাঁহাদের অমানুষিক ক্ষমতার পর্য্যাপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়; তথাপি তুমি মোহবশতঃ উহাদের সংহারসাধনের নিমিত্ত আমাকে বারম্বার বাক্যবাণে মর্ম্মান্তিক দহন করিয়া থাক। যাহা হউক, অদ্য আমি তোমার নিমিত্ত শপথ করিতেছি যে, আগামী যুদ্ধে হয় স্ত্রীপূর্ব্ব শিখণ্ডী ব্যতীত সমুদায় সহায়সম্পত্তির সহিত পাণ্ডবগণকে নির্ম্মূলিত, না হয় স্বয়ংই যুদ্ধে প্রাণপরিত্যাগ করিয়া তোমার কামনা পূর্ণ করিব। অনন্তর ভীষ্মদেব রজনী প্রভাত হইবামাত্র সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ বিরচনপূর্ব্বক পাণ্ডববিজয়ে বিনির্গত হইলেন। কৌরবেরা তখন মহোৎসাহে তাঁহার অনুসরণ করিল। যুধিষ্ঠিরও মহাব্যূহ সংরচন করিলেন। ভীম উহার অগ্রে এবং নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রুপদ ও বিরাট প্রভৃতি কেহ উহার পার্শ্বে, কেহ বা উহার পৃষ্ঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন, শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের সহিত লোকক্ষয়কর ও প্রেতবর্দ্ধন সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। লক্ষ লক্ষ হস্তী, অশ্ব, রথ ও সেনাগণ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে লাগিল। পার্থ ও ভীষ্ম উভয়েই বাণদ্বারা উভয়ের সৈন্যচ্ছেদন আরম্ভ করিলেন। তৎকালে প্রত্যেক

বীরই আপনাপন হস্তের অত্যদ্ভুত ক্ষিপ্রকারিতা ও অপূর্ব্ব রণনিপুণতা প্রদর্শন করিতে লাগিল। বৃক্ষচ্যুত তালফলের ন্যায় বীরগণের উত্তমাঙ্গ সকল ধরাবক্ষে নিপতিত হইতে লাগিল। সেই দিবসের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-ঘটনা, পূর্ব্বাপর আর কোন যুদ্ধের সহিতই তুলনা করা যায় না। নবম-দিবসের যুদ্ধে সমরাগত আবালবৃদ্ধ যুবা কেহই আর অক্ষত রহিল না। ভীম, সহস্র সহস্র মত্তমাতঙ্গের ভীষণ দৃঢ় দন্তসকল উৎপাটনপূর্ব্বক তদাঘাতেই সেই সমস্ত কুঞ্জর বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। অভিমন্যু অত্যাশ্চর্য্য পাণিলাঘব প্রদর্শন করিয়া বিপক্ষপক্ষীয় অধিকাংশ সেনাই বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। কৃতান্তোপম ভীম শোণিতচর্চ্চিত ও মেদ-মজ্জায় অবলিপ্তাঙ্গ হইয়া জলদগম্ভীর গর্জ্জনে শত্রুদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তখন আর্ত্ত হইয়া দুর্য্যোধনের নিন্দাকরত প্রাণভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। ঐরূপে ভীষ্মার্জ্জুনেও তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। ভীষ্মের শরজালে, পাণ্ডবসৈন্য কোলাহলসহ-কারে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণ সমুচিত অবসর বুঝিয়া পার্থকে সত্বর ভীষ্মবধের অনুজ্ঞা করিলেন। অর্জ্জুন কহিলেন, হা!—ক্ষত্রধর্ম্মে ধিক্! রাজা দুর্য্যোধনকেও ধিক্। আজি আমাকে ধর্ম্মানু-রোধে যদি অবধ্য আত্মীয়দিগকে বধ করিতেই হইল, তবে এতদিন বৃথা কেন বনবাসক্লেশ ভোগ করিলাম? তখনই ত ইহাঁদিগকে নিঃশেষ করিলেই হইত। যাহা হউক, কৃষ্ণ! আমি তোমার আদেশ প্রতি-পালন করিব। অর্জ্জুন এই বলিয়া সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা ভীষ্মের কলেবর জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন। ভীষ্মও অর্জ্জুনের প্রতি বজ্রসদৃশ সায়ক প্রহার করিলেন; কিন্তু সে সময়ে কৃষ্ণ কশাহস্তে এরূপ চাতুর্য্যের সহিত মণ্ডলাকারে রথপরিচালন করিতে লাগিলেন যে, উহাতে ভীষ্মক্ষিপ্ত একটি অস্ত্রের আঘাতও স্পর্শ করিল না। তখন কুরুপিতামহ গাঙ্গেয় পাণ্ডবীয় সহায়সমূহ বিদ্রাবিত করিলে, কৃষ্ণ ক্রোধভরে রথ হইতে ভূমে অবতরণ করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হইলেন। পার্থও অমনি তাঁহাকে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বিনয়সহকারে প্রত্যাবৃত্ত করিলেন। এইরূপে নবম দিবসের যুদ্ধ সমাধা হইলে, সকলে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিল।

ভীষ্মদেবের বীর্য্যাতিশয্য দর্শনে রাজা যুধিষ্ঠির যামিনীযোগে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনাদির সহিত ভীষ্মের বধবিষয়িণী মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম পিতৃবরে অজেয় ও স্বেচ্ছামৃত্যু হইয়াছিলেন বলিয়া পাণ্ডবেরা তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যুধিষ্ঠির তখন স্বীয় প্রখর বুদ্ধিবলে বিচার করত তাঁহার মৃত্যুর উপায় তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে মানস করিলেন। ভীষ্ম অতি সত্যবাদী, সুতরাং জিজ্ঞাস্য হইয়া আর মিথ্যা কহিতে পারিবেন না ভাবিয়া, পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের সহিত সেই রজনীতেই ভীষ্মের নিকট গমনপূর্ব্বক নানাপ্রকার প্রসঙ্গের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামহ! তুমি জীবিত থাকিতে আমাদের রাজ্যলাভের আর আশা নাই; অতএব হয় স্পষ্টই আমাদিগকে বনগমন করিতে অনুমতি কর, না হয় যে উপায়ে আমরা তোমাকে নিহত করিতে পারি, তাহাই আমাদিগকে বিদিত কর। ভীষ্ম কহিলেন, তাত! ক্ষোভ দূর কর, রাজা যুধিষ্ঠিরই সর্ব্বতোভাবে পৃথিবীভোগের উপযুক্ত পাত্র। আমি জানি পাণ্ডবেরা অবশ্যই ধর্ম্মবলে কৌরবদিগকে জয় করিবে, কিন্তু আমি জীবিত থাকিতে তাহা কখনই সম্ভবপর হইবে না; অতএব কল্য আমার বধের নিমিত্ত স্ত্রীপূর্ব্ব শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া আমাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলে, আমি শিখণ্ডীর বিনাশাশঙ্কায় কদাপি অস্ত্রধারণ করিব না। তখন পার্থ নিশিত শরনিকরে আমাকে বিদ্ধ করিয়া রথ হইতে নিপাতিত করিবেন।

তদনন্তর দশমদিবসে যুদ্ধারম্ভ হইলে অতিরথ অর্জ্জুন, শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলেন। কৌরবপক্ষীয় সকলে ভীষ্মকে শিখণ্ডী হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে অর্জ্জুন ও অপরাপর তদীয় প্রধান প্রধান সেনাপতিগণের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল। শিখণ্ডী তখন ভীষ্মকে কহিল, দেবব্রত! পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া অদ্য আমি তোমাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিব। ভীষ্ম কহিলেন, রে মূঢ়! তুই নিন্দনীয় স্ত্রীপূর্ব্ব পুরুষ, আমি তোরে কদাপি প্রহার করিব না। সেই সময়ে দুর্য্যোধন ভীষ্মকে প্রোৎসাহিত করিতে সমুদ্যত হইলে, তিনি কহিলেন, মহারাজ! অদ্য আমি প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া হয় পাণ্ডবদিগকে

বধ করিব, নতুবা তদীয় বাণে আহত হইয়া তোমার অন্নঋণে মুক্ত হইব। এই সময়ে দুঃশাসন ভীষ্মকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইয়া অর্জ্জুনের সহিত বিক্রম প্রকাশ করত তদীয় বাণে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিলে, দ্রোণাচার্য্য স্বীয় পুত্রের সহিত সমবেত হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিলেন। ভীমার্জ্জুন তখন স্বস্ব বাহুবলপ্রভাবে বিপক্ষগণকে ভীত করিতে লাগিলেন। উভয়-পক্ষে সে দিবস কেহই আর অক্ষত রহিল না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসে ভীষ্ম যেমন অঙ্গীকার প্রতিপালনপূর্ব্বক প্রত্যহ অজ্ঞাতনামগোত্র দশসহস্র সৈন্য নিহত করিতেন, এদিবসেও তত্তোধিক সৈন্য হত ও আহত করিলেন। সহসা ভীষ্মের প্রতি অস্ত্র বর্জ্জনের নিমিত্ত দৈববাণী হইলে, ভীষ্ম উহা শ্রবণে বিষাদিতমনে অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপবিষ্ট হইলেন। তখন শিখণ্ডী সুযোগ বিবেচনায় অনবরত শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই শিখণ্ডীপ্রক্ষিপ্ত অস্ত্রের তীব্রতা বা সুখ-সেব্যতা মহাবীর ও মহারথ সংগ্রামসহিষ্ণু শান্তনবের কিছুই অনুভূত হইল না। শিখণ্ডীর কার্য্যদর্শনে দুঃশাসন তাঁহার প্রতি পরাক্রম প্রকাশে সমুদ্যত হইলে, পরন্তপ ধনঞ্জয় তাহাকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করিয়া নিশিত শরজালে পিতামহকে বিদ্ধানুবিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনের তীক্ষ্ণতর প্রহরণ সকল অনুভব করিয়া ভীষ্মদেব কাতর হইলেন। পার্থপ্রক্ষিপ্ত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর তাঁহার কলেবরে দুই দুই অঙ্গুলী পরিমিত অন্তরে বিদ্ধ হওয়াতে তিনি ব্যথায় নিরতিশয় আকুল হইয়া গগন স্খলিত গ্রহের ন্যায় রথ হইতে নিপতিত হইলেন। অপরাহ্নসময়ে ভীষ্ম শরাহত হইয়া সেই শরের উপরেই শয়ন করিয়া রহিলেন; তখন তাঁহার দুর্জ্জয় শরীর ভূমিস্পর্শ করিতে পারে নাই। ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু ছিলেন, অর্জ্জুনের সূচিমুখ বাণসকল তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হইয়া প্রচুর শোণিত পান করিলেও তৎকালে তাঁহার প্রাণান্ত হয় নাই। ভীষ্মদেবের পতন-সময়ে দিবাকর দক্ষিণায়নে অবস্থিত ছিলেন; দক্ষিণায়নে প্রাণত্যাগ সুখদ নহে বলিয়া, ইচ্ছামৃত্যু শান্তনব উত্তরায়নে লোকান্তরিত হইবার ইচ্ছা করাতে, তিনি সংঘাতিকরূপে আহত হইয়াও শরশয্যায় সেই ঈপ্সিত সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভীষ্মকে নিপতিত হইতে দেখিয়া রণস্থলের চারি দিক্ হইতেই হাহাকারধ্বনি সমুত্থিত হইল। অনন্তর সেদিবস যুদ্ধ রহিত করিয়া উভয়-পক্ষীয় ভূপালগণ ভীষ্মের নিকট সমাগত হইলেন। ভীষ্মের আপাদ-স্কন্ধ তখন শরশয্যায় শায়িত ছিল, কেবল মস্তক লম্বিত থাকাতে তিনি দুর্য্যোধন প্রভৃতি নৃপতিগণের নিকট উপাধান প্রার্থনা করিলেন। রাজগণ তাঁহার নিমিত্ত কোমল উপাধান আহরণ করিলে, তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি নিরীক্ষণ করাতে, বুদ্ধিমান্ ধনঞ্জয় তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া শরত্রয়দ্বারা তদীয় মস্তক বিদ্ধ ও উত্তোলিত করত সেই শরোপরেই উহা সংস্থাপিত করিলেন। তখন ভীষ্ম প্রীতমনে অর্জ্জুনের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, কুন্তিনন্দন! তুমিই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ ও ক্ষত্রিয়। কারণ বাণ যাহার শয্যা, বাণই যে তাহার উপযুক্ত উপাধান, ইহা তুমি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ। অনন্তর দুর্য্যোধন চিকিৎসক আহরণ করিলে, ভীষ্ম তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন এবং কহিলেন, এখন আমার চিকিৎসকের আর কোন প্রয়োজন নাই। উত্তরায়ন উপস্থিত হইলে যাঁহারা আমার নিকট সমাগত হইবেন, তাঁহারা আমাকে এই অবস্থাতেই প্রাণপরিত্যাগ করিতে দর্শন করিবেন। তৎকালে আমার আত্মীয়গণ যেন আমাকে চিতাগ্নিতে এই শরশয্যার সহিতই সৎকার করেন; কারণ, ব্যাধিতে মৃত্যু হওয়া অপেক্ষায় ক্ষত্রিয় বীরগণের এইরূপ মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। অনন্তর শর-শায়ী ভীষ্ম পিপাসিত হইয়া জলপ্রার্থনা করিলে, রাজগণ দুর্য্যোধনের আদেশে সুবর্ণভৃঙ্গারপূর্ণ শীতল ও সুবাসিত জল আনয়ন করিল; তদ্দৃষ্টে ভীষ্ম হাস্য করিয়া কহিলেন, আমাকে এখন মৃত বলিয়াই জান; অতএব মনুষ্যভোগ্য বস্তুতে আর আমার প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তিনি অর্জ্জুনকে অনুজ্ঞা করাতে, গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় বাণদ্বারা মেদিনী

ভেদ করিয়া অশেষ কলুষনাশিনী ভোগবতীর অমৃতপূর্ণ বারি আহরণপূর্ব্বক পিতামহকে প্রদান করিলেন। অর্জ্জুনের এই অমানুষী কার্য্য দর্শনে সভাস্থ সকলেই চমৎকৃত হইলেন। তখন ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিতে বিস্তর অনুরোধ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার নিধনেই যুদ্ধের অবসান হউক। অতঃপর তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আর আর সকলকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা কর, প্রজাগণ আত্মীয়দর্শনে পরিতুষ্ট হউক; নতুবা উহাদের ক্রোধে নিশ্চয়ই তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। ভীষ্ম এইরূপে দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বিবিধ সদুপদেশ দান করিলেও তদনুরূপ কার্য্য সম্পাদনে কোন মতেই তাহার অভিরুচি হইল না। অনন্তর সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, ভীষ্ম একাকী যোগাবলম্বনপূর্ব্বক সেই শরশয্যাতেই শয়ন করিয়া রহিলেন। রাজার আদেশে তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিখা বেষ্টিত হইল।

দশদিবসব্যাপী অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর ভীষ্মের পরাজয় শ্রবণে কর্ণ ভীত ও সন্তপ্তচিত্ত হইয়া তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত দোষের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন ভীষ্ম তাঁহাকে বিবিধ কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার প্রকৃত জন্মবৃত্তান্ত অবগত করিয়া কহিলেন, কৌন্তেয়! অতঃপর তুমি তোমার ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন কর এবং যুদ্ধ রহিত করিয়া কুরুপাণ্ডবে সৌহার্দ্দ স্থাপনপূর্ব্বক সুখে আত্মীয়-গণের সহিত রাজ্যপালন কর। তখন কর্ণ স্বীয় যুক্তিবলে ভীষ্মের বাক্য খণ্ডন করিয়া যুদ্ধই অনিবার্য্য বলিয়া প্রকাশ করাতে, শরশায়ী ভীষ্মদেব অগত্যা তুষ্ণীম্ভাব আশ্রয় ও যোগাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

ভীষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত।

দ্রোণ পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

শান্তনব ভীষ্মের পরাজয়ের পর কৌরবেরা নিতান্ত সন্তপ্ত ও ভীতচিত্ত হইয়া কর্ণের সহিত কিংকর্ত্তব্য বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কর্ণ তখন কৌরবদিগকে আশ্বাসিত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধের ভার গ্রহণ করিলেন এবং ভীতচিত্ত সমুদায় সেনাদিগকে সুদীর্ঘ বক্তৃতাদ্বারা প্রোৎসাহিত করিয়া শরতল্পশায়ী ভীষ্মের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুনিধনের উপায় অবধারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলে একমতে দ্রোণাচার্য্যকে সেনানায়ক করিয়া সিংহনাদপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বীরবর দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিবস অত্যদ্ভুত্ পরাক্রম প্রকাশ করত অর্জ্জুনসহায় দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হইলেন। সঞ্জয়ের মুখে দ্রোণের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতল আশ্রয় করিলেন। অনন্তর পরিজনবর্গের শুশ্রূষায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া, কি প্রকারে দ্রোণের মৃত্যু হইল, কয় দিবস কিরূপ পরাক্রমে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ বীর তাঁহার সহায়তায় ও বিপক্ষে দণ্ডায়মান ছিলেন, দ্রোণের মৃত্যুতে কৌরবেরাই বা কি করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় বৃত্তান্তই সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করাতে, সঞ্জয় কহিল, মহারাজ! এক্ষণে আমি আপনাকে সেই নিদারুণ প্রসঙ্গ জ্ঞাপন করিব। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমি দ্রোণের বিরহে নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি। দেখ, যে অর্জ্জুন দ্রোণের নিকট অস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়াছে, সেই অর্জ্জুন আজি কিপ্রকারে রাজ্যলুব্ধ হইয়া এতাদৃশ গুরুর প্রাণসংহার করিলেন? আমার রাজ্যলোলুপ তনয়েরা —হায়! না জানি দ্রোণ বিরহে কতই ব্যথিত হইয়াছে। তাহারা অনিবার্য্যবেগ পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। কারণ বাসুদেব

পাণ্ডবগণের সহায়। দেখ, যে কৃষ্ণ কংসকারাগারে দৈবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হইয়া রামের সহিত যশোদা ও রোহিণীকর্ত্তৃক লালিত হইয়াছিলেন. যিনি বাল্যকালেই গোপকুলে থাকিয়া পূতনা, হয়রাজ ও বৃষদানবকে বধ করিয়াছিলেন, যিনি প্রলম্ব, নরক, জম্ভ, মহাসুর, পীঠ, মুর ও কংসকেও নিপাতিত করেন, যে পীতকৌশেয়বাসা কেশব, হলায়ুধ রামের সহিত সুনামাকে সসৈন্যে দগ্ধ করিয়াছেন, যিনি দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের বরদাতা, যিনি স্বয়ম্বরসমাগত ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া গান্ধারকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি পাণ্ডবসহায়ে জরাসন্ধকে অন্তকপুরে প্রেরণ ও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে পশুর ন্যায় শিশুপালকে ছেদন করেন, যিনি নানা দিগ্‌দেশাগত সহায়ের সহিত যবনদিগকে পরাভব এবং সৌভনগর উন্মূলিত করিয়া জলধিগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, যিনি কালীয়কে শাসন ও বরুণকে পরাজয় করেন, যিনি পাতালবাসী পঞ্চবীরকে সংহার করিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ লাভ করিয়াছিলেন, যে মাধবের বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নে চিহ্নিত ও কৌস্তভমণিদ্বারা দ্যুতিবিশিষ্ট হইয়া আছে, কোন রাজাই যাঁহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ নহে, যিনি ধনঞ্জয়ের সহিত খাণ্ডবপ্রস্থে হুতাশনকে পরিতুষ্ট করিয়া আগ্নেয় অস্ত্র ও দুর্দ্ধর্ষ চক্র লাভ করেন, যিনি খগেন্দ্রবাহনে মহেন্দ্রকে বিত্রাসিত করিয়া পত্নী সত্যভামার নিমিত্ত পারিজাতপুষ্প আনয়ন করিয়াছিলেন এবং যিনি কৌরবসভায় অদ্ভুতকর্ম্ম সম্পাদন ও আশ্চর্য্য দৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই জনার্দ্দন বিদ্যমানে কোন্ ব্যক্তি পাণ্ডবগণের অনিষ্টসংঘটনে সমর্থ হইবে? আমার হতভাগ্য পুত্রেরা কখনই তাহাদিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে না। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন কর।

ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যাবসানে সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভীষ্মের পরাজয়ের পর দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি হইলেন। তিনি দুর্য্যোধনকর্তৃক সম্মানিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আপনার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিব? রাজা কহিলেন, আচার্য্য! আপনি যুধিষ্ঠিরকে অদ্য আমার নিকট বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া আসুন, আর আমার আত্মীয়নিধন-যাতনা সহ

হয় না। এক্ষণে আমি উহাঁকে নিকটে প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া-দ্বারা তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ পরাজয়পূর্ব্বক রাজ্যগ্রহণ করিব, তাহা হইলে অতঃপর বিনা রক্তপাতে আমি সুখে পৃথিবী ভোগ করিতে পারিব। তখন দ্রোণ, রাজার কুটিলতা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, মহারাজ! যদি অর্জ্জুন তাঁহাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে অদ্য নিশ্চয়ই আমি তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিব।

এদিকে যুধিষ্ঠির চরদ্বারা দ্রোণের অভিসন্ধি অবগত হইয়া ভীত হইলেন এবং অর্জ্জুনকে সেই বিষয় অবগত করিলে অর্জ্জুন হাস্য-মুখে কহিলেন, আর্য্য! অর্জ্জুন বিদ্যমানে কেহই আপনাকে বন্ধন করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব আপনি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করুন। তখন যুধিষ্ঠির ক্রৌঞ্চব্যূহ রচনা করিলে দ্রোণ প্রতি-ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। ঘোরতর প্রেতবর্দ্ধন যুদ্ধ সমারব্ধ হইল। রথী রথিগণের সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, গজ গজের সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া শোণিতস্রোতে রণস্থল কর্দ্দমাক্ত করিয়া তুলিল। অভিমন্যু শল্যরাজার সহিত সাতিশয় বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ বৃদ্ধ হইলেও বলয়কুণ্ডলে সুসজ্জিত হইয়া সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তিনি যুগন্ধরকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। যুধি-ষ্ঠিরের সহিত দ্রোণের ঘোরতর বাণযুদ্ধ হইতে লাগিল। এই দিবস খ্যাতনামা কোন বীর বা সেনাপতি নিহত হন নাই বটে, কিন্তু এতাধিক পরিমাণে রথ, অশ্ব, গজ ও সেনা বিনষ্ট হইয়াছিল যে, তাহার সংখ্যা করা নিতান্ত সুকঠিন। এইরূপে দ্রোণ প্রথম দিবসের যুদ্ধাবসানে শিবিরে গমন করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, কুরুরাজ! যদি অন্যদিকে আর কোন সেনা বা বীরের সহিত ধনঞ্জয়কে কৌশলে যুদ্ধে নিয়োগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি অর্জ্জুনসহায়-বিরহিত যুধিষ্ঠিরকে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিব। এই সময়ে মহীপতি ত্রিগর্ত্ত কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা আমার চিরশত্রু; উহারা আমাকে বারংবার পরাজয় করিয়াছে, এক্ষণে আমি সংসপ্তকদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধনঞ্জয়কে অন্যদিকে

আক্রমণ করিব, তাহাতে অবশ্যই আমাদিগের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে; সেই সুযোগে আচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে অনায়াসে পরাভব করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবেন। রজনীযোগে কৌরবেরা এইরূপ অবধারিত করিয়া পরদিবস যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। এই সময়ে ত্রিগর্ত্তপক্ষীয় বীরগণ গর্জ্জন করাতে অর্জ্জুন সত্যজিৎকে যুধিষ্ঠিরের রক্ষা-কার্য্যে নিয়োগ করত তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি এখন সংসপ্তক-দিগের আহ্বানে গমন করিতেছি, অতঃপর এই সত্যজিৎ আপনাকে রক্ষা করিবেন। ইনি বীরকর্ম্মে পারদর্শী, অতএব আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ; কিন্তু যদি কোনমতে ইনি যুদ্ধে পরাজিত হয়েন, তাহা হইলে আপনি তৎক্ষণাৎ রণে পরাঙ্মুখ হইয়া সমরাঙ্গন পরিত্যাগ করিবেন, ইহাতে দ্রোণাচার্য্য কখনই তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবেন না। অনন্তর অর্জ্জুন ক্রব্যাদেব ন্যায় সংসপ্তকগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিলেন। এই সময়ে সব্যসাচীর তীক্ষ্ণাস্ত্রে সুধন্ব নিহত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন অসংখ্য নারায়ণী সেনা দর্শনে মনে মনে স্থির করিলেন যে, ইহারা সকলেই কৃষ্ণের ন্যায় পরাক্রান্ত ও সংখ্যায়ও সমধিক দেখিতেছি; ইহা-দিগকে একে একে বিনষ্ট করিতে গেলে অনেক সময় অপব্যয় করিতে হইবে, অতএব কৌশলদ্বারা এককালে ইহাদিগকে পরাজয় করিব। ভীমা-নুজ গুড়াকেশ এইরূপ চিন্তা করিয়া ত্বাষ্ট্র অস্ত্র-পরিত্যাগ করিলেন। ঐ অস্ত্রের প্রভাবে শত্রুগণের মুখমণ্ডল কৃষ্ণার্জ্জুনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তখন তাহারা পরস্পব পরস্পরকে কৃষ্ণার্জ্জুন অনুমান করিয়া আপ-না আপনিই অস্ত্রপ্রহার করিয়া নিহত হইতে লাগিল। এইকালে সেনা-পতি দ্রোণ সুপর্ণ ব্যূহ রচনা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সহসা আক্রমণ করিলেন। সত্যজিৎ তখন রাজাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবাণ সকল দ্রোণের শরীবে বিদ্ধ হইয়া তদীয় শোণিত পান করিতে লাগিল। দ্রোণও তাঁহার নিধনেচ্ছায় শরজাল পরিত্যাগ করিলে অদ্ভুতপরাক্রম সত্যজিৎ স্বীয় হস্তলাঘব ও সন্ধাননিপু-ণতা প্রভাবে বাণবর্ষণদ্বারা অর্দ্ধপথেই আচার্য্যের সায়কসকল ছেদন করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজানুজ শতানীক তখন সত্যজিৎকে সাহায্য

করিতে অগ্রসর হইবামাত্র দ্রোণ তাঁহাকে রথ হইতে নিপাতিত এবং দৃঢ়সেন ও ক্ষেমরাজাকে নিহত করিলেন। অনন্তর তিনি ভল্লাস্ত্রদ্বারা বসুদান, ক্ষত্রদেব ও কনিষ্ঠ পাঞ্চালতনয়কে ধরাশায়ী করিলেন। সুবাহু ও ভূতকর্ম্মা, দ্রোণের পক্ষাবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, যুযুৎসু সুবাহুর হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া তাহাকে সাংঘাতিকরূপে আহত ও নকুলনন্দন, সভাপতি ভূতকর্ম্মার বাহুদ্বয় ও শীর্ষচ্ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে নিহত করিলেন। এই সময়ে রাজা অম্বষ্ঠ, চেদীরাজকে ভূতলশায়ী করিয়া সিংহনাদ আরম্ভ করিলেন। ভীমসেন কখন অসি, কখন বাণ, কখন পরিঘ ও কখন বা গদা লইয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ সৈন্যদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। তিনি কখন তল ও মুষ্টিপ্রহারে, কখন বা গাত্রবিদলনে, কখন শিলাবর্ষণে ও কখন বা দণ্ডধর যমের ন্যায় বৃক্ষাঘাতে রথরথী সকল চূর্ণীকৃত করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ তাঁহার প্রতি অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিলে তিনি ক্রোধে উল্লম্ফনসহকারে উহা ধারণপূর্ব্বক পদাঘাতে কতশত বীরদিগকে কালকবলে নিপাতিত করিলেন। মদস্রাবী কুঞ্জরসকল তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইলেই তিনি রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক গদাহস্তে উহাদের পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে করিতে গদাদ্বারা উহাদের দৃঢ়তর কুম্ভোপরি নিদারুণ প্রহার করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন এবং কখন বা উহাদের কর ও দন্তসকল হস্তদ্বারা দৃঢ়াকর্ষণপূর্ব্বক ছিন্ন ও ভগ্ন করিয়া তাহাদিগকে নির্যাতন ও নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন এই সময়ে ভীমযুদ্ধে পরাহত হইয়া পলায়ন করিলে, প্রাগ্জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত মত্তমাতঙ্গে সমারূঢ় হইয়া ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। করিশ্রেষ্ঠ ইঙ্গিতদ্বারা প্রভুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভীমের প্রতি ধাবিত হইল এবং তাঁহার নিধনেচ্ছায় স্বীয় দীর্ঘ ও দৃঢ় শুণ্ডদ্বারা তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ভীম কিছুতেই সেই দুর্ব্বার বারণকে নিবারণ করিতে না পারিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত অঞ্জলিকাবেধনামক বিদ্যাপ্রভাবে পুনঃপুনঃ তাহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট ও বহির্গত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় হস্তী সমাগত দেখিয়া উহাতে আরোহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিলেন। এইকালে কুন্তীপুত্র রুচি পর্ব্বত-

পতি সুবর্চ্চাকে নিহত করিয়াছিলেন। ভগদত্তের এইরূপ পরাক্রম দর্শনে অর্জ্জুন সংসপ্তক যুদ্ধ হইতে অপসৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। নারায়ণীসেনাগণ তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে পরাভূত ও নিহত হইল দেখিয়া, তিনি অগ্রজকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সত্বর মৌর্ব্বী আস্ফালনপূর্ব্বক ভগদত্তের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তখন প্রখরশক্তি ইন্দ্রসখা ভগদত্তের চাপনিঃসৃত বাণপ্রভাবে পার্থের কিরীট পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেজন্য তিনি সাতিশয় রোষাবিষ্টচিত্তে কালানলসদৃশ শরে তাঁহাকে বিমোহিত ও ব্যথিত করিতে লাগিলেন। তখন ভগদত্ত গাত্রবেদনা সম্বরণপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে বধ করিবার নিমিত্ত বিশ্ববিনাশী বৈষ্ণবাস্ত্র প্রহার করিলেন। ঐ অস্ত্রতেজঃ কিছুতেই সংহৃত হইবার নহে এবং উহা বজ্রের ন্যায় নিতান্ত অব্যর্থসন্ধান। ঐ অস্ত্র জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় সর্ব্বদিক্ আলোকিত ও দগ্ধ করিতে করিতে অর্জ্জুনের প্রতি আসিতেছে দেখিয়া, কৃষ্ণ উহাকে বৈষ্ণবাস্ত্র বলিয়া জ্ঞাত হইলেন। তখন হৃষীকেশ, ব্যোমকেশের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উত্থিত হইলেন এবং অর্জ্জুনকে আবৃত করিয়া আপনারই বক্ষে উহা ধারণপূর্ব্বক উহার তেজঃসংহার করিয়া লইলেন। রাজীবলোচন কৃষ্ণ নিজ সখাকে এইরূপে রক্ষা করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন তখন উহার প্রকৃত কারণ অবগত না হইয়া, স্বীয় প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক যুদ্ধকালে শত্রুর বাণসংহরণের নিমিত্ত "উহা অন্যায় হইয়াছে," বলিয়া কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ কহিলেন, সখে! সত্য বটে, আমি যুদ্ধ না করিয়া কেবল তোমার সারথ্য করিব, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তুমি যোদ্ধারূপে বিদ্যমান থাকিতেও আমি যেজন্য যুদ্ধ করিলাম, সেই নিগূঢ় পুরাবৃত্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কোনসময়ে পৃথিবী স্বীয় পুত্র নরকরাজার কুশলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া আমার নিকট বৈষ্ণবাস্ত্রের প্রার্থনা করাতে আমি নরককে দেবাসুরগণের অবধ্য করিবার জন্য ঐ অস্ত্র "তোমার রক্ষার্থ অমোঘ হউক," বলিয়া তাহাকে দান করিয়াছিলাম। ত্রিভুবনে কোন প্রাণীই ঐ অস্ত্রতেজঃ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। নরক আমাকর্ত্তৃক নিহত হইলে পর,

ভগদত্ত উহার অধিকারী হইয়া এখন তোমার প্রতি নিক্ষেপ করিল। তুমি উহা নিবারণে অসক্ত হইবে জানিয়া আমি আমার প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ করিয়াও উহার বেগ ধারণপূর্ব্বক তোমাকে রক্ষা এবং ভগদত্তকে ঐ পরমাস্ত্রবিহীন করিলাম, অতঃপর তুমি উহাকে বিনাশ কর। অনন্তর অর্জ্জুন নারাচদ্বারা ভগদত্তের হস্তীকে বিনাশ করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণে তাঁহাকে ভিন্নহৃদয় করিলেন। তখন বিষম আঘাতে ব্যথিত হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি প্রচণ্ডবিক্রম ভগদত্ত প্রাণ-পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন গান্ধাররাজতনয় বৃষক ও অচলকে একশরে বিনাশ করিয়া মায়াযুদ্ধবিশারদ শকুনির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দিব্যাস্ত্রবেত্তা ধনঞ্জয় স্বকীয় দৈবাস্ত্রপ্রভাবে শকুনির মায়া সকল বিনষ্ট কবিলে, সে প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। এই সময়ে পাণ্ডবেরা মহোৎসাহে দ্রোণাচার্য্যকে অস্ত্রাচ্ছন্ন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দ্রোণের সাহায্যার্থ তখন তদীয় পুত্র মহাবীর অশ্বত্থামা তৎক্ষণাৎ তথায় উপনীত হইলেন এবং সৈন্যবিঘাতী নীলকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে মহাবীর নীল অশ্বথামার ভল্লাস্ত্রে ভিন্নশীর্ষ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে হইতে যামিনী সমাগত হওয়াতে সে দিবস আর যুদ্ধ হইল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রজনী প্রভাতা হইলে দ্রোণাচার্য্য দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। দশসহস্র রথী ঐ ব্যূহ রক্ষা করিতে লাগিল। তখন পাণ্ডবদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। চক্রব্যূহ দর্শনে রাজা যুধিষ্ঠির সম্মুখস্থিত অভিমন্যুকে ঐ ব্যূহ ভেদ করিয়া যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, প্রদ্যুম্ন ও অভিমন্যু ব্যতীত চক্রব্যূহ ভেদ করিতে আর কেহই সমর্থ হইত না; কিন্তু তৎকালে ঐ তিন মহাত্মার অভাবে যুধিষ্ঠির

ঐ কার্য্যে অভিমন্যুকেই নিয়োগ করিলেন, কারণ অভিমন্যু পিতা অর্জ্জুন ও মাতুল গোবিন্দের ন্যায় প্রবলপরাক্রান্ত ছিলেন। এই সময়ে অর্জ্জুন পূর্ব্বদিবসের ন্যায় দক্ষিণদিকে কৃষ্ণসারথির সহিত সংসপ্তকযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায়, এ সমস্ত বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। অভিমন্যু রাজাজ্ঞানুসারে সিংহনাদ করিয়া সেই ব্যূহ অবলীলাক্রমে ভেদ করত সবলে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন; যুধিষ্ঠির ও ভীমাদি তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক থাকিয়াও উহাতে কোনমতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন একাকী সেই ষোড়শবর্ষীয় বালক অভিমন্যু অগত্যা অকুতোভয়ে শত্রুমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মহামার আরম্ভ করিলেন। তিনি একাকী হইয়াও স্বীয় অত্যদ্ভুত শিক্ষাপ্রভাবে কৌরবপক্ষীয় বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান বীরগণকে নিবারণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি শঙ্খনাদ করত কুলালচক্রের ন্যায় চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সৌভদ্রের যুদ্ধে অবসাদ না দেখিয়া সেনাপতি দ্রোণ, কৃপাচার্য্যের নিকট তাঁহার বিস্তর সাধুবাদ করিয়াছিলেন। অভিমন্যু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকলকে নিরীক্ষণ করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বাণ ও ভল্লাস্ত্রে মহাবীর অশ্মকেশ্বর ও শল্যানুজ নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার অস্ত্রপ্রভাবে দুঃশাসন বারংবার মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। পরিশেষে তিনি কর্ণের সমক্ষেই তদীয় অনুজকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তখন সকলে তাঁহাকে কুপিত অন্তকের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে পলায়ন ও আত্মীয়গণবিরহে রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর সিন্ধুরাজতনয় জয়দ্রথ একাকী তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। এই জয়দ্রথ দুর্য্যোধনের আদেশে বনমধ্যে পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া ভীমের নিকট নিগৃহীত হওয়াতে, শিবারাধনা-দ্বারা অর্জ্জুন ব্যতীত অপর পাণ্ডবগণকে জয় করিবার বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু তথাপি স্বীয় অসাধারণ রণনৈপুণ্য, সাহস ও বীর্য্য প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে শরদ্বারা আহত করিতে লাগিলেন। দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন, দুর্ম্মর্ষণ, জয়দ্রথ ও দুর্য্যোধনাদি কৌরববীরেরা একে একে সকলেই সেই পাণ্ডবশিশুর নিকট পরাজিত হইতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে কোপভরে বসাতীয়,

কর্ণনন্দন বৃষসেন ও মদ্রেশ্বরতনয় রুক্মরথকে নিহত করিয়া কৌরবগণকে প্রমথিত করিবার নিমিত্ত স্বীয় পিতৃদত্ত মায়াময় গান্ধর্ব্ব অস্ত্রদ্বারা মায়া বিস্তার করিলেন; তাহাতে কৌরবেরা হতপ্রভ হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ গান্ধর্ব্ব অস্ত্র অর্জ্জুন পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বরাজ তুম্বুরুকে প্রসন্ন করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ অস্ত্রপ্রভাবে অভিমন্যু দশসহস্র রথীর সহিত রাজা দুর্য্যোধনকে বিকম্পিত করিয়াছিলেন। অনন্তর কুরুরাজপুত্র সুকুমারমতি প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ সমাগত হইলে, অভিমন্যু তাহার হস্ত্যশ্বরথ সকল চূর্ণীকৃত করিয়া পরিশেষে ভল্লাস্ত্রদ্বারা তাহাকে লোকান্তরে প্রেরণ করিলেন। তখন দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন উভয়ে মন্ত্রণাকরত আচার্য্যকে কহিলেন, মহাত্মন্! দেখিতেছেন কি? এই কৃতান্তোপম দুর্ব্বার অর্জ্জুনতনয় আজি আমাকে সহায়বিহীন করিতেছে, একাকী উহাকে জয় করা সুকঠিন, অতএব এখন সকলে মিলিয়া ঐ শিশুকে বিনাশ করুন। তখন দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও হার্দ্দিক্য, এই ষড়্‌রথী এককালে ঐ শিশুকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক সকলেই এককালে চতুর্দ্দিক্ হইতে অজস্র অস্ত্র বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। পর্ব্বতনিঃসৃত গৈরিকের ন্যায় তখন তাঁহার গাত্র হইতে রুধিরস্রাব প্রবাহিত হইল; তথাপি তিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে সেই প্রহারসকল সহ্য করিয়া নারাচ ও অর্দ্ধচন্দ্রাদি নিশিত শরনিকরে তাঁহাদিগকে নিবারণপূর্ব্বক রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু এতাধিক প্রহারে জর্জ্জরিতাঙ্গ হইয়াও শ্রান্ত বা ভীত হয়েন নাই। তিনি শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া গমন করিতেছিলেন, কিন্তু সিন্ধুনন্দন জয়দ্রথ সহসা তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভীমাদি বীরগণ কেহই তখন মহেশ্বরের বরপ্রভাবে তাহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, প্রত্যুত সে তাহাদিগকে অবাধে পরাজয় করিল। এই সময়ে অভিমন্যু স্বকীয় বাহুবলে রণসমাগত ক্রাথপুত্র ও মহাবীর বৃন্দারককে রণশায়ী করিলেন। অনন্তর কোশলপতি বৃহদ্বল তাঁহার বাণে ধরাশায়ী হইলেন, অপর ষটসংখ্যক সেনাপতিও নিহত হইল। ঘোরতর রণে অভিমন্যুর শরে জয়দ্রথকে ব্যথিত হইতে দেখিয়া কর্ণ, মাগধপুত্র, কুঞ্জরকেতু, মার্ত্তিকাবতিক ও ভোজ

তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে সমাগত হইলেন। সমর-দুর্ম্মদ অভিমন্যু একাকী তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া শল্যরাজাকে নিগৃহীত করিলেন। তখন দুর্য্যোধন শকুনির পরামর্শানুসারে পুনর্ব্বার ষড়্‌রথিতে বেষ্টন করিয়া উহাঁকে হনন করিতে আদেশ করিলেন। সেনাপতি দ্রোণের, শিশুর সহিত এইরূপ অন্যায় ও ধর্ম্মবিগর্হিত যুদ্ধ করা একান্তই অনভিমত ছিল; কিন্তু কি করেন, তাহা না করিলেও ত রাজা রুষ্ট ও সৈন্যসকল বিনষ্ট হয়। এই ভাবিয়া অগত্যা তিনি দুর্য্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত কর্ণাদি ষড়্‌রথিকে আহ্বানপূর্ব্বক অভিমন্যুকে নিরস্ত্র করিয়া যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর সকলে তাঁহাকে এককালে বেষ্টন করিল। জয়দ্রথ তাঁহার বহির্গমনের নিমিত্ত ব্যূহদ্বার কিছুতেই পরিত্যাগ করিল না। রথিগণ সেই সুযোগে সকলে এককালে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ ও তাঁহার শর, শরাসন ও অসি প্রভৃতি অস্ত্রসকল ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার রথও বিনষ্ট হইল। পর্য্যন্য যেমন গিরিশৃঙ্গে জলধারা বর্ষণ করে, বীরাভিমানী কৌরবসেনাপতিগণও তদ্রূপ তাঁহার বধদ্বারা অর্জ্জুনকে ক্ষোভিত ও সমুদায় পাণ্ডবগণকে সন্তাপিত করিয়া বিনাশ করিবার বাসনায় অবিরত সায়কবর্ষণ করিতে লাগিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক অভিমন্যু তখন একাকী নিরুপায় হইয়া গদাহস্তে শত্রুর প্রতি ধাবিত হইলে, রথিগণ তাহাও ছেদন করিলেন। তখন দুঃশাসনতনয় তাঁহার মস্তকে দৃঢ়রূপে গদাঘাত করাতে, তিনি সেই সমরাঙ্গনে অরাতিবল বিমর্দ্দন করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত ও বীরজনোচিত উৎকৃষ্টলোক প্রাপ্ত হইলেন। অভিমন্যু নিশ্চেষ্ট হইয়া বীরশয্যায় শয়ন করিলে, কৌরবেরা আহ্লাদ প্রকাশ ও পাণ্ডবসেনাগণ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির তখন ভ্রাতৃপুত্রের বিরহজনিত শোকাবেগ সম্বরণপূর্ব্বক বীরোচিত উৎসাহপূর্ণহৃদয়ে বীরধর্ম্ম পালনদ্বারা স্বর্গলোকনীত অভিমন্যুর নিমিত্ত সৈন্যগণকে শোক করিতে নিবারণ করিলেন। শোকসন্তপ্তচিত্ত সেনাগণ তখন তদীয় উত্তেজিত বাক্যে উৎসাহিত হইয়া জয়াশায় পুনর্ব্বার শত্রুগণের সম্মুখীন হইল। এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধে বহুতর প্রাণী হতাহত হইলে, সন্ধ্যাসমাগমে সকলেই স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া অজাতশত্রু সেই বালক অভিমন্যুকে স্মরণ করিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে সাতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে স্বেচ্ছাবিহারী ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, মহাত্মন্! বালক অভিমন্যু কেবল আমারই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধে গমনপূর্ব্বক দ্রোণাচার্য্যকৃত অভেদ্য চক্রব্যূহ ভেদ করিয়াছিল; পাপমতি কৌরবেরা অন্যায়পূর্ব্বক ষড়রথির দ্বারা অধর্ম্মযুদ্ধে তাহাকে পরাহত ও নিপাতিত করিয়াছে। এক্ষণে অর্জ্জুন ও গোবিন্দ সমাগত হইলে আমি তাঁহাদিগকে কিপ্রকারে অভিমন্যুবধবৃত্তান্ত অবগত করিব? বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ! শোক ও চিন্তা দূর কর। মৃতব্যক্তির নিমিত্ত শোক বা অনুতাপ করা বৃথা, তাহাতে তাহাদের উৎকৃষ্টগতি রোধ হইয়া থাকে। বরঞ্চ জীবিতগণের ক্লেশ দর্শনে শোক করা বিধেয়, কিন্তু বিনষ্ট প্রেতের নিমিত্ত অনুতাপ করা বৃথা। এই সংসার মৃত্যুরই প্রতিকৃতি, দেবতাদি কীট পর্য্যন্ত সকলকেই কালকবলে নিপতিত হইতে হয়। ব্যাসদেবের এবম্প্রকার সান্ত্বনাবাক্যে ধর্ম্মরাজ কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনিবর! মৃত্যু কে? এবং তাঁহার কার্য্যই বা কি? ব্যাস কহিলেন, রাজন্! পূর্ব্বে এই বিষয়ে দেবর্ষি নারদ সৃঞ্জয় রাজাকে তদীয় পুত্রবিয়োগ-কাতর চিত্তের শান্তিবিধানের নিমিত্ত যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। একদা পৃথিবীকে ভারগ্রস্থা দেখিয়া স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ক্রোধভরে এক নারী সৃষ্টি করিয়া তাহাকেই জগৎসংহারের নিমিত্ত আদেশ করেন। কিন্তু সেই নারী তাহাতে জীবগণের প্রতি করুণার্দ্র হইয়া রোদন করিতে লাগিল। ব্রহ্মা সেই নয়নবারি স্বীয় হস্তে ধারণ করিয়া রহিলেন। তখন ঐ নারী, তদ্দ্বারা যাহাতে জগতের অনিষ্ট না হয়, তজ্জন্য বহুকাল তপস্যা করিতে লাগিল। ঐ নারীর নাম মৃত্যু। ব্রহ্মা সেই মৃত্যুর তপস্যা দর্শন করিয়া কহিলেন, ভীরু! তপস্যা পরিত্যাগ কর, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে এবং তুমি প্রাণীসকল বিনষ্ট করিবে বলিয়া তোমার কোন অধর্ম্ম হইবে না; এক্ষণে তুমি প্রেতপুরে গমন কর। তোমার এই চক্ষের জল ব্যাধিরূপে জীবের প্রাণাকর্ষণ করিবে, তখন তুমি তাহাকে

আত্মনগরে আনয়নপূর্ব্বক কর্ম্মানুসারে ভোগদান করিও। অনন্তর সেই নারী মৃত্যুরূপে সকলকেই আত্মসাৎ করিতে লাগিল। রাজন্! জগতে যিনি যত কেন প্রতিষ্ঠা ও মহত্ত্ব লাভ করুন না, তাঁহাকে কালক্রমে অবশ্যই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। নারদমুনি সৃঞ্জয় রাজাকে তদ্বিষয়ে উদাহরণ দিয়া কহিয়াছিলেন, মহারাজ সৃঞ্জয়! দেখুন, পূর্ব্বকালে মহাযজ্ঞশীল মরুত্ত, সুহোত্র, পৌরব, শিবি, অদ্বিতীয়পরাক্রান্ত দাশরথি রাম, ভগীরথ, দিলীপ, মান্ধাতা, যযাতি, অম্বরীশ, শশবিন্দু ও গয়, ইহাঁরা সকলেই ধনুর্দ্ধর, অদ্বিতীয় যাজ্ঞিক ও সকল বিষয়েই নিরুপম, তথাপি ইহাঁদিগকেও কালবশে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইয়াছে। আর দেখুন, রন্তিদেবের তুল্য দাতা ও যাজ্ঞিক এবং ধনী কেহ কখনই পর্য্যবেক্ষণ করে নাই। একবিংশতি-সহস্র বলিবর্দ্দ প্রতিদিনই ইহাঁর গৃহে পাক হইত। তথাপি ভিক্ষু-কাধিক্যপ্রযুক্ত তাঁহার সূদগণ সকলকে উদরপূর্ত্তিসমর্থ গোমাংসদানে অসমর্থ হইত এবং এইমাত্র কহিত যে, অদ্য ভিক্ষুকসংখ্যা অধিক হওয়াতে একবিংশসহস্র বলিবর্দ্দেও মাংস অপর্য্যাপ্ত হইল; অতএব অদ্য তোমরা উদরপূরণার্থ অধিকপরিমাণে সূপ ভক্ষণ কর। মহারাজ! দেখুন, কালে সেই মহাযাজ্ঞিক রন্তিদেবকেও মরিতে হইয়াছে। শকু-ন্তলানন্দন ভরত ও পৃথুরাজা এবং ক্ষত্রকুলান্তক ভৃগুনন্দন রামও লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। রাজন্! এই সকল জানিয়া শুনিয়া আপনিও শোক দূর করুন। নারদ এই বলিয়া সৃঞ্জয় রাজার পুত্রশোক দূর করিয়াছিলেন। অতএব যুধিষ্ঠির! তুমিও তদ্রূপ ঐ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া অধুনা অভিমন্যুর বিরহ-জনিত শোক দূর কর। রাজা যুধিষ্ঠির এই-রূপে পিতামহ বেদব্যাসের নিকট উপদিষ্ট হইয়া অভিমন্যুর নিমিত্ত শোক ও চিত্তোদ্বেগ দূর করিলেন। সমস্ততত্ত্বদর্শী ব্যাসও তথা হইতে অন্ত-র্হিত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

এদিকে রণবিজয়ী ধনঞ্জয় দক্ষিণসীমা হইতে সংসপ্তকদিগকে নির্ম্মূলিত করিয়া সায়ংসমাগমে শিবিরে প্রত্যাগমনোন্মুখ হইলেন। তিনি বিবিধ অনিমিত্তদর্শনে ব্যাকুলিত হইয়া মনে মনে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনিষ্টাশঙ্কা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় শিবিরে উপনীত হইলে, অন্যান্য দিবসের ন্যায় সে দিবস কেহই আর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল না। সকলেই তখন শোকসন্তপ্তচিত্তে অবস্থিত এবং পুত্রনিধন শ্রবণে পার্থ কি করিবেন, এই চিন্তায় ম্রিয়মাণ ছিল। অপ্রিয় বিষয় সহসা পরিজ্ঞাত করা কর্ত্তব্য নহে, এই বিবেচনায় সাহসপূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে কেহই আর অভিমন্যুসম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারে নাই। অর্জ্জুন শিবিরে প্রবিষ্ট হইলে পূর্ব্বের ন্যায় সে দিবস কেহই তাঁহার প্রত্যুদ্গমনও করিল না এবং তিনিও তখন সকলকেই ম্রিয়মান দেখিয়া সাতিশয় চিন্তিত ও উদ্বিগ্নমনা হইলেন। অনন্তর একে একে সকলকেই নিরীক্ষণ করিলেন, কিন্তু কেবল বীর্য্যশালী প্রিয়দর্শন পুত্র অভিমন্যুকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি অনুভবে তাঁহার সংগ্রামপতন অবগত হইয়া সাতিশয় শোক করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ ও রাজা যুধিষ্ঠির ব্যতীত কেহই এই সময়ে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে সাহসী হইলেন না। অনন্তর ধনঞ্জয় শোকাকুলিতচিত্তে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! কিরূপে আমার অভিমন্যু নিহত হইল এবং কেই বা আজি কৃতান্তনগরের অতিথি হইবার নিমিত্ত অকালে সেই শ্রীমান্ সৌভদ্রকে লোকান্তরিত করিল? তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যুদ্ধবৃত্তান্ত অবগত করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! অজাতশত্রু অমিতপরাক্রম কিশোর অভিমন্যু আমার নিমিত্ত প্রথমতঃ সেই রণস্থলে সম্মুখসমরে অসংখ্য বীরদিগকে নিপাতিত করিয়া, পরিশেষে প্রত্যাগমনকালে দুর্ব্বৃত্ত সিন্ধুদেশাধিপতিকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ ও ষড়রথিদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পশ্চাৎ রিপুপ্রহরণে বীরের ন্যায় প্রাণপরিত্যাগপূর্ব্বক বীর-

জনগম্য উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছে। শত্রুগণ এইরূপ অন্যায়পূর্ব্বক তাহারে নিহত করাতে দেবগণও তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। দুরাত্মা জয়দ্রথ তাহাকে ব্যূহদ্বারে অবরোধ ও মহেশ্বরের বরপ্রভাবে আমাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। ব'লিতে কি, সেই নরাধমই তাহার বধের মূল কারণ,—আমরা কেবল তাহারই অত্যাচারে অধুনা এই অনিবার্য্য শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। অর্জ্জুন, অভিমন্যুর পরাক্রম শ্রবণে যেরূপ আহ্লাদিত হইলেন, অন্যায় সমরে তাহাকে নিহত শ্রবণ করিয়া ততোধিক দুঃখিত ও বিষণ্ণচিত্ত হইয়াছিলেন। তখন তিনি ক্ষোভে ও রোষে আবিষ্ট হইয়া, সকলের সম্মুখেই এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন, দেখ, পূর্ব্বে আমি অভিমন্যুকে যত্নপূর্ব্বক চক্রব্যূহ ভেদ ও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে শিক্ষা করাইয়াছিলাম, কিন্তু সে উহার নিগমোপায় অবগত ছিল না; সেই জন্যই সে মহাবীর হইয়াও আত্মরক্ষায় সমর্থ হয় নাই। যে সকল বীরেরা অন্যায়পূর্ব্বক তাহাকে বধ করিয়াছে, আমি একে একে তাহাদিগকে অবশ্যই যমালয়ে প্রেরণ করিব। দুরাত্মা জয়দ্রথ তাহাকে ব্যূহদ্বার হইতে নির্গত হইতে দেয় নাই, তজ্জন্য অদ্য আমি তাহার বধের নিমিত্ত সর্ব্বজনসমক্ষেই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, জয়দ্রথ যদি এই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শরণ না লয়, অথবা প্রাণভয়ে কোথাও পলায়ন না করে, তাহা হইলে কল্য সূর্য্যাস্তের মধ্যে আমি তাহাকে শাণিতশরনিকরে দ্বিধা করিয়া অর্কতনয় কৃতান্তের প্রজাসংখ্যা বর্দ্ধিত করিব। কল্য আমি সেই পুত্রহা নরাধমকে বধ করিতে না পারিলে, স্বয়ংই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্জ্জুন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে, দুরাত্মা জয়দ্রথ চরমুখে তাহা অবগত হইয়া ভীত হইল এবং সে দুর্য্যোধনের নিকট তদ্বিষয় বিজ্ঞাপন করত কহিল, মহারাজ! এক্ষণে আপনি হয় আমাকে পলায়নের অনুমতি দান, না হয় শীঘ্র কোনরূপে আমার রক্ষার উপায় বিধান করুন; নতুবা পুত্রশোক-বিহ্বল অর্জ্জুন নিশ্চয়ই আমার প্রাণনাশ করিবে। তখন রণ-কর্ম্মসাধনতৎপর দুর্য্যোধন সমুদায় রাজগণের সহিত তাঁহাকে রক্ষা করিবার আশ্বাস প্রদান করিলেন। জয়দ্রথ তখন পুনর্ব্বার দ্রোণের নিকট

উপনীত ও তাঁহার শরণাগত হইলে, দ্রোণ তাঁহাকে অভয়প্রদান করিয়া কহিলেন, সিন্ধুরাজতনয়! তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি নির্ভয়ে অবস্থিতি কর; অর্জ্জুন সাতিশয় বলদীপ্ত হইলেও সে আমার প্রভাবে কখনই তোমাকে প্রাপ্ত হইবে না। কল্য আমি এরূপ এক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিব যে, ধনঞ্জয় তাহাতে কোনমতেই প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। কৃষ্ণ লোকমুখে কৌরবদিগের এই সমস্ত গুপ্ত বিষয় অবগত হইয়া শোক ও রোষবিলোড়িতচিত্ত অর্জ্জুনকে উহা বিদিত করত কহিলেন, সখে! তুমি আমার সহিত এই সকল বিষয়ের যুক্তি না করিয়া ধৃষ্টের ন্যায় এককালে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভাল কর নাই। অর্জ্জুন কহিলেন, বাসুদেব! তুমি জয়দ্রথবধের নিমিত্ত কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না; কল্য তুমি আমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিবে। সে জলগর্ভে প্রবেশ কিম্বা মহেন্দ্রনিকেতনে লুকায়িত হইলেও আমি কল্য অবশ্যই তাহাকে কৃতান্তপুরে প্রেরণ করিব।

যাহা হউক, এইরূপ কথোপকথন ও চিন্তাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেই রাত্রি পাণ্ডবেরা প্রায় জাগরণেই অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পুত্রশোককাতরা সুভদ্রা ও স্বামিশোকবিধুরা উত্তরার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন। প্রিয়জন-বিয়োগকাতরা সেই বালাগণের বিলাপোক্তি শ্রবণে সহসা তাঁহার ক্ষোভ ও ক্রোধোদয় হওয়াতে, তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিবেন বলিয়া নিজ সারথি দারুকের প্রতি পর দিবস প্রত্যূষেই অস্ত্রশস্ত্র সহিত স্বীয় রথ প্রস্তুত রাখিতে আদেশ করিয়া স্বহস্তে অর্জ্জুনের শয়নার্থ শয্যা রচনা করিয়া দিলেন। অর্জ্জুন রজনীশেষে সুপ্তাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যেন, কৃষ্ণ তাঁহার নিকটে সমাগত হইলেন এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বাসুদেব! তুমি জগতের নাথ, এক্ষণে জয়দ্রথবধরূপ প্রতিজ্ঞায় আমি কিরূপে উত্তীর্ণ হইব? কৃষ্ণ কহিলেন, সখে! পূর্ব্বে ভূতভাবন্ ভগবান পশুপতি তোমাকে যে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই স্মরণ কর; অথবা যদি উহা বিস্মৃত হইয়া থাক, তাহা হইলে, এখনই মহেশ্বরের পুনরারাধনা কর।

তখন অর্জ্জুন যেন কৃষ্ণের সহিত হিমপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক আরাধনা-দ্বারা মহেশ্বরকে প্রাপ্ত হইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া, ব্যবহার ও মন্ত্রের সহিত সেই অস্ত্র তাঁহাকে প্রদান করিয়া কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি আমার প্রসাদে কল্য নিশ্চয়ই শত্রুনিধন করিবে।

অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে, ধর্ম্মনন্দন জাগ্রত হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য সকল সমাধা করত উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণ ও অন্যান্য বীরগণ তথায় সমাগত হইয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন তাঁহার পাদবন্দন করত তাঁহাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত করিলে, তিনি প্রীতমনে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমি ত্বদীয় বাহুবলে এই যুদ্ধে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব। অদ্য জয়দ্রথ নিতান্তই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয়গণের নিরানন্দ উপস্থিত করিবে। অনন্তর সুনিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া ধনঞ্জয় যথাসময়ে রথে আরোহণকরিলেন। কৃষ্ণও দ্বিগুণতর উৎসাহে কশাহস্তে তাঁহার অশ্বচালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধনঞ্জয় দেবদত্ত ও কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য প্রধ্মাপিত করিয়া শত্রুগণের ভয় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি ও প্রদ্যুম্ন অর্জ্জুনের আদেশে রাজা যুধিষ্ঠিরের রক্ষাবিধানে তৎপর হইলেন। অর্জ্জুন কৌরবমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন যে, আচার্য্য দ্রোণ দৈর্ঘ্যে চতুর্ব্বিংশতি ক্রোশ ও পশ্চাতার্দ্ধে দশক্রোশ বিস্তৃত এক শকটব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া কৌরবদিগকে অভয়প্রদান করত স্বয়ং উহার পুরো-ভাগেই বিরাজ করিতেছেন এবং জয়দ্রথ ঐ স্থান হইতে প্রায় ছয়ক্রোশ পশ্চাতে সৈন্যগণের সহিত অবস্থান করিতেছে। তখন অর্জ্জুন বাণদ্বারা বিপক্ষসৈন্য লণ্ডভণ্ড ও শ্রেণীচ্যুত করিয়া, কৃষ্ণের আদেশে দ্রোণাচার্য্যকে বিনীতভাবে কহিলেন, গুরো! অশ্বত্থামার ন্যায় আমিও আপনার রক্ষণীয়। তাত! এক্ষণে আমার কুশলার্থ ব্যূহদ্বার পরিত্যাগ করিয়া আমাকে প্রতিজ্ঞায় মুক্ত করুন, আমি অদ্য পুত্রবিদ্বেষী জয়দ্রথকে শমন-ভবন প্রদর্শন করিব। অর্জ্জুনের বিনীত কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া দ্রোণ হাস্যমুখে কহিলেন, বৎস! সিন্ধুপতি অদ্য আমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন, অতএব তুমি আমাকে জয় না করিয়া কিপ্রকারে তাঁহাকে

প্রাপ্ত হইবে? তখন অর্জ্জুন কুপিত হইয়া উপরোধ পরিহারপূর্ব্বক তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের রৌদ্র বাণে লক্ষ লক্ষ বীর, পর্ব্বতচ্যুত দ্রুমরাজির ন্যায় গজ ও অশ্ব হইতে নিপতিত হইয়া ধরাশয়ন করিতে লাগিল। তৎকালে অর্জ্জুন কুপিত অন্তকের ন্যায় অরাতিগণের নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে দ্রোণার্জ্জুনে বহুক্ষণস্থায়ী ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। কৃষ্ণ তখন বেলাতিরিক্ত হইল দেখিয়া দ্রোণকে অতিক্রমপূর্ব্বক অন্য-দিকে রথ চালনা করত জয়দ্রথের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণ কহিলেন, পরন্তপ ধনঞ্জয়! তুমি কখন শত্রুজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও না, আজ তবে কেন আমাকে পরাস্ত না করিয়া গমন করিতেছ? অর্জ্জুন কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি অজেয় ও আমার গুরু, আপনি ত কদাপি আমার শত্রু নহেন। ধনঞ্জয় এই বলিয়া দ্রুতগমন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে যে সকল বীরগণ অস্ত্রধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে গমনে বাধা প্রদান করিতে লাগিল, তিনি সেই সকলকেই প্রচণ্ড বাণে বিদ্ধ করিয়া, কাহাকে হত, কাহাকে আহত ও কাহাকেও বা বিতাড়িত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। বরুণনন্দন শ্রুতায়ুধ অতি বীর ছিলেন, ইনি শীততোয়া পর্ণাশা নদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। একদা পর্ণাশা পুত্রকে সমরে অজেয় করিবার অভিলাষে বরুণের নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি উহাকে এক শত্রুবিজয়িনী গদা প্রদান করিয়া কহিয়াছিলেন, বৎস! ইহারই প্রভাবে তুমি সর্ব্বত্র বিজয়ী হইবে; কিন্তু সংগ্রাম-পরাঙ্মুখ কোন শত্রুর প্রতি ইহা আঘাত করিলে সেই শত্রু হত না হইয়া তদ্বিপরীতে উহার প্রতিঘাতে তুমি স্বয়ংই যে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। সেই শ্রুতায়ুধ এক্ষণে দুর্য্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত রণত্যক্ত কৃষ্ণের প্রতি ঐ গদাঘাত করাতে, বরুণপ্রোক্ত বাক্যানুসারে উহাতে কৃষ্ণের কিছুমাত্র অনিষ্ট না হইয়া বরং উহা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহাকেই সংঘাতিকরূপে আহত ও নিহত করিল। অনন্তর কাম্বোজরাজপুত্র সুদক্ষিণ কুপিত হইয়া অর্জ্জুনের পথ অবরোধ করিল। অর্জ্জুন বাণদ্বারা তাহার সমুদায় বল

বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে তাহারও মস্তকচ্ছেদন করিলেন। এইরূপে তাঁহার ঐন্দ্রাস্ত্রপ্রভাবে শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু নামে মহাবীরদ্বয় সসৈন্যে নিহত হইয়াছিল। তৎপরে তাহাদিগের তনয় নিয়তায়ু ও দীর্ঘায়ুও তদীয় গাণ্ডীবনির্ম্মুক্তশরে নির্ভিন্নগাত্র হইয়া অচিরেই ধরাপৃষ্ঠে অন্তিমশয্যায় শয়ন করিল। এইরূপে মাতঙ্গ যেমন নলবন বিনষ্ট করে, কৃষ্ণসহায় ধনঞ্জয়ও তদ্রূপ ক্ষত্রিয়দিগকে নিহত করিয়া জয়দ্রথের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ অম্বষ্ঠ কুপিত হইয়া গদাহস্তে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুন তাহাকেও বধ করিয়া সুহৃদ্‌গণের আনন্দ-বর্দ্ধন করিলেন। তদ্দৃষ্টে দুর্য্যোধন অভিমানবশে দ্রোণের নিকট এই সকল অভিযোগ করিয়া, আপনাকে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরাজিত ভাবিয়া অনুতাপ ও রোদন করত দ্রোণকে অর্জ্জুনবধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। তখন দ্রোণ তাহাকে কোনমতে আশ্বস্ত করিয়া অর্জ্জুন হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহার অঙ্গে দিব্য এক অজেয় রক্ষাকবচ বন্ধন করিয়া দিলেন। কথিত আছে যে, সেই কবচপ্রভাবে রিপুগণের প্রহারে অক্ষত থাকিয়া যুদ্ধ করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে বৃত্রাসুরকে বধ করিবার নিমিত্ত ভূতভাবন ভগবান্ ভূতনাথ উহা মহেন্দ্রকে দান করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহা হইতে অঙ্গিরা, তদনন্তর তৎপুত্র বৃহস্পতি, বৃহস্পতি হইতে অগ্নিবেশ্য ও তৎপরে তাঁহা হইতে দ্রোণ উহা প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে দুর্য্যোধনকে দান করিলেন। কবচ লাভে কুরুপতি আপনাকে বলশালী ও অর্জ্জুনকে নিহত বিবেচনায় তাঁহার প্রতি অনতিবিলম্বে ধাবিত হইলেন। রণবিশারদ সুচতুর ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের কবচ লাভ অবগত হইয়া তৎসহ সতর্কতার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি বিশেষ দক্ষতা ও চাতুর্য্যের সহিত কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজয় ও বিতাড়িত করিলে, যুগপৎ ভয় ও লজ্জায় তাঁহার হৃদয় আক্রান্ত হইল। তখন দ্রোণাচার্য্য রোষাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত ভীরুজনভয়াবহ যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার বাণে আকুলিত হইলে, যুযুধান তাঁহাকে রক্ষা

করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে সেই ভারতীযুদ্ধ অনিয়মিতরূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল। ধনঞ্জয় মনোমারুতগামী রথে কৃষ্ণকর্তৃক পরিচালিত হইয়া কৌরবচমূ বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার অশ্বগণ পরিশ্রান্ত শল্যবিদ্ধ ও পিপাসিত হইলে, কৃষ্ণ তাহাদিগকে বিশল্য ও তাহাদিগের শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত জলপান করাইতে ব্যগ্র হইয়া রথ হইতে ভূমে অবতরণ করিলেন। তখন অবসর ভাবিয়া অবন্তিদেশীয় মহাবল বিন্দ ও অনুবিন্দ অর্জ্জুনের প্রতি হেমপুঙ্খ সায়ক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় অর্দ্ধপথেই তাহাদের বাণ ছেদন করত ভল্ল ও নারাচাদি অস্ত্রদ্বারা তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নিপাত করিলেন। অনন্তর তিনি রথ হইতে অবরোহণ করিলে, কৃষ্ণ প্রীতিবিশতঃ স্বহস্তে তদীয় অশ্বগণের সেবা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে আতপ নিবারণের নিমিত্ত অর্জ্জুন বাণদ্বারা আগার নির্ম্মাণপূর্ব্বক অশ্বগণকে বিশ্রামার্থ তন্মধ্যে লইয়া গেলেন এবং কৃষ্ণ তখন উহাদিগকে তৃষ্ণাতুর দেখিয়া ইতস্ততঃ জলান্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সন্নিকটপ্রদেশে কোথাও নদী, হ্রদ, সরসী, নির্ঝরিণী, তড়াগ বা কূপাদি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন ধনঞ্জয় স্বীয় বাণদ্বারা পাতাল ভেদকরত তথায় দিব্য এক সরোবর প্রকাশ করিলেন। অনন্তর অশ্বগণ বিগতক্লম হইলে পুনর্ব্বার রথে যোজিত হইয়া পূর্ব্ববৎ মনোবেগে গমন করিতে লাগিল। তখন জয়লোলুপ দুর্য্যোধন পুনর্ব্বার সব্যসাচীর সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। দুর্য্যোধন কবচ সত্ত্বেও ভূয়োভূয়ঃ অর্জ্জুনকর্তৃক পরাজিত হইতে লাগিল দেখিয়া, দ্রোণ ক্রোধে অধর দংশনপূর্ব্বক শরাসন কম্পিত করিয়া বাণবর্ষণদ্বারা পাণ্ডবসৈন্য প্রমথিত করিতে লাগিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ংই তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মূর্চ্ছিত করিলেন। অনন্তর সংজ্ঞা লাভের পর সেনাপতি দ্রোণ কালানলসদৃশ বাণে যুধিষ্ঠিরের অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিলেন; তাহাতে ধর্ম্মরাজ, পাছে দ্রোণের বশীভূত হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় সত্বর সহদেবের রথে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। তখন বৃহৎক্ষেত্র, সেই দুর্ব্বিসহ দ্রোণযুদ্ধে অগ্রসর

হইয়া ক্ষেমধূর্ত্তিকে ও চেদীরাজ ধৃষ্টকেতু, বীরধন্বাকে নিপাত করিলেন। সহদেব নিরমিত্রকে, সাত্যকি মগধরাজনন্দন ব্যাঘ্রদত্তকে এবং সহদেব-তনয়, সৌমদত্তিকে নিধন করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গনন্দন অলম্বুষ রাক্ষস ভীমের সহিত লোমহর্ষণ মায়াযুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রবলপরাক্রান্ত ভীমসেন স্বীয় ত্বাষ্ট্র অস্ত্রপ্রভাবে তাহার মায়ার সহিত তাহাকে বিদূরিত করিলেন। কিন্তু ঐ দুরাত্মা পুনর্ব্বার আসিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত হইলে, হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ কুপিত হইয়া তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করিল। রাক্ষস অলম্বুষ তখন বিস্ফুটিতাঙ্গ ও চূর্ণিতাস্থি হইয়া সদলে প্রাণপরিত্যাগ করিল। অনন্তর দ্রোণ সাত্যকিকে আক্রমণ করিলে, যুধিষ্ঠির তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্রোণ এই সময়ে পাঞ্চালদেশীয় পঞ্চবিংশতি রথী ও সেনাপতিকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

এদিকে ধনঞ্জয় জয়দ্রথকে অন্বেষণপূর্ব্বক কৌরবব্যূহমধ্যে অস্ত্র বর্ষণ করত লক্ষ লক্ষ সেনা বিনষ্ট করিয়া সুখে বিচরণ করিতেছেন, যুধিষ্ঠির এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া তাঁহার নিমিত্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্নমনা হইলেন। তখন তিনি সাত্যকিকে তদুদ্দেশে গমন করিতে আদেশ করিলেন। অর্জ্জুন সাত্যকিকে তাঁহার রক্ষার নিমিত্তই তাঁহার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তদীয় আজ্ঞানুসারে অর্জ্জুনের উদ্দেশে গমনে অসম্মত হইলে, তিনি তথাপি তাঁহাকে তথায় গমন করিতে পুনঃপুনঃ অনুজ্ঞা করিলেন। সাত্যকি তখন অগত্যা ভীমসেনের হস্তে রাজার রক্ষার ভার সংন্যস্ত করিয়া আদিষ্টানুসারে অর্জ্জুনোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। পথে কৌরবেরা তাঁহার গমনে বাধা প্রদান করত তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন তিনি বাণদ্বারা বিপক্ষ সৈন্যদিগকে বিসংজ্ঞ করিলে, চারিদিকে অশিব কোলাহল সমুত্থিত হইল এবং তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া অশ্ববারণ সকল অবিশ্রান্ত মূত্রপূরিষ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। যুযুধানের এবম্প্রকার বীরত্ব দর্শনে মহাবীর জলসন্ধ গজযূথে পরিবৃত হইয়া বীরদর্পসহকারে তাঁহার সম্মুখীন হইবামাত্র, তিনি প্রচণ্ড আঘাতে তাহার সমুদায় বল বিনষ্ট ও সমরপরাঙ্মুখ করিয়া গজের সহিত তাহাকেও লোকান্তরে প্রেরণ করিলেন। অন-

ন্তর তিনি মহামাত্র ও সুদর্শননামক বীরদ্বয়কে সসৈন্যে নিহত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এই হেতু সাত্যকির প্রত্যামনের বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের সংবাদপ্রাপ্তির নিমিত্ত আরও উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন তিনি পুনর্ব্বার ভীমসেনকে তদুদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। ভীম গমন করিতেছেন দেখিয়া, কৌরবেরা তাঁহার নিধনেচ্ছায় তাঁহাকে পরিবেষ্টন করত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে অলাত-চক্রের ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করত অস্ত্রদ্বারা শত্রুদিগকে অপসারিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাবীর কর্ণ বারম্বার তাঁহার সহিত যুদ্ধ করত কখন পরাহত হইয়া বৃষসেনের রথারোহণপূর্ব্বক পলায়ন ও কখন বা তাঁহাকে পরাভব ও অধিকৃত করিয়াও, কুন্তীর নিকট নিজ প্রতিজ্ঞাবাক্য স্মরণ-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ভীমও ঐরূপে তাঁহাকে স্বায়ত্ত করিয়া অর্জ্জুনের সত্যরক্ষার নিমিত্ত পুনরায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে ভীমকর্ম্মা বৃকোদরকে সমরক্রীড়ায় অবস্থিত দেখিয়া সাত্যকি তাঁহার সহায়তায় অগ্রসর হইলেন। ভীম এই সময়ে অন্তকের ন্যায় রোষ-কষায়িত লোচনে গদাঘাতে কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সপ্তদশ ভ্রাতাকে গত-জীবিত করিলেন। সেই দিবস অলম্বুষ রাজা সাত্যকিকে আক্রমণ করাতে, সাত্যকি সেই সঞ্জাতরণকণ্ডু রাজাকে আশু নিপাত করেন। তদনন্তর অর্জ্জুন, সাত্যকি ও ভীমের রথ নিকটবর্ত্তি দর্শনে রাজা যুধিষ্ঠিরের কল্যাণ সমাচার জানিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইলে, ভগবান্ বাসুদেব সুমিষ্ট বাক্যদ্বারা তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য অপসারিত করিলেন।

অনন্তর বৃষ্ণিবংশপ্রবীর কৃষ্ণসখা যুযুধানের সহিত ভূরিশ্রবার সর্ব্ব-লোকভয়ঙ্কর ঘোরতর রক্তবিস্রাবী যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে সাত্যকি, ভূরিশ্রবাকর্তৃক পরাভূত ও পাদপ্রহারিত হইলেন; সুতরাং ভূরিশ্রবা তখন তাঁহাকে অসক্ত জানিয়া তাঁহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক দ্যুতি-মান অসিদ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদনের উপক্রম করিলেন। তদ্দর্শনে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ভূরিশ্রবার হস্ত ছেদন করিতে পরামর্শ দান করেন। ধনঞ্জয় দূরহইতে লক্ষ্য করিয়া বাণ পরিত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত অপ্রতিহত ও অনিবার্য্য শরে অসির সহিত সোমদত্তপুত্র

ভূরিশ্রবার হস্ত দ্বিধাকৃত হইল। তখন সে অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিলে, অর্জ্জুনও তাঁহাকে ন্যায়সঙ্গত বাক্যে ভৎ‍সনা করিয়া কহিলেন, বীর! তুমি আত্মরক্ষার পথ না রাখিয়া অসাবধানে শত্রুনিধনে উদ্যত হওয়াতে আমাব এই অলক্ষিতশরে অদ্য হস্তশূন্য ও অকর্ম্মণ্য হইলে। অনন্তর অর্জ্জুন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ও জনার্দ্দন তাঁহাকে সাযুজ্য মুক্তিদানে সম্মত হইলে, তিনি বিষণ্ণমনে তৎক্ষণাৎ যোগাবলম্বন করিলেন। সেই সময়ে সাত্যকি বৈরনির্যাতন বাসনায় তাঁহার কেশ ধৃত করিয়া তীক্ষ্ণ কৃপাণদ্বারা তাঁহার মস্তক দ্বিধা করিলেন। মহারাজ! সাত্যকি শত্রুগণের অজেয় হইয়াও যে ভূরিশ্রবার নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন। কৃষ্ণজননী দৈবকীর স্বয়ম্বরকালে সাত্যকির পিতা শিনি, বসুদেবের সহিত ঐ কুমারীর পরিণয়সম্পাদনার্থ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া গৃহগমনোদ্যত হইলে, ভূরিশ্রবার পিতা সোমদত্ত তাঁহার সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলেন; তাহাতে শিনি, সোমদত্তকে বলপূর্ব্বক পরাজয় ও পদাহত করিয়া গমন করিলে, পরাজিত সোমদত্ত লজ্জা ও ক্রোধাবেশে উহার প্রতিশোধের নিমিত্ত মহেশ্বরের আরাধনা করেন। অনন্তর মহেশ্বর তাঁহাকে বরদানে কৃতোদ্যত হইলে তিনি প্রার্থনা করিলেন যে, আমার পুত্র যেন শিনিপুত্রকে সমরাঙ্গনে পদবিদলিত ও তাঁহার কেশাকর্ষণ করে। মহেশ্বরের বরপ্রভাবেই সাত্যকি সোমদত্তের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অজেয়ত্বনিবন্ধন তিনিই আবার সেই ভূরিশ্রবাকে নিহত করেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

এদিকে বেলা অবসান হইতেছে দেখিয়া, কৃষ্ণ জয়দ্রথের উদ্দেশে রথপরিচালন করিলেন এবং অনতিদূরে রথিগণপরিবৃত সেই সিন্ধু-রাজকে প্রাপ্ত হইয়া ভীষণস্বরে পাঞ্চজন্য নিনাদিত করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ অর্জ্জুনের রথ সমাগত দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া বাতবিকম্পিত,

তরুর ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। তখন দুর্য্যোধন সূতপুত্রকে কহিল, কর্ণ! ভাস্কর লোহিতবর্ণ হইয়াছে, আর অল্পক্ষণেই অস্তমিত হইবেন। দেখ, তাহা হইলে অর্জ্জুন স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে দিবাভাগে জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারিয়া আর তাহাকে গ্রহণ করিবে না, সুতরাং দিবাবসানে সে আপনিই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে; অতএব এই সময়ে তুমি মহাবীর রথিগণে পরিবৃত হইয়া এরূপ যুদ্ধ আরম্ভ কর, যেন সেই সময়ের মধ্যে অর্জ্জুন কিছুতেই জয়দ্রথকে প্রাপ্ত না হয় এবং দিবাকর অনায়াসে ঐ সময়ের মধ্যে অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করেন। কর্ণ এইরূপে দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ধনঞ্জয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ধনঞ্জয় প্রাণপণে আত্মসমর্থন ও শত্রুনিধন করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই যুদ্ধে শতসহস্র নরমুণ্ড সমরক্ষেত্রে বিকীর্ণ হইতে লাগিল। যাহা হউক, এইরূপ যুদ্ধে অনেক সময় গত হইতেছে দেখিয়া, কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যোগমায়া আশ্রয়পূর্ব্বক দিক্‌সকল সন্ধ্যার ন্যায় তমসাচ্ছন্ন করিলেন, তাহাতে সকলেই দিবাবসান ও সায়ংসমাগম মনে করিয়া হর্ষিত হইতে লাগিল। জয়দ্রথও অর্জ্জুন হইতে আর কোন আশঙ্কা নাই ভাবিয়া বহির্গত হইল এবং দিবাকর আর কিছুমাত্র লক্ষ্য হয় কি না, ইহা দেখিবার নিমিত্ত ক্ষণে ক্ষণে আনন উন্নমিত করিয়া আকাশমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই সুযোগে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, সখে! এই অন্ধকার প্রকৃত রাত্রি নহে, ইহা কেবল তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার মায়ামাত্র; জয়দ্রথ বধ হইলে আশু ইহা পুনর্ব্বার অপসারিত হইবে এবং অন্ধকার বিগত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার দিবাকরকে প্রকাশিত করিবে। এক্ষণে তোমার আর কোন চিন্তা নাই, তুমি নিঃশঙ্কভাবে শত্রুবিনাশ কর। ঐ দেখ, জয়দ্রথ তোমার সম্মুখেই আগমন করিতেছে এবং মস্তক উন্নমিত করিয়া আকাশমার্গ নিরীক্ষণ করিতেছে। তুমি সাবধানে বাণদ্বারা উহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেল; কিন্তু সাবধান, উহার ছিন্নশীর্ষ যেন ভূমে নিপতিত না হয়। ঐ দুরাত্মার পিতা ত্রিলোকবিশ্রুত বৃদ্ধক্ষত্র পুত্রস্নেহনিবন্ধন জ্ঞাতিমধ্যে এই-

রূপ সত্য আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিল যে, যে কেহ আমার এই পুত্রের মস্তক ভূমে নিপাতিত করিবে, তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূম্যবলুণ্ঠিত হইবে। অতএব সখে! তোমার তীব্রশরে উহার মস্তক মৃত্তিকাস্পর্শ করিলে, নিশ্চয়ই তোমাকে শমনসদনে গমন করিতে হইবে। উহার পিতা বার্দ্ধক্যহেতু উহাকে রাজ্যপ্রদান করিয়া এই কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে সমন্তপঞ্চকনামক তীর্থে বসিয়া তপস্যা করিতেছে। এক্ষণে তুমি দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে অলক্ষিতভাবে উহার মুণ্ডচ্ছেদনপূর্ব্বক উহার পিতৃ-অঙ্কে নিপাতিত কর; তাহাহইলে তুমি নিরাপদে সকল শত্রুই প্রশমিত করিতে পারিবে। এইরূপে ধনঞ্জয় কৃষ্ণের আদেশে অশনিসদৃশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শর আকাশে উদ্ভাসিত হইয়া জয়দ্রথের মস্তক হরণ করিল। তখন তিনি পুনর্ব্বার বাণদ্বারা চালিত করিয়া সেই মস্তক উহার পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের অঙ্কে নিপাতিত করিলেন। সেই কালে সিন্ধুপতি বৃদ্ধ বৃদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার অঙ্কে উহা পতিত হইবামাত্র তিনি চমকিত হইয়া উহা ভূমে নিক্ষেপ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তদীয় বাক্যানুসারে তদীয় মস্তকই শতধা বিদীর্ণ হইয়া ভূপতিত হইল। এইরূপে জয়দ্রথবধ হইলে কৃষ্ণ, সেই মায়া বিদূরিত করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আবার লোহিত দিবাকর সকলের প্রত্যক্ষ হইল এবং তখন সকলে চমৎকৃত হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। সিন্ধুপতি এইরূপে প্রতারিত ও অষ্ট অক্ষৌহিণী বাহিনীর সহিত নিহত হইলে, পাণ্ডবদিগের হর্ষ ও কৌরবগণের দুঃখের আর অবধি রহিল না।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন জয়দ্রথবিরহে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি হায়, "আমি পাণ্ডববিরোধী হইয়া কি করিলাম!" বলিয়া পুনঃপুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রোধভরে হতাবশিষ্ট সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন যুধিষ্ঠির তদীয় বাহিনী বিমথিত করিয়া তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্র বাণে দৃঢ়রূপে বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মের বাণে অধর্ম্মী দুর্য্যোধন ভয়ানকরূপে আহত হইল এবং সকলে তাঁহাকে

মৃত বলিয়া অনুমান করিতে লাগিল। কুরুরাজের বিপত্তিদর্শনে আকুলিত মনা দ্রোণ, যুধিষ্ঠিরকে ধৃত করিবার নিমিত্ত প্রযত্নাতিশয়সহকারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যে কেহ তখন দ্রোণের বিরুদ্ধে উদায়ুধ হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল, দ্রোণ একে একে তাহাদের সকলকেই বিমথিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই যুদ্ধে দ্রোণ শিবিরাজাকে নিহত ও ভীম কলিঙ্গরাজপুত্রকে মুষ্ট্যাঘাতে নিপাত করেন। অনন্তর তিনি তাঁহার অনুজ ধ্রুবকে এবং অসিদ্বারা জয়রাতকেও বিনাশ করিলেন। ভীমকর্ম্মান্বিত ভীম কোপাতিশয্যবশতঃ দুর্ম্মদ ও দুষ্কর্ণকে পদাঘাতে প্রোথিত ও মুষ্ট্যাঘাতে নিপাতিত করিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল ঘোরতর যুদ্ধ হইলে ভীমনন্দন ঘটোৎকচ রথারোহণে অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসের মায়াপ্রভাবে কৌরবেরা হতবল ও লণ্ডভণ্ড হইতে লাগিল। প্রচণ্ডবিক্রম অশ্বত্থামা স্বীয় শিক্ষাপ্রভাবে রাক্ষসের মায়া বিদূরিত করিয়া তাহার সম্মুখেই তদীয় পুত্র অঞ্জনপর্ব্বাকে বিনষ্ট করিলেন। তখন পুত্রকে নিহত হইতে দেখিয়া কুপিতান্তকসদৃশ ঘটোৎকচ গর্জ্জন সহকারে লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। অশ্বত্থামা লক্ষ লক্ষ রাক্ষসসৈন্য ও সুরথ, শত্রুঞ্জয়, বলানীক এবং জয়ানীক ও জয়নামক দ্রুপদের পঞ্চ পুত্রকে নিহত করিলেন। তদনন্তর তিনি শত্রুসৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া সিংহনাদসহকারে পুনর্ব্বার, পৃষধ্র, চন্দ্রসেন, কুন্তীভোজের দশ তনয় ও শ্রুতায়ুধকে বধ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। সংগ্রামস্থিত ভূরিশ্রবার পিতা সোমদত্ত, পুত্রনিধননিবন্ধন কোপাতিশয্যবশতঃ সাত্যকিকে আক্রমণ করিলেন। যুযুধান সাত্যকি সোমদত্তকে তিরস্কারপূর্ব্বক তাঁহাকে অন্তকপুরস্থ পুত্রের নিকট প্রেরণ করিবার নিমিত্ত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া মূর্চ্ছিত করিলেন। ভীমসেন, সাত্যকির সহায়ার্থ সমাগত হইয়া বাহ্লীক ও দুর্য্যোধনের নবসংখ্যক ভ্রাতাকে নিপাত করেন। তদনন্তর তিনি কর্ণের ভ্রাতা বৃকরথ ও শকুনির সপ্ত ভ্রাতা এবং শতচন্দ্র ও অপর পঞ্চ প্রধান রাজাকে বিনষ্ট করিলেন। এই সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে, রাজা হইয়া রাজা ব্যতীত অন্য কাহারও

সহিত যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলে, তিনি তাহাতে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণের প্রতিভাদর্শনে দুর্য্যোধন, কর্ণকে উহাদের তেজঃ-সংহরণের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। কর্ণ তখন স্পর্দ্ধাসহকারে পাণ্ডবসংহারে আস্ফালন করিতে লাগিলেন। কর্ণের তৎকালোচিত গর্ব্বিতভাব ও সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণে কৃপাচার্য্য হাস্যবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার সম্মুখেই অবজ্ঞাসূচক হাস্য করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে কর্ণ কুপিত হইয়া তাঁহাকে কটূক্তি করাতে, অশ্বত্থামা অসিহস্তে কর্ণকে বধ করিতে সমুদ্যত হইলেন। এইরূপ আত্মকলহ দর্শনে দুর্য্যোধন ভীত হইয়া মিষ্টবচনে অশ্বত্থামাকে শান্ত করিলেন। অনন্তর রাত্রিকালে কর্ণের সহিত পাণ্ডবগণের বিষম যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল। চারিদিকে রণবাদ্য-কোলাহলের সহিত বাণনিঃস্বন সমুত্থিত হওয়াতে ভয়াবহ অন্ধকার রজনীকে আরও ভয়ঙ্করী করিয়া তুলিল। অন্ধকারে কিছুই পরিদৃষ্ট হইতেছে না, তথাপি জিগীষাপরবশ বীরগণ তাহারই মধ্যে ভয়ঙ্কর রক্তপাত আরম্ভ করিল। সাত্যকি কর্ণসহায় সোমদত্তকে প্রাপ্ত হইয়া, দ্বৈরথ যুদ্ধদ্বারা তাহাকে স্বীয় বশে আনিয়া বিনাশ করিলেন। সমরস্রোতঃ অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল; মাদ্রীনন্দন সহদেব কর্ণের করতলগত হইলেন, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ণ জননী কুন্তীর নিকট স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার প্রাণহানি না করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। সহসা উল্কার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত লক্ষ লক্ষ দীপবিভা সেই রণস্থল আলোকিত করিল। তখন দীপালোক ও অস্ত্রদ্যুতি একত্রিত হওয়াতে তমসাময়ী সেই বিভাবরী দিবসের ন্যায় জ্যোতিষ্মতী হইয়া উঠিল। তাহাতে সমরাঙ্গনের কর্দ্দমকণা পর্য্যন্তও পুংখানুপুংখরূপে পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু সেই দৃশ্য দিবাপেক্ষায়ও অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। ক্রমে সৈন্যগণ পরাহত হইয়া, "হা তাত! হা মাতঃ! হা ভ্রাতঃ!" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। শল্যরাজা, বৃদ্ধ বিরাটকে পরাজয়পূর্ব্বক শতানীককে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুমরাজকে বধ করিলেন। তৎকালে কর্ণের যুদ্ধ দর্শনে যুধিষ্ঠির ভীত হইয়া তাহাকে নিহত করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। ঐ সময়ে কর্ণের নিকট বাসবদত্ত

শক্তি ছিল। পূর্ব্বে কোনসময়ে দেবেন্দ্র তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া শত্রুজয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ঐ শক্তি দান করিয়াছিলেন; জাতবৈর কর্ণ অর্জ্জুনকে বিনষ্ট করিবার বাসনায় এতাবৎকাল অতি সংগোপনে উহা রক্ষা করিতেছিলেন। ঐ অমোঘ একাঘ্নী অস্ত্র তাঁহার নিকট আছে জানিয়া, যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উহা জ্ঞাত করিয়া, তাঁহাকে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন। অনন্তর তিনি কর্ণের ঐ বাসবদত্ত অমোঘ শক্তি প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ভীমনন্দন ঘটোৎকচকে তাঁহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। হিড়িম্বাতনয় সিংহনাদসহকারে পার্ব্বণ সমুদ্রের ন্যায় কৌরবসৈন্যদিগকে আলোড়িত করিয়া নিপাত করিতে লাগিল। ঐ সময়ে জটাসুরতনয় অলম্বল নামক এক রাক্ষস ঘটোৎকচকে বধ করিবার নিমিত্ত কালপ্রেরিত হইয়া দুর্য্যোধনের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে ভীমকর্ম্মা বৃকোদর তাহার পিতা জটাসুরকে বধ করাতে সে তাঁহাদের প্রতি সেই বৈরতাচরণের প্রতিশোধ প্রদানের নিমিত্ত ছিদ্রান্বেষণ করিতেছিল; এক্ষণে সে দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক আদিষ্ট ও সহায়বল-সম্পন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঘটোৎকচ রক্ষোমায়া বিস্তার করিয়া যমদ্বারে অসংখ্য কুরুসৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিল। তখন অলম্বলও রাক্ষসী-মায়াদ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উহার সহিত যুদ্ধ করিল। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দুর্য্যোধন উহা দুঃশাসনকে প্রদর্শন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঘটোৎকচ অলম্বলের রক্ষঃসেনা সকলকে প্রশমন করিয়া তাহাকে নিপাতপূর্ব্বক তদীয় রুধিরে চর্চ্চিতাঙ্গ হইয়া দুর্য্যোধনের ভয়োৎপাদন করিতে লাগিল। সে রাজাকে কহিল, মহারাজ দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে অনতিবিলম্বে তোমার সখা কর্ণের সহিত নিপাত করিয়া এইরূপে রক্তভক্ষণ করত শত্রুগণের ভয়োৎপাদন ও সুহৃদ্গণের প্রীতিবর্দ্ধন করিব। ঘটোৎকচ এই বলিয়া পুনর্ব্বার কর্ণের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল। এমন সময়ে অলায়ুধ নামে বকরাক্ষসের এক আত্মীয়, পাণ্ডবগণের অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত হইয়া ঘটোৎকচকর্ত্তৃক উদ্ভ্রান্তি-

ও দ্বিধাকৃত হইল। অনন্তর ঘটোৎকচ ক্রোধভরে কর্ণের রথ, সারথি ও অশ্বসকল বিনষ্ট করিয়া শিলাবর্ষণদ্বারা তাঁহার সমুদায় সৈন্যকেই সমরশায়ী করিল। তদ্দৃষ্টে দুর্য্যোধন নিতান্ত কাতরভাবে কহিলেন, ঘটোৎকচ হইতে অদ্য আমার সমস্ত বিনষ্ট হইল! অতএব পরে কে আর জীবিত থাকিয়া অর্জ্জুনকে নিহত করিবে! বরঞ্চ উপস্থিতে ঘটোৎকচকে সংহার করিয়া পরে অন্য উপায়দ্বারা অর্জ্জুন ও কৃষ্ণপ্রমুখ অপর পাণ্ডবচতুষ্টয়কে নিহত করা যাইবে। এই বলিয়া তিনি ঘটোৎকচের প্রতি বাসবদত্ত অব্যর্থ শক্তি নিয়োগ করিবার নিমিত্ত কর্ণকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সুতরাং কর্ণও সকলের প্রাণসংশয় দেখিয়া রাজার আদেশক্রমে বাসবদত্ত সেই অমোঘ একাঘ্নী নামক শক্তিদ্বারা ঘটোৎকচকে হতজীবিত করিয়া কৌরবদিগের হর্ষবর্দ্ধন করিলেন।

সুচক্রী বাসুদেব এইরূপে ঘটোৎকচের বধসাধনদ্বারা নিজসখা ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিয়া পাণ্ডবগণের হর্ষবর্দ্ধন করিলেন। তথাপি ভীমার্জ্জুন বীরবর ঘটোৎকচের বিরহে কাতর হওয়াতে, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নানা প্রসঙ্গক্রমে আশ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভীমনন্দন ঘটোৎকচের নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন। সে শৈশবাবস্থাতেই কাম্যবনে তাঁহার জন্য কত অলৌকিক কার্য্য সাধন করিয়াছিল, তত্তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি মোহাবিষ্ট চিত্তে বারম্বার তাহাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণের প্রবোধানুসারে তিনি শোক সংবরণপূর্ব্বক রোষাবিষ্ট হইয়া শরাসন বিস্ফারণ ও শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া কর্ণকে জয় করিতে গমন করিলেন। অকস্মাৎ সত্যবতীতনয় তাঁহার নয়নপথে উদিত হইয়া মিষ্ট ও সত্যবাক্যদ্বারা পথেই তাঁহার শোকাপনোদন ও ক্রোধশান্তি করত জয়াশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাসবাক্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, কুরুপাণ্ডবে পুনর্ব্বার ভয়ঙ্কর যুদ্ধারম্ভ হইল। এই সময়ে বীরগণকে একান্ত পরিশ্রান্ত দেখিয়া দয়াপরতন্ত্র ধনঞ্জয় সে রাত্রিতে যুদ্ধ ক্ষান্ত রাখিয়া সৈন্যগণকে সেই স্থানেই শয়ন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামসুখানুভব করিতে আদেশ করিলেন। তখন কৌরবেরাও অর্জ্জুনকে রণবিরত দেখিয়া আত্মপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকে কিয়ৎকাল নিদ্রার নিমিত্ত অবকাশ প্রদান করিল। সেই সময়ে উভয়-পক্ষীয় বীরগণ পরিক্লান্তি হেতু বিশ্রামার্থ অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া, ধনঞ্জয়ের এই বদান্যতায় অজস্র সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক যে যেরূপ ভাবে ও যেথানে অবস্থিতি করিতেছিল, সে সেইথানেই সেই ভাবে শয়ন করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। তৎকালে সেই শ্মশানতুল্য সমরভূমি সাতিশয় ভয়প্রদ হইয়াছিল। যাহা হউক, ত্রিযামার একাংশমাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে বীরগণ সুপ্তোত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার নিদারুণ হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিল। অর্জ্জুন, বাসুদেবের আজ্ঞানুসারে দ্রোণকে দক্ষিণে ও কৌরবদিগকে বামভাগে রাখিয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন সেই সময়ে বৃকোদর প্রোৎসাহিত বাক্যে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, ভ্রাতঃ! ক্ষত্রিয়কন্যারা যে জন্য পুত্রপ্রসব করেন, এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। ভীমের বাক্যাবসানে অর্জ্জুন প্রভাসম্পন্ন বাণদ্বারা দশদিক্ আকীর্ণ করিলেন। তিনি কখন পর্জ্জন্য, কখন বায়ব্য, কখন বা গান্ধর্ব্বাদি অস্ত্রদ্বারা শত্রুদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া পাঞ্চালদিগকে আক্রমণকরত, দ্রুপদের তিন পৌত্রকে বিনাশ করিলেন। তখন মৎস্যদেশাধিপতি বিরাট ও পাঞ্চালপতি দ্রুপদরাজা তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। দ্রোণ বিষমপ্রহারে বিরাট ও দ্রুপদকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতার নিধন দর্শনে কুপিত হইয়া সেই দিবসেই দ্রোণসংহারের

নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। ভীম তখন তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া সমরে প্রেরণ করিলে, দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নে ঘোরতর রোমহর্ষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অর্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাহায্য করাতে, আমিষলোলুপ শ্যেনদ্বয়ের ন্যায় গুরুশিষ্যে বর্ণনাতীত সংগ্রাম হইতে লাগিল। দ্রোণের এই পঞ্চম দিবসের যুদ্ধ সাতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। কারণ কুপিত অন্তকের ন্যায় দ্রোণ সেই দিবস অসংখ্য বীরগণকে নিপাতিত করেন। কৃষ্ণ তদ্দর্শনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! মিথ্যা অবলম্বন ব্যতীত এখন আর দ্রোণবিজয়ের উপায়ান্তর দেখি না। তখন ভীম এবং অন্যান্য যোদ্ধৃগণ কৃষ্ণের বাক্যে সম্মতি প্রদান করিলেন; কিন্তু পার্থ ও যুধিষ্ঠির কিছুতেই মিথ্যা কহিতে সম্মত হইলেন না। তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! তোমার ব্যসনদর্শনে এই সমস্ত বীরগণ রাজ্যলাভার্থ তোমার নিমিত্ত কি না করিতেছেন? কত রাজা তোমার রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিল। এক্ষণে তুমি আমার বাক্যে সম্মত হইয়া, একটী মিথ্যা না কহিলে সমুদায় বিনষ্ট হয়। একটীমাত্র মিথ্যাকথাদ্বারা যদি সমুদায় লোক রক্ষিত হয়, তবে তাহা অবশ্যই করণীয়; যেহেতু প্রাণরক্ষার্থ মিথ্যা কহিলে পাতক না হইয়া প্রত্যুত তাহাতে শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। কামিনীদিগের নিকট, বিবাহস্থলে এবং গোব্রাহ্মণের রক্ষার নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে পাপে স্পৃষ্ট হইতে হয় না। অতএব এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আপনি এখন আত্মরক্ষা ও রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত দ্রোণের নিকট "অশ্বত্থামা হত" হইয়াছে, এই মিথ্যাকথা কহিলে, তিনি সত্যবাদী জ্ঞানে আপনাকে বিশ্বাস করিয়া পুত্রশোকে অবশ্যই অস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন; তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জ্জুনসহায়ে তাঁহাকে অনায়াসে লোকান্তরিত করিবেন। এই সময়ে অর্জ্জুন ব্যতীত সকলেই যুধিষ্ঠিরকে ঐরূপ মিথ্যা কহিতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। ভীমসেন রাজ্য ও জয়লাভার্থ তাঁহাকে কুপিতভাবে বারংবার ঐরূপ অনুরোধ করিয়া, তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে সত্যের ছায়াপ্রদানের নিমিত্ত দ্রুতবেগে গমনপূর্ব্বক স্বপক্ষীয় অবন্তিদেশীয় ইন্দ্রবর্ম্মার অরাতিঘাতন অশ্বত্থামানামক এক মহাগজকে নিহত করত, "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে

চীৎকার করিতে লাগিলেন। দ্রোণ ভীমের বাক্যে প্রত্যয় করিলেন না। তিনি যুধিষ্ঠিরকেই সত্যবাদী বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহার সত্যের প্রতিই তাঁহার অচল বিশ্বাস ছিল, তজ্জন্য তিনি আর কাহাকেও উহা জিজ্ঞাসা না করিয়া যুধিষ্ঠিরকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে তিনি নিরুপায় হইয়া সকলের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত অনিচ্ছায় কহিলেন, হাঁ গুরো! অশ্বত্থামা হত হইয়াছেন। যুধিষ্ঠির ঐ বাক্য উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া পরে অনুচ্চস্বরে "গজ" শব্দ উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু সে "গজ" শব্দ দ্রোণের কর্ণপটহে প্রবিষ্ট হয় নাই; সুতরাং অশ্বত্থামানামক স্বীয় একমাত্র পুত্রেরই নিধন হইয়াছে, ইহার হৃৎপ্রত্যয় হওয়াতে তাঁহার নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি অস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপরি উপবিষ্ট রহিলেন। এই সময়ে অর্জ্জুন তাঁহাকে নিরন্তর বাণাহত করিতে লাগিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন অবসর বুঝিয়া তাঁহার পারাবতসদৃশ অশ্ব অতিক্রমপূর্ব্বক উল্লম্ফনসহকারে অরবারি হস্তে তাঁহার রথে আরোহণ করিল। অর্জ্জুন তাঁহাকে ব্রহ্মবধে নিবারণ করিলেও সে তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, কেশাকর্ষণকরত অসির আঘাতে তাঁহার মস্তক ছেদনপূর্ব্বক কৌরব সৈন্যমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে দ্রোণের মৃত্যুতে পাণ্ডবেরা জয়লাভে পুলকিত হইলেন বটে, কিন্তু তদ্বিরহে কাতর হইয়া কৌরবদিগের ন্যায় তাঁহারাও দুঃখশোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে পর অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিলেন। এতাবৎকাল তিনি অন্যস্থলে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে, পিতৃবধবৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না। এক্ষণে কৃপাচার্য্যের নিকট দ্রোণের যুদ্ধবৃত্তান্ত ও ধৃষ্টদ্যুম্নদ্বারা যে প্রকারে নিহত হইয়াছিলেন, তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া কুপিত হইলেন। অনন্তর তিনি কোপবশে যুদ্ধার্থে গর্জ্জন করিতে

লাগিলেন এবং নারায়ণ অস্ত্রপ্রভাবে পিতৃহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মিথ্যাবাদী পাণ্ডবদিগকে নিহত করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন। এদিকে তাঁহার গর্জ্জন শ্রবণ অর্জ্জুন ভীত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! অশ্বত্থামা আজ কোপবশে ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত আমাদিগকে বধ করিবেন। আপনার সত্যাচ্ছাদিত মিথ্যাবাক্যপ্রয়োগরূপ পাপে অদ্য আমাদিগকে ব্রহ্মনন্দনের নিকট বিনষ্ট হইতে হইবে। অর্জ্জুন এই বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কথা কহিবার নিমিত্ত বিস্তর ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তৎশ্রবণে ভীম কুপিত হইয়া অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও তখন অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া প্রগল্ভ বাক্যে অনেক নিন্দা ও আত্মকৃত কার্য্যসকলের গুণগরিমা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের অনার্য্যজনোচিত কার্য্যে এবং তীব্রবাক্যে কুপিত হইয়া তাঁহাকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকির কলহ ও বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হওয়াতে, উভয়ে উভয়ের বধের নিমিত্ত অসি নিষ্কাসিত করিল। তখন কৃষ্ণ ভীমদ্বারা ও যুধিষ্ঠির মিষ্টবাক্যদ্বারা উহা নিবারণ করিয়া যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। এই সময়ে পিতৃবিয়োগকাতর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা, নারায়ণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন; ঐ অস্ত্র নিতান্ত অব্যর্থ। পূর্ব্বে কোন সময়ে দ্রোণ উহা নারায়ণের নিকট প্রসাদস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পুত্রকে সবল করিবার নিমিত্ত উহা প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, সামান্য কারণে বা সামান্য ব্যক্তির প্রতি উহা নিয়োগ বা নিক্ষেপ করিলে, প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রহারককেই বিনষ্ট করিয়া থাকে, এজন্য উহা সর্ব্বদাই সকল যুদ্ধে ব্যবহার্য্য নহে; কিন্তু অশ্বত্থামা তৎকালে উহা এই ভারতীযুদ্ধে প্রয়োগের উপযুক্ত বিবেচনায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঐ অস্ত্রপ্রভাবে সৈন্য সকল দগ্ধ হইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির সকলকে পলায়ন করিতে অনুমতি দান করেন; কিন্তু কৃষ্ণ ঐ অস্ত্র প্রতিহত করিবার নিমিত্ত সকলকে অস্ত্রত্যাগপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে অনুমতি দান করিলেন। সকলেই কৃষ্ণবাক্যে আপনাদের মঙ্গল জানিয়া অস্ত্রত্যাগ করিল। পরন্তু বলমদগর্ব্বী ভীমসেন তাহা না করিয়া গদাহস্তে যুদ্ধে গমন করিলেন। তখন ঐ অস্ত্রের তেজঃ তাঁহার রথের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলে, অর্জ্জুন সেই অনল

নির্ব্বাপিত করিবার নিমিত্ত পুনঃপুনঃ বরুণ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ বাণিদ্বারাও যখন নিবারিত হইল না, তখন তিনি কৃষ্ণের সহিত মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক সেই অনলে প্রবেশ করিয়া কৌশলদ্বারা উহা সংহার করিলেন। এইরূপে নারায়ণ অস্ত্র ব্যর্থ হইলে অশ্বত্থামা কুপিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরাক্রমপ্রভাবে অবন্তিপতি পঞ্চমহারথ, মালবদেশীয় সুদর্শনবংশীয় বৃহৎক্ষত্র ও চেদীদেশীয় যুবরাজ নিহত হইয়াছিলেন এবং এই সময়ে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও সমরদুর্ম্মদ ভীমসেনকে পরাজয় করিলে, মহারথ অর্জ্জুন কুপিত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকে দিব্যাস্ত্র প্রহার করিলে, তিনি নিজ অস্ত্রদ্বারা তৎসমুদায় বিফল করিতে লাগিলেন। অনন্তর অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের পরাক্রম ও আপনার পরাজয় চিন্তাকরত, "হা ধিক"! বলিয়া সহসা যুদ্ধস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। পথে তাঁহার সহিত ব্যাসসম্ভাষা হইলে, তিনি তাঁহা হইতে অবগত হইলেন যে, ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ সেই পুরাণ পুরুষ নর ও নারায়ণ। তাঁহারা ভূমির ভারহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পাদন পূর্ব্বক তোমার অমোঘ অস্ত্রসকলও ব্যথ করিয়াছেন; অতএব দ্রোণনন্দন! তজ্জন্য তুমি চিন্তিত হইও না। অনন্তর ব্যাস যুধিষ্ঠিরের শিবিরে সমুপস্থিত হইলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! যুদ্ধসময়ে যে তেজঃপুঞ্জকলেবর আমার রথের অগ্রবর্ত্তী হইয়া থাকেন, আমি ও বাসুদেব ব্যতীত আর কেহই যাঁহারে লক্ষ্য করিতে পারেন না, তিনি কে? ব্যাস কহিলেন, জয়দ্রথবধের পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্নে বাসুদেবের সহিত পাশুপত অস্ত্রের নিমিত্ত তুমি যাঁহার আরাধনা করিয়াছিলে, যে পশুপতি সর্ব্বদাই তোমার জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া সময়ে আগমন করিয়া থাকেন, তিনিই সেই মহাপুরুষ। ব্যাসদেব এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, পাণ্ডবেরা হর্ষিত হইলেন এবং দ্রোণাদি রথিসকল নিহত হওয়াতে কৌরবেরা রোদন করিতে লাগিলেন।

দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত।

কর্ণ পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

দ্রোণাচার্য্য সমরে নিহত হইলে কৌরবেরা যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কর্ণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি হতাবশিষ্ট কৌরবপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ পাণ্ডবদিগের প্রতি পূর্ব্বকৃত অত্যাচার স্মরণপূর্ব্বক সাতিশয় নির্ব্বিণ্ণ-মনে অনুতাপ করিতে লাগিল। তাহারা তখন আপনাদিগকেও নিহত বলিয়া স্থির করিল; কিন্তু একবার বিরোধ করিয়া পুনরায় আর সন্ধি করিতেও সম্মত হইল না। বিশেষতঃ পাণ্ডবেরা এখন বলবান্, সুতরাং দুর্ব্বল কৌরবের সহিত সন্ধি করিতে আর তাহারা কোনমতে সম্মত হইবে না; অতএব ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যুদ্ধে মৃত্যুলাভ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনায়, তাহারা কর্ণকে সেনাপতি করিল। বলদীপ্ত কর্ণ সেনাপতি হইয়া সাতিশয় উৎসাহের সহিত দুই দিবসমাত্র যুদ্ধ করিয়াই অর্জ্জুনের শরে লোকান্তরিত হইয়াছিল। যাহার ভরসায় কুরুরাজ দুর্য্যোধন, পাণ্ডবদিগের সহিত স্বয়ং অকৃতী হইয়াও অভিমানবশতঃ বিরোধ করিয়াছিল, যাঁহার বাহুবল আশ্রয় করিয়া সে পাণ্ডবগণকে পরাজয়পূর্ব্বক সমগ্র পৃথিবীর সাম্রাজ্য ভোগের বাসনা করিয়াছিল, যাহাকে অবলম্বনপূর্ব্বক সে ভীমার্জ্জুনকে পশুবৎ বধ, রাজা যুধিষ্ঠিরকে ভারতীযুদ্ধে বশীভূত ও কৃষ্ণাদি বৃষ্ণিবীরদিগকে বিতাড়িত করিতে সাহসী ও উদ্যোগী হইয়াছিল এবং একমাত্র যে রাধেয়কে আশ্রয় করিয়া সে দেব, ঋষি ও গুরুজনদিগের বাক্যে অনাদর-পূর্ব্বক দুস্তর যুদ্ধজলধি উত্তীর্ণ হইবার আশা করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সেই আশাবৃক্ষস্বরূপ সূতপুত্র কর্ণ সমূলে নিহত হইলে সঞ্জয় সেই বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে বিদিত করিয়া কহিল, মহারাজ! আপনার,

সমুদয় দুর্ম্মন্ত্রণা ও অধর্ম্মচেষ্টার ফল এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে ফলিয়া উঠিয়াছে। দুরাত্মা শকুনির দেবনই এখন সায়কমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আপনার আত্মীয়দিগকে যমরাজ্য শোভিত করিবার সম্পূর্ণ সাবকাশ দান করিয়াছে। মহারাজ! অদ্য আপনার সমুদায় ভরসাস্থল, কবচকুণ্ডলধারী মহাবীর অঙ্গনাথ কর্ণ অর্জ্জুনের শরে সমরশায়ী হইয়াছেন। এখন আপনার পুত্রগণ অকূলশোকে এবং বিপৎসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন"। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের নিকট কর্ণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ব্যথিতহৃদয় ও ভগ্নমনোরথ হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে শোক করিতে করিতে সহসা সংজ্ঞাশূন্য ও নিশ্চেষ্টভাবে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। অন্ধকে মৃতকল্প দেখিয়া পরিজনেরা তাঁহার যথোচিত সেবা করিতে লাগিল। অনন্তর তিনি চৈতন্যলাভ করিয়া সঞ্জয়কে যুদ্ধের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সঞ্জয় তাঁহাকে সেই সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে কহিতে লাগিলেন। যুদ্ধের আরম্ভাবধি শেষ পর্য্যন্ত উভয়পক্ষীয় যে সকল বীর নিহত ও যাহার হস্তে যে প্রকারে নিহত হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ মৌখিক বিবরণ প্রদান করিয়া পরিশেষে তিনি কর্ণের যুদ্ধ বর্ণন করিলেন।

কর্ণ, রাজা দুর্যোধনকর্ত্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া মকরব্যূহ রচনাপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। তখন অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের অস্ত্রসকল বায়ুভরে অধিকতর বেগগামী হইয়া কৌরবসৈন্য সংহার করিতে লাগিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুদ্ধের ন্যায় এই যুদ্ধও অতিশয় ভয়ানক হইয়াছিল। ভীমসেন গজবাহনে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি গজবাহী ক্ষেমধূর্ত্তিকে সবাহন বিনষ্ট করিয়াছিলেন। সাত্যকি কেকয় দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দকে নিপাত করেন। শ্রুতকর্ম্মা, রাজা চিত্রসেনকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়াছিলেন। এইরূপে বলসমূহ বিনষ্ট হইতে দেখিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা হুতাশনের ন্যায় বাণবৃষ্টি করিয়া পাণ্ডবদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। ভীমসেন তখন রথারোহণে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি তদীয় বাণে সেই স্যন্দনোপরি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে তাঁহার

সারথি বিশোক রথ লইয়া প্রস্থান করিল। অর্জ্জুন তখন হতাবশিষ্ট সংশপ্তকদিগের সহিত সংগ্রামে তৎপর ছিলেন। তিনি অশ্বথামাকর্ত্তৃক নিজ সৈন্যদিগকে মৃতকল্প বোধ করিয়া সত্বর তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। অশ্বথামা নারাচ লইয়া তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল। এই সময়ে কৃষ্ণ অশ্বথামাকে বধ করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিয়া কহিতে লাগিলেন, ধনঞ্জয়! শীঘ্রমুক্ত শরে এই ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণনন্দনকে যমালয়ে প্রেরণ কর; নতুবা ইনি প্রতিকারশূন্য ব্যাধির ন্যায় বলবান্ ও কষ্টকর হইয়া উঠিবেন। তখন রণক্রীড়ক অর্জ্জুন অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত ও তাঁহার সারথি, রথ এবং অশ্বসকল বিনষ্ট করিতে কৃতোদ্যত হইলেন। এই অবসরে অশ্বথামার অশ্বগণ সমরে বিমুখ হইয়া তাঁহাকে লইয়া দূরে প্রস্থান করিল। তখন কৃষ্ণের অনুজ্ঞাক্রমে ধনঞ্জয় নিশিত বাণনিকরে ভগদত্তসম অতুল পরাক্রমী মগধেশ্বর দণ্ডধরকে নিহত করিলেন। তিনি এতাবৎকাল গজসহায়ে পাণ্ডবসেনা প্রমথিত করিতেছিলেন। এক্ষণে অর্জ্জুনের কণ্টকিত তীক্ষ্ণ শরে ভিন্নকলেবর হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার গজও রুধিরাক্ত কলেবরে মদক্ষরণ করিতে করিতে জানুবক্র ও দন্তদ্বয় ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অনন্তর তদনুজ দণ্ড সমাগত হইলে, অর্জ্জুন অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তাহার প্রাণ হনন করিলেন। তখন বিধ্বস্ত আসিয়া অর্জ্জুনের সহিত সঙ্কুলযুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই সময়ে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, কৌন্তেয়! বৃথা কেন সময় নষ্ট করিতেছ? শীঘ্র এই দুর্ব্বৃত্তদিগকে নিপাত কর। কৃষ্ণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অর্জ্জুন তখন তাঁহাদিগকে প্রশমন করত সংশপ্তকদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন; তদ্দৃষ্টে অশ্বথামা পুনরাগমনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যোদ্ধৃবরাগ্রগণ্য পাণ্ড্যরাজা তাঁহাকে কর্ণিকদ্বারা আঘাত করিলে, তিনি কুপিত হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় সেই মহাবীর পাণ্ড্যকে আক্রমণ করিলেন। পাণ্ড্য, অশ্বথামার শরে দশধা নির্ব্ভিন্নগাত্র হইয়া ইতস্ততঃ নিক্ষেপিত হইয়াছিলেন। এইরূপে পাণ্ড্য রাজা পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিলে, বৃষ্ণিপ্রবীর সাত্যকি যুদ্ধার্থ অগ্রসর

হইলেন। তখন বঙ্গাধিপতির সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ রাজা, যুযুধানের বাণে দৃঢ়রূপে বিদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মাদ্রীতনয় সহদেব, পুণ্ড ও মহামাত্রনামক বীরদ্বয়কে হস্তী, অশ্ব, রথ ও সৈন্যগণের সহিত বিনষ্ট করিয়া অঙ্গরাজতনয়ের প্রতি ধাবিত হইলেন; কিন্তু তিনি অগ্রসর হইতে না হইতেই তদীয় ভ্রাতা মহাবীর নকুল তাহাকে বিনাশ করিলেন এবং সহদেব তখন দুঃশাসনকে বিদ্রাবিত করিলেন। নকুল অঙ্গরাজতনয়কে নিহত করিলে, সেনাপতি কর্ণ সেই নকুলের গলদেশে মৌর্ব্বীযোজিত শরাশন পরিবেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ ও অনতিবিলম্বে নিরস্ত্র করত বশীভূত করিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের প্রচণ্ড প্রতিহিংসাসাধনবাসনা, দুর্য্যোধনের দুর্দ্ধর্ষ মাৎসর্য্য ও সমাগত বীরবৃন্দের অন্তরসঞ্চারিণী দুস্ত্যজ্য জিগীষা এই লোকক্ষয়কর কুরুপাণ্ডবীয় সমরের প্রাণস্বরূপ; কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ণ নকুলকে প্রাপ্ত হইয়াও কুন্তীর বাক্য স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ হানি না করিয়া অচিরে তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! আত্মাপেক্ষা বলবান্ ব্যক্তি ও গুরুজনের সহিত কদাচ যুদ্ধ করিও না। সমানের সহিত যুদ্ধই শোভনীয়। কর্ণ এই বলিয়া মাদ্রীপুত্র নকুলের গ্রীবাদেশ হইতে ধনুক উন্মোচিত করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধের পর সন্ধ্যা সমাগত হইলে, সে দিবস সংগ্রামের অবহার করিয়া সকলে স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থিত হইলেন।

কর্ণ শিবিরে গমন করত দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! কল্য তোমার শত্রুগণ নিশ্চয়ই নিহত হইবে। আমি সত্য কহিতেছি যে, কল্য আমি অর্জ্জুনকে যমালয়ে প্রেরণ না করিয়া আর শিবিরে প্রত্যাগত হইব না। কল্য হয় আমি অর্জ্জুনকে বধ করিয়া তোমার অভিলষিত সম্পাদন করিব, না হয় আমিই তদীয় বাণাহত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরবাঞ্ছিত লোক প্রাপ্ত হইব। কিন্তু মহারাজ! বাসুদেবসহায় অর্জ্জুনকে জয় করিতে হইলে, তাহার ন্যায় সহায়সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া আমার নিতান্ত আবশ্যক। আমি অনেক বিষয়ে ধনঞ্জয় অপেক্ষায় ন্যূন আছি। তাহার গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীর আছে, আমার

তাহা নাই। পূর্ব্বে তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত আমার নিকট যে ইন্দ্রদত্ত শক্তি ছিল, তদ্দ্বারা ভীমনন্দন ঘটোৎকচকে নিহত করাতে এক্ষণে তাহার অভাব হইয়াছে। ধনঞ্জয়ের কপিধ্বজ রথ আছে, কিন্তু আমার রথ অতি সামান্য। আর সুপরিচালক কৃষ্ণ উহাঁর সারথি হওয়াতে উনি অনায়াসে তদীয় সাহায্যে শত্রুদিগকে বশীভূত করিতেছেন; কিন্তু আমি তদুপযুক্ত উৎকৃষ্ট সারথির অভাবে তাঁহাকে কদাচই জয় করিতে পারিতেছি না। এই সমস্ত অভাবে যে আমি ধনঞ্জয় অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট হইয়াছি, তাহা আমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব মহারাজ! এক্ষণে যদি আমি কৃষ্ণসদৃশপরাক্রান্ত শল্যরাজকে সারথিত্বে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে অর্জ্জুনকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করিয়া আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইব। দুর্য্যোধন এইরূপে কর্ণের বাক্য শ্রবণকরত মদ্রেশ্বর শল্যের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কর্ণের সারথি হইতে অনুরোধ করিলেন। একে রাজাদিগের পক্ষে সারথ্যকার্য্য করাই নীচতা, তাহাতে আবার সুতপুত্রের সারথ্য করিতে হইবে শুনিয়া, শল্যরাজা আপনাকে অবমানিত জ্ঞানে কুপিত হইয়া স্বদেশে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন, তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক সবিনয়ে বিবিধ মিষ্টবাক্যদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মাতুল! আপনার পরাক্রম বাসুদেবের তুল্য আমি ইহা উত্তম রূপে অবগত আছি, এই জন্য আপনাকে কর্ণের সারথ্যগ্রহণে অনুরোধ করিতেছি; অতএব সূর্য্য যেমন অরুণসারথির সহিত অন্ধকার বিনষ্ট করেন ও পূর্ব্বে ত্রিপুরযুদ্ধে মহেশ্বর যেমন প্রজাপতি সারথির সহায়ে ত্রিপুবাসি তারকাসুরকে এক বাণে ত্রিলোকের সহিত বিদ্ধ করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনের জয়বিধান করিয়া থাকেন, আপনিও তেমনি কর্ণের সারথি হইয়া শত্রুদিগকে বিনষ্ট করুন। সুতেরা ক্ষত্রিয়ের পরিচারক, ইহা মনে না করিয়া বরং ইহাই মনে জানিবেন যে, রথী অপেক্ষায় সারথিকে সমধিক বলবান্ ও সংগ্রামদক্ষ হওয়া আবশ্যক। অতএব মহারাজ! এক্ষণে সেই জন্যই আমি কেবল আপনাকে কর্ণের সারথি হইতে অনুরোধ করিতেছি। দুর্য্যোধন এই প্রকারে শল্যকে বিবিধ

স্তববাক্যে পরিতুষ্ট করিলে, তিনি আপনাকে বাসুদেবের সমকক্ষ জ্ঞান করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইয়া কহিলেন, কুরুরাজ! যখন তুমি আমাকে দেবকীনন্দনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবগত হইয়াছ, তখন আমি অবশ্যই তোমার বাক্যে কর্ণের সারথ্যে স্বীকৃত হইলাম; কিন্তু আমার এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিল যে, আমি কর্ণের সমক্ষে আমার স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব। কর্ণ ও দুর্য্যোধন তাহাতে সম্মত হইলে, শল্য কর্ণের সারথি হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে, কর্ণ শল্যকে সারথ্যপদে বরণ করত কহিলেন, সারথে! অদ্য আমি পাণ্ডবদিগকে নিহত করিব, তুমি সত্বর তদভিমুখে আমার রথচালন কর। কর্ণ বীরদর্পে শল্যকে এইরূপ আদেশ করিবামাত্র চারিদিকে তূর্য্য ও ভেরী নিনাদিত হইতে লাগিল। তখন শল্যরাজা দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করত কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুন যদিও কর্ণের শরে অদ্য নিহত হয়েন, তাহা হইলে বাসুদেব নিশ্চয়ই তদীয় শত্রুসকল নিহত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজচ্ছত্র প্রদান করিবেন। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, মাতুল! আপনিও প্রভাবে কৃষ্ণাপেক্ষায় অনেক অধিক, অতএব আপনি যে কৃষ্ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না, একথা আমার বিশ্বাস হয় না। আপনি মনে করিলে এক দিবসে আমাকে ত্রিভুবন জয় করিয়া দিতে পারেন; অতএব এক্ষণে আমার কল্যাণ ও কর্ণের জয়বিধান করুন। দুর্য্যোধনের চাটুকারসদৃশ স্তবনীয় বাক্যে শল্য সন্তুষ্ট হইয়া, "তোমার জয় হউক" বলিয়া কর্ণের রথচালন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কর্ণ, অহঙ্কারপূর্ব্বক "অর্জ্জুনকে অনায়াসে জয় করিব" বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে আরম্ভ করিলে, শল্য কহিলেন, কর্ণ! তুমি বীর বটে, কিন্তু তুমি কদাপি "অর্জ্জুনের সমকক্ষ হইতে পার না; অতএব তোমার মুখে অর্জ্জুনের নিন্দা শোভনীয় নহে।

কর্ণ! তুমি কি সাহসে অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইতেছ? অর্জ্জুন পূর্ব্বে যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা কি তুমি শ্রবণ কর নাই? আর গন্ধর্ব্বের ভয়ে তুমি বনমধ্যে রাজা দুর্য্যোধনকে যখন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে, তখনও কি তুমি ধনঞ্জয়ের পরাক্রম ও ক্ষমতা অবগত হও নাই? বিরাটনগরে গোহরণসময়ে তোমরা বহু চেষ্টা দ্বারাও তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলে, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ? যাহা-হউক, তুমি নিশ্চয়ই অদ্য ধনঞ্জয়ের নিকট পরাভূত হইবে। তিনি বাসুদেব-সহায়ে তোমার রণকণ্ডু বিদূরিত করিবেন। অদ্য নিশ্চয়ই তোমার পরি-জন ও বন্ধুবর্গ অনাথ হইয়া রোদন করিবে। হে কর্ণ! যে মহাবীরের সহিত অমরনিষেবিত ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রকেও পরাভূত হইতে হয়, তুমি কি প্রকারে তাঁহার বিপক্ষে দ্বৈরথ যুদ্ধে গমন করিবে? তুমি ক্ষণার্দ্ধও তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না। অগ্নি যেমন তৃণগুচ্ছ দহন করে, সব্যসাচীও তদ্রূপ তোমাকে বলনিকরের সহিত অস্ত্রানলে ভস্মীভূত করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। কর্ণ! যাবৎ তুমি তাঁহার অশনীনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবশব্দ, কোদণ্ডটঙ্কার ও রথঘর্ঘর শ্রবণ না করিতেছ, যাবৎ তুমি নকুল, সহদেব ও অন্যান্য ভূপতিসমবেত রাজা যুধিষ্ঠিরকে শত্রুপ্রশমনে অগ্রসর হইতে না দেখিতেছ, তাবৎ তোমার মুখ হইতে আত্মম্ভরি বাক্য বিনিঃসৃত হইবে।

এইরূপে গমন করিতে করিতে কর্ণ শল্যের নিকট এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া আরও পাণ্ডবগণের নিন্দা ও আত্মপ্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন শল্য পুনর্ব্বার তাঁহাকে নিরস্ত ও তাঁহার তেজোহরণ করিবার নিমিত্ত কহিলেন, কর্ণ! ধনঞ্জয় পুরুষোত্তম এবং তুমি পুরুষাধম। অতএব আর তুমি বৃথা গর্ব্ব প্রকাশ না করিয়া এক্ষণে কার্য্যে উহা পরিণত করিতে চেষ্টা কর। কর্ণ কহি-লেন, শল্য! তুমি কি জন্য পাণ্ডবদিগের এত প্রশংসা করিতেছ? বোধ হয়, তুমি আমাদিগের মধ্যে ভেদ উপস্থিত করিয়া আমার বল-হরণের নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছ। তুমি বাহিরে আমাদের বন্ধুর ও অন্তরে পাণ্ডবদিগের পক্ষপাতী হইয়াছ,— তুমি অতি

বিশ্বাসঘাতক। তোমাদের সহিত বন্ধুতা করিতে নাই। কেবল তুমি বলিয়া কেন, সমুদায় মদ্রবাসিদিগের আবালবৃদ্ধ বনিতাগণেরই এইরূপ নীচ ও নিন্দনীয় ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তোমাদিগের রমণীরা বেশ্যা ও আপামর সকলেই ম্লেচ্ছ, মত্ত ও গোমাংসভোজী। তোমাদের মধ্যে কিছুমাত্র একতা নাই এবং তোমরা অনার্য্য। আমি অদ্য অর্জ্জুনকে নিহত ও পাণ্ডবদিগকে বিতাড়িত করিয়া পরিশেষে তোমাকেও শমনভবনে প্রেরণ করিব। তুমি যে পাণ্ডবগণের শ্লাঘা করিতেছ, যদি তাহারা আমাকে অদ্য পরাজয় করিতে পারে, তাহা হইলে আমি তোমার কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব। শল্য কহিলেন, তাহাই হউক। এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডা ও বিবাদ করিতে করিতে কর্ণ পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, অদ্য যে কেহ আমায় ধনঞ্জয়কে প্রদর্শন করিবে, আমি তাহাকে গো, গ্রাম, নগর, যান, অলঙ্কার, উৎকৃষ্ট রমণী, দাস, দাসী, হয়, হস্তী এবং বহু ধনমানের সহিত রথসকল প্রদান করিব। শল্য কহিলেন, সুতপুত্র! তোমার এত বৃথা ব্যয় করিয়া অর্জ্জুনসন্দর্শনের আবশ্যক কি? ধনঞ্জয় আপনিই তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত এখনই এখানে সমাগত হইবেন; তখন তুমি তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবে। এইরূপে কর্ণ ও শল্যরাজে ঘোরতর বাক্যশলাকা লইয়া যুদ্ধারম্ভ হইল। শল্য কর্ণকে কহিলেন, কর্ণ! পূর্ব্বকালে কোন ধনী বৈশ্যের উচ্ছিষ্টভোজী এক কাক, অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া হংসের সহিত বিরোধ করত চূর্ণদর্প হইয়াছিল, তুমিও সেই কাকের ন্যায় রাজা দুর্য্যোধনের প্রসাদভোজী হইয়া অত্যন্ত বলদৃপ্ত হইয়াছ, অর্জ্জুনরূপ হংস তোমাকে নিপাত করিয়া তোমার সেই দর্প চূর্ণ করিবেন। তোমার ন্যায় শত শত শৃগালস্বরূপ কর্ণ আসিয়া সিংহস্বরূপ কৃষ্ণার্জ্জুনের কিছুমাত্র অপকার করিতে পারিবে না। শল্য এইরূপে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া কর্ণের তেজোহ্রাস করিতে লাগিলেন। কর্ণও কুপিত হইয়া পাণ্ডববধের নিমিত্ত তাঁহাকে নানাপ্রকার বাণ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, শল্য! এই দেখ, আমি এই সকল অস্ত্রে ধনঞ্জয়কে নিহত করিব; কিন্তু দৈব আমাকে বাম! কেননা পূর্ব্বে যখন আমি ছলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণবেশে গুরুর নিকট গমন করত অস্ত্র-

শিক্ষা করিয়াছিলাম। কিয়দ্দিনান্তে শিক্ষা সমাপনের পর গুরু আমাকে সূতজাতি বলিয়া অবগত হইলে এইরূপ শাপপ্রদান করিয়াছিলেন যে, তুমি যেমন আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছ, তেমনি যুদ্ধসময়ে ব্রহ্মাস্ত্র বিস্মৃত হইবে। আর এক সময়ে আমি না জানিয়া এক ব্রাহ্মণের হোমধেনুর বৎস বিনষ্ট করিলে, সেই ব্রাহ্মণ আমাকে কহিয়াছিলেন যে, যুদ্ধসময়ে তুমি যখন ভীত হইবে, তখন তোমার রথচক্র বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। অতএব শল্য! এই সকল কারণেই আমার জয়লাভে সংশয় জন্মিতেছে। যাহা হউক, আমি এক্ষণে অবশ্যই অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। শল্য কহিলেন, কর্ণ! দেখ, এখনও আমি তোমাকে ঐরূপ প্রলাপ কহিতে নিষেধ করিতেছি; অতএব তুমি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর। অনলে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় আমি তোমাকে পাণ্ডবসমরে গমন করিতে দেখিতেছি। আহা! তোমার কি এমন সুহৃদ্ কেহই নাই যে, তোমাকে এই যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে? অদ্য নিশ্চয়ই তোমার আয়ুঃশেষ হইয়াছে। এইরূপে কর্ণ ও শল্যের কলহ নিরীক্ষণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন তখন উভয়কেই বিনয়সহকারে নিরস্ত করেন। অনন্তর শল্য রথচালন করিয়া পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবসৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। কর্ণ সিংহনাদসহকারে অতিবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে ব্যূহ সংরচনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইতে লাগিলেন। অনন্তর শল্য কর্ণকে কহিলেন, কর্ণ! ঐ দেখ পরন্তপ অর্জ্জুন শ্বেতাশ্ব রথে সমাগত হইয়াছেন। তুমি যাঁহার দর্শনলাভের জন্য সৈন্যদিগকে এতক্ষণ অকাতরে ধনদানের প্রলোভন প্রদান করিতেছিলে, এক্ষণে তিনি আপনিই তোমাকে বধ করিবার নিমিত্ত তোমার সম্মুখেই সমুপস্থিত হইয়াছেন। অতঃপর তুমি স্বীয় পৌরুষপ্রকাশ ও আত্মশ্লাঘা রক্ষা কর। তুমি ধনঞ্জয়কে নিপাত করিতে পারিলে নিশ্চয়ই আমাদিগের রাজা হইবে। এইরূপে শল্যের পরিহাসবাক্যে কর্ণ পুনঃপুনঃ কুপিত হইতে লাগিলেন। অর্জ্জুন যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইবামাত্র সংশপ্তকগণ তদীয় নিধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহাকে

পরিবেষ্টন করিল। সংশপ্তকরূপ মহান্ আবর্ত্তে ধনঞ্জয়কে নিমগ্ন জ্ঞান করিয়া কর্ণ অত্যন্ত প্রীতিপ্রাপ্ত হইল। তিনি মনে করিলেন, এইবার বুঝি অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ নিহত হইবেন। অনন্তর অন্যান্য যোধগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। ভীমসেন ক্ষুরবাণদ্বারা কর্ণপুত্র ভানুসেনকে হস্ত্যশ্বরথের সহিত বিনষ্ট করিলেন। কর্ণও যুধিষ্ঠিরের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধারম্ভ করিল। যুধিষ্ঠির কর্ণকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, কর্ণ! তুমি আমাদের অনিষ্টকামী ও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অহরহঃ স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, অদ্য আমি তোমার যুদ্ধ-বাসনা দূর করিব। যুধিষ্ঠির এই বলিয়া কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কর্ণ তদীয় শরাহত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর তিনি সংজ্ঞা লাভ করত তাঁহাকে পরাজয়পূর্ব্বক ধৃত করিতে ব্যগ্র হইলে, শল্য তাঁহাকে কৌশলে নিবারণ করিলেন এবং কর্ণও তখন কুন্তীর সমক্ষে স্বীয় অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করত কহিলেন, মহারাজ! তুমি ক্ষত্রিয়প্রভ নহ, ব্রহ্মচর্য্যই তোমার উপযুক্ত কার্য্য; অতএব তুমি আর বাহুবল প্রদর্শনপূর্ব্বক কদাপি বীরমণ্ডলীর নিকট গমন করিও না। কর্ণ এই বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে ত্যাগ করিলে, তিনি লজ্জাবনতমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন কর্ণ শত্রুপক্ষীয় যাহাকেই সম্মুখে নিরীক্ষণ করিলেন, তাহাকেই বিনাশ করিতে লাগিলেন। তদীয় শরাহত হইয়া বীরগণের মুখপদ্মসকল মৃণালচ্যুত কমলের ন্যায় দেহলতা হইতে ছিন্নভিন্ন হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে সৈন্যদিগকে প্রোৎসাহিত ও সাহস প্রদান করিতে লাগিলেন। ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া চিরদিনের ক্রোধ দূর করিবার নিমিত্ত কর্ণকে আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে শল্যও বাক্যশল্যে বিদ্ধ করিয়া কর্ণকে অন্যমনা করত তাঁহার বীর্য্য হরণ করিতে লাগিলেন। উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ভীমসেন কোপভরে, "আজি আমি তোকে বিনাশ করিয়া চিরবৈর নির্যাতন করিব" বলিয়া কর্ণের প্রতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রহার করিলেন। কর্ণ ভীমের বাণে আহত ও মূর্চ্ছিত হইলে রীত্যনুসারে

শল্য তাঁহাকে সত্বর সমরাঙ্গন হইতে অপসারিত করিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধনের আদেশে তদীয় পঞ্চদশ ভ্রাতা সমবেত হইয়া ক্রোধভরে ভীমসেনকে আক্রমণ করিলে, দুর্ব্বার বৃকোদর গদাঘাতে তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ঐ পঞ্চদশ ভ্রাতা তদীয় ঘোরতর সমরে নিহত হইয়া মহাপ্রস্থান করিলে পর, তিনি কুরুরাজের আরও দুই ভ্রাতা ও ক্রাথকে নিহত করিয়া সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই যুদ্ধে ভীমসেন প্রচণ্ড বিক্রমে দুঃশাসন ব্যতীত দুর্য্যোধনের প্রায় সকল ভ্রাতাকেই বিনষ্ট করিলেন। বীরগণের পরস্পর লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই মধ্যাহ্নকালীন মার্ত্তণ্ডের তীব্র উত্তাপে অর্জ্জুন সংশপ্তকদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার রথে বানরবর হনুমান্ ভীষণ গর্জ্জনসহকারে সেনাগণের ভয়োৎপাদন করিতে লাগিল। মহাবীর শিখণ্ডী তরবারি বিঘূর্ণন করিয়া শতশত যোধদিগের হস্ত, পদ, উরু, বাহু ও মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক ভূতলশায়ী করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে নিরস্ত্র ও বশীভূত করিলে, অন্যান্য বীরগণ তাঁহার সহায়তায় অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে নিযুক্ত হইলেন। কৃপাচার্য্য সুকেতুর কুণ্ডল ও উষ্ণীষশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন। অশ্বত্থামা সৈন্যদিগকে আলোড়িত করিয়া পাণ্ডবনাথ যুধিষ্ঠিরের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে যুধিষ্ঠির প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ধনঞ্জয় আসিয়া দশসহস্র রথী ও বহু ভূপতিবর্গকে কালকবলিত করিয়া সংশপ্তকরক্ষক কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিহত করেন। অনন্তর অশ্বত্থামা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলে, তিনি বিষমপ্রহারে তাঁহারে নিঃসংজ্ঞ করিলেন।

আত্মপক্ষকে দিনে দিনে দুর্ব্বল হইতে দেখিয়া, রাজা দুর্য্যোধন কর্ণরক্ষিত সৈন্যগণকে উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। তখন অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অদ্য আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবশ্যই বিনাশ করিব। অনন্তর উভয়পক্ষেই পুনর্ব্বার ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্র দর্শনে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, কৌন্তেয়! দেখ, একমাত্র পাপমতি দুর্য্যোধনের দোষেই ভারতবর্ষ এতদিনে বীরশূন্য হইয়াছে।

যোধগণ তদীয় বাণে ধূল্যবলুণ্ঠিত, শ্রীহীন ও নিশ্চেষ্ট হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

কুরুপাণ্ডবদিগের এইরূপ ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কর যুদ্ধ দর্শনে দেবগণেরও শরীর কণ্টকিত হইয়াছিল। অশ্বত্থামা রাজা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া তাঁহার রথ ও সারথি-সকল বিনষ্ট করিলেন। যুধিষ্ঠির তখন নকুলের রথে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে, পথিমধ্যে কর্ণ তাঁহাকে অবরুদ্ধ ও সাংঘাতিকরূপে তদীয় শরীর বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ধৃত করিতে উদ্যত হইল। এই সময়ে শল্য ভাগিনেয়ের কল্যাণার্থ কর্ণকে কহিলেন, রাধেয়! তুমি অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবে বলিয়াছিলে, তবে এখন রাজাকে গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইয়াছ কেন? ধনঞ্জয় পরাজিত হইলেই উনি ত সহজেই তোমার বশীভূত হইবেন; অতএব তুমি উহাঁকে এখন পরিত্যাগপূর্ব্বক হয় কৃষ্ণপ্রমুখ অর্জ্জুন কিম্বা মহাবীর বৃকোদরের সহিত যুদ্ধ করিয়া পুরুষার্থ প্রদর্শন কর। এইরূপে কর্ণ শল্যের বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে অবজ্ঞা করিয়া পরিত্যাগ করিলে, যুধিষ্ঠির তখন লজ্জিত ও প্রহারে ব্যথিত হইয়া শিবিরে গমনপূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিলেন। এই সময়ে অর্জ্জুন দূর হইতে কর্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণকে তদভিমুখে রথসঞ্চালন করিতে আদেশ করিলেন। তখন কৃষ্ণ কহিলেন, সখে! কর্ণকে যেরূপ হর্ষিতভাবে এখানে আগমন করিতে দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় উনি রাজাকে পরাজয় করিয়াই তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছেন; অতএব চল, অগ্রে রাজাকে দর্শন করিয়া, তৎপরে ঐ দুর্ব্বার সংগ্রামপিপাসু কর্ণকে নিহত করিব। কৃষ্ণের এইরূপ পরামর্শ দিবার কারণ এই যে, অর্জ্জুন সংশপ্তক-দিগের সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করাতে পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন; অতএব

রাজদর্শনচ্ছলে কৌশলে কিয়ৎকাল তাঁহাকে বিশ্রাম করাইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিলে দ্বিগুণ বলাধান হইতে পারিবে, এবং তৎকালপর্য্যন্ত কর্ণও অন্যান্য বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে, অর্জ্জুন অনায়াসেই যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে নিপাত করিতে সমর্থ হইবেন। কৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ যুক্তি করিয়া, ভীমের হস্তে সংশপ্তকনিবারণের ভার ন্যস্ত করত অর্জ্জুনের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশে শিবিরে গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির হৃষীকেশের সহিত অর্জ্জুনকে হৃষ্টচিত্তে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মনে করিলেন, ধনঞ্জয় বুঝি এত দিনে চিরবৈরী দুর্দ্ধর্ষ কর্ণকে নিহত করিয়া তাঁহাকে সেই শুভসমাচার প্রদান করিতে আসিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া, ব্যথায় বিকলাঙ্গ থাকিলেও সত্বর শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া ধনঞ্জয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করত কহিলেন, দুরন্তবীর্য্য ধনঞ্জয়! অদ্য যে তুমি বাসুদেবের সহায়ে চিরশত্রু কর্ণকে নিপাতিত করিয়া অক্ষতভাবে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, ইহাতে পরম প্রীতিপ্রাপ্ত হইলাম এবং জানিলাম যে, অদ্য আমি ত্বদীয় বাহুবলার্জ্জিতা ধরণীর অধীশ্বর হইলাম। যে দুরাত্মার বাণে আমি জর্জ্জরিতাঙ্গ হইয়াছি, এক্ষণে বল, তুমি কি প্রকারে সেই সমরদুর্ম্মদ সূতপুত্রকে লোকান্তরে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীকে নিরুপদ্রব ও যমরাজের প্রজাবর্দ্ধন করিলে? সহসা এবম্প্রকার রাজবাক্য শ্রবণে অর্জ্জুন চমৎকৃত ও ভীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! অদ্য আমি সংশপ্তকযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলাম। দুরাত্মা কর্ণ যে আপনাকে এতাদৃশ ব্যথিত করিয়াছিল, তাহা আমি আদৌ অবগত হই নাই। আমি তথায় উপস্থিত থাকিলে, আপনাকে কদাপি এরূপ ক্লেশভোগ করিতে হইত না। আপনাকে নিপীড়িত ও নিগৃহীত করিয়া সেই সূতপুত্র যে এখনও জীবিত আছে, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বটে; কিন্তু অদ্য আমার নিকট কিছুতেই তাহার আর অব্যাহতি নাই। সে এখনও মৃত না হইয়া জীবিত আছে; অতএব অদ্যই হয় সে আমাকে, না হয় আমিই তাহাকে বিনাশ করিব।

কর্ণ নিহত না হইয়া এখনও জীবিত আছেন শুনিয়া, যুধিষ্ঠির কুপিত-ভাবে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার এ কেমন চরিত্র আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি পূর্ব্বে বনমধ্যে সত্য করিয়াছিলে যে, আমি কর্ণ ও অন্যান্য কৌরবদিগকে নিহত করিয়া আপনাকে এই সাগরাম্বরা পৃথিবীর চক্রবর্ত্তী করিব। আমি একমাত্র কেবল তোমার বাক্যেই বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছি। পূর্ব্বে যদি এরূপ জানিতাম এবং তুমিও আপনাকে অসমর্থ বলিয়া প্রকাশ করিতে, তাহা হইলে আমি এই লোকক্ষয়ে সমুদ্যত না হইয়া প্রত্যুত বনবাসীই থাকিতাম। আমরা তোমারই ভরসায় এই দুস্তর যুদ্ধসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে তুমি কর্ণকে নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, ভীমসেনকে যুদ্ধে নিয়োগ করত স্বয়ং প্রাণভয়ে আমার নিকট পলাইয়া আসিয়াছ। ধিক্ তোমাকে! তোমার বীরত্ব, সত্য ও গাণ্ডীবকেও ধিক্, তোমার রথেও ধিক্! তোমার ভূমিষ্ঠসময়ে এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল যে, তুমি আমাকে পৃথিবী জয় করিয়া দিবে, এক্ষণে সে সরস্বতীকে ধিক্। অর্জ্জুন! নিশ্চয়ই জানিলাম যে, তুমি কদাপি ক্ষত্রিয় নহ, তুমি জননীর পুরীষমাত্র। অকারণ গাণ্ডীববহন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে, তুমি যদি অগ্রে অন্য কোন বীরকে এই গাণ্ডীব প্রদান করিতে, তাহা হইলে সে কোন্ কালে শত্রু বিনষ্ট করিত; অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল, তুমি একাল পর্য্যন্ত কর্ণকে নিপাত করিতে পারিলে না। তুমি যদি অগ্রে কৃষ্ণকে এই গাণ্ডীব প্রদানপূর্ব্বক উহাঁকে রথী করিয়া স্বয়ং উহাঁর সারথি হইতে, তাহা হইলে উনি নিশ্চয়ই এতদিনে কর্ণকে বিনাশ করিতেন; অতএব এই ক্ষণেই তুমি গাণ্ডীব পরিত্যাগ কর। যুধিষ্ঠির ক্রোধভরে এইরূপে অকারণে অর্জ্জুনকে দুরক্ষর তিরস্কার করিলে, তিনি কুপিত হইয়া কোষ হইতে করবারি নিষ্কাশিত করত রাজাকে বধ করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহার ঈদৃশ ধর্ম্মবিগর্হিত অনার্য্য কার্য্য দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে নিবারণ পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! এখানে ত তোমার কোন যথার্থ শত্রু উপস্থিত নাই, তবে তুমি কাহার নিধনেচ্ছায় ও কি

নিমিত্তই বা অসি অনাবৃত করিলে ? অর্জ্জুন কহিলেন, বাসুদেব ! যিনি আমাকে গাণ্ডীব ত্যাগ করিতে বলিবেন, আমি অবশ্যই তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিব, পূর্ব্বাপর ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা আছে। এক্ষণে মহারাজ আমাকে বারম্বার উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যকে প্রদান করিতে বলায়, আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞাধর্ম্মানুসারে এই উলঙ্গ শিতধার অসিদ্বারা উহাঁর শিরশ্ছেদন করিব। তখন ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহাকে ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, ধনঞ্জয় ! দেখিতেছি, তুমি যথাসময়ে জ্ঞানবৃদ্ধগণের উপদেশ প্রাপ্ত হও নাই ; কেন না, তাহা হইলে তুমি কখনই ঈদৃশ অন্যায্য অধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে না। তুমি ধর্ম্মভীরু সত্য, কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম কিছুই অবগত নহ। কৃষ্ণ এই বলিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার ন্যায় ও সত্য-পূর্ণ ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া কহিলেন, সখে ! তুমি নিজ সত্য ও ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত আমার মতানুসারে কার্য্য কর, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে ; নতুবা পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে হত্যা করিলে, মহাপাতকে লিপ্ত হইবে এবং পরিণামে তদ্বিরহে তোমার যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। অর্জ্জুন ! যাহা ভদ্র এবং যাহাতে তোমার সকল দিক্ রক্ষা পায়, আমি তোমাকে সেইরূপ কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূজার্হ মান্য লোকের মাননাশ করিলেই তাঁহাদের মস্তক ছেদন ও তাঁহাদিগকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করা হয় ; অতএব নিজ প্রতিজ্ঞারক্ষার নিমিত্ত এক্ষণে তুমি রাজাকে সম্ভ্রান্ত ও আর্য্যজনপ্রয়োগোচিত "আপনি" না বলিয়া "তুমি" বলিয়া সম্বোধন কর, তাহা হইলেই উনি অবমানিত, সুতরাং ত্বৎকর্ত্তৃক মৃতও হইবেন। গুরুজনের প্রতি "তুমি" সম্বোধন তাঁহাদের মৃত্যুস্বরূপ। তখন অর্জ্জুন বাসুদেবের জ্ঞানগভীর সেই উপদেশে প্রহৃষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! আমরা তোমার জন্যই এত ক্লেশ করিয়াছি। তুমি দ্যূতক্রীড়া দ্বারা আমাদিগকে অশেষ যাতনা প্রদান করিয়াছ। তোমারই পাপে জ্ঞাতিসকল বিনষ্ট ও পৃথিবী বীরশূন্য হইয়াছেন। তুমি স্বয়ংই কাপুরুষ হইয়া অন্যকেও আত্মবৎ অসমর্থ জ্ঞানে পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাক। যাহারা তোমার নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়া ক্লেশভার বহন করিয়াছে ও এখনও করিতেছে, তুমি

তাহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ নহ। তুমি স্বয়ং যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, এজন্য আপনিই প্রাণভয়ে কর্ণের যুদ্ধে পলায়িত হইয়া আমাকে ভীরু বলিয়া অযথাভূত নিন্দা করিতেছ। ভীমসেন তোমা অপেক্ষা কতগুণে শ্রেষ্ঠ; তিনি বাহুবলে শত্রুপ্রশমন করিয়া থাকেন, তদপেক্ষায় আমি বয়সে নিকৃষ্ট হইলেও তিনি ত কখনই আমার অবমাননা করেন না। যদি আমার সেই সুকৃতি অগ্রজ ভীমপরাক্রম ভীমসেন কখনও আমাকে কোনও কারণবশতঃ আমার নিন্দা করেন, তাহা আমি বরঞ্চ সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তুমি অতি অকৃতী, এজন্য তোমার বাক্য রবিকরতপ্ত বালুকার ন্যায় কিছুতেই আমার সহ্য হয় না। অর্জ্জুন এই প্রকারে তাঁহার বিস্তর নিন্দা ও অবমাননা করিয়া "হায়! আমি এ কি করিলাম! একে রাজা, তাহাতে আবার গুরু, আমি তাঁহাকে এতাদৃশ কুৎসিতভাবে অবমানিত করিয়া মহাপাতক সঞ্চয় করিলাম, আমাকে ধিক্"! বলিয়া আত্মনাশে সমুদ্যত হইলেন। তখন কৃষ্ণ, মোহবশতঃ ঐরূপ আত্মহত্যা করা সাতিশয় দোষজনক বলিয়া নিবারণপূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি যে মহাপাপ করিয়াছ, এক্ষণে আমি তাহা হইতে তোমার উদ্ধারের নিমিত্ত পুনর্ব্বার প্রায়শ্চিত্তের উপায় কহিতেছি, শ্রবণ কর। ভ্রাতঃ! ভদ্র ও মহৎলোকের পক্ষে আত্মপ্রশংসাই মৃত্যুস্বরূপ; অতএব তুমি আত্মশ্লাঘা করিয়া এক্ষণে ঐ দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত ও পাপবিধূনন কর এবং তুমি যে সত্যরক্ষার নিমিত্ত রাজার অবমাননা করিলে, তাহাই বিদিত করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর; তাহা হইলে তিনি কখনই ব্যথিতমনা না হইয়া কারণ অনুধাবন করত পুনর্ব্বার তোমার প্রতি পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন হইবেন এবং তখন তুমি কর্ণকে নিহত করিয়া, রাজার প্রীতবর্দ্ধন করিও। ধর্ম্মরাজ তোমাকে সমরোৎসাহী করিবার নিমিত্ত কুপিতভাবে যে সকল অনৃতবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন উহা সার্থক হইবে। অনন্তর কৃষ্ণের উপদেশক্রমে অর্জ্জুন আত্মশ্লাঘা করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! পৃথিবীতে আমার তুল্য বীর আর কেহ নাই। পিতামহ ভীষ্ম আমাকে অতিরথ ও কর্ণকে অর্দ্ধরথ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। আমি মনে করিলে একদিনেই ব্রহ্মাণ্ড

জয় করিতে পারি, কিন্তু কোন ক্ষত্রিয়ই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। আমি পশুপতি ও যদুপতিকে প্রসন্ন করিয়াছি। আমার ন্যায় শরাসন, কিরীট ও রথ, আর কাহারও নাই। আমি সংগ্রামস্থলে অসংখ্য বীরগণ দলন করিয়া থাকি ও যুদ্ধে জয়লাভ না করিয়া কদাচই প্রত্যাবৃত্ত হই না। নিবাতকবচাদি দেববৈরী ও গন্ধর্ব্বদিগকে আমি যেমন পরাভব করিয়াছি, এমন মহৎকার্য্য সাধন করিতে আমা ব্যতিরেকে আর কেহই সমর্থ নহে। এক্ষণে আমি আপনার শত্রু কর্ণকে অদ্য নিশ্চয়ই যমালয়ে প্রেরণ করিব, নতুবা কদাপি প্রত্যাবৃত্ত হইব না। পৃথিবী অদ্য কর্ণশূন্য বা অর্জ্জুনবিহীন হইবেন। মহারাজ! এক্ষণে আপনি প্রসন্নমনে আমাকে যুদ্ধে গমনার্থ শীঘ্র বিদায়দান এবং কর্ণবিজয়ার্থ জয়াশীর্ব্বাদে অনুমোদন করুন। আমি স্বীয় সত্যরক্ষার নিমিত্ত আপনাকে অবমানিত করিয়াছি বলিয়া আপনি কিছু মনে করিবেন না এবং তজ্জন্য আমার প্রতি রুষ্ট বা অসন্তুষ্টও হইবেন না। বাসুদেব পাণ্ডবগণের নেতা; অদ্য তিনিই কৌশল উদ্ভাবনদ্বারা পাণ্ডবদিগকে দুরন্ত পাপ ও অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। রাজন্! এক্ষণে আপনি ধর্ম্মের সূক্ষ্মভাব চিন্তা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। অর্জ্জুন এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের চরণযুগল ধারণ করত রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কারুণ্যরসপূর্ণ রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে অনুতাপীর ন্যায় দীনভাবাপন্ন ও বিগলিতাশ্রু দেখিয়া এবং তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা ও বর্ত্তমান কার্য্যপরম্পরা পর্য্যালোচনা করত উহা কর্ত্তব্য হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সত্বর কর্ণজয়ের নিমিত্ত অনুমতি দান করিলেন। রাজাজ্ঞা শ্রবণমাত্রেই ধনঞ্জয় অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া তাঁহার পাদবন্দনা করত কৃষ্ণের সহিত কর্ণের উদ্দেশে গমন করিলেন। তখন কর্ণের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তিনি কৃষ্ণসহায়ে বীরগণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া অস্ত্রশস্ত্রে ছেদন করিতে লাগিলেন। বীরবর উত্তমৌজা, বাণদ্বারা কর্ণপুত্র সুষেণের শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন কৌরবেরা কৈকেয় ও পাঞ্চালদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। গান্ধাররাজ শকুনি, রাজা দুর্য্যোধনের আদেশে ভীমসেনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তদীয়

বাণে আহত হইয়া নিঃসংজ্ঞ হইলে, দুর্য্যোধন অনতিবিলম্বে তাহাকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তৎকালে ধনঞ্জয় কর্ণের সহিত সঙ্কুল যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এদিকে ভীমসেন তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা রাজা দুর্য্যোধনের হতাবশিষ্ট দশটী ভ্রাতাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কর্ণ, পরশুচ্ছেদিত বৃক্ষের ন্যায় কৈকেয় সেনাপতিকে নিপাতিত এবং সাত্যকি কর্ণের সম্মুখেই তদীয় পুত্র প্রসেনকে বিনাশ করেন। নন্দনের রণশয়ন সন্দর্শনে কর্ণ কুপিত হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় শত্রুদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নতনয়কে বাণে বিদীর্ণ করিয়া নিধন করিলেন। অনন্তর লব্ধসংজ্ঞ দুঃশাসন কুপিত হইয়া পুনরাগমনপূর্ব্বক ভীমের সহিত লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কুন্তীতনয় ভীম তখন গদাদ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিয়া, শত্রুমধ্যে জলদনির্ঘোষে কহিতে লাগিলেন, অদ্য আমি সর্ব্বজনসমক্ষে দুঃশাসনের রক্তপান করিয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইব। এক্ষণে যদি কাহারও সামর্থ্য থাকে, তবে তিনি শীঘ্র আসিয়া দুঃশাসনকে রক্ষা করুন; নতুবা ইহাকে এখনই যমরাষ্ট্রে গমন করিতে হইবে। ভীম এই বলিয়া পূর্ব্ব দুঃখ ও দ্রৌপদীর অপমানসকল স্মরণ করিয়া দুঃশাসনকে কহিলেন, রে পাপাত্মন্! অদ্য আমি তোর্ জীবন আকর্ষণপূর্ব্বক বক্ষস্থল হইতে ঈষদুষ্ণ শোণিত পান করিয়া আমার চিরপিপাসা দূর ও তোর্ রণকণ্ডু অপসারিত করিব। তুই পূর্ব্বে সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশাম্বর আকর্ষণ করিয়া আমাকে "গরু গরু" বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলি; অদ্য আমি তোর্ দেহ হইতে প্রাণাকর্ষণ ও শোণিত পান করিব এবং অদ্যাবধি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে "গরু" বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক চিরদুঃখানল নির্ব্বাপিত করিব। তুই যুদ্ধে আমাকে সাধ্যানুসারে অনেক অস্ত্র শস্ত্র প্রহার করিলেও আমি কণ্টকবিদ্ধের ন্যায় তাহা অনায়াসে সহ্য করিয়াছি, এক্ষণে তুই আমার বেগ সহ্য কর্।

পবনতনয় ভীম এইরূপ বলিতে বলিতে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া যেন নৃশংস রাক্ষসের ন্যায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। সেই সময়ে তিনি শত্রুগণের নিতান্তই দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছিলেন। কৌরববাহিনী বিমথিত করিবার নিমিত্ত

তখন তাঁহার ক্রোধব্যাদিত বদনমণ্ডল অন্তকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধে গ্রীবা বক্র করিয়া অধর দংশন ও সৃক্কণী লেহন করিতে করিতে উলঙ্গ অসিদ্বারা দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ ও মস্তক ছেদন করত অঞ্জলিপূর্ণ সফেণ উত্তপ্ত শোণিত লইয়া পান ও সর্ব্বাঙ্গে বিলেপিত করিয়া ভীষণ গর্জ্জনসহকারে কহিতে লাগিলেন, অদ্য আমি মাতৃস্তন্য, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, শীতল জল ও অমৃতরসতুল্য যে কিছু সুস্বাদু পানীয় আছে, তৎসমস্ত অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট শত্রুশোণিত পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। অদ্য আমি এক প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ হইয়াছি; অতঃপর গদাঘাতে দুরাত্মা দুর্য্যোধনের উরুভগ্ন করিয়া, তাঁহার মস্তকে বামপদাঘাতপূর্ব্বক তাহাকে পশুর ন্যায় বিনাশ করিয়া চিরদুঃখ নির্ব্বাণ ও হৃদিশল্য উৎপাটন করিব। অনন্তর তিনি ধরাশায়ী গতাসু দুঃশাসনকে লক্ষ্য করিয়া বিকট হাস্যসহকারে কহিলেন, হে লোকান্তরিত ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুঃশাসন! এখন তুমি মৃত্যুর আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়াতে, আর তোমার প্রতি আমার কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। ভীম এই বলিয়া শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। তখন বীরগণ তাঁহারে রাক্ষসজ্ঞানে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময়ে যুধামন্যু, চিত্রসেনকে নিহত করেন।

এইরূপে কুরুপাণ্ডবেরা বিজিগীষু হইয়া পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। কর্ণতনয় বৃষসেন, নকুলকে আক্রমণ ও পরাভূত করিলে, ভীমসেন দূর হইতে অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে অনুজ্ঞা করেন; তাহাতে অর্জ্জুন ক্ষুরাস্ত্রদ্বারা কর্ণের বিদ্যমানেই বৃষসেনের মস্তক ছেদন করিলেন। পুত্র নিহত হইল দেখিয়া, কর্ণ ক্ষোভে ও রোষে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং শল্যকে কহিলেন, মদ্ররাজ! যদি অদ্য আমি সমরদিগ্বিজয়ী অর্জ্জুনের শরে নিহত হই, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর পর তুমি কি কার্য্য করিবে? শল্য কহিলেন, অধিরথতনয়! তুমি অর্জ্জুনশরে লোকান্তরিত হইলে, আমি একাকীই পৌরুষ প্রকাশ করত বাসুদেবের সহিত অর্জ্জুনকে নিহত করিব। অনন্তর অর্জ্জুনও কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাসুদেব! যদি অদ্য আমি যুদ্ধদুর্ম্মদ কর্ণকর্তৃক নিহত হই, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর পর তুমি, কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে?

কৃষ্ণ কহিলেন, ধনঞ্জয়! আমাতে লক্ষ্মী, ভীমসেনে ক্রোধ ও তোমাতে জয় নিহিতই আছে; অতএব সংসারের যাবতীয় কার্য্যই যদি পরিবর্ত্তিত ও বিশৃঙ্খলিত হয়, তথাপি কর্ণ কখনই তোমাকে পরাজয় ও পরাহত করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু যদি কখন ঈদৃশ অসম্ভববৈপরীত্য ও প্রাকৃতিক বিকৃতিও পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে আমি প্রলয় উপস্থিত করিয়া জগতের অবসান ও পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক একাকী শল্যের সহিত কর্ণকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। সখে! এক্ষণে তুমি আর কোনরূপেই উপেক্ষা না করিয়া আমার বাক্যানুসারে কর্ণকে ত্বরায় নিধন কর। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, কর্ণ অদ্যই নিহত হইবে এবং দুর্য্যোধনের রাজ্যলালসা ও জীবিতাশাও অদ্যই তিরোহিত হইবে।

অনন্তর কর্ণার্জ্জুনে সর্ব্বজনভয়ঙ্কর যুদ্ধারম্ভ হইল। উভয়ে উভয়ের শিক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়েরই হস্তলাঘব ও বাণপ্রভাবে উভয়পক্ষীয় রথ রথী ও সেনাবাহনাদি বিনষ্ট হইতে লাগিল। অন্তরীক্ষে দেবগণ অর্জ্জুনের ও অসুরবৃন্দ কর্ণের জয়বাসনা করিতে লাগিলেন। বাসব অর্জ্জুনের ও আদিত্য কর্ণের জয়লাভের নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট গমন করেন; কিন্তু প্রজাপতি অর্জ্জুনেরই সৌভাগ্য ও জয়ঘোষণা করিলেন। কুরুক্ষেত্রের এই সপ্তদশ দিবসের যুদ্ধের মধ্যে কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধের ন্যায় সর্ব্বলোকভয়াবহ চতুরঙ্গবিধ্বংশী তুমুল সংগ্রাম ইতিপূর্ব্বে আর কখনই পরিদৃষ্ট হয় নাই। বীরদ্বয় তৎকালে পরস্পরের বধকামনায় অস্ত্রাদিবর্ষণদ্বারা দিবাকরের করজাল প্রতিরোধপূর্ব্বক অর্দ্ধপথে উভয়ে উভয়ের বাণ ছেদন করিতে লাগিলেন। সেই যুদ্ধে কর্ণার্জ্জুনের অবসাদ পরিলক্ষিত হয় নাই। বীরেরা কখন্ যে তূণীর হইতে বাণ গ্রহণ ও জ্যাযুক্ত করিতেছেন, কখনই বা শত্রুর প্রতি লক্ষ্যপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন, তাহার কিছুই লক্ষিত হয় নাই। কর্ণার্জ্জুনের এইরূপ লোকবিপর্য্যয় রণক্রিয়া সন্দর্শনে অশ্বত্থামা ভীত হইয়া দুর্য্যোধনের হস্তধারণপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই,—আপনি ক্ষান্ত হউন। একমাত্র কেবল আপনার অভিমানদোষেই ভীষ্মদ্রোণাদি নিহত এবং পৃথিবী বীরশূন্যা হইয়াছেন; অতঃপর ক্ষান্ত হইলে, অবশিষ্ট বীরগণ জীবিত

থাকিতে পারিবেন। আপনি সম্মত হইলে আমি যুধিষ্ঠিরকে অনুরোধ করিয়া আপনাদের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিয়া দিব। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অতি নিরীহ, একে তিনি শোণিতপাত করিতে অভিলাষী নহেন এবং তাহাতে আবার আমারও অত্যন্ত গৌরব করিয়া থাকেন; সুতরাং তিনি মদীয় বাক্যে উপেক্ষা না করিয়া অবশ্যই সন্ধি করিবেন। কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুনকে আমিই শান্ত করিয়া দিব এবং কর্ণকেও যুদ্ধে নিবৃত্ত করিব। এক্ষণে আপনি ভদ্রজনের ন্যায় বীরদুঃখে কাতর হউন এবং আমার বাক্যে সম্মত হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করত চিরজীবন সুখে রাজ্যভোগ করুন; নতুবা নিশ্চয়ই আপনাকে অনুতাপানলে দগ্ধবিদগ্ধ হইয়া ভীমহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। দুর্য্যোধন কহিলেন, সখে! তুমি যাহা কহিলে, সে সকলই সত্য, পাণ্ডবগণের অপেক্ষা পূর্ব্বে আমি অধিক বল সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে সমাগত হইয়াছিলাম; কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকবশত তাঁহাদের অপেক্ষায় আমিই হীনবল ও সৌভাগ্যবশতঃ তাহারাই এখন প্রবল হইয়াছে। প্রবলপক্ষ কখনই দুর্ব্বলের সহিত যোগ দান বা সন্ধি মৈত্রতাদি কিছুই করে না; অতএব আমার সহিত পাণ্ডবেরা এখন কখনই সন্ধি করিতে সম্মত হইবে না। আর আমিও পূর্ব্বে তাহাদের সহিত একবার বৈরতাচরণ করিয়া এখন হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া উহাদিগের আনুগত্য স্বীকারে ইচ্ছুক নহি। আমার আত্মীয়গণ আমার জন্যই নিহত হইয়াছেন, অতএব এখন আমি তাঁহাদিগকে বিনাশিত করিয়া আর পাণ্ডবগণের পদাবনত থাকিয়া রাজশ্রী ভোগ করিতে বাসনা করি না। বিশেষতঃ সমরাঙ্গণে প্রাণ পরিত্যাগ ক্ষত্রিয়গণের স্বর্গগমনের প্রশস্ত সোপানস্বরূপ। অতএব যদি রণশায়ী হই, তাহা হইলে আমিও বীরলোকে গিয়া সদ্গতি লাভ করিব। এতদ্ভিন্ন কর্ণ এখন সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন, তিনি মহাবীর ও শত্রুগণের অজেয়; অতএব ভরসা করি, তিনিই পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিয়া আমার সমুদায় ক্ষোভ দূর করিবেন। গুরুপুত্র! এ অবস্থায় কর্ণকে যুদ্ধবিরত করা কর্ত্তব্য নহে। কর্ণসহায়ে আমি অবশ্যই পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিব।

যাহা হউক, কর্ণার্জ্জুনে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। বহুক্ষণ-

পর্য্যন্ত কেহই কাহাকে পরাজয় করিতে পারিল না। তাহাতে কর্ণ কুপিত হইয়া পরশুরামদত্ত দুর্ব্বিসহ স্বর্ণপুঙ্খ এক বাণ গ্রহণ করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর বাণ দর্শনে সকলেই অর্জ্জুননিধনের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। শল্য তখন অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবার মানসে কর্ণকে কহিলেন, হে আধিরথি! তোমার এ অস্ত্র অতি সামান্য দেখিতেছি, ইহার লঘুত্ববশতঃ অর্জ্জুন অনায়াসেই ইহা ছেদন করিবেন; অতএব তুমি ইহা সংহার করিয়া অপর বাণ গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে লক্ষ্য কর। কর্ণ কহিলেন, মদ্ররাজ! কর্ণ যে বাণ গ্রহণ করেন, তাহা নিক্ষেপ না করিয়া অপর অস্ত্রের সন্ধান করেন না। এই বলিয়া তিনি হুঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি সেই বাণ ত্যাগ করিলেন। ঐ অস্ত্রের মুখে অশ্বসেন নামে এক মহানাগ যোগবলে সূক্ষ্ম শরীরে কর্ণের অগোচরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; সেই অলক্ষিত সর্প, বাণের মুখ হইতে ক্রোধানল ও গরলরাশি উদ্গার করিতে করিতে অর্জ্জুননিধনেচ্ছায় গমন করিতে লাগিল। অর্জ্জুনের প্রতি পূর্ব্ববৈরনির্যাতন করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকাতে, সেই সর্প ঐ রূপে কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। পূর্ব্বে খাণ্ডবপ্রস্থদহনসময়ে ঐ নাগ জননীগর্ভে অবস্থিতি করিতেছিল। অগ্নির প্রাবল্য দর্শনে যখন তদীয় গর্ভবতী জননী আকাশপথে পলায়নোদ্যতা, হয়, সেই সময়ে অর্জ্জুন বাণদ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া বিনাশ করেন। অনন্তর গর্ভস্থ সেই নাগশিশু কোনমতে পলায়ন করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। তদবধি সে বৈরনির্যাতন মানসে অর্জ্জুনবধের নিমিত্ত ছিদ্রানুসন্ধান করিতেছিল, এক্ষণে সুযোগ বিবেচনায় কর্ণের সহায়তা ও অর্জ্জুননিধনের জন্য কর্ণের বাণমধ্যে অলক্ষিতভাবে প্রবিষ্ট হইয়া অর্জ্জুনের মস্তক ছেদনে কৃতোদ্যত হইল। জ্বালাদ্বারা দিক্‌সকল দগ্ধ করিতে করিতে সেই বাণ অর্জ্জুনের প্রতি আগমন করিতে লাগিল। ধনঞ্জয় ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও উহা ছেদন করিতে পারিলেন না। তখন কৃষ্ণ আপনার রথ পরিচালনের কৌশল করিয়া, জানুদ্বারা সবলে অর্জ্জুনের রথ ভূমিমধ্যে কিয়দংশ প্রোথিত করিলেন এবং অশ্বগণ তখন জানু বক্র করিয়া ভূমিস্পর্শ করাতে সেই বাণ অর্জ্জুনের কণ্ঠস্পর্শ করিতে পারিল না, কেবল

তদীয় ঊর্দ্ধস্থ কিরীট স্পর্শ করাতে উহাই চূর্ণ ও মস্তকচ্যুত হইয়া পড়িল। এইরূপে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রক্ষা করিলে, সেই সর্প পুনর্ব্বার প্রকাশ্যভাবে কর্ণের নিকট গমন করত কহিল, আপনি আমাকে না দেখিয়াই অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়াছিলেন, আমি পুনর্ব্বার আপনার অস্ত্রে প্রবেশ করিয়া ধনঞ্জয়কে নিধন করিব; অতএব এইবার আপনি আমাকে দেখিয়া অস্ত্রত্যাগ করুন। কর্ণ কহিলেন, সর্প! কর্ণ কখনই পরকীয় সাহায্যে শত্রুবিনাশ করেন না; অতএব তুমি এখন স্বেচ্ছাসুখে স্থানান্তরে গমন বা এইস্থানে অবস্থিতি কর। আমি স্বয়ংই বাহুবলে অদ্য অর্জ্জুনকে নিশ্চেষ্ট করিব। অনন্তর সেই নাগ কর্ণের বাক্যে কুণ্ঠিত হইয়া স্বয়ংই মায়াদ্বারা বাণরূপে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইল। অর্জ্জুন তখন কৃষ্ণের আদেশে সেই সর্পকে বাণদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া বিনাশ করিলেন। তৎপরে কর্ণের সহিত পুনর্ব্বার তাঁহার যুদ্ধ হইতে লাগিল। ধনঞ্জয় কর্ণের নিধনেচ্ছায় রৌদ্রাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে দুর্ভাগ্যবশত মেদিনী কর্ণের রথচক্র গ্রাস করাতে, কর্ণ উহার উদ্ধারার্থ সভয়ে রথ হইতে অবতরণের মানস করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি কিয়ৎকাল আমাকে ক্ষমা কর, আমি রথচক্র উদ্ধার করিবার নিমিত্ত এখন অস্ত্রত্যাগ করিয়াছি; অতএব তুমি এখন ক্ষাত্র ও বীরধর্ম্ম প্রতিপালন কর। নিরস্ত্র শত্রুর প্রতি প্রহার করিলে বীরগণের অপযশ, অধর্ম্ম ও পরিণামে তাহাদিগকে নিরয়গামী হইতে হয়; অতএব যাবৎ আমি ধরাগ্রাসিত আমার এই রথচক্রের উদ্ধার সাধন না করি, তাবৎ তুমি আমাকে অস্ত্রপ্রহার করিও না। কর্ণের ঈদৃশী ন্যায়োপেত বিনয়োক্তিতে পাছে অর্জ্জুন কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে প্রাণে বিনষ্ট না করেন, এই আশঙ্কায় কৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে কুপিত করিবার জন্য কর্ণকে কহিলেন, কর্ণ! পূর্ব্বাপর ইহাই দেখিতেছি যে, বিপৎপাত না হইলে মূঢ়চেতাগণ আর ধর্ম্মের শরণাপন্ন হয় না। তুমি এখন বিপদে পড়িয়াই ধর্ম্মকথা কহিতেছ; কিন্তু যখন ষড়্‌রথিতে পরিবেষ্টিত হইয়া বালক অভিমন্যুকে নিরস্ত্র ও নিধন করিয়াছিলে, তখন তোমার এপ্রকার, ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মবুদ্ধি কোথায় ছিল? পূর্ব্বে তোমরা যেরূপ ধর্ম্মানুসারে অকারণে নির্দ্দোষী

পাণ্ডবগণকে ক্লেশদান করিয়াছিলে, এখন পাণ্ডবেরাও তোমাদের সেই ধর্ম্মানুমোদিত ন্যায়দ্বারা অদ্য তোমাকে সমরশায়ী করিবেন। কৃষ্ণ এই কথা কহিবামাত্র ধনঞ্জয় অনুরোধ অবজ্ঞা পূর্ব্বক করালকৃতান্তের ন্যায় কুপিত হইয়া অনতিবিলম্বে অঞ্জলিকাস্ত্রে কর্ণের সকুণ্ডল শীর্ষ ছেদন করিলেন। অপরাহ্নসময়ে মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনশরে নিহত হইয়া আকাশভ্রষ্ট মিহিরের ন্যায় ধরাশয়ন করিলে, পাণ্ডবদিগের হর্ষ ও কৌরবগণের হাহাকারধ্বনি সমুত্থিত হইল। মদ্ররাজ শল্য শূন্যরথ লইয়া শিবিরে গমন করত রাজা দুর্য্যোধনকে কর্ণের নিধন সংবাদ বিজ্ঞাপন করিলেন। দুর্য্যোধন তখন কর্ণবিরহে সাতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া স্বগণে "হা কর্ণ হা কর্ণ" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠিরকে কর্ণবধসংবাদে হর্ষিত করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লইয়া সত্বর শিবিরে গমন করত রাজাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কর্ণের নিধনবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। কর্ণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া রাজা সাতিশয় হর্ষপ্রকাশপূর্ব্বক কৃষ্ণার্জ্জুনকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করত কহিলেন, ভ্রাতঃ! অদ্য আমি নিরাতঙ্ক হইয়া ত্রয়োদশ বৎসরের পর সুখে নিদ্রা যাইব। জানিলাম, যে অদ্যই আমি পৃথিবীর সম্রাট্ হইলাম। এই কর্ণের নিধনে অদ্য আমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করিতেছি। এতদিন পরে আজি কৌরবেরা বীরশূন্য হইল। যুধিষ্ঠির এই বলিয়া সমরাঙ্গনে গমন করত কর্ণের মৃতদেহ দর্শন করিয়া সন্দেহ দূর করিলেন এবং আহ্লাদভরে কহিতে লাগিলেন যে, অদ্য রাজা দুর্য্যোধন রাজ্যভোগ ও জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া স্বকর্ম্মদোষের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অনুতাপদ্বারা স্বীয় শোণিত শোষণ করুক। এই বলিয়া যুধিষ্ঠির সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত।

শল্যপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

কর্ণ নিহত হইলে, কৌরবেরা যৎপরোনাস্তি ভীত ও শোকাবিষ্ট হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন শল্যকে অভিষিক্ত করিয়া পুনর্ব্বার পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইল। এই সময়ে তাহার হতাবশিষ্ট অতি অল্পমাত্র সৈন্য ছিল। অকারণ এই লোকবিনাশ সন্দর্শনে কৃপাচার্য্য কুপিত হইয়া তখনও দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দান করিলেন; কিন্তু আসন্নকালে রোগী যেমন ঔষধে বীতশ্রদ্ধ হয়, দুর্য্যোধনও তদ্রূপ তাঁহার বাক্যগ্রহণ না করিয়া কেবল যুদ্ধই করিতে লাগিল। শল্যরাজা এই যুদ্ধে সেনাপতি হইয়া সেই দিবসেই যুধিষ্ঠিরের শরে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। অনন্তর ভীমসেন গদাযুদ্ধদ্বারা দুর্য্যোধনকে নিহত করিলে, সঞ্জয় সেই সকল সংবাদ ধৃতরাষ্ট্রকে পূর্ব্ববৎ প্রদান করে। বলা বাহুল্য যে, পুত্র ও আত্মীয়নিধন শ্রবণে অন্ধ তখন জীবন্মৃত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের কুশল ও নিজ পুত্রগণের নিধন শ্রবণে যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইয়া "হা কর্ণ! হা পুত্র দুর্য্যোধন! আজি তোমাদিগের বিহনে আমি অনাথ হইলাম। হা বৎস দুঃশাসন! তোমরা সকলে আমাকে শত্রুহস্তে রাখিয়া কোথায় গমন করিলে? এক্ষণে শত্রুকরকবলিত রাজ্যে আমি কিরূপে অবস্থান করিব!" বলিয়া বহুতর বিলাপ ও পরিতাপকরত সঞ্জয়কে যুদ্ধবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সঞ্জয় কহিতে লাগিল, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ নিহত হইলে, রাজা দুর্য্যোধন শোকাতুর হইয়া বিহিত রীত্যনুসারে মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি করিয়াছিলেন। তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আদেশ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মুক্তাজালজড়িত সুবর্ণমণ্ডিত

দিব্য স্যন্দনে আরোহণপূর্ব্বক চতুরঙ্গবলে বিবিধ বাদ্যকোলাহলের সহিত শল্যের চতুর্দ্দিক্ দৃঢ়রূপে অবরোধ করিলেন। তৎকালে শল্যরাজের সহায়ার্থ কর্ণপুত্র চিত্রসেন সমাগত হইলে, মহাবীর নকুল তাহাকে খড়্গাঘাতে নিহত করেন। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার সত্যসেন ও সুষেণকে বধ করিয়া রণস্থলে নির্ভীকহৃদয়ে রথারোহণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শল্য ক্রোধান্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বাণবিদ্ধ করিলেন। সেই মহাবীরের অস্ত্রপ্রপাতে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যসকল জর্জ্জরিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। দণ্ডাঘাতে বৃক্ষ হইতে যেমন ফল নিপতিত হইয়া থাকে, শল্য সেই প্রকার পাণ্ডবসৈন্য নিপাতিত করিতে লাগিলেন। বৃকোদর বাহুবলে কৌরবচমূ ও ধনঞ্জয় সংশপ্তকদিগকে বিদলন করিলেন। অসুরবিঘাতী দেবেন্দ্রের ন্যায় শল্য যোধগণকে বিনষ্ট করিতেছেন দেখিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির ঘৃতাহুত জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধাবিষ্টচিত্তে শক্তিপ্রহারদ্বারা পরাক্রান্ত মাতুল সেই শল্যরাজকে যমরাষ্ট্রে প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি শল্যকে নিহত হইতে দেখিয়া তদীয় রক্ষক ও সেনাগণ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া শ্রেণীভঙ্গপূর্ব্বক প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। অশ্বত্থামা ক্রোধভরে পাঞ্চালদেশীয় সুরথকে বিনষ্ট করিলেন। দুর্য্যোধন তখন ভয় ও চিন্তাজ্বরে আক্রান্ত হইয়াও সৈন্যগণকে এইরূপে উৎসাহিত ও প্রবোধিত করিতে লাগিলেন, হে যোধগণ! সংগ্রামমৃত্যুই ক্ষত্রিয়ের প্রার্থনীয়। তোমরা স্বর্গলাভের এমন সুন্দর অবসর আর পাইবে না; অতএব ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ না করিয়া শীঘ্র সদ্গতিলাভে চেষ্টিত হও। দেখ, আজি যদিও তোমরা ভীরু ও ইতর জনের ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা কর, তবে আর কখনও কি তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হইবে না,—ইহাতেও কি তোমরা কালের সুনিশ্চিত হস্ত হইতে নিষ্কৃতি বা অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে? ক্ষত্রিয়বীরগণের রোগমৃত্যু নিন্দনীয়; অতএব এই সকল পর্য্যালোচনা করত এইক্ষণেই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধদ্বারা হয় শত্রুবিনাশপূর্ব্বক যশ, না হয় শত্রুশরে ধরাশায়ী হইয়া পুরুষার্থ রক্ষাপূর্ব্বক যোগীজনবাঞ্ছনীয় ব্রহ্মলোক লাভ কর।

রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে যুগপৎ ক্ষোভ ও রোষবিকলিতচিত্তে

জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সৈন্যগণকে প্রত্যাবৃত্ত ও সমবেত করিয়া শকুনিকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন এবং তিনি আপনিও তখন অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ ভীমসেন দুর্য্যোধনের অশ্ব বিনষ্ট করিয়া নারাচাস্ত্রে তাঁহাকে সমরপরাঙ্মুখ করিলেন। এই সময়ে শাম্বনামে জনৈক মহাবল সেনাপতি পাণ্ডবসৈন্য ভেদ করিতে সমুদ্যত হইলে, শিনিপ্রবীর সাত্যকি তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; তদ্দৃষ্টে কৃতবর্ম্মা শাম্বের সহায়তায় অগ্রসর হইলে, সাত্যকি তাহাকে নিবারণ করিয়া, আশুমুক্ত শরনিকরে শাম্বকে বধ করিলেন।

এদিকে সহদেব শকুনির সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির শকুনিকে দর্শনমাত্রেই অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সহদেবকে কহিলেন, এই পাপটাকে শীঘ্র পশুর ন্যায় বিনষ্ট কর। এই নরাধমই এই ভারতীযুদ্ধের মূল কারণ। ইহারই দ্যূতক্রীড়ানিবন্ধন এই ভয়ঙ্কর সুহৃদ্ভেদ ও রক্ত-স্রোতঃপ্রবাহিত হইয়াছে। ইহারই নিমিত্ত জননী বসুন্ধরা রাক্ষসীর ন্যায় বীরশোণিত পান করিতেছেন। এক্ষণে উহারে প্রেতপুরে প্রেরণ করিয়া আত্মকলহের মূলচ্ছেদ কর। তদনন্তর সহদেবের সহিত শকুনির সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। শকুনির সাহায্যার্থে সপুত্র সুশর্ম্মা-ও দক্ষসেন সমাগত হওয়াতে, ধনঞ্জয় বাণপ্রহারে তাহাদিগকে কৃতান্ত-সদনে প্রেরণ করিলেন এবং দক্ষানুজও ভীমসেনের প্রচণ্ড আঘাতে অন্তকপুরের আতিথ্যগ্রহণ করিল। উলূক নামে শকুনির একমাত্র প্রিয়পুত্র পিতাকে সাহায্যদান করিবার নিমিত্ত যেমন অগ্রসর হইল, অমনি ভীমের অশনিসদৃশ কার্ম্মুকনির্ম্মুক্ত শায়কপ্রভাবে তিনিও যমলোকে নীত হইলেন। এইরূপে সহায়সম্পত্তিবিহীন শকুনি তখন চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া শূন্য বোধ করিতে লাগিল। ঐ বীর হস্ত্যশ্বরথাদি বিহীন হইলে, সহদেব তাহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া পূর্ব্বক্রোধ স্মরণকরত পরুষবাক্যে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, রে দুরা-চার! রে মূঢ়! তুই পূর্ব্বে সভামধ্যে আমাদিগকে যে কত অবজ্ঞা ও কত বিদ্রূপ করিয়াছিলি, এক্ষণে তাহারই সমুচিত প্রতিফল ভোগ কর্। সহদেব এই বলিয়া অসিদ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন ভীমশরে ক্ষতবিক্ষত ও পরিশ্রান্ত হইয়া একাকী পদব্রজে পলায়ন করত যুদ্ধস্থলের অনতিদূরবর্ত্তী এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে বিদূরের কথা স্মরণ করিয়া নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি সাতিশয় অনুতাপযুক্ত হইয়াছিলেন। হে অন্ধরাজ! আমি তখন তাঁহার উদ্দেশে যুদ্ধস্থলে গমন করিবামাত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সাত্যকিকে অনুরোধ করিলেন। সাত্যকি তখন আমাকে ধৃত করিয়া বধোদ্যত হইলে, কৃপাপরতন্ত্র ব্যাসদেব সহসা তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া আমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন। অনন্তর আমি প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যস্থ সেই বটবৃক্ষমূলে দীনভাবাপন্ন, জর্জ্জরিতাঙ্গ, বিমনায়মান ও হৃতসর্ব্বস্ব রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিলাম। তৎকালে তিনি বাষ্পপূর্ণলোচনে আমাকে নিরীক্ষণ করিয়াও সহসা চিনিতে পারিলেন না। তখন আমি তাঁহার মর্ম্মপীড়া অবগত হইয়া তাঁহাকে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কহিলাম, মহারাজ! এখনও কৃপ, অশ্বত্থামা ও ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা এই বীরত্রয় আমাদিগের পক্ষে জীবিত আছেন; এক্ষণে আপনি তাঁহাদিগকে অনুমতি করিলে, তাঁহারা অনায়াসেই কৃষ্ণপ্রমুখ পাণ্ডবগণকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা আপনাকে সমরাঙ্গনে না দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া আছেন। অনন্তর কুরুরাজ আমার বাক্যশ্রবণ করিয়া পুনঃপুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, সঞ্জয়! একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি এই রাজা দুর্য্যোধনের যখন এই দশা হইল, তখন নিশ্চয় দেখা যাইতেছে যে, পুরুষকার কিছুই নহে, তদপেক্ষা দৈবই বলবান। যাহা হউক, এক্ষণে পাণ্ডবেরা প্রবল ও আমি হীনবল হইয়াছি; অতএব তুমি আমার অন্ধ পিতাকে এই সমস্ত বিষয় নিবেদন কর। রাজা

দুর্য্যোধন এই বলিয়া জলস্তম্ভনবিদ্যাপ্রভাবে গদাহস্তে দ্বৈপায়নহ্রদে প্রবেশপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য্য, গুরু-পুত্র অশ্বত্থামা ও মহাবীর কৃতবর্ম্মা তথায় সহসা উপস্থিত হইয়া আমাকে দেখিয়া রাজার তথ্য জিজ্ঞাসা করাতে, আমি তাঁহাদিগকে সেই হ্রদ প্রদর্শন করিলাম। অনন্তর তাঁহারা যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রাজাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধন তখন নিতান্ত শর-নিপীড়িত ও পরিশ্রান্ত হওয়াতে, সে দিবস বিশ্রাম করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন।

এদিকে যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবেরা রাজা দুর্য্যোধনকে না দেখিয়া চারিদিকে তাঁহার অন্বেষণার্থ চরসকল প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তাহারা কেহই তখন তাঁহার কোন উদ্দেশই প্রাপ্ত হইল না। এই সময়ে এক মৃগ-জীবী যদৃচ্ছাক্রমে দ্বৈপায়নহ্রদসন্নিধানে মৃগয়ার্থ উপস্থিত হইল। ঐ নিষাদ প্রতিদিন ভীমসেনের নিমিত্ত মাংস আহরণ করিত। সে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে হ্রদগর্ভস্থ কাহারও সহিত যেন যুদ্ধসম্বন্ধীয় কোন কথোপকথন হইতেছে জানিয়া অনুমান করিল যে, রাজা দুর্য্যোধন বুঝি এখন বিপন্ন হইয়া প্রাণভয়ে এই হ্রদমধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত আছেন এবং এই বীরত্রয় তাঁহাকেই যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করিতেছেন। তখন সেই ক্রূরকর্ম্মা ব্যাধ পুরস্কারের লোভে ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত ভীমসেনের গোচর করিল। অনন্তর ভীমপ্রমুখাৎ রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে সেই দিবসেই বধদ্বারা কলহের মূলোচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত স্বদলে তথায় গমন করিলেন এবং সেই হ্রদস্থ জল স্তম্ভিত দেখিয়া অবগত হইলেন যে, নিরতিশয় অভিমানী রাজা দুর্য্যোধন সেই হ্রদমধ্যেই নিরাপদে অবস্থান করিতেছেন। তখন তাঁহারা কি উপায়ে তাঁহাকে উহা হইতে বহির্গত করিবেন, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির জানিতেন যে, দুর্য্যোধন অভিমানবশে কদাপি কাহারও দুরক্ষর পরুষবাক্য সহ্য করিতে পারেন না, সুতরাং তিনি তাঁহাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া, বড়িশদ্বারা যেমন মৎস্যকে, তদ্রূপ তাঁহাকে হ্রদ হইতে উদ্ধারার্থ স্থির করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির হ্রদস্থিত দুর্য্যোধনকে কটকঠোরবাক্য প্রয়োগ করিলে, অভিমানী দুর্য্যোধনের তাহা নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে, তিনি তৎক্ষণাৎ গদাহস্তে উত্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি এখন সহায়সম্পত্তিবিহীন হইয়াছি। এখন আমার একাদশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে হতাবশিষ্ট একটীমাত্র পদাতি সৈন্যও জীবিত নাই। ভাগ্যবলে এই রাজ্য এখন আপনার অধিকৃত হইয়াছে; অতএব আপনি এখন স্বচ্ছন্দে এই পতিহীনা বিধবা রমণীতে পরিপূর্ণা বসুন্ধরার শাসন ও তাহাতে একাধিপত্য বিস্তার করুন। আমি আমার এই ভোগাবশিষ্টা ধরিত্রীকে স্বেচ্ছাসুখে আপনাকে সমর্পণ করিলাম। আপনি এখন নিরুদ্বেগে ইহার একচ্ছত্রাধীশ্বর হউন। রাজা দুর্য্যোধন এতাবৎকাল সকল সুখসচ্ছন্দতা ভোগ করিয়াছেন। মহারাজ! এখন আপনার সহিত আর আমার যুদ্ধ করা কোনরূপেই সঙ্গত বা কর্ত্তব্য নহে এবং সমুদায় আত্মীয় বিহীন হইয়া রাজ্যভোগে ও জয়লাভেও আমার বাসনা নাই। আমি কদাপি সংগ্রামবিমুখ বা প্রাণভয়ে পলাতক নহি। আমি একাকীমাত্র কিপ্রকারে আপনাদিগের বহুবলের সহিত সংগ্রাম করিব? বিশেষতঃ আপনি ধর্ম্মশাস্ত্র অবগত থাকিয়াও এখন কোন্ ধর্ম্মানুসারে আমারে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন?

তখন দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে যুধিষ্ঠির ঈষদ্ধাস্যমুখে কহিলেন, অহে কুরুরাজ! এতকাল তোমার এই ধর্ম্মজ্ঞান কোথায় ছিল? এখন বুঝি বিপদে পড়িয়াই তোমার ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মদৃষ্টি জন্মিয়াছে, তাই এখন ধর্ম্মগ্রহণ করিতেছ। পূর্ব্বে তুমি আমাদিগকে অকারণ অনেক ক্লেশ দান ও উপহাস করিয়াছিলে, আমরা তোমার নিকট পঞ্চগ্রামমাত্র ভিক্ষাস্বরূপ যাজ্ঞা করিলেও তুমি বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিসর ভূমিও আমাদিগকে প্রদান করিতে সম্মত হও নাই; কিন্তু এক্ষণে অনায়াসে সমগ্র পৃথিবীই দান করিতে সমুদ্যত হইয়াছ। ফলতঃ পাণ্ডবেরা কখন কাহারও নিকট যাচ্ঞা বা কাহারও দানগ্রহণ করেন না। বিশেষতঃ এখন আর ইহাতে তোমার দান করিবার সত্বাধিকার দেখিতেছি না, কারণ আমরা বাহুবলে তোমার নিকট হইতে উহা প্রত্যাহরণ করিয়া লই-

য়াছি; অতএব এক্ষণে তোমাকে আমাদিগের সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিতে হইবে। তুমি কদাচ দয়ার যোগ্যপাত্র নহ, তুমি কৌরবকুলের কুলপাংশু; আমি তোমাকে কখনই জীবিত রাখিব না। পূর্ব্বে তুমি ষড়্-রথিতে বেষ্টন করিয়া অভিমন্যুকে নিহত করিতে আদেশ দিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলে। তৎকালে তোমার সেই অসদনুষ্ঠান কোন্ ধর্ম্মবুদ্ধিদ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল?—তখন তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি ও ধর্ম্মভাবই বা কোথায় লুক্কায়িত ছিল? নিতান্ত অপগণ্ড বালকবধেও তোমার ধার্ম্মিকতা পরিদৃষ্ট হয় নাই। এখন তুমি প্রাণভয়ে ধূর্ত্তশৃগালের ন্যায় আমাকে ধর্ম্ম দেখাইতেছ। ভাল, তুমি যেমন দুর্ভাগ্যবশতঃ "একক আছ" বলিয়া আমার নিকট অনুযোগ করিতেছ, আমিও তেমনি তোমার দুঃখের সমদুঃখিতা অনুভব করিয়া কহিতেছি যে, তুমি আমাদের এই পঞ্চ-ভ্রাতার মধ্যে যাহার সহিত ইচ্ছা হয়, একাকীই তাহার সহিত যুদ্ধ কর। তুমি ন্যায়যুদ্ধে আমাদের সেই একমাত্র বীরকে পরাভূত ও নিহত করিতে পারিলেই এই রাজ্যখণ্ড পুনর্ব্বার স্বাধীনভাবে তোমারই হইবে,—আমরা উহা আর কখনও গ্রহণ করিব না। ধর্ম্মরাজের এই বাক্য শ্রবণে বাসুদেব কুপিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি অতি দুঃসাহসের কথা কহিতেছেন। দুর্ব্বার রণবিশারদ গদা-ধারী দুর্য্যোধনকে জয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। পাণ্ডবপক্ষে গদাযুদ্ধবিশারদ একমাত্র ভীমসেনই কেবল ঐ মহাবীর্য্যের বেগ সহ্য করিতে পারেন; অতএব দুর্য্যোধন যদি ভীম ব্যতীত আপনাদের মধ্যে আর কাহাকেও সমরে আহ্বান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনাকে অসীম ক্লেশভোগ করিতে হইবে। অনন্তর দুর্য্যোধনের স্বেচ্ছানুসারে গদাপাণি ভীমসেন তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধার্থ অঙ্গীকার করিলেন। এই সময় রেবতীবল্লভ বলদেব তীর্থপর্য্যটন সমাপন করিয়া সহসা সেই স্থানে সমাগত হইলেন।

———

তৃতীয় অধ্যায়।

রোহিণীনন্দন রাম ভারতীযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেই তীর্থপর্য্যটনে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নানা তীর্থে ভ্রমণ ও স্নানদানাদি করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ প্রভাসতীর্থে গমন করেন। পূর্ব্বকালে কোন সময়ে দক্ষমুনি চন্দ্রদেবকে স্বীয় কন্যাসকল সম্প্রদান করিয়াছিলেন; তাহারা সকলেই নক্ষত্র বলিয়া ব্যক্ত আছে। শশলাঞ্ছন ঐ সকল কামিনীরমধ্যে রোহিণীতেই সাতিশয় অনুরক্ত হওয়াতে, অপর কন্যারা স্ব স্ব পিতা দক্ষের নিকট চন্দ্রের সেই পক্ষপাতিতার অভিযোগ করেন। দক্ষ তখন চন্দ্রকে সকল পত্নীগণের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিতে বারদ্বয় উপদেশ ও অনুজ্ঞা দান করেন; কিন্তু তত্রাচ তিনি সেইপ্রকার না করাতে, তৃতীয়বারে দক্ষ কুপিত হইয়া তাঁহাকে যক্ষ্মারোগগ্রস্থ হইতে শাপপ্রদান করিয়াছিলেন। শশধর সেই অবধি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। চন্দ্রের এবম্প্রকার বিকৃতি ও দুর্দ্দশা উপস্থিত হওয়াতে ওষধি ও বনস্পতি সকল নীরস ও বিনষ্টপ্রায় হইল; তদ্দর্শনে দেবগণ চন্দ্রের প্রতি শাপান্তের নিমিত্ত দক্ষের শরণাপন্ন হওয়াতে, তিনি কহিয়াছিলেন যে, আমার বাক্য কদাচই মিথ্যা হইবার নহে। তবে কেবল দেবগণের অনুরোধ ও আমার আদেশ রক্ষার নিমিত্ত অদ্যাবধি চন্দ্র, মাসের মধ্যে পঞ্চদশ দিবস ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া প্রতি অমাবস্যাতিথিতে তীর্থস্নান করিলে পুনর্ব্বার পঞ্চদশ দিবস ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবেন। মুনিবরের এই-রূপ আদেশে দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া শশাঙ্ককে তীর্থস্নান করাইলেন। ঐ তীর্থস্নানে চন্দ্র প্রভাসিত হওয়াতে উহার নাম প্রভাস তীর্থ হইয়াছিল।

যাহা হউক, বলদেব প্রভাসাদি নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া যখন সারস্বত তীর্থে সমাগত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে একদা তিনি দেবর্ষি নারদের নিকট কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবিবরণ অবগত হইয়া নিজশিষ্য ভীম ও দুর্য্যো-ধনের গদাযুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত সত্বর তথায় আগমন করেন। কৃষ্ণ-

প্রমুখ পাণ্ডবেরা ও রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে দর্শনমাত্রেই মনে মনে সাতিশয় প্রীত হইয়া, অভ্যর্থনা ও অনাময় জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক তাঁহার যথেষ্ট পূজা ও সৎকার করিলে, তিনি তাঁহাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত কহিলেন, বীরগণ! তোমরা সমন্তপঞ্চক নামক তীর্থস্থানে গিয়া আমাদের সম্মুখেই বীরজন-প্রহৃষ্টকর ধর্ম্মযুদ্ধ কর। ঐ স্থানে রণ-শয়ন করিলে পরাজিত বীরের সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। নীলপিন্ধন হলধর এইপ্রকার কহিলে পর, সকলে সমন্তপঞ্চকে অনতিবিলম্বেই গমন করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির তথায় দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, কুরুরাজ! এইবার তুমি হয় ভীমকে জয় করিয়া হৃতরাজ্য প্রত্যাহরণ, না হয় তদীয় আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়জনোচিত পৌরুষ ও গতিলাভ কর। অনন্তর ভীম ও দুর্য্যোধনে ভয়ঙ্কর গদাযুদ্ধ হইতে লাগিল। বীরদ্বয় পরস্পরকে জয় করিবার নিমিত্ত গদা বিঘূর্ণিত করিয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। গদার আঘাত ও সংঘর্ষণে ভয়ঙ্কর শব্দ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। কখন ভীম ও কখন বা দুর্য্যোধন গদাঘাতে মূর্চ্ছিত ও গৈরিকস্রাবী গিরিবরের ন্যায় শোণিতধারায় আপ্লুত হইতে লাগিলেন। সকলেই অনিমিষনয়নে ঐ বীরদ্বয়ের যুদ্ধব্যবসায় দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতে লাগিল। এই সময়ে পীতকৌশেয়বাসা কৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধের বহুতর শ্লাঘা ও গরিমা প্রকাশ করিয়া কহিলেন, কৌন্তেয়! ন্যায় যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে কদাপি পরাজয় করা যায় না; এক্ষণে ভীমসেন অন্যায় উপায়দ্বারা নিজ প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করুন। তখন কৃষ্ণের এইপ্রকার কুটীল মন্ত্রণাশ্রবণে ধনঞ্জয় স্বীয় বাম জঙ্ঘায় শনৈঃ শনৈঃ আঘাত করিয়া যুদ্ধকারী ভীমকে সঙ্কেত করিলেন; তাহাতে ভীমও সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই সময়ে দুর্য্যোধন অরাতিকুল-কৃতান্ত ভীমের মস্তকে গদাপ্রহার করিবার নিমিত্ত যেমনি উল্লম্ফন প্রদান করিবেন, অমনি সুযোগ বিবেচনায় ভীমসেনও তৎক্ষণাৎ তাঁহার উরু-যুগলে সবলে ভীষণ গদাদ্বারা দৃঢ়রূপে প্রহার করিয়া তাঁহাকে নিপাত করিল।

দুর্য্যোধন ভগ্নজানু হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলে, ভীমসেন তৎক্ষণাৎ

তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, রে পাপাত্মন্! আমরা কখন শঠতাচরণদ্বারা বিষপ্রয়োগ, অগ্নিপ্রদান, দেবলক্রীড়া ও প্রবঞ্চনাদি দুষ্কর্ম্মনিরত নহি,—প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আমরা বাহুবলেই কার্য্য করিয়া থাকি। তুই পূর্ব্বে সভামধ্যে আমাদিগকে "ষণ্ডতিল" বলিয়া উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছিলি, এক্ষণে তাহার সমুচিত প্রতিফল ভোগ কর্। কোপনস্বভাব ভীম এই বলিয়া স্বীয় পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণকরত তাঁহার মস্তকে পুনঃপুনঃ বামপদাঘাত করিতে লাগিল। তখন কৃপাপরতন্ত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভীমের প্রতি কুপিত হইয়া কহিলেন, বৃকোদর! সৎকার্য্যদ্বারাই হউক, আর অসৎকার্য্যদ্বারাই হউক, তুমি ত আত্মকৃত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া বৈরঋণে মুক্ত হইয়াছ, তবে এক্ষণে আবার রাজমস্তকে পদাঘাত করিয়া পাপাচরণ করিতেছ কেন? এই দুর্য্যোধন আমাদিগের ভ্রাতা এবং একাদশ অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর। ইহাঁকে ক্রোধবশে অবমাননা করা তোমার ন্যায় মহল্লোকের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তুমি অতি নীচ ও নিন্দনীয় পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছ। এই রাজা দুর্য্যোধন এখন আত্মীয়বিহীন ও ধনজনবিবর্জ্জিত হইয়া নিতান্ত শোচনীয় ও দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছেন; অতএব আর তুমি ঐ রাজমস্তকে পদাঘাত করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিও না। ভীম! রাজার প্রতি এরূপ অন্যায্য ও অভদ্র ব্যবহার কদাচ প্রশংসনীয় নহে; ইহাতে স্বতঃই ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে। রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিবামাত্র বলদেব কুপিত হইয়া কহিলেন, ভীমসেন! তুমি নিতান্ত অন্যায় সমরে রাজা দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিলে। যেহেতু নাভীর নিম্নপ্রদেশে গদাপ্রহার করা অকর্ত্তব্য ও রীতিবহির্ভূত কার্য্য; কিন্তু তুমি সে নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের জানুদেশে গদাপ্রহার করিয়াছ; সেই দোষে অদ্য আমি তোমাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। হলায়ুধ রাম এই বলিয়া কুপিত কালান্তকের ন্যায় লাঙ্গল উদ্যত করিয়া ভীমের প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন বিনম্রপ্রকৃতি কৃষ্ণ তাঁহাকে নিবারণপূর্ব্বক ধীরভাবে কহিলেন, আর্য্য রাম! এই পাণ্ডবেরা আমাদিগের আত্মীয়, এজন্য উহাঁদের সহিত আমাদিগের বিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ দুর্য্যোধনকে গদাঘাতদ্বারা উরুভঙ্গ করিয়া নিপাতিত করিবার

নিমিত্ত পূর্ব্বেই ভীমসেন প্রতিজ্ঞারূঢ় ছিলেন, প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই ত ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম; অতএব ইহাতে ভীমসেনের কিছুমাত্র অপরাধ ও পাতক নাই। বিশেষতঃ পূর্ব্বে মহর্ষি মৈত্রেয়ও দুর্য্যোধনকে এই বলিয়া শাপপ্রদান করিয়াছিলেন যে, ভীমসেন প্রচণ্ড গদাঘাতে তোমার উরুযুগল ভগ্ন করিয়া রণস্থলে তোমাকে নিপাত করিবেন; অতএব হলধর! অধুনা তুমি ক্রোধশান্তি করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি প্রসন্ন হও। অনন্তর শত্রুতাপন বলরাম ভীমসেনকে কূটযোদ্ধা এবং দুর্য্যোধনকে শাশ্বতলোকগামী ও যশস্বী বলিয়া, মনোদুঃখে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন ভীম হর্ষভরে রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আজি আপনার রাজ্য নিরুপদ্রব ও নিঃশত্রু হইল। আজি আপনি হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, এক্ষণে মনের সুখে নিষ্কণ্টকে রাজ্যপালন করুন। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! প্রসাদগুণসম্পন্ন বাসুদেবের কৃপায় ও তদীয় মন্ত্রণাবলেই অদ্য তুমি ভাগ্যক্রমে অরাতি-কুল পরাজয় করিলে।

যাহাহউক, রাজা দুর্য্যোধনকে আহত ও ধরাশায়ী দেখিয়া সোমক ও পাঞ্চালগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইল এবং দুর্য্যোধনের পুরোবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছানুসারে তাঁহার গ্লানি ও ভীমসেনের যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, বীরগণ! মৃতকল্প ব্যক্তির প্রতি কদাচ পরুষবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। এই পাপসহায় নির্লজ্জ দুর্য্যোধন যখন গুরুজনের বাক্য শ্রবণ করে নাই, যখন এই দুরাচার পাণ্ডবদিগকে পৈতৃক রাজ্যাংশ প্রদান করে নাই এবং আমি অনুরোধ করিলেও এ যখন আমাকে উপেক্ষা করিয়াছিল, তখনই আমি উহাকে নিহত বলিয়া জানিয়াছিলাম। এখন এ কাষ্ঠলোষ্ট্র ও মৃত্তি-কাদির ন্যায় জড়পদার্থ হইয়াছে; এত দিনের পর ঐ দুরাত্মা নিহত হইল। এখন আর উহাকে মর্ম্মপীড়াকর কটুবাক্য বলিবার কিছুই আবশ্যক নাই। ঐ নরাধম আপনি দারুণ প্রহারযাতনায় অনুশোচনা করিয়া এখনই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এক্ষণে চল, আমরা এস্থান হইতে প্রস্থান করি। দেবকীনন্দন কৃষ্ণ এই বলিয়া গমনোন্মুখ হইলে, মৃতকল্প

রাজা দুর্য্যোধনের উহা নিতান্ত অসহ্য হইল। তিনি ভগ্নজানু হইয়াও তখন স্বীয় হস্তদ্বয়ে নির্ভর করিয়া অর্দ্ধোন্নত শরীরে উপবেশনকরত কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ওহে কংসদাসপুত্র! তোমারই নিদেশক্রমে ধনঞ্জয় ভীমের প্রতি সঙ্কেত করাতে, পবনতনয় ভীম সংগ্রাম-সময়ে আমার উরুদ্বয় গদাঘাতে ভগ্ন করিয়াছে। ঐরূপ অন্যায় যুদ্ধ করিয়াও তুমি কি লজ্জিত হইতেছ না? প্রতিদিন যে তোমারই অন্যায় উপায় উদ্ভাবনদ্বারা শত শত ধর্ম্মযোদ্ধৃগণ রণভূমে প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছে, তাহা কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ? তুমি শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মকে, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক নিরস্ত্র করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নদ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে বিনাশ করিয়াছ। কর্ণ অর্জ্জুনকে বধ করিবার জন্য বাসবদত্ত শক্তি অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিল, তুমিই কৌশলক্রমে ঘটোৎকচের উপর তাহা প্রয়োগ করাইয়া কর্ণের অভিলাষ ব্যর্থ করিয়াছিলে। তোমারই প্রবর্ত্তনায় সাত্যকি প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবাকে বধ করিয়াছিল। তুমি ভগদত্তের বৈষ্ণবাস্ত্র সংহার ও অর্জ্জুনবধার্থ কর্ণের সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছিলে। মেদিনী কর্ণের রথচক্র গ্রাস করাতে, তিনি তাহার উদ্ধার করিতে সচেষ্টিত হইলেও তুমি তাঁহাকে কৃতকার্য্য হইতে দাও নাই এবং সেই সময়ে অন্যায় সুযোগে অর্জ্জুনদ্বারা তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলে। তোমার ঈদৃশ অন্যায় ও অনার্য্যজনোচিত উপায়প্রভাবেই আমরা নিহত হইয়াছি; নতুবা ন্যায়যুদ্ধে কেহই আমাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ নহে। সেই জন্য এক্ষণে আমি তোমাকে কহিতেছি যে, গোপাল! তোমার তুল্য পাপাত্মা নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ আর কেহই নাই। কুরুরাজের বাক্যাবসানে কৃষ্ণ কহিলেন, ওহে গান্ধারীতনয়! তুমি কেবল নীচ ভোগ-লালসায় অন্ধ হইয়া নিরীহ পাণ্ডবগণের প্রতি পূর্ব্বে যে সকল অকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, তাহা নিতান্ত ভদ্রবিরুদ্ধ ও সাধুবিগর্হিত। তুমি সংগ্রামস্থলে বহুসংখ্যক রথীদ্বারা বালক অভিমন্যুকে নিহত করিয়াছিলে। ধিক্ নিলর্জ্জ! এক্ষণে তুমি আত্মকৃত দুষ্কর্ম্ম সকল চিন্তা না করিয়া কেবল আমাদের প্রতিই দোষারোপ করিতেছ কেন? তুমি অতি পাপাত্মা, এজন্য তোমার প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধান করিলাম; তুমি এখন স্বকৃত

দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ কর। অনন্তর দুর্য্যোধন কহিলেন, কৃষ্ণ! আমি বিবিধ ভোগসুখে কালাতিপাত করিয়া এক্ষণে আত্মীয়গণের সহিত ক্ষত্রিয়গণস্পৃহনীয় দুর্লভ স্বর্গভোগ করিতে চলিলাম। আমার এখন কিছুমাত্রই দুঃখ নাই। আমার সমরমৃত্যু হওয়াতে আমি অতি সৌভাগ্যশালী হইয়াছি। এখন দেখা যাইতেছে যে, উভয়লোকেই আমার ন্যায় সুখসমৃদ্ধিভোগী অতি বিরল। কৃষ্ণ! এক্ষণে আমি ভ্রাতৃবন্ধুগণের সহিত স্বর্লোকে চলিলাম, আর তোমরা শোকাকুলিতচিত্তে মৃতবৎ এই পৃথিবীতে অবস্থান কর। অনন্তর কৃষ্ণের আদেশে পাণ্ডবেরা তথা হইতে দুর্য্যোধনের শিবিরে গমন করেন। কৃষ্ণ তথায় অর্জ্জুনকে অগ্রে রথ হইতে অবতরণ করিতে আদেশ করিলেন। ধনঞ্জয় সর্ব্বাগ্রে রথ পরিত্যাগ করিলে, ধ্বজস্থ বানরবরও সত্বর অন্তর্হিত হইল। তদনন্তর কৃষ্ণ অশ্বরজ্জু পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমিতলে অবতরণ করিবামাত্র, সেই মায়াময় রথ সহসা প্রজ্জ্বলিত ও ভস্মীভূত হইয়া গেল। অর্জ্জুন তখন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, সখে! যুদ্ধসময়ে পূর্ব্বেই ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে এই রথ দগ্ধ হইয়াছিল, কেবল কার্য্যানুরোধে আমি উহাতে অবস্থিতি করাতেই এতাবৎকাল উহা ভস্মীভূত হয় নাই। এক্ষণে কার্য্য সমাধার পর আমি উহা পরিত্যাগ করিলাম বলিয়া উহা ভস্মে পরিণত হইল।

যাহা হউক, পাণ্ডবেরা শিবিরে প্রবেশ করিলে পর কৃষ্ণ কহিলেন, অদ্য মঙ্গলাচারের নিমিত্ত আমাদিগের বহির্দ্দেশে অবস্থিতি করাই আবশ্যক। এই বলিয়া তিনি পাণ্ডবদিগকে নদীর নিকটস্থ এক স্থানে লইয়া গিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে কহিলেন, বাসুদেব! তুমি পাণ্ডবগণের একমাত্র অবলম্বন। পূর্ব্বে তুমিই আমাদিগের দৌত্যকার্য্য করিয়াছিলে, এক্ষণে একবার হস্তিনায় গমন করত পুত্রশোকসন্তপ্তা গান্ধারীর শোকাপনোদন কর। আমরা যে তাঁহার পুত্রকে অন্যায় সমরে নিপাতিত করিয়াছি, তিনি তাহা জ্ঞাত হইয়া ক্রোধবশে আমাদিগকে শাপপ্রদান করিবেন। পূর্ব্বে তিনি বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন; দেখিতেছি সেই তপস্তেজোময়ী তপস্বিনীর অভিসম্পাতে

আজি আমাদিগকে ভস্মীভূত হইতে হইবে। সম্প্রতি সহসা ও সর্ব্বাগ্রে তথায় আমার গমন করা উচিত নহে এবং আমি তাহাতে সাহসও করি না। কৃষ্ণ! তুমি অচ্যুত ও মহান্ পুরুষ; অতএব পুত্রবিয়োগকাতরা সত্যবাদিনী পতিব্রতা ও সাধ্বী গান্ধারী তোমার কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমি চিরদিনই আমাদিগের প্রতি পক্ষপাত ও প্রীতি প্রদর্শনকরিয়া থাক; অতএব এক্ষণে আমাকে গান্ধারীর ভয় হইতেও পরিত্রাণ কর।

অনন্তর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা লইয়া হস্তিনায় গমনপূর্ব্বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি কালের প্রভাব অবগত আছেন। দেখুন, যাহাতে কুলক্ষয় না হয়, পূর্ব্বেই আমরা প্রাণপণে তন্নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলাম। রাজা দুর্য্যোধন আপনার কথাও অগ্রাহ্য করিয়া অকারণ পাণ্ডবদিগের কোপে নিহত হইলেন। ফলতঃ ইহাতে পাণ্ডবদিগের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। তাঁহারা সক্ষম হইয়াও কুলনাশ হইবার ভয়েই আপনার নিকট পঞ্চগ্রামমাত্র ভিক্ষা করিয়াছিলেন। বলিতে কি, কেবল আপনার দোষেই এখন ক্ষত্রিয়গণ বিনষ্ট হইয়াছে; অতএব তজ্জন্য আর শোক করিবার আবশ্যক নাই। দেখুন, করুণাসাগর ধর্ম্মরাজ শত্রুবিনাশ করিয়াও সুখী হইতে পারেন নাই। আত্মীয়বধরূপ দুঃখজনক শল্য তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত গভীররূপে বিদ্ধ হইয়াছে। তিনি আপনাকে ও দেবী গান্ধারীকে যথেষ্ট প্রীতিভক্তি করিয়া থাকেন। এখন অবধি আপনারা যে স্বগোত্রবধে দিবারাত্রি শোক করিবেন, ধর্ম্মরাজ এই চিন্তাতেই সাতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া আছেন। এক্ষণে আপনি ক্ষোভ ও শোক দূর করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন ও তাঁহাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করুন। অতঃপর তাঁহাদিগের উপরেই আপনার পারলৌকিক উদকপিণ্ডাদিদান প্রভৃতি পুত্রকার্য্যসকল নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে আপনি তাঁহাদিগকে স্বসমীপে শীঘ্র আহ্বান করুন। সেই সুশীল ও লজ্জাশীল যুধিষ্ঠির আপনাকে পুত্রবিয়োগকাতর জানিয়া লজ্জা ভয় ও মনোদুঃখে স্বয়ং আপনার নিকট আসিতে পারিতেছেন না। অনন্তর কৃষ্ণ অন্ধকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার গান্ধারীকে কহিলেন,

দেবি! আপনার তুল্য সাধ্বীনারী আর নয়নগোচর হয় না। দুর্য্যোধনের যুদ্ধযাত্রাকালে আপনি কহিয়াছিলেন যে, "যেখানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়"। এক্ষণে আপনার সেই মহাবাক্যই সত্য, সুসিদ্ধ ও সফল হইয়াছে। বিচার করিয়া দেখিলে, পাণ্ডবেরা আপনারই আশীর্ব্বাদে জয়লাভ করিয়াছে; অতএব এক্ষণে তাহাদের প্রতি ক্রোধ দূর করুন, আপনার ক্রোধে চরাচর ভস্ম হয়। আপনি কোপবশে পাণ্ডবদিগকে আর দহন করিবেন না। শ্রীকৃষ্ণের এবম্প্রকার অমৃতায়মান বিনীত বাক্যশ্রবণে গান্ধারী কহিলেন, বাসুদেব! তুমি যাহা কহিলে সে সকলই সত্য, তোমার বাক্যে আমার দুঃখশোকাদি দূর হইল। এক্ষণে তুমি ও পাণ্ডবগণ এই বৃদ্ধ অন্ধরাজার অবলম্বন হইলে। গান্ধারী এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে সাধ্যানুসারে বিবিধ মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সহসা অশ্বত্থামার দুষ্টাভিসন্ধি তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে, তিনি পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কুরুরাজের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তখন অন্ধ তাঁহাকে পাণ্ডবদিগের রক্ষাবিধান করিয়া পুনর্ব্বার আসিতে অনুরোধ করিল। কৃষ্ণ, যে আজ্ঞা বলিয়া তথা হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

কৃষ্ণ প্রস্থান করিলে পর, ধৃতরাষ্ট্র পুনর্ব্বার সঞ্জয়কে দুর্য্যোধনের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে সঞ্জয় কহিল, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন অধর্ম্মযুদ্ধে পরাজিত হইয়া কুপিত ভুজঙ্গের ন্যায় বারংবার নিঃশ্বাসত্যাগ করত আমাকে কহিলেন, সঞ্জয়! কালপ্রভাব অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। দেখ, একাদশ অক্ষৌহিণী কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও আমার এখন কি দুরবস্থা হইয়াছে! শত্রুগণ আমাকে ছলপূর্ব্বক জয় করিয়াছে। আহা! না জানি আমার অন্ধপিতা, বৃদ্ধামাতা ও স্বামীপুত্রবিহীনা পত্নীগণ আমার বিরহে কতই শোকগ্রস্ত হইবেন। ভগিনী দুঃশলা, স্বামী জয়দ্রথ

ও ভ্রাতা দুর্য্যোধন বিহনে কতই বিপন্না হইবেন। যাহা হউক, তুমি আমার বৃদ্ধ পিতামাতাকে কহিবে যে, তাঁহারা যেন আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক না করেন। তাঁহাদের প্রসাদে আমি ইহসংসারে যাবতীয় শ্রেষ্ঠতম সুখসম্পত্তি ভোগ করিয়া এক্ষণে সৌভাগ্যবশতঃ রণশায়ী হইয়াছি। যদি শাস্ত্র মিথ্যা না হয়, তবে আমি নিশ্চয়ই সদ্গতি লাভ করিব; অতএব তজ্জন্য যেন তাঁহারা কিছুমাত্র শোক না করেন। আর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে কহিবে যে, ভীম নিয়মাতিক্রমপূর্ব্বক অন্যায় করিয়া আমাকে সমরে পাতিত করিয়াছে। এক্ষণে আমাদের রাজ্য শত্রুর করতলগত হইল; অতএব তাঁহারা যেন কদাচ অধর্ম্মাচারী পাণ্ডবদিগকে বিশ্বাস না করেন। আমি এই উৎকৃষ্ট তীর্থে কলেবর ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করিব। অনন্তর কুরু-রাজ বার্ত্তাবহগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন দেখ, দুরদৃষ্টবশে আমি এখন পথিকদিগের ন্যায় দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, জলসন্ধ, বৃষসেন, শকুনি, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, লক্ষণ, দুঃশাসন, সোমদত্ত, দুঃশাসনতনয় ও আমার মহাবীর ভ্রাতৃগণের অনুগমন করিতেছি; আজি আমি তাঁহাদের ঋণে মুক্ত হইব। পরন্তু তোমরা পাণ্ডবদিগের এই সকল অধর্ম্মযুত যুদ্ধের বিষয় পরিব্রাজক চার্ব্বাকের গোচর করিলে, তিনি অবশ্যই আমার বৈরনির্যাতন করিবেন।

অনন্তর বার্ত্তাবহগণ শোকাকুলিতচিত্তে দশদিকে গমন করিয়া দুর্য্যোধনের নিধনবৃত্তান্ত প্রচার করিতে লাগিল। সেই সময়ে অশ্বত্থামাও উহা অবগত হইয়া সত্বর কৃপ ও কৃতবর্ম্মার সহিত তথায় আগমনপূর্ব্বক, দুর্য্যোধনের দুর্দ্দশা দর্শন করত সাতিশয় রোদন ও এই বলিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন, হায়! মহারাজ! অদ্য আপনার এই দুরবস্থা দর্শনে প্রাণ যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইতেছে। আমার পিতৃবিয়োগসময়েও আমার এত অসহ্য যাতনা অনুভূত হয় নাই। মহারাজ! এখন আপনার অনুজীবিগণ কোথায় গমন করিল? পার্ষদ নরপতিবর্গই বা এখন কোথায় রহিলেন? অহো! সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর রাজা দুর্য্যোধনকেও ধূলিধূসরিত হইয়া পাংশুভক্ষণ করিতে হইল! মহারাজ! আপনাকে ঈদৃশ-

ভাবে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, নীচগামিনী কুটিলমনা চঞ্চলা লক্ষ্মী কদাপি চিরদিন এক পুরুষকে আশ্রয় করেন না। রাজন্! এক্ষণে আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি অদ্যই পাঞ্চাল, সোমক ও পাণ্ডবদিগকে নিৰ্ম্মূলিত করিয়া আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিব। তখন দুর্য্যোধন কৃপাচার্য্যের নিকট জলপ্রার্থনা করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ কলসপূর্ণ বারি আনয়ন করিলেন। অনন্তর রাজা ঐ জল স্পর্শ করিয়া দিলে, কৃপাচার্য্য তদ্দ্বারা অশ্বত্থামাকে যথাবিধি অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে সেনাপতিপদে বরণ করিলেন। তখন অশ্বত্থামা সিংহনাদসহকারে কৃপ ও কৃতবৰ্ম্মার সহিত শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলে, সেই ঘোর তমসময়ী রজনীতে ভগ্নজানু রাজা দুর্য্যোধন একাকীই সেই সুবিস্তীর্ণ জনশূন্য ভীষণ প্রান্তরে ব্যথায় নিরতিশয় কাতর হইয়া অতিক্লেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

শল্যপৰ্ব্ব সমাপ্ত।

সৌপ্তিকপর্ব্ব। *

প্রথম অধ্যায়।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! কৃতবর্ম্মা ও স্বীয় মাতুল কৃপাচার্য্যের সহিত অশ্বত্থামা পাণ্ডবশিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। মঙ্গলানুষ্ঠানের নিমিত্ত সে রাত্রিতে পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকির সহিত স্থানান্তরে অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং তৎপক্ষীয় হতাবশিষ্ট বীরগণ সকলেই রণবিজয়ে প্রফুল্ল হইয়া শিবিরমধ্যে সিংহনাদ, ভেরী-ধ্বনি ও আনন্দকোলাহল করিতেছিল; অশ্বত্থামা তখন সাহসপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। পাছে রৌদ্রপরাক্রম পাণ্ডবেরা কোনরূপে সন্ধান পাইয়া তদীয় অনুসরণক্রমে তাঁহাদিগকে সহসা আক্রমণপূর্ব্বক বিনাশ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি তৎকালে সহসা তাঁহাদের শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া অনতিদূরস্থ এক নিবিড় বনমধ্যে গুপ্তভাবে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে রজনী গাঢ়তর হইলে শ্রমজনিত কাতরতায় কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা এক বৃক্ষতলে নিদ্রিত হইলেন; কিন্তু তখন ক্রোধ ও চিন্তায় আকুল হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিষয়িণী চিন্তায় ব্যাপৃত থাকাতে, অশ্বত্থামার আর নিদ্রার সঞ্চার হইল না। এই সময়ে দিবাভাগে বায়সগণকর্ত্তৃক অত্যাচারিত এক পেচক রজনীযোগে সুযোগ পাইয়া তরুশাখাস্থিত সেই বায়সদিগকে স্বকীয় সুশাণিত চঞ্চু ও তীক্ষ্ণাগ্র নখরদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করত পলায়ন করিল। উলকের এই কার্য্য দর্শনে অশ্বত্থামা যেন শিক্ষিত হইয়া ঐরূপ অসদুপায়-দ্বারা পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অনন্তর তিনি কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে জাগ্রত করিয়া স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত

---

* ঐষিকপর্ব্ব এই সৌপ্তিকপর্ব্বেরই অন্তর্গত। ঐ পর্ব্বের বিষয় ইহারই দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

করিলে, কৃপাচার্য্য তাহা অভদ্র ও দস্যুজনোচিত নিন্দনীয় ব্যবহার বলিয়া উহাতে সম্মত হইলেন না। অনন্তর সে রাত্রিতে তিনি অশ্বত্থামাকে ঐরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত, বীরজনঘৃণিত ব্যবসায় হইতে ক্ষান্ত থাকিয়া, পরদিবস সম্মুখ সমরদ্বারা শত্রুবধ করিতে মন্ত্রণাদান করিলেন; কিন্তু উদ্রিক্তক্রোধ অশ্বত্থামা স্বীয় সঙ্কল্প কিছুতেই পরিত্যাগ না করিয়া উহাঁদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই নিশীথসময়ে পাণ্ডবশিবিরদ্বারে উপনীত হইলেন। তৎকালে স্বয়ং মহেশ্বর অসিহস্তে ঐ শিবিরদ্বারে প্রহরী ছিলেন। তিনি অশ্বত্থামার গতি অবরোধ করাতে দ্রোণতনয় কুপিত হইয়া, তাঁহাকে কোন সামান্য মনুষ্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ছদ্মরূপী পশুপতির সহিত সংগ্রামে অশ্বত্থামার সমুদায় অস্ত্রশস্ত্রই বিফল হইয়াছিল। মহাবীর অশ্বত্থামা আপনার অস্ত্রশস্ত্র ব্যর্থ ও নিঃশেষিত হইতে দেখিয়া, বিস্ময়বিস্মৃত চিত্তে চিন্তা করত সেই দ্বাররক্ষককে মহেশ্বর বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন তিনি ভক্তিভাবে তাঁহাকে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি প্রসন্নমনে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দ্রোণনন্দন! আমি তোমার অভিলাষ জ্ঞাত আছি। অদ্য এই শিবিরস্থ বীরগণ কালকর্ত্তৃক গ্রাসিত হওয়াতে, ইহাঁদিগের পরমায়ু শেষ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি আমার এই অসিদ্বারা উহাঁদিগের বধের নিমিত্তমাত্র হও, তাহা হইলেই তোমার অভীষ্টসিদ্ধি ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে।

মহেশ্বর এই বলিয়া দ্রোণতনয়কে স্বীয় খড়্গ প্রদান করত অন্তর্হিত হইলে আচার্য্যপুত্র, কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে দ্বারদেশে থাকিয়া পলাতক শত্রুদিগকে বধ করিতে আদেশ করিলেন এবং আপনি পাণ্ডবদিগের সুপ্তশিবিরে সাধারণ গমদ্বার পরিত্যাগকরত অন্য এক গুপ্তদ্বার দিয়া প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমতঃ স্বীয় পিতৃহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি চোরের ন্যায় নিঃশব্দপদসঞ্চারে ভ্রমণ করিয়া একে একে শিবিরস্থ সমুদায় সুপ্তবীরদিগকে শৈশাস্ত্রে ছেদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে অনেকেই জাগ্রত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলেও, কালপ্রেরিত বীরগণ সেই রাত্রে অশ্বত্থামার নিকট কেহই আর অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলেন না।

প্রতিহিংসাপরায়ণ অশ্বত্থামা পিতৃবিনাশ ও রাজা দুর্য্যোধনের মৃত্যু স্মরণ করিয়া আবালবৃদ্ধ সকলকেই হতাহত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দেহ শত্রুশোণিতে রঞ্জিত হইলে শিবিরস্থ কেহই তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া রাক্ষস বোধ করত প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল; কিন্তু ঐ পলাতকগণ পলায়োন্মুখ হইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্রই কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও পাঞ্চাল এবং সোমকাদি সমুদায় যুদ্ধহতাবশিষ্ট বীরগণই প্রাণপরিত্যাগ করিলে, পাণ্ডবদিগের শিবির জনশূন্য হইয়াছিল। কেবল ধৃষ্টদ্যুম্নের এক সারথি মৃতের ন্যায় ভাণ করিয়া ধরাশায়ী হইয়া প্রাণরক্ষা করে। অশ্বত্থামা প্রস্থান করিলে পর, সেই সারথিই রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই শোকাবহ সংবাদ প্রদান করিয়াছিল।

যাহা হউক, নীচপ্রকৃতি অশ্বত্থামা এইরূপে জয়লাভ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে উহা জ্ঞাত করিয়া প্রহৃষ্ট করিবার জন্য তথায় গমন করিল। রাজা দুর্য্যোধন তখন রুধির বমন করিয়া অচৈতন্যাবস্থায় নিপতিত ছিলেন। অশ্বত্থামা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিবামাত্র সাতিশয় শোকাতুর হইয়া রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিল। এবং তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! যদি এখন আপনার কিছুমাত্র চৈতন্য থাকে, তবে আপনি শ্রুতিসুখকর আমার এই বাক্য শ্রবণ করুন। অদ্য পঞ্চপাণ্ডব, সাত্যকি ও কৃষ্ণ এই সপ্তজন ব্যতীত পাণ্ডবপক্ষের হতাবশিষ্ট আর আর সকলেই আমার হস্তে নিঃশেষিত হইয়াছে। আমি আপনার সমুদায় শত্রুই বিনাশ করিয়াছি। আপনি স্বর্গারোহণ করিয়া অগ্রে আমার পিতাকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করিবেন। এই কথা শ্রবণে দুর্য্যোধন পুলকিতান্তঃকরণে অতি লঘুস্বরে প্রত্যুত্তর দান করিলেন, সখে! ভীষ্মদ্রোণাদি বীরগণ এতদিন যে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয়েন নাই, অদ্য তুমি সেই মহৎ কার্য্য সংসাধন করাতে আমি আপনাকে মহেন্দ্রতুল্য সুখী বোধ করিতেছি। তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে আমি চিরবিদায় গ্রহণ করিলাম, পরে পরলোকে তোমাদের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে। দুর্য্যোধন এই বলিয়া প্রপঞ্চ ভৌতিক-

দেহ পরিহারপূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করিলে, রজনীপ্রভাতসময়ে অশ্বত্থামাদি বীরত্রয় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এদিকে বিভাবরী অবসানে রাজা যুধিষ্ঠির গুরুপুত্রকর্তৃক আত্মবল বিনষ্ট হইয়াছে শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তাপিত হইলেন। দ্রৌপদীদেবী স্বজন ও পুত্রশোকে অধীরা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রমুখ পাণ্ডবগণ তাঁহাকে বিবিধ উপায়ে শান্ত করিতে চেষ্টিত হইলে, তিনি বাষ্পাকুলিতলোচনে ভীমসেনকে কহিলেন, নাথ! তুমি বারম্বার আমাদিগকে বিপদসঙ্কুলে মুক্ত করিয়াছ। তোমারই বাহুবলে আমরা দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসনিকর হইতে পুনঃপুনঃ রক্ষিত হইয়াছি। এক্ষণে আবার আমি বিপন্না, অতএব তুমি আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর। শুনিয়াছি, গুরুপুত্র অশ্বত্থামার মস্তকে এক সহজ মণি আছে, তুমি এক্ষণে সেই দুর্ব্বৃত্ত পুত্রহন্তার মস্তক হইতে তাহাই আমাকে আহরণ করিয়া দাও। তখন ভীমসেন রাজাজ্ঞা লইয়া লোকাভাবে নকুলকে সারথি করিয়া সত্বর অশ্বত্থামার উদ্দেশে গমন করিলেন। ভীম গমন করিলে পর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি ভীমসেনকে অতি দুর্ব্বার অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধার্থ একাকী প্রেরণ করাতে আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। এক্ষণে তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত আমাদিগেরও অনুগমন করা কর্ত্তব্য। ত্রিলোকবিশ্রুত দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামাকে অব্যর্থ ব্রহ্মশীর্ষনামক মহাপ্রভাব অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। আপনারা বনগমন করিলে পর, একদা অশ্বত্থামা আমার চক্রের সহিত উহা বিনিময় করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু সে আমার চক্র উদ্যত করিতে না পারিয়া লজ্জাবনতমুখে প্রস্থান করে। সেই ব্রহ্মশীর্ষের প্রভাবে দ্রোণতনয় ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিতে পারে; অতএব ভীমসেন

একাকী তাহাকে কদাচ জয় করিয়া মণি আহরণ করিতে পারিবেন না। একমাত্র ধনঞ্জয়ই সেই অস্ত্রের তেজঃসংহার অবগত আছেন। এক্ষণে চলুন, আমরা সকলেই তথায় গমন করি। কৃষ্ণ এই বলিয়া গরুড়ধ্বজ-রথে আরোহণপূর্ব্বক পাণ্ডবত্রয়ের সহিত ভীমসেনের পশ্চাদ্‌গমন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে অশ্বত্থামা গঙ্গাপুলিনে ব্যাসাশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি কৃষ্ণপ্রমুখ পাণ্ডবদিগকে সমাগত দেখিয়া প্রাণভয়ে ঈষিকা গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মশীর্ষাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া "পাণ্ডব-বংশ ধ্বংশ হউক" বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন। তখন সেই লোকবিনাশী অস্ত্র প্রভূত অনলরাশি উদ্গীরণ করিতে করিতে পাণ্ডব-গণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল; তদ্দৃষ্টে কৃষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা অর্জ্জুনকে উহা নিবারণ করিতে আদেশ করিলেন। ধনঞ্জয় সেই অস্ত্রের প্রয়োগ, নিয়োগ ও বিয়োগ, সমুদায়ই সম্যক্ অবগত ছিলেন। তিনি বাসুদেবকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অশ্বত্থামার অস্ত্র ছেদনোদ্দেশে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। এই বীরদ্বয়ের অস্ত্র-সম্ভূত অনলরাশি উদ্ভাসিত হইয়া সৃষ্টি যেন দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইল। তদ্দৃষ্টে তত্রত্য ঋষিগণ ভীত হইলেন এবং ব্যাসদেব সত্বর সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া উভয়কেই সেই প্রলয়কারী অস্ত্র সংহরণ করিতে আদেশ করিলেন। তখন অর্জ্জুন সমর্থ ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মতৎপর হইলেও লোকরক্ষা করিবার মানসে ব্যাসদেবের আজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ স্বীয় অস্ত্র সংহরণ করিলেন; কিন্তু অশ্বত্থামা নিজ অস্ত্র প্রত্যাহারে অসমর্থ হওয়াতে সৃষ্টিনাশের ভয়ে অগত্যা পাণ্ডবদিগের বংশনাশ করিবার নিমিত্ত উহা উত্তরার গর্ভবিনাশার্থ সংকল্প করিয়া ত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ অশ্বত্থামার সেই অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, দ্রোণতনয়! তুমি কদাচ পাণ্ডববংশ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। পূর্ব্বে এক ব্রাহ্মণ উত্তরাকে কহিয়াছিলেন, বৎসে! পাণ্ডবদিগের বংশ যখন পরিক্ষীণ হইয়া আসিবে, তৎকালে তোমার গর্ভে পরিক্ষীতনামে এক তনয় উৎপন্ন হইয়া পৃথিবী শাসন করিবেন। দ্রোণনন্দন! সে ব্রহ্মবাক্য কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। তোমার ন্যায় নীচ ব্যক্তি কৌটিল্য করিয়া কখনই

পাণ্ডবগণের কিছুমাত্র অপকার করিতে সমর্থ নহে। তুমি ব্রহ্ম ঔরস-জাত হইয়াও ক্ষাত্রধর্ম্মদীক্ষিত,—তুমি অতি নরাধম। অদ্যাবধি তুমি দীর্ঘকাল ভয়ঙ্কর বনে ও দুর্গন্ধময় স্থানে বিষ্ঠাপূয়গন্ধযুক্ত হইয়া লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি ক্লেশে অবস্থান করিবে ও তোমার সমুদায় সংকল্পই বিনষ্ট হইবে। তুমি যে বালকের বিনাশবাসনায় উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়োগ করিয়াছ, সেই কুমার তোমার ঐ অস্ত্র ব্যর্থ করত অবিলম্বে ভূমিষ্ঠ হইয়া সুখে ষষ্টি বৎসর তোমার উপর আধিপত্য করিবে। তোমার ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে গর্ভস্থ সেই শিশু বিনষ্ট হইলেও আমি তাহাকে নিজ প্রভাবে পুনর্জ্জীবিত করিব। কৃষ্ণের বাক্যাবসানে ব্যাসদেব পুনর্ব্বার অশ্বত্থামাকে কহিলেন, ব্রহ্মতনয়! কৃষ্ণের বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবার নহে। তুমি কি নিমিত্ত নির্ব্বিরোধী পাণ্ডবগণের হিংসায় তৎপর হইয়াছ? তোমার হৃদয় কুটিল বলিয়া আজি তোমার সমুদায় তেজঃ বিনষ্ট হইল। এক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুসারে পাণ্ডবদিগকে তোমার সহজ শিরোমণি প্রদানপূর্ব্বক বিবাদ পরিহার এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর; নতুবা আজি কিছুতেই বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের নিকট তোমার নিস্তার নাই। তুমি এখনই উহাঁদিগের নিকট পরাভব স্বীকার কর।

ব্যাসদেব অশ্বত্থামাকে এইরূপ তিরস্কার করিলে, অশ্বত্থামা লজ্জায় ও দুঃখে অবসন্ন হইয়া স্বীয় মস্তক হইতে মণি ছেদনপূর্ব্বক উহা ভীমের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন পাণ্ডবেরা প্রহৃষ্টান্তঃকরণে শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর ভীমসেন সেই মণি লইয়া দ্রৌপদীকে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি ক্ষত্রিয়কন্যা, পূর্ব্বে কৃষ্ণ যখন কৌরবদিগের সহিত সন্ধি করিতে গমন করিয়াছিলেন, তখন তুমি ক্ষাত্রতেজে স্ফীতা হইয়া "হায়! আমার স্বামীপুত্র কেহই নাই, তাহা থাকিলে সন্ধি না হইয়া শত্রুগণ নিহত হইত" বলিয়া আমাদিগকে সমরোৎসাহী করিয়াছিলে; অতএব এক্ষণে তুমি বীরকর্ম্মে-নিহত পুত্রের নিমিত্ত কদাচ আর শোক করিও না। তুমি আমার নিকট পুত্রঘাতী অশ্বত্থামার যে মণি প্রার্থনা করিয়াছিলে, অধুনা আমি তাহা আনয়ন করিয়াছি। অশ্বত্থামা একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার আমাদিগের গুরুপুত্র বলিয়া

তাহার প্রাণনাশ করি নাই বটে, কিন্তু সে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত নিষ্প্রভ ও মহাক্লেশে নিপতিত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি সেই মণি গ্রহণপূর্ব্বক পুত্রশোক দূর কর। ভীমসেন এই বলিয়া দ্রৌপদীকে সেই মণি প্রদান করিলেন। অনন্তর চারুদর্শনা দ্রৌপদী উহা প্রাপ্ত হইয়াই ধর্ম্মরাজের মস্তকে তৎক্ষণাৎ স্থাপনকরত পুত্রশোক বিস্মৃত ও পুলকিতান্তঃকরণে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

স্ত্রীপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

শত পুত্র নিহত হওয়াতে, ধৃতরাষ্ট্র কিয়ৎকাল মূকের ন্যায় বাক্‌শক্তিবিরহিত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি চৈতন্যলাভের পর বিলাপ করিতে লাগিলে, সঞ্জয় ও মহাত্মা বিদুর তাঁহাকে বিবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশদ্বারা তাঁহার শোকাপনোদন করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু পুত্রবিয়োগকাতর অন্ধের এক্ষণে ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়াতে, তিনি বারম্বার পুত্রগণের ভূতপূর্ব্ব কার্য্যসকল স্মরণ করত নৈসর্গিক মায়াবশে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্যাসদেব আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত, সমরনিহত বীরগণের অন্ত্যেষ্টি ও উদকক্রিয়াদি পারলৌকিক কার্য্যকলাপ সম্পন্ন করিতে আদেশ করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র দাসদাসী ও পুরবাসিনী বিধবা কামিনীগণের সহিত রথারোহণপূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে পতিপুত্রহীনা রমণীগণের রোদনধ্বনিতে তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। পথিমধ্যে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত তাঁহার সম্ভাষা হইল। সেই সময়ে ভীম যেরূপ অধর্ম্ম যুদ্ধদ্বারা কুরুরাজকে নিহত করিয়াছিলেন, কৃপাচার্য্য সেই সকল কথা গান্ধারীর গোচর করিলেন। অনন্তর অন্ধরাজের নিকট বিদায় লইয়া কৃপাচার্য্য হস্তিনায়, কৃতবর্ম্মা স্বরাজ্যে ও অশ্বত্থামা দীনমনে ব্যাসাশ্রমে গমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইবামাত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার সমীপে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিলেন। কৃষ্ণ এবং সাত্যকিও তখন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা একে একে স্ব স্ব নাম উচ্চারণপূর্ব্বক অন্ধকে বন্দনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্র কোপবশে পুত্রহা ভীমসেনকে আলিঙ্গনদানচ্ছলে বধ করিতে

মানস করিয়া কহিলেন, 'কৈ, আমার ভীমসেন কোথায়? আইস, আমি একবার বহুদিনের পর তোমারে আলিঙ্গন করি। ধৃতরাষ্ট্রের এবম্প্রকার স্নেহব্যঞ্জক কৃত্রিম আহ্বানে ভীম ব্যস্ততাসহকারে তাঁহার নিকট গমন করিতে ছিলেন; এমন সময়ে সুচতুর বাসুদেব অন্ধের দুরভিসন্ধি ও কৌটিল্য বুঝিতে পারিয়া ভীমকে তৎসমীপে গমনে নিবৃত্ত করিলেন এবং পূর্ব্বে রাজা দুর্য্যোধন যে এক লৌহনির্ম্মিত ভীমের প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই সংগ্রহপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সংস্থাপন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই যে ভীমসেন আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর অন্ধ সেই লৌহভীম স্বীয় অঙ্কে লইয়া আলিঙ্গনদানচ্ছলে উহাকে বধ করিবার নিমিত্ত বাহুযুগলদ্বারা সবলে ধারণ ও নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল এবং অধিক বল প্রয়োগ করাতে তিনি শোণিত উদ্গার করিয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত ও ধরাতলে নিপতিত হইলেন এবং সেই লৌহ-ভীমও তদীয় বাহুবলে নিষ্পেষিত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর তিনি সম্বিদ পাইয়া, "হায়! আমার প্রাণাধিক ভীম কোথায় গেল?" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ ভীমসেনকে অগ্রে লইয়া কহিলেন, মহারাজ! শোক দূর করুন। আপনাব ভীম কুশলে আপনার সম্মুখেই দণ্ডায়মান আছেন। আপনি ভীমসেনকে যখন আহ্বান করিয়াছিলেন, তৎকালে আমি আপনার মুখভঙ্গী দর্শনে আপনার হৃদ্গত অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রকৃত ভীমের পরিবর্ত্তে আপনাকে কৃত্রিম এক লৌহভীম প্রদান করিয়াছিলাম, আপনি স্বরূপ ভীমসেনবোধে সেই লৌহময় ভীম চূর্ণ করিয়াছেন। কুরুপ্রবীর! আপনি যেরূপ বাহুবলশালী, তাহাতে আপনি ভীমকে অনায়াসে বিনষ্ট করিতে পারেন; কিন্তু ভীমের প্রতি আপনার এতাদৃশ আক্রোশ প্রকাশ করা অন্যায়। ভীম নিতান্ত নির্দ্দোষী, আপনি উহার প্রতি কখন ক্রোধ করিবেন না। আপনার পুত্রগণ নিতান্ত দুর্ম্মতি ও পাপপরায়ণ ছিল। ভীমসেন কেবল স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার নিমিত্তই গদাঘাতে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছে। বলিতে কি, আপনার দোষেই কুরুকুল নির্ম্মূল হইয়াছে; এক্ষণে

আপনি শান্ত হইয়া পাণ্ডুনন্দনদিগকে স্বপুত্রবৎ প্রতিপালন করুন। এইরূপে কৃষ্ণের বাক্যানুসারে ধৃতরাষ্ট্র শান্ত হইয়া পাণ্ডুনন্দনদিগের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। অনন্তর গান্ধারী পাণ্ডবদিগকে শাপপ্রদানে উদ্যতা হইলে, ব্যাসদেব তাহা অবগত হইয়া সহসা তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করাতে তিনি আর পাণ্ডুনন্দনদিগকে অভিশপ্ত করিলেন না; কিন্তু তৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির যখন তাঁহাকে প্রণিপাত করিবার নিমিত্ত বিনম্রভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেই সময়ে গান্ধারী স্বীয় বস্ত্রাবরণমধ্য হইতে একটী অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করাতে, রাজা যুধিষ্ঠির সেই অবধি কুনখী হইয়াছিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা কুন্তীর নিকট গমন করিলে, তিনি পুত্রগণের শরীরে অসংখ্য শরচিহ্ন দর্শন করিয়া শোক করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে পাণ্ডবমহিষী যাজ্ঞসেনী পুত্রবিরহে ও উত্তরা স্বামী অভিমন্যুর বিরহে কাতরা হইয়া শ্বশ্রূ কুন্তীর নিকট রোদন করিতে লাগিলেন। তখন পতিপরায়ণা গান্ধারী তাঁহাদের সহিত স্বকীয় দুরবস্থার সমালোচনা করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিলে পর, কৃষ্ণপ্রমুখ পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পুনরাগমন করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কৌরবকামিনীগণ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কেহ পতিপুত্র, কেহ ভ্রাতা, বন্ধু, কেহ জ্ঞাতি, নপ্তা ও কেহ কেহ বা প্রতিবাসিদিগের নিমিত্ত বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিল। তখন ঋষিগণের সহিত কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন, কৌরবকামিনীগণও তাঁহার অনুসরণ করিল। সেই সময়ে কাক, শৃগাল, কুক্কুর ও গৃধ্রগণ আনন্দকোলাহলে শত শত মৃতদেহ ভক্ষণ করিতেছিল। সমরনিহত বীরগণকে তদবস্থ দর্শন করিয়া আলুলায়িতকেশা কামিনীগণ আরও হাহাকারপূর্ব্বক আর্ত্তনাদ ও সুহৃদ্গণের মৃতমুখদর্শন ও তাহাদিগের গুণাগুণ স্মরণ করিয়া

বক্ষে করাঘাত করত রোদন করিতে লাগিল। গান্ধারী দুর্য্যোধনকে নির্ব্বাপিত পাবকের ন্যায় শান্ত ও নিশ্চেষ্টভাবে ধরাশায়ী দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, যাদব! এই দেখ, একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি রাজা দুর্য্যোধন এখন ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছেন। ঐ দেখ দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, ঘটোৎকচ, অলম্বুষ, বিরাট, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, লক্ষ্মণ, দ্রুপদরাজা, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, কাশীরাজ, যবনেশ্বর, শল্য, শাল্ব, অম্বুশাল্য, বৃষসেন, অভিমন্যু ও আর আর যোধগণ ইহাঁরই দুর্নীতিনিবন্ধন ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। যদি শাস্ত্র ও বেদ সত্য হয়, তবে নিশ্চয়ই ইহারা সকলে শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গতি লাভ করিয়াছেন। উহাদিগের নিমিত্ত এখন আর আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মহাপ্রাণী এখন প্রেতপুরের অতিথি হওয়াতে তাহাদের শোকবিহ্বলা বিধবা রমণীগণের আর্ত্তনাদেই কেবল আমার হৃদয়কে ব্যাকুলিত করিয়াছে। মাধব! অন্যের কথা দূরে থাকুক, যে সকল গৃহাবরুদ্ধা রমণীদিগকে চন্দ্রসূর্য্যও কখন দর্শন করিতে পান নাই, আজি তাহারাই স্বামী-পুত্রবিরহে প্রচণ্ড শোকানল ও আতপতাপে বিশুষ্কশরীর হইয়া দীনার ন্যায় বিকলচিত্তে সাধারণের নয়নপথে নিপতিতা হইয়াছেন। অহো! আজি পৃথিবী বীরশূন্যা হইলেন। বাসুদেব! ঐ দেখ, শোকবিধুরা লক্ষ্মণজননী একবার পুত্রমুখ নিরীক্ষণ ও পরক্ষণেই আবার স্বামী দুর্য্যোধনের বক্ষে আপন মস্তক ন্যস্ত করিয়া, হা নাথ! আমাকে অনাথিনী করিয়া তুমি এখন কোথায় গমন করিলে? বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইতেছেন। জনার্দ্দন! ঐ দেখ, বিরাটরাজকুমারী উত্তরা স্বামী অভিমন্যুকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া, কর্ণ, দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথাদি রথিদিগকে ধিক্কারপ্রদানপূর্ব্বক করুণস্বরে স্বামীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেছেন, হায় নাথ! আজি ছয়মাস হইল মাত্র আমাকে দাররূপে গ্রহণ করিয়া এত শীঘ্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি দেবলোকে অপ্সরীবিহারে গমন করিলে?—আমি তোমার উদ্দেশে শীঘ্র গমন করিব। কালপ্রাপ্ত না হইলে কেহ কখন সহস্র দুঃখভোগ সত্ত্বেও স্বেচ্ছানুসারে দেহ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না; এই জন্যই কেবল তোমার বিয়োগ শ্রবণেও আমার তৎক্ষণাৎ প্রাণান্ত

হইল না। হে অচ্যুত! ঐ দেখ, যাজ্ঞসেনী পুত্রদিগকে স্বীয় অঙ্কে আরোপিত করিয়া, হাহাকারে রোদন করিতেছে। এক্ষণে এই-সকল বধূগণের দুরবস্থাদর্শনে আমার চিত্ত যে প্রকার ক্ষুব্ধ হই-তেছে, শত পুত্রকে নিহত দর্শন করিয়াও উহা তাদৃশ বিচলিত ও ক্ষুভিত হয় নাই। যুদ্ধযাত্রাসময়ে আমার পুত্র দুর্য্যোধন আমার নিকট জয়াশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে কহিয়াছিলাম, বৎস! যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয় হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার সেই বাক্যানুসারে কুন্তীপুত্রেরই জয় হইয়াছে, অতএব তাহাতে আমি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি; কিন্তু কৃষ্ণ! তুমি সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন, কার্য্য-সমর্থ, পরমপ্রাজ্ঞ এবং অসাধারণ বলবীর্য্যবিশিষ্ট ও বাক্‌বিশারদ হইয়াও যে যুদ্ধসময়ে কৌরবনিধনে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তজ্জন্য আমি তোমাকে অভিসম্পাত করিতেছি যে, ষট্‌ত্রিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে, তোমার জ্ঞাতিগণ বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায়ে তোমা দ্বারাই নিহত হইবে এবং তোমার কুলকামিনীরাও এইরূপ বৈধব্যযাতনা ভোগ ও আত্মীয়বিহীন হইয়া বিলাপ করিবে। সুবলতনয়ার শাপবাক্য শ্রবণে কৃষ্ণ সহাস্যবদনে কহিলেন, দেবি! এই ধরামণ্ডলে আমাব্যতীত আর কেহই দুর্ব্বার যদুবংশ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে না বলিয়া, আমি পূর্ব্ব হইতেই উহা ঐরূপ স্থির করিয়াছি। এক্ষণে আমি আস্থাপূর্ব্বক আপনার বাক্যে স্বীকার ও অনুমোদন করিতেছি যে, যাদবগণ আত্মকলহ দ্বারা বিনষ্ট হইবে।

যাহা হউক, তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র রাজা যুধিষ্ঠিরেরপ্রতি সমরনিহত বীরগণের প্রেতকৃত্য ও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিতে আদেশ করিলে যুধিষ্ঠির, পুরোহিত ধৌম্যকে আহ্বানপূর্ব্বক যথারীতি অপরাপর ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়দিগকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং তৎপরে সমরনিহত সমুদয় বীরদেহ একত্রিত করিয়া যথাবিধি চিতানলে তাহাদের প্রেতকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সমুদায় বিধবা রমণী ও সমাগত বন্ধুগণের সহিত ভাগীরথীতীরে গমন করিলেন। তথায় স্নানান্তে সকলে শুক্লাম্বর ও শুক্ল উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক নামগোত্রাদি উচ্চারণ করিয়া প্রেত-

গণের উদ্দেশে জলদান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কুন্তীদেবী কর্ণের প্রতি পুত্রস্নেহনিবন্ধন তদীয় সদ্গতি কামনা করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! তুমি তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ণের উদ্দেশেও এক গণ্ডুষ জলদান কর। কুন্তী এই বলিয়া তাঁহাকে আদ্যোপান্ত কর্ণের জন্ম-বিবরণ বিদিত করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণকে স্বীয় অগ্রজ-রূপে অবগত হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে জননীকে কহিলেন, মাতঃ! যদি এতদিন তুমি আমাকে এই গুপ্তবিষয় বিদিত করিতে, তাহা-হইলে আর এই অনর্থ কদাপি সংঘটিত হইত না,—পৃথিবীও কখনই বীরশূন্য ও অসংখ্য নরশোণিত পান করিতেন না,—আমা-দিগের জ্ঞাতি ও পুত্রগণ নিহত হইত না এবং আমরাও কদাপি এরূপ শোকসাগরে নিমগ্ন হইতাম না। রাজা দুর্য্যোধন, আমাদের সেই অগ্রজ মহাবীর কর্ণকে সততই গৌরব ও সম্মান করিতেন, আমরাও কর্ণের সহায়ে অবলীলাক্রমে ত্রিভুবন আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইতাম এবং বৃথাভি-মানী কুরুকুলনাথ সেই দুর্য্যোধনও তদীয় বশবর্ত্তী থাকিয়া কদাপি আমা-দিগের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষাচরণ করিত না। রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণের নিমিত্ত এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করত তদীয় পরিজনবর্গকে আত্ম-সকাশে আনয়নপূর্ব্বক স্বয়ং তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ও পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে সরোদনে সকলের সহিত শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

স্ত্রীপর্ব্ব সমাপ্ত।

শান্তিপর্ব।

প্রথম অধ্যায়।

পাণ্ডবগণ মাসৈককাল শোকচিহ্নধারণ ও অশৌচ গ্রহণপূর্ব্বক জ্ঞাতি-বন্ধুগণের নিমিত্ত শোক করিতে লাগিলেন। শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মসকল সম্পন্ন হইয়া গেলে, একদা ধর্ম্মরাজ আপন শিবিরে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ব্যাস ও নারদাদি প্রধান প্রধান মুনিগণ তথায় সমাগত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা বিধিপূর্ব্বক পূজিত হইলে, দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজের গুণ ও বাহুবলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে অনাময় জিজ্ঞাসা করাতে, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আত্মীয়নিধনশোক জ্ঞাপন করেন। অনন্তর তিনি যে অগ্রজ কর্ণকে অজ্ঞানতা বশত নিহত করিয়া আত্মগ্লানি ভোগকরিতে-ছিলেন, সে বিষয়ও তাঁহার গোচর করিয়া অবশেষে কর্ণের জন্মাদি-বৃত্তান্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ যে প্রকারে জন্ম, রাজ্য ও অস্ত্রাদি লাভ করিয়াছিলেন, নারদমুনি তৎসমুদায় তাঁহার গোচর করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির আরও শোকাতুর হইয়া রোদন করিতে লাগিলে, জননী কুন্তীদেবী তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যত্নবতী হইলেন; কিন্তু ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তৎকালে কর্ণের নিমিত্ত ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক শোকাবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া জননীকে কহিলেন, মাতঃ! কর্ণ যে আমার অগ্রজ ছিলেন, এই বিষয় তুমি পূর্ব্বে আমাকে বিদিত না করিয়া ভাল কর নাই। তাহা হইলে কখনই এই ঘোরতর হত্যা-কাণ্ড সমুপস্থিত এবং আমাকে এইরূপে অসহ্য আত্মীয়জনবিরহে ও ম্রিয়মাণ হইতে হইত না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি শাপপ্রদান করিতেছি যে, অদ্যাবধি স্ত্রীলোকেরা কখনই আর কোন কথাই গোপন রাখিতে সমর্থ হইবে না। যুধিষ্ঠির এইরূপে জননীর প্রতি শাপপ্রদান করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, তপোধনাগ্রগণ্য ব্যাসদেব তাঁহাকে

অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যতাবিষয়ক পুরাতন ইতিহাস, দেবসংকল্প ও পৃথিবীর ভারাবতরণবিষয়ক গুপ্তকথাসকল কহিয়া তাঁহার কথঞ্চিৎ চিত্তবিনোদন করিলেন। এই সময়ে ধনঞ্জয় অবসর বিবেচনায়, যুধিষ্ঠিরকে শোক ত্যাগপূর্ব্বক রাজ্যগ্রহণ ও যথানিয়মে প্রজাপালন করত ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ লাভ করিতে পরামর্শ দান করিলেন; কিন্তু ধর্ম্মতনয় যুধিষ্ঠির স্বীয় চিত্তবিকলতাপ্রযুক্ত স্বয়ং রাজ্যভারগ্রহণে সম্মত না হইয়া, অবশিষ্টকাল প্রব্রজ্যাবলম্বনপূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষালব্ধ অন্নে প্রাণধারণ করিয়া ব্রহ্মমার্গ লাভ করিতে অভিলাষী হইলেন এবং সেইজন্য তৎকালে ভীমসেনকে রাজা করিয়া পৃথিবী পরিপালন করিবার নিমিত্ত স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, নারদ ও ব্যাসাদি মুনিগণ একে একে তাঁহার প্রবোধনার্থ রাজধর্ম্মানুশাসন সম্বন্ধে বিবিধ যুক্তিযুক্ত উৎকৃষ্ট নীতি কহিতে লাগিলেন। অনন্তর দৈবকীনন্দন কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রকৃত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দান করিয়া হস্তিনায় গমনপূর্ব্বক রাজ্যগ্রহণে বারম্বার অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ এইরূপে সকলের নিকট অনুরুদ্ধ ও রাজধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া স্বরাজ্যে গমন করিলে, সমুদায় প্রকৃতিমণ্ডলী ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু ঐ সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ কহিল, মহারাজ! লুব্ধের ন্যায় আপনি জ্ঞাতিবধ করিয়া যে রাজ্যগ্রহণ করিতেছেন, ইহা অতি লজ্জার বিষয়। সমুদায় ব্রাহ্মণেরাই ইহাতে আপনার নিন্দা করিয়া থাকেন; অতএব এই সকল অনুশীলন করিয়া আপনি কি নিমিত্ত বিষাদিতচিত্তে বনগমন না করিতেছন? ঐ ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণে অপরাপর ব্রাহ্মণেরা কহিল, মহারাজ! আমরা কায়মনোবাক্যে কখনই আপনার নিন্দা করি না। আপনি এই ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণের বাক্যে কখনও কর্ণপাত করিবেন না। ঐ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অতিপ্রিয় সুহৃৎ; এক্ষণে বন্ধুর নিধনশোকে আপনার অনিষ্টোৎপাদন করাই উহার উদ্দেশ্য। ঐ দুষ্ট প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে, উহার নাম চার্ব্বাক রাক্ষস। আমরা উহাকে এখনই নিধন করিব। ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিয়া কোপদৃষ্টিপ্রভাবে তাহাকে বিনাশ করিলেন। কথিত আছে

যে, ঐ রাক্ষস পূর্ব্বে তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মার নিকট অজেয় বরপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পিতামহ ব্রহ্মা কোনপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রেই উহার বধবিধান করেন নাই; কেবল এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণগণের অপ্রিয়াচরণ করিলেই তাঁহাদিগের কোপদৃষ্টিতে নিহত হইবে। এক্ষণে কাল পূর্ণ হওয়াতে, ঐ দুষ্টাত্মা ব্রাহ্মণবিরুদ্ধে মিথ্যা কহিবামাত্র তাঁহাদিগের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এইরূপে সকলের অনুরোধে সিংহাসন গ্রহণপূর্ব্বক বন্ধুবর্গের হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। কুরুক্ষেত্রসমরে যে সকল বীর নিহত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের পুত্র, পৌত্র, দুহিতা বা দৌহিত্রাদি যে কোন দায়াদ জীবিত ছিল, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষগণের অধিকৃতমধ্যে স্থাপন করিয়া বিধবা রমণীগণের কথঞ্চিৎ শোকাপনোদন করিলেন এবং রাজপরিজনগণের অবস্থিতির নিমিত্ত স্থান ও কর্ম্ম সকল নির্ব্বাচনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। একদা শরশয্যাশায়ী শান্তনব ভীষ্ম, চিত্তসংযম করিয়া একাগ্রমনে বাসুদেবকে চিন্তা করাতে, তিনি হস্তিনা হইতে তাহা জানিতে পারিয়া অনন্যমনে সেই বিষয়েরই আন্দোলন করিতেছিলেন, কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার সেই চিন্তার কারণ না জানিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতঃ! তোমার প্রসাদে আমার ত এই পৃথিবীর সকল সম্পদই লাভ হইল। তুমি জগতের নাথ ও ঈশ্বর। তুমি যাহার প্রতি প্রসন্ন, জগতে কোন্ বস্তু তাহার দুর্লভ বা অপ্রাপ্য হয়? পাণ্ডবেরা তোমারই অনুগত, অতএব তাহারা যে সুখসমৃদ্ধি লাভ করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? তুমিই জগতের চিন্তামণি, কিন্তু তোমাকে আবার এক্ষণে কি নিমিত্ত ও কাহার চিন্তায় নিমগ্ন দেখিতেছি?

যদি বলিবার কোন বাধা না থাকে, তবে আমাকে তাহা বল। কৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ! শরতল্পশায়ী জ্ঞানবৃদ্ধ ভীষ্ম আমাকে চিন্তা করাতেই আমি এক্ষণে তাঁহারই নিমিত্ত চিন্তিত হইয়াছি। সেই মহাত্মা অতি অল্পকালমধ্যেই তনু ত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করিবেন, কিন্তু তৎপরে পৃথিবীমধ্যে তাদৃশ সুযোগ্য, বিজ্ঞ, বীর, প্রাজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও উপদেষ্টা নিতান্তই দুর্লভ হইবে। এক্ষণে তাঁহার জীবন থাকিতে থাকিতে তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক আমাদিগের জ্ঞান, শাস্ত্রনীতি ও রাজধর্ম্মাদি বিবিধবিষয়ক শিক্ষালাভ করা কর্ত্তব্য হইতেছে; অতএব মহারাজ! যদি অনুমতি হয়, তবে চলুন, আমরা সকলেই তথায় গমন করি। অনন্তর রাজার আদেশে হস্তিনার সমুদায় রাজপরিবার এবং সাত্যকি ও কৃষ্ণপ্রমুখ পাণ্ডবগণ রথারোহণে সত্বর তথায় গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইলে, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দূর হইতে পঞ্চহ্রদ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে পরশুরাম এই পৃথিবীকে এক বিংশবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ঐ স্থানে কৃতস্নান হওয়াতে উহা তীর্থমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ এই বলিয়া তাঁহাকে আদ্যোপান্ত জামদগ্ন্যবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে ভীষ্মের শিবিরে গমন করিলেন। তৎকালে ঋষিগণ রজতকেশ ভীষ্মকে পরিবেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করাতে বোধ হইতে লাগিল, ভীষ্মদেব যেন শশাঙ্কের ন্যায় তারাদলে বেষ্টিত হইয়া আছেন।

যাহা হউক, এইরূপে সকলে ভীষ্মের নিকট গমন ও অভিবাদন করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলে, বাসুদেব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, কুরুপিতামহ! আপনি সর্ব্বগুণে গুণবান্, ধার্ম্মিক ও প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া ত্রিলোকমধ্যে খ্যাতনামা হইয়াছেন। আমি আপনারে বিলক্ষণ অবগত আছি; আপনি বসুগণের প্রধান। পৃথিবীতে ভবাদৃশ গুণবান্ ব্যক্তি আর নাই। আপনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট লোক লাভ করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। মহাত্মন্! রাজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিক্ষয়-নিবন্ধন এক্ষণে সাতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন, অতএব আপনি উহাঁকে শান্ত করুন। ভীষ্ম কহিলেন, কৃষ্ণ! যখন তুমি আমার

প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ, তখনই আমার দিব্যধাম লাভ হইয়াছে। ভগবন্! তুমি ত্রিলোকের ঈশ্বর। তুমি ইন্দ্রকেও পরামর্শদান করিতে সমর্থ; তবে কি নিমিত্ত এখন যে স্বয়ং তুমি যুধিষ্ঠিরকে উপদেশদান না করিয়া আমার প্রতি ঐ দুরূহ কর্ম্মের ভারার্পণ করিতেছ, তাহার কারণ ত আমি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ কহিলেন, শান্তনব! মৎস্য-গণ যেমন জলমধ্যে দৃষ্টিপ্রসারণ করিতে সমর্থ, সেইপ্রকার তুমিও ভবাব্ধি-মধ্যে দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয়ই অবগত হইয়াছ। আমি কীর্ত্তিদ্বারা তোমাকে এ জগতেও অমরত্বদানে অভিলাষী হইয়া, অদ্য এইপ্রকার অনুরোধ করিতেছি; অতএব এক্ষণে তুমি রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্মানুশাসন কীর্ত্তন করিয়া মোহবিহ্বল রাজা যুধিষ্ঠিরের শোক-সন্তপ্ত চিত্তে শান্তি সংস্থাপন কর। ভীষ্ম কহিলেন, হে অনাদিনাথ কৃষ্ণ! আমি শরদ্বারা নিপীড়িত ও অবসন্ন হওয়াতে, আমার বক্তৃতাশক্তি এখন তিরোহিত হইয়াছে। আমি বেদনায় অস্থির হইয়াছি। দৌর্ব্বল্য-বশতঃ আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না; কেবল এপর্য্যন্ত তোমারই প্রসাদে জীবিত আছি মাত্র। আমি এক্ষণে দিঙ্‌নির্ণয়ে সমর্থ নহি; অতএব ঈদৃশ অবস্থায় আমি কিরূপে তোমার আদেশ প্রতিপালন করিব? নাথ! অধুনা তুমি আমায় ক্ষমা করিয়া স্বয়ংই ধর্ম্মরাজকে শান্ত কর। কৃষ্ণ কহিলেন, গাঙ্গেয়! ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বিনীত বাক্য প্রয়োগ করিবার বিচিত্র কি? যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনাকে বরদান করিতেছি যে, আপনার সমুদায় দাহ, মূর্চ্ছা, পিপাসাদি যাবতীয় ক্লেশ এখনই বিদূরিত হউক ও আপনি সুখে ধর্ম্মনীতি কীর্ত্তন করুন।

অনন্তর ভীষ্মদেব কৃষ্ণের প্রসাদে বিগতক্লেশ হইয়া সুখে যামিনীযাপন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রমুখ পাণ্ডবেরা তখন হস্তিনায় গমনকরত রজনী অতিবাহিত করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সমাধানান্তে পুনর্ব্বার সকলে ভীষ্মের নিকট উপনীত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

পাণ্ডবেরা ভীষ্মের শিবিরে গমন করিলে কৃষ্ণ সে দিবস সাধারণ ব্যক্তিগণকে তথায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। অনন্তর তিনি গঙ্গানন্দনের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! আপনি ত সুখে যামিনী যাপন করিয়াছিলেন? এক্ষণে শরশয্যায় ত আর আপনার কোন ক্লেশানুভব হইতেছে না? আপনি পিতৃবরে ইচ্ছামৃত্যু হইয়াছেন, আর অল্পকাল পরে লোকান্তরে গমন করিবেন; অতএব এই সময়ে জ্ঞাতিবধলজ্জিত ধর্ম্মরাজকে উপদেশ দান করুন।

অনন্তর ভীষ্ম কহিলেন, বাসুদেব! তোমার প্রসাদে এখন আর আমার কোন যাতনাই অনুভূত হইতেছে না। অধুনা আমি ত্বদীয় নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মনীতি কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির! এক্ষণে তুমি কোন্ বিষয় জানিতে বাসনা কর, আমাকে বল। তখন যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, পিতামহ! সম্প্রতি আপনি রাজধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি রাজগণের প্রীতি করা কর্ত্তব্য; তাহাতে তাঁহারা আদরভাজন হইয়া ধর্ম্মঋণে মুক্ত হইয়া থাকেন। রাজগণ পুরুষকারদ্বারা কার্য্যসাধন করিবেন; যেহেতু কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। দৈব ও পুরুষকার উভয়ে তুল্য হইলেও পুরুষকার প্রত্যক্ষ ফলদাতা বলিয়া শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। কোন কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিলে তাহাতে সন্তপ্ত না হইয়া প্রত্যুত তাহা সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য। সমস্ত কার্য্যে সরলভাব ও সত্যবাক্য প্রয়োগ করিবে; কেননা রাজগণ তাহাতে উভয়লোকেই আনন্দিত হইবেন। জিতেন্দ্রিয় রাজা কখনও শ্রীভ্রষ্ট হয়েন না। রাজা নিয়ত মৃদু বা নিয়ত অত্যুগ্র হইবেন না। লোকসংগ্রহ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাজা ধার্ম্মিক হইলেই প্রজারঞ্জন করিতে সমর্থ

হয়েন। সর্ব্বদা ক্ষমাশীল হওয়াও রাজগণের কর্ত্তব্য নহে; কারণ তাহাতে নীচচেতাগণ প্রশ্রয় পাইতে পারে। মৃদুস্বভাব রাজা শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হয় এবং উগ্রস্বভাব রাজাকে দর্শন করিয়া লোকে ভয়ে দূরে পলায়ন করে; অতএব বসন্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় রাজগণ অনতিমৃদু ও অনতিতেজস্বী হইয়া থাকিবেন। নরপতিগণ কখন ব্যসনাসক্ত ও অপরিমিতব্যয়ী হইবেন না। স্বীয় সুখস্বচ্ছন্দতা পরিহার করিয়া প্রজানুরঞ্জন করাই রাজার কর্ত্তব্য। রাজা চতুরঙ্গবল রক্ষা করিবেন এবং ধৈর্য্যশালী হইবেন। তিনি কখন ভৃত্যের সহিত হাস্যপরিহাস করিবেন না এবং গম্ভীর হইবেন; নতুবা উপজীবিগণ প্রশ্রয় পাইয়া সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় তাঁহাকে লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ক্রীড়া করিবে; অতএব নরপতিগণ আমোদপরায়ণ হইবেন না।

হে মহারাজ! রাজগণ সর্ব্বদা উদ্যোগী থাকিবেন এবং উপযুক্তগণের সহিত সন্ধি ও দুষ্টগণের সহিত বিরোধ করিবেন। বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে, গুরুও যদি দণ্ডার্হ হয়েন, তবে ক্রোধশূন্য হইয়া তাঁহার প্রতিও দণ্ড-বিধান করিবে। বৃত্তি ও আর আর দেয় বস্তুসকল যথাসময়ে দান করাই কর্ত্তব্য। যিনি রাজা হইয়া প্রজারক্ষা না করেন, অন্তে তাঁহাকে নিরয়গামী হইতে হয়। লুব্ধপ্রকৃতি রাজা স্বজনকর্ত্তৃক অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকেন। রাজগণ প্রজার ধন ও প্রাণ রক্ষা করিবেন; রক্ষার ন্যায় ধর্ম্ম আর নাই। প্রজাদিগের নিকট ন্যায়ানুসারে করগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। রাজগণ শস্যাদিসংগ্রহ, বুদ্ধিমান্‌দিগের সহবাস ও সৈন্যগণের হর্ষোৎপাদন করিবেন। কোষবৃদ্ধি, নগররক্ষা, পরপক্ষভেদ ও পুরুষকার প্রদর্শন করা রাজগণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যুধিষ্ঠির! রাজা হইয়া প্রজাপালন করা অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। রাজধর্ম্মপালন করিয়াই ক্ষত্রিয়েরা শাশ্বতলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দেখ, পূর্ব্বকালে পৃথিবী যখন অরাজক ছিল, তখন প্রজাগণ বলবান্ কর্ত্তৃক আক্রমিত ও সাতিশয় নিগৃহীত হইত। তখন শাসনাভাবে যাগযজ্ঞাদি কিছুই সম্পন্ন হইত না; স্বেচ্ছাগমন ও পরস্বাপহরণই লোকের নিত্য কার্য্য ছিল। সেই সময়ে সৃষ্টিরক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ প্রজাপতি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষযুক্ত এক দণ্ডনীতি

প্রণয়ন করিয়া অনেক পুত্র উৎপাদন করিলেন; অধর্ম্মনিরত বেণরাজা উঁহারই বংশধর ছিল। ঋষিগণ ঐ বেণের দৌরাত্ম্যে কুপিত হইয়া উঁহার প্রাণসংহার করেন্। ঐ বেণের দক্ষিণহস্ত ভেদ করিয়া পৃথু উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পৃথুরাজা ধর্ম্মতঃ পৃথিবী পালন করিতেন। ভগবান্ বিষ্ণু ইহাঁরে অষ্টম স্বষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পৃথুই ধর্ম্মসংস্থাপন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন; তাঁহার শাসন কেহই অতিক্রম করিতে পারে নাই। তৎকালে ইনি দেবদ্বিজগণ হইতে উপাধি ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজগণ বিষ্ণু অংশে জন্মগ্রহণ করেন, এইজন্য অন্যান্য সকল ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁহারা পূজ্য ও মাহাত্ম্যবিশিষ্ট। তাঁহাদের দণ্ডপ্রভাবেই জগতে নীতি ও ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। তাঁহারা ক্ষত অর্থাৎ আঘাত হইতে লোকরক্ষা করেন বলিয়া ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

যুধিষ্ঠির! রাগদ্বেষ পরিত্যাগ, সত্যকথন, ন্যায্য ধনবিভাগ, ক্ষমা, পারিণীতা পত্নীতে অপত্যোৎপাদন, পবিত্রতা, সরলতা ও ভৃত্যবর্গের ভরণপোষণ করাই সর্ব্বসাধারণলোকের স্বধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়দমন ও বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম, শূদ্রেরা ইহাতেই সদ্গতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, সদুপায়দ্বারা ধনসঞ্চয় এবং পশুপালন করাই বৈশ্যের ধর্ম্ম। আর ক্ষত্রিয়গণ ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালন করিয়া থাকেন; ইহাই তাঁহাদিগের স্বধর্ম্ম। আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন ও শত্রুদমন করিলেই ক্ষত্রিয় হয়। ধর্ম্মনন্দন! ব্রাহ্মণের বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মসাধন করাই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বৈশ্য ও শূদ্রগণ কেবল কর্ম্মদ্বারাই মুক্ত হইয়া থাকেন। আর যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য ও স্বর্গলাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুগম উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। নৃপতিবর্গ বাহুবলে পৃথিবীশাসন ও চাতুর্ব্বর্ণের আশ্রয় দান করিবেন। অন্যান্য ধর্ম্মের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন এবং কতকগুলি লোকে সেই শাশ্বত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ অর্থ করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্ষাত্রধর্ম্ম সুখদ ও কপটতারহিত। যে ক্ষত্রিয় রাজা নহে, সে স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে সমর্থ

নয়। ঐ ক্ষাত্রধর্ম্মই সর্ব্বাগ্রে সৃজিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী দুর্ব্বৃত্তের অধিকৃত হইলে, নানা উপদ্রব ও অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে; কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ঐ দুর্ব্বৃত্তগণকে দমনপূর্ব্বক ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। রাজগণের নীতি ও শাসনপ্রভাবে দস্যু, তস্কর ও সমুদায় পাপ জনসমাজ হইতে একেবারে দূরে পলায়ন করে। রাজগণ অর্থোপার্জ্জন করিয়া জগতের বিবিধ কল্যাণসাধন করিয়া থাকেন এবং তাহাতেই ঈশ্বরের সৃষ্টিরক্ষা করা হয়। ফলতঃ লোকভঙ্গনিবারণার্থ রাজগণ ঈশ্বরের ন্যায় সেতুস্বরূপ হন এবং এই সকল মঙ্গলানুষ্ঠানের নিমিত্ত তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। নরপতিগণ ধনদ্বারা ধর্ম্মলাভ করেন, কিন্তু নির্ধন ব্যক্তি জীবন্মৃত বলিয়া কোনকালে কিছুই লাভ করিতে পারে না। ইহ জগতে লোকে কেবল সেই জন্যই যজ্ঞ, তপস্যা ও কেহ বা বুদ্ধিদ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকে। নির্দ্ধন ব্যক্তিই দুর্ব্বল, কিন্তু ধনবান্ লোক সমুদায় বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং সে সমুদায় লোক ও সমস্ত বস্তুই অধিকার করে; অতএব যুধিষ্ঠির! তুমি ক্ষোভ দূর করত স্বধর্ম্মনিরত হইয়া স্থিরচিত্তে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ কর।

চতুর্থ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি রাজধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলেন, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, দুর্ব্বল রাজা বলবান্‌কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সেই আপদ হইতে তিনি কিপ্রকারে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, আপনি সেই আপদ্ধর্ম্মসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ দান করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, পার্থ! বলবান্ শত্রু পবিত্রচিত্ত হইলে তাহার সহিত তৎক্ষণাৎ সন্ধি করিয়া বিভবাদি সমুদায় রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে রাজা কেবল লোভবশতঃ রাজ্য আক্রমণ করিবেন, তাঁহাকে গ্রামাদি প্রদান

করিয়া সন্ধি করিবে। দুর্ব্বল রাজা ত্যাগাদি যে কোন উপায়ে হউক না কেন, সর্ব্বদাই প্রবল রাজা হইতে আত্মরক্ষা করিবেন। বলবান্ ব্যক্তি তেজঃপ্রকাশ এবং দণ্ডার্হদিগকে দণ্ডদান করিয়া ধনসঞ্চয় করিবেন; কিন্তু ব্রাহ্মণনিগ্রহ কদাপি কর্ত্তব্য নহে। নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডদান করিলে যে দোষ হয়, দণ্ডার্হকে ক্ষমা করিলে আবার তদপেক্ষায় অধিকতর পাপী হইতে হয়। আত্মপ্রসংশা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবে। ঋষিগণ রাজ্যশাসনসম্বন্ধে যে সকল রাজবিধি প্রকটন করিয়াছেন, তদনুযায়ী কার্য্য করিলে রাজগণ কখন আপদে পতিত হয়েন না। স্বরাজ্য ও পররাজ্য হইতে অর্থ আহরণ করা অত্যাবশ্যক। সদয় ব্যবহার বা নৃশংসতাদ্বারা কোষসংগ্রহ হয় না, এইজন্য মধ্যমবৃত্তি অবলম্বনই কর্ত্তব্য। ধন না থাকিলে বলহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়; অতএব কোষ, বল ও মিত্রবর্দ্ধন করা অতীব আবশ্যক। প্রজাগণ নির্দ্ধন হইলে রাজাও নির্দ্ধন হইবেন। যে রাজা প্রজার সম্পত্তি রক্ষা করিয়া কর গ্রহণ করেন, তিনি চিরকালই নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়া থাকেন। একাকী গোপনে ধনভোগ না করিয়া তাহা বিভাগপূর্ব্বক ভোগ করাই কর্ত্তব্য। কদাচ সত্যের অপলাপ করা উচিত নহে। এই জগতীতলে অনাগতবিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি ও দীর্ঘসূত্র ব্যক্তি আছেন; তন্মধ্যে শেষোক্তকে অচিরাৎ বিনষ্ট হইতে হয়। এক্ষণে তৎসম্বন্ধে আমি তোমাকে এক উপাখ্যান কহিতেছি শ্রবণ কর।

ধর্ম্মরাজ! কোন এক সরসীতে বহুল মৎস্য বাস করিত; তন্মধ্যে একটী অনাগতবিধাতা, অপর একটী প্রত্যুৎপন্নমতি এবং আর একটী দীর্ঘসূত্র মৎস্য ছিল। একদা মৎস্যজীবিগণ মৎস্য ধরিবার মানসে সেই ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল নিঃস্রাবিত করিতে লাগিল। জল অল্প হইতেছে দেখিয়া অনাগতবিধাতা বিপদাশঙ্কায় সকলকে অন্য এক জলাশয়ে গমন করিতে অনুরোধ করিল। তখন প্রত্যুৎপন্নমতি কহিল যে, যখন বিপৎপাত হইবে, তখন তাহা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিব। দীর্ঘসূত্র কহিল, কোন কার্য্যে ত্বরান্বিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। অনন্তর কেহই যখন সেই অনাগতবিধাতার বাক্যে জলাশয়ান্তরে গমন করিল না, তখন সে আপ-

নিই বুদ্ধিদ্বারা ভবিষ্যৎ বিপৎ অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ এক নির্গমন পথ দিয়া নদীতে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিল। এইরূপে জলাশয়ের জলরাশি ক্রমে ক্রমে সমুদায় নিঃসৃত হইলে, ধীবরগণ মৎস্যসকল ধৃত করিয়া এক লম্বমান রজ্জুতে গ্রথিত করিতে লাগিল। সেই সময়ে প্রত্যুৎপন্নমতি, মৎস্যগণকে গ্রথিত হইতে দেখিয়া স্বয়ংই সেই গ্রথিত মৎস্যগণের মধ্যে গুপ্তভাবে ধীরে ধীরে গমন করত সেই রজ্জু মুখদ্বারা ধৃত করিয়া অপরাপর গ্রথিত মৎস্যগণের ন্যায় লম্বিতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এইরূপে দীর্ঘসূত্রাদি সমুদায় মৎস্যই গ্রথিত হইলে, ধীবরগণ নদীতে গমন করত অগাধজলে উহাদিগের গাত্রলগ্ন পঙ্করাশি প্রক্ষালন করিতে লাগিল। সেই অবসরে প্রত্যুৎপন্নমতি রজ্জু পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করিল; কিন্তু দীর্ঘসূত্রকে মৎস্যজীবির হস্তে প্রাণপরিত্যাগ করিতে হইল। অতএব মহারাজ! দীর্ঘসূত্র হওয়া কদাচই কর্ত্তব্য নহে। রাজগণ দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন এবং প্রবল অরাতিকে কদাপি বিশ্বাস করিবেন না ও সর্ব্বদাই সাবধানে তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিবেন। প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে সমুদায় অপকর্ম্মদ্বারাও আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র একদা ক্ষুধানলে প্রাণসংশয় উপস্থিত দেখিয়া শ্মশানে চৌরবেশে চণ্ডালগৃহ হইতে কুক্কুরের পৃষ্ঠমাংস লইয়া যজ্ঞ ও তৎপরে উহা স্বয়ং ভক্ষণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন; আত্মরক্ষাদ্বারা সমুদায়ই সুরক্ষিত হয়। এক দেশ ত্যাগ করিয়া আপনার অন্যান্য সমুদায় দেশ রক্ষা করা বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতমাত্রেরই কর্ত্তব্য। কৃতঘ্ন ও পাপাত্মা মিত্রদ্রোহিগণ সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য; অতএব কৌরবশ্রেষ্ঠ! তুমি এইপ্রকারে বুদ্ধি স্থির রাখিয়া সমুদায় আপদ হইতে শান্তি লাভ কর।

শ্রী মহেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম ও আশ্রম চতুষ্টয়াদি কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে প্রাণিগণ কিপ্রকারে মুক্তি লাভ করে, আমাকে সেই মোক্ষধর্ম্মবিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ দান করুন। ভীষ্ম কহিলেন, রাজন্! সমুদায় আশ্রমেই মুক্তিপ্রদ বিবিধ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। যজ্ঞাদি নানাবিধ উপায়ে ধর্ম্মার্জ্জন করিতে হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান কদাচ নিষ্ফল হয় না। যাঁহার যে ধর্ম্মে রুচি ও বিশ্বাস আছে, তিনি তাহারই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। ফলতঃ কর্ম্মসকল অতিক্রম-পূর্ব্বক নির্ব্বিকার ব্রহ্মসাধন করাই একমাত্র মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই ব্রহ্মই সত্য। সত্যই তপঃ এবং তিনিই প্রজাসকল সৃষ্টিপূর্ব্বক পালন করিয়া থাকেন। সত্যের প্রভাবেই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। সত্যের তুল্য উৎকৃষ্ট গতি আর নাই। মিথ্যা অন্ধকার-স্বরূপ; উহাতেই লোকের অধঃপতন হইয়া থাকে। সত্যই স্বর্গ ও মিথ্যাই নরক। যোগিগণ মিথ্যা পরিহারপূর্ব্বক জ্ঞাননেত্রে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে দর্শন করেন। তাঁহারা বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া জীবাত্মারে পরমাত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে লীন করেন। সেই ব্রহ্মপদই সুখের আস্পদ ও বৈরাগ্যই নির্ব্বাণপদবী লাভের নিদান। যতিগণ জ্ঞানপ্রভাবেই ব্রহ্মলাভ করেন। ব্রহ্মকে বিদিত হইতে পারিলেই লোকে ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই শুদ্ধাচার ও সদ্ব্যবহার আশ্রয় করিয়া প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন; এই নিমিত্তই তাঁহারা শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিয়া সকলেরই নমস্য ও জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করাতে শান্তিসুখের অধিকারী হইয়াছেন। জ্ঞানই মুক্তি, কারণ জ্ঞানদ্বারা অবিনাশী আত্মা উন্নত হইলেই মোক্ষ-লাভ করিয়া থাকেন; তদ্ব্যতীত প্রাণিগণকে নিদারুণ জন্মমৃত্যুদ্বারা পুনঃপুনঃ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়। সকল পদার্থেরই বিনাশ আছে, কিন্তু আত্মার ধ্বংস নাই। কর্ম্মানুসারে আত্মা জন্মজন্মান্তরে নব নব দেহ ধারণপূর্ব্বক মনের সহযোগে পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতি ও দুষ্কৃতিজনিত সুখদুঃখাদি ভোগ করেন। ফলতঃ কর্ম্ম হইতেই জীবের ভূয়োভূয়ঃ

জন্মমৃত্যু হইয়া থাকে; কিন্তু কৃতপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মকে বিদিত হইয়া একেবারে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং কর্ম্মিগণের ন্যায় তাঁহাদিগকে আর এই স্বর্গনরকের ভোগস্থল পৃথিবীতে মলমূত্রপূর্ণ, রক্তমজ্জাবিশিষ্ট ও কৃমি প্রভৃতির আবাসস্থান নবদ্বারযুক্ত দেহ ধারণ করিয়া আসিতে হয় না; ইহাকেই বন্ধনবিহীন মোক্ষ কহে। অপিচ আধ্যাত্মিক জ্ঞানযোগে ব্রহ্মতন্ময়ভাবই মোক্ষ।

ধর্ম্মরাজ! আশ্রমবাসী জনগণ যুদ্ধবিগ্রহ, নির্দ্দিষ্ট দানধ্যান ও যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানদ্বারা ক্রমশঃ অধ্যাত্মভাবে উন্নত হইয়া অল্পে অল্পে মোক্ষপদ লাভের অধিকারী হইতে থাকেন; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অচিরেই একেবারে মুক্তি লাভ করেন। মুমুক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ সেই জন্যই কেবল বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক নিরুপাধি পরমেশ্বরের আরাধনা করিবেন। যাঁহারা রাগদ্বেষাদিবিহীন হইয়া নিরন্তর কেবল সাবিত্রী জপ করেন এবং যাঁহারা সংসারের মায়া মমতা পরিহারপূর্ব্বক পরিব্রাজকরূপে ব্রহ্মোদ্দেশে ভ্রমণ, ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবনযাপন ও সর্ব্বতোভাবে স্পৃহাশূন্য হইয়া সমুদায় লোকই নরক বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাও সেই নির্গুণ পুরুষে বিলীন হইয়া থাকেন। যাঁহা-দিগের আচার ব্যবহার ধর্ম্মশাস্ত্রানুপেত, তাঁহারাও লোকান্তরে মুক্ত হইয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির! কর্ম্মযোগই কামাত্মক ও জ্ঞানযোগই মোক্ষা-ত্মক। যাঁহারা ইষ্টানিষ্ট কোন বিষয়েরই কামনা করেন না, তাঁহারাই মুক্ত; কিন্তু সুখার্থী ব্যক্তিগণ কর্ম্মপথে ভ্রমণ করে বলিয়া, তাহারা নিরয়-গামী হইয়া থাকে।

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে পিতামহ ভীষ্মদেবকে মোক্ষধর্ম্মবিষয়ক বিবিধ প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, জ্ঞানবৃদ্ধ মহামনা ভীষ্মদেব নানাবিধ যুক্তি ও বহুবিধ পুরাণ, উপপুরাণ, বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি হইতে ইতিহাস, কাব্য ও উপাখ্যানচ্ছলে তাঁহাকে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ দান করেন; রাজা যুধিষ্ঠিরও তৎশ্রবণে আত্মীয়বিনাশজনিত শোক হইতে কিয়ৎপরিমাণে শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত।

অনুশাসনপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির আনুপূর্ব্বিক মোক্ষধর্ম্মের বিষয় অবগত হইয়া পুনর্ব্বার পিতামহ ভীষ্মকে দান ও প্রবৃত্তিধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন করাতে, তিনি তাঁহাকে ধর্ম্মশাস্ত্রানুশাসন কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই অনুশাসন পর্ব্বে নানাবিধ উপন্যাস, কিম্বদন্তী, ইতিহাস এবং শিবাদি দেবতাগণের নাম ও ঐশ্বর্য্যাদি-বিষয় কথিত হইয়াছে। মানবগণ কিরূপে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিতে পারে, শরশয্যাশয়ান কুরুপিতামহ ভীষ্মদেব সেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকল রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পরহিংসা, চৌর্য্য ও পরদারাভিমর্ষণকেই শারীরিক পাপ কহে। অসৎপ্রলাপ, নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ, পরদোষ প্রকাশ ও মিথ্যাকথনই বাচনিক পাপ এবং পরদ্রব্যে অভিলাষ, পরের অনিষ্টকামনা ও বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা করাই মানসিক পাপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; অতএব শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে উহা পরিত্যাগ করিবেন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচিহ্নযুক্ত না হইয়াও কেবল স্বধর্ম্মাক্রান্ত হইলেই তাঁহারে মান্য ও দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য; যে হেতু চিহ্নিত ও অচিহ্নিত ব্রাহ্মণ এতদুভয়েই সমতুল্য। শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব্বদাই পবিত্র থাকেন। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ঋজুতাই ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ। যাহারা স্বয়ং ধর্ম্মপালনে অসমর্থ বা পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল অন্যের নিকট ধর্ম্মের নাম গান করত ভ্রমণ করেন, সেই ধর্ম্মসঙ্করকারী পামরগণকে দান করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। মদ্যমাংস পরিত্যাগ করাই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য। বৈদিকধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ও বিষয়বৈরাগ্যই পবিত্রতা। মনুষ্য পূর্ব্বাহ্নে অর্থ উপার্জ্জন, মধ্যাহ্নে ধর্ম্মসঞ্চয় ও অপরাহ্নে বিষয়ভোগ করিবেন। ধর্ম্মার্থকামের একের উপর আসক্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণসম্মাননা, গুরুলোকের পূজা ও

সকলের সহিত সরল ব্যবহার করা উচিত। অনুদ্ধতস্বভাব ও প্রিয়বাদী হওয়া একান্তই আবশ্যক। গো ব্রাহ্মণের হত্যা ও রাজারে প্রহার বা অবমাননা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। প্রণবোচ্চারণে ব্রাহ্মণব্যতীত আর কাহারও অধিকার নাই। তস্কর ও শত্রু হইতে ভীত, স্ত্রীপুত্রাদি স্বজন, সমাগত ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ, দেশবিপ্লবনিবন্ধন হৃতদার ও হৃতসর্ব্বস্ব, ব্রত-নিয়ম-পরায়ণ, ধার্ম্মিক, দুর্ব্বল, নির্ধন, উপদ্রুত, হীন ও ক্ষীণাঙ্গ, ইহাঁরাই দানপ্রাপ্তির যোগ্যপাত্র। বালিকা, বৃদ্ধা, অসহায়া ও অনাথা নারীগণকে কদাপি বঞ্চনা করা কর্ত্তব্য নহে। বৃত্তিচ্ছেদ, গৃহচ্ছেদ, দার ও বন্ধু-বিচ্ছেদ এবং আশাচ্ছেদ করা কখনই উচিত নহে। দেব ও পিতৃকার্য্যে তৎপর থাকা কর্ত্তব্য এবং সাধুবিদ্বেষ্টা হইলে অধর্ম্ম হইয়া থাকে। পোষ্যবর্গ ও অতিথিদিগকে ভোজ্যদান না করিয়া স্বয়ং পান ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। দুষ্ক্রিয়াদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, বেদবিক্রয়, বিষবিক্রয়, ক্ষীরবিক্রয় ও অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিলে নিরয়ে নিপতিত হইতে হয়। ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া ধনদানে কৃপণ বা পরাঙ্মুখ হইলে তাহার অত্যন্ত নীচগতি হইয়া থাকে। উপাধ্যায় ও ভৃত্যগণকে নিরপরাধে পরিত্যাগ করা অন্যায়। যে ব্যক্তি ভিক্ষুককে আহ্বানপূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করে, যে বৃত্তিচ্ছেদ ও রহস্যচ্ছেদ করে, যে তৃষ্ণার্ত্তের জলপানে বিঘ্ন সম্পাদন করে, যে শাস্ত্রের দূষিতার্থ করে, যে কন্যাকে অনুরূপ ভর্ত্তায় দান ও নিয়োগ না করে, যে অকারণ মর্ম্মভেদী দুঃখ দান করে, যে পঙ্গু, অন্ধ ও জড়ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করে এবং যে অধর্ম্মপরায়ণ মূঢ় নরাধম, বন, আশ্রম, পুর, গ্রাম ও আর আর জানপদে অগ্নিপ্রদান করে, তাহারা সকলেই ব্রহ্মঘাতী পাপী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। পরিজন ও ভৃত্যবর্গকে ক্লেশ-প্রদানপূর্ব্বক অন্যকে দান করা যুক্তিযুক্ত কার্য্য নহে। ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, শিষ্য, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণই দানের যোগ্যপাত্র। যিনি কখনও কোন কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি সম্মানের পাত্র। যাঁহারা যজ্ঞদ্বারা দেবঋণ, বেদাধ্যয়নদ্বারা ঋষিঋণ, পুত্রোৎপাদনদ্বারা পিতৃঋণ, ব্রাহ্মণভোজনদ্বারা বিপ্রঋণ ও আতিথ্য সৎকারদ্বারা অতিথিঋণে মুক্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে কখনই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয় না। চুম্বকের ন্যায় কামিনী-

গণেরও আকর্ষণী শক্তি আছে, তাহারা পুরুষগণকে প্রলুব্ধ করিয়া আকর্ষণ ও তাহাদিগের সংসারপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত করে; এজন্য কামিনীগণ ব্রহ্মসাধনের অন্তরায়স্বরূপ; অতএব তাহাদিগের প্রতি কখন দৃষ্টিপাত করাও কর্ত্তব্য নহে।

গৃহস্থগণ স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন এবং দুহিতাকেও পুত্রের ন্যায় ভরণ-পোষণ ও শিক্ষাদান করিবেন। কন্যা স্বামীমর্য্যাদা অবগত হইলে, জ্ঞানবান্ পিতা, কিঞ্চিন্মাত্রও পণ না লইয়া অবস্থানুসারে ধনরত্ন-বিভূষিত করিয়া সেই কন্যাকে যথাসময়ে যোগ্যপাত্রে সম্প্রদান করিবেন। শুল্কগ্রহণ করিয়া কন্যাদান করিলে, কন্যা বিক্রয় করা হয়; অতএব তাহা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। দশবিধ বিবাহের মধ্যে ইহাকেই ব্রাহ্মবিবাহ কহা যায়। দয়া হইলে সকলকেই স্বেচ্ছানুসারে ধনদান করা যাইতে পারে, তাহাতে আর পাত্রাপাত্রের বিবেচনা নাই। আসন, বসন, শয়ন, পান, ভোজন ও ভূমি, ইহারাই উৎকৃষ্ট দান বলিয়া গণ্য; কিন্তু বিদ্যাদানের পর শ্রেষ্ঠ দান আর কিছুই নাই। মানবগণ কূপখনন, কৃষ্ণপক্ষে পিতৃশ্রাদ্ধ ও সাবিত্র্যাদিব্রতানুষ্ঠান করিবেন। তাঁহারা সর্ব্বদা শুচি থাকিয়া অন্নদান করিবেন। অহিংসাদ্বারা শ্রেষ্ঠগতি হইয়া থাকে, অতএব আপাততঃ সুখকর ও বলপ্রদ মাংসাহার পরিত্যাগ করিবে। নিয়মপূর্ব্বক শাস্ত্রসম্মত একাহার বা উপবাস, সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা পাপ করিয়া দানাদিদ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাঁহারা সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়েন; কিন্তু অনুতাপই পাপশান্তির উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

মহামনা ভীষ্মদেব বিমনায়মান রাজা যুধিষ্ঠিকে এইরূপে বিবিধ ধর্ম্মানুশাসন কীর্ত্তন করিতে লাগিলে, ভগবান্ বাসুদেবও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। তৎকালে কথাপ্রসঙ্গে তিনি, এক অথচ বহুরূপবিশিষ্ট রুদ্র ও সৌম্যমূর্ত্তিধারী মহেশ্বরের অচিন্ত্য ও অব্যক্ত মহিমা কীর্ত্তন করেন। অনন্তর গাঙ্গেয় পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে প্রাণিগণের সুখদুঃখের কারণ নির্দ্দেশ এবং দেবতা, ঋষি, নদী ও পর্ব্বতাদির নাম কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার চিত্তকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছিলেন।

তদনন্তর যুধিষ্ঠির ভীষ্মের আজ্ঞানুসারে হস্তিনায় গমন করত সুস্থচিত্তে কিয়দ্দিবস রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া ভাস্করের উত্তরায়ণ সমাগত দেখিয়া পুনর্ব্বার সুহৃদ্বর্গ ও যাজকগণের সহিত ভীষ্মের সমীপে উপনীত হইলেন। ভীষ্মদেব তখন আপনাকে আত্মীয়বান্ধব ও ঋষিগণে বেষ্টিত দেখিয়া প্রীতভাবে সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও উপদেশ এবং প্রণামাশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি আপনার প্রয়াণসময় অবগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরকে সম্ভাষণপূর্ব্বক কৃষ্ণকে সৎকার করিয়া তদীয় অনুমতিক্রমে উত্তরায়ণ মাঘমাসে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। ভীষ্মদেব শরতল্পে অষ্টপঞ্চাশত দিবস শয়ান থাকিয়া, পরিশেষে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিলে, শরসমূহ সহজেই তাঁহার অঙ্গ হইতে তৎক্ষণাৎ স্খলিত হইয়া পড়িল। সমীপবর্ত্তী সকলে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইলেন এবং তখন আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দেবদুন্দুভি ধ্বনিত হইতে লাগিল। এইরূপে ভীষ্মদেব স্বর্গারোহণ করিলে, যুধিষ্ঠির রাজব্যবহারানুসারে তাঁহার নিশ্চেষ্ট দেহ সজ্জিত করিয়া ভাগীরথীতীরে বহন করত চিতানলে তাঁহার যথোচিত প্রেতকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক তদুদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎকালে পুত্রবিয়োগকাতরা জাহ্নবী, প্রবলপরাক্রান্ত পুত্রকে লঘুহস্ত সামান্য শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইতে হইল বলিয়া শোকদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ব্যাসদেব ও বাসুদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, দেবি! শোক দূর কর। তোমার পুত্র দেবব্রত বসুলোক হইতে আসিয়া পুনর্ব্বার তথায় গমন করিলেন। ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে মহাবীর ধনঞ্জয়ই তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছেন; নতুবা শিখণ্ডীর কি সাধ্য যে, সে মহাত্মা ভীষ্মকে নিপাতিত করে? এইরূপে সকল কার্য্য সমাধা হইলে পর, সকলে সম্ভাষা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনুশাসনপর্ব্ব সমাপ্ত।

আশ্বমেধিকপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

ভীষ্মদেব কলেবর ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিলে, যুধিষ্ঠির ক্ষণকালের নিমিত্তও তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি পিতামহের বিরহে সর্ব্বদাই শোকপ্রকাশ ও আত্মীয়বধের জন্য দিবা-রাত্রই অনুশোচনা করিতেন। একদা কুরুক্ষেত্রে তর্পণসময়ে ধর্ম্মরাজ, ভীষ্মবিরহে কাতর হইলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে মহর্ষি বেদব্যাস তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে বিমর্ষ লক্ষ্য করত কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ধর্ম্ম কহিলেন, মুনে! আমি অশেষ পাপের পাপী, মাদৃশ মহাপাতকী ব্যক্তি জগতে আর নাই। জ্ঞাতিবধরূপ মহা-পাতকানলে অনুদিন আমার অন্তর্দাহ হইতেছে; কিছুতেই সেই জ্বালা নিবৃত্ত হইতেছে না। ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের ঈদৃশ মনোবিকার অবগত হইয়া তাঁহাকে পাপশান্তির নিমিত্ত অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে অনুজ্ঞা করি-লেন। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহর্ষে! এখন আমার পূর্ব্বের ন্যায় তাদৃশ ধন ও লোকবল নাই, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধসময়ে সে সমুদায় ব্যয়িত ও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; অতএব ঈদৃশ দুরবস্থাপন্ন ও আর্ত্ত হইয়া কিপ্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিব? আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সকলই এখন দুষ্কর হইয়াছে; এক্ষণে বিগতপাপ হইবার আর উপায়ান্তর দেখিতেছি না। বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ! আপনি চিন্তিত হইবেন না। পূর্ব্বকালে মরুত্ত নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি একদা যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিপুল বিত্ত দান করেন। ব্রাহ্ম-ণেরা দানলব্ধ সেই প্রচুর ধন বহন করিতে অসমর্থ হইয়া হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন; সেই পর্য্যন্ত সেই ব্রহ্মপরিত্যক্ত ধনজাল অদ্যাপি তথায় নিহিত রহিয়াছে। ব্রাহ্ম-দিগের ত্যক্ত সম্পত্তি বলিয়া এখন উহা গ্রহণ করিলে; ব্রহ্মস্বহরণ

বলিয়া আর কোন দোষই স্পৃষ্ট হইতে কিম্বা তজ্জনিত আশঙ্কা জন্মিতে পারে না; অতএব এক্ষণে আমি আপনাকে মন্ত্রণা দান করিতেছি যে, আপনি অবিলম্বে তথায় গমন করত মহেশ্বরকে পরিতুষ্ট করিয়া, সেই ধন আহরণ করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি যে, সেই ধন সংগৃহীত হইলেই আপনার যজ্ঞকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে।

অনন্তর সর্ব্বলোকের প্রোৎসাহিত বাক্যক্রমে যুধিষ্ঠির হস্তিনায় আগমন করত গুরুগণের উপদেশগামী হইয়া নিরুদ্বেগে রাজ্য করিতে লাগিলেন। একদা অর্জ্জুন সভাস্থ কোন এক নিভৃতস্থানে বসিয়া বাসুদেবকে পুনর্ব্বার গীতাশাস্ত্রের প্রশ্ন করিলে কৃষ্ণ, সখার অনুরোধবশতঃ পুনর্ব্বার অতি পবিত্র ও সূক্ষ্ম ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক ধর্ম্মানুগীতা কহিয়াছিলেন, এই মহাভারতে উহাই অনুগীতাপর্ব্বাধ্যায় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, কথা সমাপ্ত করিয়া কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে ভদ্রা সমভিব্যাহারে দ্বারকায় গমন করেন। যাত্রাকালে পথিমধ্যে মহর্ষি উতঙ্কের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উতঙ্ক, কৃষ্ণ যে কুরুপাণ্ডবগণের মধ্যে সন্ধিসংস্থাপনে সমর্থ থাকিয়াও তদ্বিষয়ে বিমুখ হইয়াছেন, এই কারণে তাঁহারে ক্রোধভরে শাপপ্রদানে উদ্যত হইলে, বাসুদেব অধ্যাত্মতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া সেই মহর্ষিকে সন্তুষ্ট করত পরে স্বীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উতঙ্ক এই সময়ে কৃষ্ণের নিকট এই বর লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি প্রয়োজন হইলে বাসুদেবকে স্মরণমাত্রই মরুভূমে জল প্রাপ্ত হইবেন। একদা ঐ ব্রহ্মনন্দন উতঙ্ক মুনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কৃষ্ণকে চিন্তা করিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট জল প্রাদুর্ভূত হইল না। তখন তিনি জলের নিমিত্ত ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন, শ্বাযূথপরিবৃত এক উলঙ্গ চণ্ডাল মূত্রত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে পিপাসিত দেখিয়া ঐ প্রস্রাব পান করিতে কহিল; উতঙ্ক তাহাতে অসম্মত হইয়া বাসুদেবের নিন্দা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই চণ্ডাল অন্তর্হিত হইলে বাসুদেব আসিয়া কহিলেন, মুনে! আমি তোমাকে তৃষ্ণাকুল দেখিয়া অমৃত প্রদানের নিমিত্ত দেবরাজকে এখানে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তিনি মনুষ্যকে প্রকাশ্যরূপে অমৃত-

প্রদানে অসম্মত হইয়া চণ্ডালরূপে তোমার নিকট আসিয়াছিলেন এবং তোমাকে যে তদীয় মূত্র পান করিতে কহিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত মূত্র নহে,—অমৃত। তুমি তাহা পান না করিয়া ভাল কর নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি তোমাকে বর দিতেছি যে, তুমি জলপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিলেই এই মরুভূমিতে মেঘ সঞ্চারিত হইয়া তোমাকে জল দান করিবে এবং অদ্যাবধি সেই মেঘ ভূমণ্ডলে "উতঙ্কমেঘ" বলিয়া বিখ্যাত হইবে।

অনন্তর কৃষ্ণ বৃষ্ণিগণের সহিত দ্বারকায় উপনীত হইলে, বসুদেব তাঁহার নিকট কুরুক্ষেত্রের কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধের বিবরণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন। পাছে দৌহিত্রের শোকে পিতা আকুল হইয়া পড়েন, এজন্য প্রাগুক্ত রণবারতা নিবেদনের সময় কৃষ্ণ অভিমন্যুর বিষয় আর কিছুই উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু বসুদেবের প্রশ্নানুসারে তিনি তাহা অধিকক্ষণ অপলাপ করিয়াও রাখিতে পারেন নাই। অভিমন্যুবধ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বসুদেব যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন। অনন্তর দৌহিত্রের শ্রাদ্ধতর্পণ সমাপনপূর্ব্বক তিনি তদ্বিরহে রোদন করিতে লাগিলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

এদিকে হস্তিনায় পাণ্ডবগণও উত্তরার সহিত অভিমন্যুশোকে নিরতিশয় কাতর হইলে ব্যাসদেব তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন যে, ভগবান কৃষ্ণের প্রসাদে অচিরাৎ উত্তরার গর্ভে পাণ্ডুকুল-মুখোজ্জ্বল এক তনয় ভূমিষ্ঠ হইবেন। তখন পরাশরনন্দনের সান্ত্বনা-বাক্যে সকলে সুস্থচিত্ত হইলে, তিনি যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানের আদেশ করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির অশ্ব-মেধের জন্য ধন আহরণার্থ স্ববর্গে হিমালয়পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক বিধিবৎ শিব ও কুবেরাদি দেবগণের পূজাকরত প্রচুর ধনলাভ করিলেন। তাঁহাদের উষ্ট্র, গর্দ্দভ, শকট, সিন্দুকবাহী মনুষ্য ও হস্ত্যশ্বগণ গুরুভারা-ক্রান্ত হইয়া প্রত্যহ দুই ক্রোশের অধিক পথ অতিক্রম করিতে অশক্ত হওয়াতে, দেশে প্রত্যাগত হইতে কিয়দ্দিবস বিলম্ব হইয়াছিল। পাণ্ডব-গণের এই অনুপস্থিতসময়ে কৃষ্ণ স্বগণে হস্তিনায় আসিয়া উপস্থিত হইলে,

উত্তরা একটী মৃত পুত্র প্রসব করেন। এই হর্ষবিষাদে রাজান্তঃপুরবাসিনীরা হাহাকার করিয়া কৃষ্ণের সম্মুখেই রোদন করিতে লাগিল। কুন্তী, সুভদ্রা ও উত্তরা তখন অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে ঐ পুত্রকে নিহত জানিয়া, পাণ্ডব-পিণ্ড লোপ হইল বলিয়া, পুনঃপুনঃ বক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক অধীরভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা, "হায় কি হইল! ব্যাসের বাক্যও মিথ্যা হইল! কৃষ্ণ যে এই মৃত বালককে সজীব করিবেন বলিয়াছিলেন, অহো! আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ তাহারও যে অন্যথাচরণ দেখিতেছি" বলিয়া করুণস্বরে রোদন ও হা হতোস্মি করিতে লাগিলেন। ভক্তপক্ষপাতী কৃষ্ণ তাঁহাদের তৎকালোচিত বিলাপ শ্রবণে কাতর ও করুণার্দ্র হইলেন। অনন্তর রমণীগণের প্রার্থনানুসারে তিনি সূতিকাগৃহে গমনপূর্ব্বক আচমন করিয়া "এই সদ্যোজাত বালক শীঘ্র জীবিত হউক" বলিবামাত্র অভিমন্যুতনয় সচেতন হইয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল। কুল পরিক্ষীণ হইবার সময় ঐ বালক জন্মগ্রহণ করাতে, উহার নাম পরীক্ষিত হইয়াছিল। অনন্তর মাসৈককাল পরে পাণ্ডবগণ গৃহে প্রত্যাগত হইলে, ঐ সমস্ত অবগত হইয়া মহামহোৎসব করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, কৃষ্ণ ও ব্যাসদেবের অভিমতে ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে যজ্ঞীয় অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত করিলেন। ভীম ও নকুল রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ এবং সহদেব কুটুম্বদিগের তত্ত্বাবধারণের ভার প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর উপযুক্ত সময়ে যজ্ঞারম্ভ হইল। রাজা যুধিষ্ঠির যথাবিধি যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। সেই সময়ে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞাশ্ব মুক্ত করিয়া দিলে, অর্জ্জুন গাণ্ডীবাস্ত্র লইয়া উহার পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন। অশ্ব, উত্তর ও পূর্ব্বদিক ভ্রমণ করিল। তখন অর্জ্জুনের অস্ত্রানলে কত শত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ভূপতি যে ভস্মীভূত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় করা নিতান্ত সুকঠিন। অনন্তর সেই অশ্ব একে একে ত্রিগর্ত্ত, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, সিন্ধুদেশ এবং মণিপুরে প্রবেশ করিল। পূর্ব্বে ত্রিগর্ত্তেরা কুরুক্ষেত্রে নিপাতিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের পুত্রপৌত্রেরা উপযুক্ত অবসর ভাবিয়া পার্থের পথ অবরোধ ও তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিল।

তৎকালে সূর্য্যবর্ম্মা এই প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। ঐ রাজা এই যুদ্ধে নিজ অনুজ কেতুবর্ম্মা ও ধৃতবর্ম্মার সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করেন। অর্জ্জুন তাঁহাদের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদিগকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেও তাঁহারা তাহা অগ্রাহ্য করাতে অগত্যা তিনি তাহাদিগকে নিধন করেন। এইরূপে তদ্দেশীয় প্রধান অষ্টাদশ সেনানী নিহত হইলে, অবশিষ্ট ত্রিগর্ত্তেরা পার্থের শরণাপন্ন হইয়া প্রাণ রক্ষা করে।

অনন্তর ঐ অশ্ব প্রাগ্‌জ্যোতিষনগরে প্রবিষ্ট হইলে, বৃদ্ধ রাজা ভগদত্তের শোকে তৎপুত্র বজ্রদত্ত অর্জ্জুনের সহিত দিবসত্রয়ব্যাপী বিষম যুদ্ধ করিল। বালকের এই অসমসাহসিক কার্য্যদর্শনে অর্জ্জুন প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে প্রাণে বিনষ্ট না করিয়া কেবল বিভীষিকা প্রদর্শনার্থ তাহার প্রকাণ্ড বাহক হস্তীকে নিপাত করিয়াছিলেন। তখন সে ভীত হইলে পার্থ হাস্যমুখে তাহাকে শান্ত করিয়া কহিলেন, রাজকুমার! তোমার কোন ভয় নাই, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কাহাকে নিহত করিবার জন্য আমাকে আদেশ করেন নাই; তবে কার্য্যগতিতে নিরুপায় হইয়া আমাকে রাজগণের বধসাধন করিতে হইয়াছে। এক্ষণে তুমি নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হও। ধর্ম্মরাজ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অতএব তুমি আগামিনী চৈত্রী পূর্ণিমাতে তথায় গমন করিয়া আমোদপ্রমোদ করিবে। পার্থ, প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরকে এইরূপে নিমন্ত্রণ করিয়া তথা হইতে অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অশ্ব তখন সিন্ধুদেশে উপস্থিত হইল। সৈন্ধবগণ তাহাদের অধীশ্বর জয়দ্রথকে স্মরণ করিয়া পার্থকে আপনাদের বৈরী বলিয়া জানিত; এক্ষণে তাহারা তাঁহাকে স্বাধিকারমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অশ্ব ধৃত করিল। তখন অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের আদেশমতে প্রথমতঃ তাহাদিগকে বিনীত প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার সে কথা গ্রাহ্য করিল না। তখন সব্যসাচীকে অগত্যা যুদ্ধার্থ স্বীকৃত হইতে হইল। সৈন্ধবেরা প্রথমতঃ তাঁহাকে বাণদ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলে চারিদিকে হাহাকারধ্বনি সমুত্থিত হইল এবং চারিদিকে বিবিধ অনিমিত্ত ও অমঙ্গল চিহ্নসকলও লক্ষিত

হইতে লাগিল। অর্জ্জুন তদ্দৃষ্টে মোহপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর দেবতারা তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী হইলে, তিনি জ্যাকর্ষণপূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারিত ও তাহাতে বাণ সংযোজনপূর্ব্বক সৈন্ধবদিগকে সন্ত্রস্ত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তদ্দেশ-রাজ্ঞী জয়দ্রথ-পত্নী দুঃশলা এই সমস্ত অবগত হইয়া স্বীয় শিশুমতি নপ্তাকে অঙ্কে আরোপিত করিয়া রোদন করিতে করিতে পার্থের শরণ গ্রহণ করিলেন। অর্জ্জুন, জ্যেষ্ঠতাত-তনয়া বিধবা ভগিনী দুঃশলাকে তদবস্থ অবলোকনে দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, ভগিনি! এটী ত তোমার পৌত্র, কিন্তু তোমার পুত্র কোথায়? দুঃশলা কহিলেন, ভ্রাতঃ! কুরুক্ষেত্রসমরে তোমার হস্তে তাহার পিতার মৃত্যু হইলে, সুরথ-নামধারী তোমার সেই ভাগিনেয় একেই পিতৃবিয়োগ শোকে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়াছিল, তাহাতে এক্ষণে আবার সে তোমাকে যোদ্ধৃবেশে এখানে সমাগত শুনিয়া অকস্মাৎ মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইয়াছে। আর্য্য! অতঃপর তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। এইরূপে যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে, পার্থ দুঃশলাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। অনন্তর ঐ অশ্ব মণিপুরে প্রবেশ করিল।

তৎকালে বভ্রুবাহন মণিপুরের রাজা ছিলেন। ইনি অর্জ্জুনের চিত্রাঙ্গদাগর্ভজাত তনয়। বভ্রুবাহন যজ্ঞাশ্ব সহিত পিতাকে স্বরাজ্যে সমাগত শুনিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করেন। কিন্তু অর্জ্জুন তদ্দৃষ্টে কুপিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তোমার কিছুমাত্র পুরুষার্থ নাই, সাহস ও ক্ষমতাও নাই, তুমি অতি কাপুরুষ ও নির্লজ্জ। স্ত্রীলোকের ন্যায় তোমার অসার ব্যবহার দেখিতেছি। আমি এখানে যুদ্ধার্থ সমাগত জানিয়াও তুমি বিনীতভাবে আমার সমীপবর্ত্তী হইলে, অতএব তোমার ন্যায় নির্জীব তনয়ের জীবিত থাকা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। মূঢ়! আমি অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া এখানে উপনীত হইলে, তোমার এরূপ আগমন শোভনীয় হইত। ধিক্ বৎস! তোমাকে ধিক্! অর্জ্জুন এইরূপ অত্যুক্তি করিলে, বভ্রুবাহন তখন সলজ্জভাবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নাগকন্যা উলূপী পাতাল হইতে সমাগত হইয়া সপত্নীপুত্র বভ্রুবাহনকে সমরোত্তেজিত করিয়া

দিলেন। অনন্তর পিতাপুত্রে ঘোরতর যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন ধনঞ্জয় পুত্রের অপরিসীম পরাক্রম দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। বভ্রুবাহন আশীবিষসদৃশ তীক্ষ্ণবাণে ধনঞ্জয়ের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলে তিনি আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন সমরশায়ী পিতাকে দর্শন করিয়া বভ্রুবাহন শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতবৎ নিশ্চেষ্টভাবে ভূমে নিপতিত হইলেন। চিত্রাঙ্গদা এই সংবাদ প্রাপ্তে সমরাঙ্গনে দ্রুতবেগে আগমনকরত বিলাপ করিয়া সপত্নী উলপীকে বিস্তর ভৎ'সনা ও নিন্দা করিতে লাগিল। উলপীই বভ্রুবাহনকে সমরোৎসাহী করিয়া এই বিপৎপাত করিল, এজন্য তিনি তাহাকে স্বামীঘাতিনী বলিয়া তিরস্কারপূর্ব্বক কহিলেন যে, তুমি পুত্রদ্বারা স্বামীনিধন করিয়া দুঃখিত হইতেছ না?—এই কি তুমি পতিব্রতা?—এই কি তোমার ধর্ম্মজ্ঞান? যদি স্বামী পুনঃপুনঃ তোমার নিকট অপরাধী থাকেন, তথাপি আমি কহিতেছি যে, তুমি চেষ্টা করিয়া, অচিরে উহাঁর জীবন দান কর। আমি পুত্র চাহি না, কেবল পতিই চাহি। যে বিধাতা, পুরুষের বহুদারগ্রহণে দোষের বিধান করেন নাই, সেই বিধির ইচ্ছাতেই তুমি উহাঁর পত্নী হইয়াছ, অতএব তজ্জন্য এই ভর্ত্তাকে উপেক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে ঐ লোহিতলোচন ধনঞ্জয়কে জীবিত না দেখিলে, আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। গন্ধর্ব্বতনয়া চিত্রাঙ্গদা এই বলিয়া স্বামীর চরণপ্রান্তে উপবেশনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগের নিমিত্ত প্রায়োপবেশন করিয়া রহিলেন।

এই সময়ে বভ্রুবাহনের চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি পিতৃবিয়োগ ও জননী চিত্রাঙ্গদার দুরবস্থা দর্শন করিয়া আপনাকে ধিক্কার ও বিমাতা উলূপীকে নিন্দা করিয়া স্বয়ং প্রাণত্যাগবাসনায় আচমনপূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করিয়া রহিলেন। তখন উলূপী সঞ্জীবনী মণি চিন্তা করিবামাত্র তথায় উহা উপস্থিত হইল। তখন তিনি সেই মণি লইয়া বভ্রুবাহনকে কহিলেন, বৎস! তোমার মঙ্গলের নিমিত্তই আমি তোমাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। এক্ষণে এই মণি তোমার নিঃসংজ্ঞ পিতৃবক্ষে স্থাপন করিলে, উনি এখনই জীবিত হইবেন। তোমার মঙ্গল ও তোমার

পিতার প্রিয়সাধনার্থ আমিই মায়াবিস্তার করিয়া তাঁহাকে নিধন করিয়াছি; ইহাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই। তোমার পরাক্রম-পরীক্ষার্থী হইয়া শত্রুতাপন ধনঞ্জয় এখানে সমাগত হইয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা পুরাতন ঋষি, ইন্দ্রও উহাঁকে পরাজয় করিতে পারেন না, অতএব উহাঁকে জয় করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এক্ষণে এই মণিপ্রভাবে তুমি উহাঁকে জীবিত দর্শন কর। অনন্তর বভ্রুবাহন অর্জ্জুনের বক্ষে সেই সঞ্জীবনী মণি স্পর্শ করিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় যেন জাগ্রত হইয়া উত্থান করিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে আনন্দকোলাহল সমুত্থিত হইল।

ধনঞ্জয় চৈতন্যলাভ করিয়াই সম্মুখে চিত্রাঙ্গদা ও উলূপীকে দেখিতে পাইলেন, এবং পুত্র বভ্রুবাহনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সমরাঙ্গনে উহাঁদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বিমাতা উলপীকে তাহার সদুত্তর করিতে কহিলেন। অনন্তর উলপী কহিলেন, নাথ! আমি আপনার হিতানুষ্ঠানের জন্য বভ্রুবাহনকে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিয়া ছিলাম, তাহাতে আপনি কিছু মনে করিবেন না। কুমার বভ্রুবাহন আপনাকে পরাজয় করাতে তাহার কোন অপরাধ হয় নাই। পূর্ব্বে ভারতসমরে আপনি শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া অন্যায়পূর্ব্বক ভীষ্মকে বধ করিয়া যে মহাপাতক সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই জন্য ভীষ্মজননী জাহ্নবীর অনুমতিক্রমে বসুগণ আপনাকে শাপপ্রদান করিয়াছিল। আমি উহা অবগত হইয়া পিতা নাগেন্দ্রের গোচর করি। তখন তিনি আপনার শুভানুধ্যায়ী হইয়া বসুগণকে সেই শাপবিমোচনের প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা কহিয়াছিলেন যে, মণিপুবাধিপতি নিজতনয় বভ্রুবাহনের হস্তে যদি অর্জ্জুনের মৃত্যু হয়, তবে তিনি এই শাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন। নাথ! সেই জন্যই আমার নিয়োগে বভ্রুবাহন তোমাকে পরাজয় করিয়াছে, নতুবা মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই তোমাকে নিরয়গামী হইতে হইত; কিন্তু সে ক্ষোভ এখন বিদূরিত হইল। আপনি আত্মস্বরূপ পুত্রের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন বলিয়া লজ্জিত হইবেন না, ইহাতে আপনার শাপবিমোচন হইয়াছে।

ধনঞ্জয় এই সমস্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহাদের সকলকেই ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ দর্শনের আমন্ত্রণ করিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। বভ্রুবাহন তাঁহাকে সে রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিতে বিস্তর অনুরোধ করিলেও, কার্য্যগতিকে তিনি তথায় আর কাল বিলম্ব করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক সেই অশ্বের সহিত মগধরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। মেঘসন্ধিনামে তথায় এক সুকুমার রাজা ছিল, সে বালচপলতাবশতঃ কপিকেতনের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। অর্জ্জুন তাহাকে শাসন ও যজ্ঞ দর্শনের আমন্ত্রণ করিয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দক্ষিণে গমন করিলেন। অনন্তর সেই কামচারী তুরঙ্গম সে দিক্ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নানা জনপদে ভ্রমণকরত চেদিরাজ্যে উপনীত হইল। সেখানে শিশুপালতনয় শরভ তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। এইরূপে অর্জ্জুন কাশী, অঙ্গ, কোশলা, কিরাত ও তঙ্গন দেশে গমন করিয়া সকল স্থানেই সমাদৃত ও পূজিত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি চিত্রাঙ্গদের অধিকৃত দশার্ণ ও নিষাদরাজ একলব্যের নগর জয় করেন। তৎপরে দক্ষিণসাগরের তীর দিয়া দ্রবিড়, অন্ধ্র, মহিষক ও কোল্বগিরিবাসিদিগকে পরাজিত করিয়া সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ ও প্রভাস অতিক্রমপূর্ব্বক দ্বারকানগরে উপস্থিত হইলেন। দ্বারকায় যদুবংশীয় বালকেরা পার্থের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইলে, ঐ স্থানের অধিপতি উগ্রসেন তাহাদিগকে নিষেধপূর্ব্বক বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন, উগ্রসেন ও মাতুল বসুদেবের অনুজ্ঞা লইয়া সাগরের পশ্চিমকূল দিয়া অশ্বের সহিত পঞ্চনদপ্রদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক গান্ধারদেশে উপস্থিত হইলেন।

গান্ধাররাজ শকুনিতনয়, ধনঞ্জয়কে স্বীয় অধিকার মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বক্রোধ স্মরণকরত তাঁহার সহিত দ্বন্দ্ব করিতে উদ্যত হইল। পার্থ তাহাকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলেও সে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল না। তখন অর্জ্জুন অস্ত্রবর্ষণদ্বারা তাহাকে সবান্ধবে ভীত করিয়া তাহার মস্তক হইতে উষ্ণীষ বহুদূরে নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু সমর্থ হইয়াও তিনি কৃপাপূর্ব্বক

অগ্রজের নিয়োগানুসারে তাহাকে প্রাণে বিনষ্ট করিলেন না। তখন তাহার জননী অর্ঘহস্তে অর্জ্জুনের পূজা করিলেন। অনন্তর পার্থ শকুনি-পুত্রকে আশ্বস্ত ও নিমন্ত্রণ করিয়া অশ্বের সহিত হস্তিনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির চরদ্বারা এই সমস্ত অবগত হইয়া প্রফুল্লমনে যজ্ঞারম্ভ করিলেন। শুভনক্ষত্রযুক্তা মাঘী দ্বাদশীতে ঐ যজ্ঞের একপ্রকার সূত্রপাত হয। উহা অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্বতন রাজসূয়ের ন্যায় এই যজ্ঞেও এক মহতী সভা বিরচিত হইলে, জন-সমাগমে তাহা পূর্ণ ও কোলাহলময় হইয়াছিল। তৎকালে যজ্ঞকুশল ব্রাহ্মণ ও স্থপতিগণ সমুদায় যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন এবং হেতুবাদনিরত বাগ্মি-গণ পরস্পরকে পরাজয়ের বাসনা করিয়া তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই যজ্ঞে নানাবিধ মহোৎসবানুষ্ঠান হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত রাজগণ সকলেই সেখানে সমাগত হইয়াছিলেন। জননী চিত্রাঙ্গদা ও বিমাতা নাগেন্দ্রনন্দিনী উলূপীর সহিত বভ্রুবাহন তথায় উপস্থিত হইয়া সমুদায় কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছিলেন। অশ্ব নিকটবর্ত্তী ও অর্জ্জুন আগতপ্রায় জানিয়া ধর্ম্মরাজ মনে মনে সাতিশয় হর্ষিত হইলেন। কিন্তু কৃষ্ণের নিকট যখন তিনি শুনিলেন যে, দূতেরা কহিয়াছে যে, এই অশ্বরক্ষার্থে অর্জ্জুনকে বহু ক্লেশে রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়া-ছিল, তখন তিনি ম্রিয়মাণ হইয়া অর্জ্জুনের জীবনে এত ক্লেশভোগের কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে হেতু এতাবৎ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের শরীর-মধ্যে এমন কোনপ্রকার অশুভ লক্ষণ বা চিহ্ন দেখিতে পান নাই, যাহাতে তাঁহাকে প্রতিনিয়তই এইপ্রকার ক্লেশভোগ করিতে হয়। তখন কৃষ্ণ কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ধনঞ্জয়ের পিণ্ডিকাদ্বয়ের স্থূলতানিবন্ধন তাঁহাকে পথভ্রমণ করিতে হয়। অনন্তর অর্জ্জুন অশ্বসহ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নগরদ্বারে উপনীত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সকলেই প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ অন্ধরাজ ও তৎপরে আর আর সকলকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর যজ্ঞার্থে সমুদায় প্রস্তুত হইলে, ব্যাসদেবের আদেশমতে অশ্বমেধ আরম্ভ হইল। সমুদায় ঋষিমণ্ডলী তথায় সমাগত হইলেন। ঐ যজ্ঞ, বহুসুবর্ণ যজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। ভীমসেনের

আদেশানুসারে যজ্ঞশালায় বহুবিধ যূপসমূহ স্থাপিত হইলে, আর আর করণীয় কার্য্য সকল সমাধা করা হইল। তখন তিন শত পশুর সহিত সেই অশ্বকে যূপে বদ্ধ করা হইলে, শাস্ত্রানুসারে ও সমুদায় পশু পাক করিয়া পরিশেষে সেই অশ্বটীকে ছেদন করা হইল। অনন্তর দ্রৌপদী তথায় উপবেশন করিলে ঐ অশ্বহৃদয়ের মেদ লইয়া পাকারম্ভ হইল। ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণে বেষ্টিত হইয়া উহার পাপনাশক পবিত্র ধূমাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ষোড়শজন ঋত্বিক্ আসিয়া ঐ অশ্বের অবশিষ্ট অঙ্গসকল অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক যজ্ঞ সমাধা করিলেন। অপ্সরী ও কিন্নরীগণ নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। ঐ যজ্ঞে বহুল ব্রাহ্মণভোজন হইয়াছিল। এরূপ বর্ণিত আছে যে, লক্ষব্রাহ্মণের ভোজনান্তে এক এক দুন্দুভিধ্বনি হইত ; প্রতি দিবস এইরূপ অসংখ্য ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইত। ফলতঃ তৎকালের সকলেই কহিয়াছিল যে, এতাদৃশ মহাযজ্ঞ আর পূর্ব্বে কখনই হয় নাই।

যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে ধর্ম্মরাজ উহার দক্ষিণাস্বরূপ ব্যাসদেবকে অর্জ্জুন-নির্জ্জিত সমগ্র পৃথিবীই দান করিয়াছিলেন ; কিন্তু ব্যাসদেব তৎপরি-বর্ত্তে সুবর্ণ লইয়া ধর্ম্মকে পুনর্ব্বার সেই পৃথিবী প্রত্যর্পণ করেন। অনন্তর ব্যাসদেব স্বীয় প্রাপ্য সুবর্ণসকল কুন্তীকে দান করিলে, তিনি তাহা বিবিধ সৎকর্ম্মে নিয়োগ করেন। এইরূপে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত নিষ্পাপ হইয়া সুখে আর আর সমাগত পার্থিবগণকে বিহিত পূজা করিয়া বিদায় করিলে, ভগবান্ কৃষ্ণও তখন ধর্ম্মের অনুমতি লইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

ধর্ম্মরাজের যজ্ঞকালে সেই যজ্ঞোৎসবস্থলে এক নকুল আসিয়াছিল, তাহার চক্ষু নীলবর্ণ ও শরীর এবং মস্তকের একাংশ সুবর্ণবর্ণ ছিল। যৎকালে সেই যজ্ঞে বিপুল দান প্রাপ্ত হইয়া সকলে ধর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা ও সাধুবাদ করিতেছিল, সেই সময়ে সে হাস্য করিয়া মনুষ্যের ন্যায় স্বরে কহিল যে, পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রনিবাসী এক উঞ্ছবৃত্তি বদান্য ব্রাহ্মণ সামান্য শক্তুদান করিয়া যে কার্য্য করিয়া গিয়াছিল, এই মহাযজ্ঞে কোন কার্য্যই তাদৃশ প্রশংসনীয় হয় নাই। সেই ব্রাহ্মণ ন্যায়োপার্জ্জিত

ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যদ্বারা প্রতিদিন দিবসের ষষ্ঠভাগে আহার করিত। তাহার এক স্ত্রী ও পুত্র এবং পুত্রবধূ ছিল। সেই ব্রাহ্মণ কোনদিন ভিক্ষা না পাইলে উহাদের সহিত উপবাসনিরত হইয়া থাকিত। একদা দুর্ভিক্ষ সময়ে তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও কিয়দ্দিবস কিছুই প্রাপ্ত না হওয়াতে, আত্মীয়গণের সহিত বহুদিন অনশনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অনন্তর এক দিবস কয়েকমুষ্টি যবমাত্র প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা শক্তু প্রস্তুত করত দিবাশেষে স্নানাহ্নিক সমাধা করিলেন এবং তৎপরে আহারার্থ সেই শক্তু চারি অংশ করিয়া চারিজনে গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে ছদ্মবেশী ধর্ম্ম তাঁহার দ্বারে অতিথি হইলে, তিনি প্রথমে স্বকীয় অংশ তাঁহাকে অকপটচিত্তে স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়াও প্রদান করিলেন। কিন্তু তাহাতে সেই আগন্তুকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল না। তখন তাঁহার পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূ একে একে ঐরূপে স্ব স্ব অংশ স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়াও কর্ত্তব্যবোধে অম্লানবদনে তাঁহাকে প্রদান করাতে তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন। অনন্তর তিনি তাঁহাদিগকে আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহাদের গুণের বিস্তর প্রশংসা করত তাঁহাদিগকে বিমানযোগে স্বর্গে প্রেরণ করিলেন। দেবতারা তখন সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের গৃহে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আমি সেই গৃহে অবস্থান করিতাম, তাঁহারা স্বর্গে গমন করিলে, ধর্ম্মের ভুক্তাবশিষ্ট সেই ন্যায়োপার্জ্জিত শক্তু আঘ্রাণ ও দেবতাবর্ষিত পুষ্পদামের উপর অবলুণ্ঠন করাতে আমার অর্দ্ধাঙ্গ কাঞ্চনবর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে আমি অপরার্দ্ধ ঐরূপ করিবার জন্য সর্ব্বযজ্ঞেই গমন করিয়া থাকি এবং সেই উদ্দেশে এখন এই ধর্ম্মরাজের বাসুদেবসৎকৃত যজ্ঞশালায়ও আগমন করিয়াছি; কিন্তু অপরাপর যজ্ঞসমূহের ন্যায় এ যজ্ঞেও আমার বাসনা পূর্ণ হইল না। সেই জন্যই আমি ইহার প্রশংসা করি না। নকুল এই বলিয়া প্রস্থান করিলে, সকলে তাহাতে বিস্মিত হইয়া রহিল। কথিত আছে যে, নকুলের এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ অল্পই হউক বা অধিকই হউক, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কার্য্য করিলেই তদ্দ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, এবং যজ্ঞে পশুহননাদি হিংসাপর কার্য্য করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। হিংসাযুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান কেবল তামসিকমাত্র, ইহা

ঋষিগণ ইন্দ্রকে কহিয়াছিলেন। এজন্য যজ্ঞে পশু বা জীবহত্যা না করিয়া ত্রৈবার্ষিক বীজ দ্বারা উহা সম্পন্ন করা উচিত। যজ্ঞে প্রচুর ধনের আবশ্যক, কিন্তু সেই ধন কখনই ন্যায়লব্ধ হইতে পারে না, সুতরাং শাস্ত্রানুপেত যজ্ঞানুষ্ঠান করা সুকঠিন বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করেন; কিন্তু অগস্ত্যের দ্বাদশবর্ষব্যাপী যজ্ঞ, ইন্দ্রকর্ত্তৃক অনাবৃষ্টিদ্বারা উপদ্রুত ও ব্যাহত হইলেও ন্যায়ানুপেত কার্য্য দ্বারা তাহা সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইয়াছিল।

যাহা হউক, নকুল যে এইরূপে যজ্ঞানুষ্ঠানের নিন্দা করিয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্বে কোন সময়ে জমদগ্নি পিতৃশ্রাদ্ধার্থ একটি ভাণ্ডে দুগ্ধদোহন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তখন মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ক্রোধরূপে সেই দুগ্ধ সমুদায় পান করেন; কিন্তু জমদগ্নি তাহাতে কুপিত হয়েন নাই। তদ্দৃষ্টে ধর্ম্ম তাঁহাকে প্রকাশ্যরূপে স্বীয় পরিচয় দিয়া তাঁহার ঐরূপ করিবার কারণ প্রকাশপূর্ব্বক তৎসন্নিধানে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে জমদগ্নি কহিলেন যে, আমি তোমার প্রতি কদাচ রোষের বশবর্ত্তী বা অসন্তুষ্ট হই নাই, অতএব এক্ষণে তুমি আমার পরিবর্ত্তে আমার পিতৃগণকে প্রসন্ন কর। অনন্তর ধর্ম্ম স্বর্গে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার পিতৃগণকে এই কথা কহিলে, তাঁহারা কোপবশে তাঁহাকে "নকুলযোনি প্রাপ্ত হও" বলিয়া শাপপ্রদান করেন; কিন্তু পরিশেষে আবার তাঁহার প্রার্থনানুসারে ধর্ম্মের নিন্দাদ্বারা তাঁহার শাপবিমোচনের ব্যবস্থা করিলেন। কথিত আছে যে, নকুল সেই জন্যই কেবল যজ্ঞসমূহের নিন্দা করিয়া পরিশেষে মানবকণ্ঠে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের নিন্দা করিয়া আত্মস্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন।

আশ্বমেধিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

আশ্রমবাসিকপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

পাণ্ডবগণ নিত্য দানধ্যান ও যজ্ঞনিরত হইয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনপূর্ব্বক সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপত্নী গান্ধারীকে পিতামাতার ন্যায় পূজা করিতেন এবং কখনও তাঁহাদের কোন বিষয়েরই অভাব হইতে দিতেন না। এইরূপে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের সেবাবশে তাঁহারা পুত্রশোক একপ্রকার বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পুত্রগণের জীবদ্দশায় কদাচিৎ এ প্রকার সুখসমৃদ্ধি উপভোগ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট এ প্রকার পূজা ও সৎকার প্রাপ্ত হইয়াও পুত্রহা ভীমের প্রতি নিয়তই অপ্রীত হইয়া থাকিতেন; কারণ ভীমসেন মধ্যে মধ্যে কুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে ভ্রূকুটিসহকারে ব্যঙ্গ ও সর্ব্বদাই রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতেন। ভীমের ঐরূপ দুর্ব্বাক্য তাঁহার হৃদয়ে যেন শত শলাকার ন্যায় বিদ্ধ হইত। পাছে যুধিষ্ঠির ব্যথিত হন, এজন্য তিনি গৃহমধ্যে অর্গলবদ্ধ করিয়া কখন কখন দুর্য্যোধনাদি পুত্রদিগকে স্মরণ করিতেন। এইরূপে পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত হইলে, একদা তাঁহার মনে হইল যে, আমি চিরদিনই সাংসারিক সুখ ভোগ করিলাম, এক্ষণে বার্দ্ধক্যদশায় ক্ষত্রিয়গণের প্রচলিত রীত্যনুসারে যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া লোকান্তরের শ্রেয়ঃসাধন করিব। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া সেই বিষয় উন্নতমনা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞাত করিলেন। অন্ধরাজা বনগমন করিবেন শুনিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নিতান্ত কাতরভাবাপন্ন হইলেন এবং যাহাতে তিনি কোনমতেই বনগমন চিন্তা না করেন, তন্নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরের অকৃত্রিম ভক্তিতে বাধ্য থাকিয়াও স্বকীয় বাসনা পরিত্যাগ করেন নাই। তখন সরলহৃদয় যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতকে বনগমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানিয়া

অত্যন্ত কাতর হইলেন। তিনি অন্ধরাজকে ছাড়িয়া রাজ্যপদ ইচ্ছা করেন নাই। অন্ধরাজ তখন তাঁহাকে পুনঃপুনঃ ন্যায়সঙ্গত বাক্যে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার বিরহচিন্তায় যুধিষ্ঠিরের মন কিছুতেই স্থির হইল না। তিনি পুনর্ব্বার ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, তাত! আপনার বিহনে আমার রাজ্যসুখ বৃথা, অতএব আমি বনগমন করি, আপনি স্বয়ং সিংহাসন গ্রহণ করুন অথবা বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুকে উহা প্রদান করুন। আপনি বনে গমন করিলে আমিও আপনার সহিত গমন করিব। যুধিষ্ঠিরের সরল ব্যবহারে ধৃতরাষ্ট্র আপ্যায়িত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি পুনঃপুনঃ ধর্ম্মরাজকে স্বাভিমত পোষণের নিমিত্ত নানাকথা কহিয়া দুর্ব্বলতাবশতঃ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির আপনাকে ধিক্কার দিয়া যত্নাতিশয় সহকারে তাঁহার সেবা ও গাত্রে চন্দনবিলেপিত স্বীয় শীতল হস্ত প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। এই সময়ে সত্যবতীতনয় ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হইয়া, অন্ধ যাহা প্রার্থনা করেন, যুধিষ্ঠিরকে তাহাতে সম্মত হইতে অনুজ্ঞা করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির অগত্যা সেই প্রসঙ্গে সম্মত হইলেন। অনন্তর আহারাদি সমাপনের পর, অন্ধরাজ বাৎসল্যভাবে ধর্ম্মকে নিকটে আনিয়া বিবিধ রাজনীতি ও রাজার অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য সকল ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে তদনুরূপ নিরাপদে অষ্টাঙ্গযুক্ত রাজ্য করিতে পরামর্শ দিলেন এবং শুভসময়ে কুরুজাঙ্গলবাসী প্রজাসমুদায়কে সম্ভাষণ ও বিবিধ মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তৎপরে তিনি সমরনিহত আত্মীয়গণের মঙ্গলার্থ কিছু ধন প্রার্থনা করিয়া বিদুরকে ধর্ম্মের নিকট প্রেরণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ ও ধনঞ্জয় প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে ধন দেওয়া কর্ত্তব্য স্থির করিলেন, কেবল একাকী বৃকোদর সম্মত হইলেন না। কিন্তু যুধিষ্ঠির ভীমকে তৎক্ষণাৎ ভর্ৎসনা করিয়া ক্ষত্তাকে রাজকোষ হইতে প্রয়োজনানুযায়ী ধন লইতে অনুমতি দান করিলেন। অনন্তর অন্ধ, স্বেচ্ছানুসারে প্রচুর দান করিয়া একাদশ দিবস পরে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বনপ্রস্থানোদ্যোগ করিলেন। ভারতযুদ্ধের পর অন্ধ পঞ্চদশ বৎসরমাত্র আশ্রমধর্ম্মে থাকিয়া পরিশেষে বাণপ্রস্থী হইয়াছিলেন। অন্ধরাজ বনগমন করিলে, গান্ধারী,

কুন্তী, সঞ্জয় ও বিদুর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। উহাঁদিগের বনপ্রয়াণসময়ে পাণ্ডবগণ ও ধৃতরাষ্ট্র এবং আর আর সকলে কুন্তীদেবীকে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুত্রনির্জ্জিত রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ ও দানব্রতাদিদ্বারা পরম গতি লাভ করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু দৃঢ়মনা কুন্তী তাহাতে কোনমতেই সম্মত না হইয়া কঠোর তপশ্চরণদ্বারা দেহ বিশুষ্ক করিয়া পতিলোক লাভ করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের পশ্চাদ্গগমন করিতে লাগিলেন। অন্ধরাজ আপনার গৃহ লাজদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অজিন বল্কল পরিধানপূর্ব্বক পদব্রজে হস্তিনার প্রকাণ্ড তোরণ পরিত্যাগ করত বনগমন করিলে, জনগণ সকলেই রোদন করিতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির তখন নিরানন্দমনে সকলের সহিত রথযানাদিতে আরোহণপূর্ব্বক প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তৎকালে নগর উৎসবশূন্য হইয়াছিল। কুন্তীবিহনে পাণ্ডবগণ গাভীহীন বৎসের ন্যায় নিরুৎসাহ ও শোকাকুল হইয়াছিলেন।

অন্ধ চীরবল্কল পরিধানপূর্ব্বক দুই এক রাত্রি গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করিলেন। রজনীযোগে তাঁহারা কুশশয্যায় শয়ন ও দিবাভাগে হোমাদি সমাপনপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতেন। অনভ্যাসবশতঃ প্রথমতঃ সেই সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহাদের সাতিশয় ক্লেশানুভব হইয়াছিল। যাহা হউক, তদনন্তর তাঁহারা কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিলেন। কেকয়দেশের রাজা শতযূপও পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক বার্দ্ধক্যদশায় ঐ স্থানে আসিয়া আশ্রম সন্নিবেশপূর্ব্বক নির্জ্জনে ঋষিগণের সহিত স্থিরমনে ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা তপস্যা করিতেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই রাজর্ষি শতযূপের সহিত তখন মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আশ্রমে সর্ব্বদাই ঋষিগণের সমাগম হইত এবং তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের সাতিশয় সংবর্দ্ধনা করিতেন। একদা দেবর্ষি নারদ, পর্ব্বত ও দেবলাদি মুনিগণের সহিত তথায় সমুপস্থিত হইয়া মুক্তিগত রাজগণের স্বর্গভোগবিবরণ প্রকাশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভাবী গতিসকল ব্যক্ত করাতে সকলেই প্রফুল্লিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে বৎসরত্রয়পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ধৃতরাষ্ট্র যে পত্নীর সহিত কুবের লোক লাভ করত যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিবেন, ও কুন্তীদেবী নিজভর্ত্তা

পাণ্ডুরাজাকে প্রাপ্ত হইবেন এবং বিদুর যুধিষ্ঠিরের শরীরে প্রবেশ করিবেন ও সঞ্জয় মুক্ত হইবেন, তাহাও তিনি তখন প্রকাশ করত স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা জননী ও অন্ধ রাজার শোকে স্থিরচিত্ত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারিতেন না। সেই সময় তাঁহারা জ্ঞাতি, অভিমন্যু, কর্ণ ও দ্রৌপদীর পুত্রদিগকে স্মরণ করিয়া আরও ব্যথিত ও উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইতেন। ফলতঃ তৎকালে তাঁহাদের সমুদায় গাম্ভীর্য্য তিরোহিত হওয়াতে তাঁহারা শোকে ও মোহে হতজ্ঞান হইয়াছিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে সকলে পরামর্শ করিয়া অন্ধরাজকে দেখিতে যাওয়াই স্থির করিলেন। এইরূপে সমুদায় আয়োজন প্রস্তুত হইলে, তাঁহারা লোকসংগ্রহার্থ পাঁচ দিবস হস্তিনার বাহিরে শিবিকামধ্যে অবস্থিতি করিয়া ষষ্ঠদিবসে অন্ধরাজের আশ্রমাভিমুখে গমন করেন। যানসকল দূরে রাখিয়া তাঁহারা পাদচারে ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কেবল ঋষিগণেরই দর্শন প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু জননী ও ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি আত্মীয়দিগের মধ্যে কাহাকেও তথায় দেখিতে পাইলেন না। অন্ধ তৎকালে গান্ধারী, কুন্তী ও সঞ্জয়ের সহিত স্নান ও পুষ্পচয়নার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ ঋষিগণের নিকট তাঁহাদের উদ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ নদীতীরে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তখন পরস্পরের মনে অত্যন্ত প্রীতিসঞ্চার ও হর্ষোদয় হইল। অনন্তর পরস্পর যথাবিহিত সম্ভাষা হইলে, যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে অন্ধের হস্তস্থ বারিপূর্ণ কলস ও পুষ্পাদি স্বয়ং গ্রহণপূর্ব্বক বহন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে আশ্রমে প্রবেশ করিলে অন্ধ, সেই স্থানকে হস্তিনানগরীসদৃশ বোধ করিতে লাগিলেন। তত্রত্য অপরিচিত ব্যক্তিবর্গ পরস্পর ক্রমে পরিচিত হইতে লাগিল। সমাগত যোগী ও আর আর ব্যক্তিসকল স্থানান্তরিত হইলে কুরুরাজ, ধর্ম্মরাজকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাতে যুধিষ্ঠির তদীয় বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহাদের তপস্যার কুশল ও পিতৃব্য বিদুরকে তথায় উপস্থিত না দেখিয়া তাঁহারও তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অন্ধ কহিলেন, বৎস! তোমার

পিতৃব্য বিদুর নির্জ্জনে এই স্থানের কোন এক নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে কঠোর তপশ্চর্য্যাদ্বারা শরীর শুষ্ক করিতেছেন; অত্রত্য ব্রাহ্মণেরা কখন কখন তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। বিদুরের এইরূপ প্রসঙ্গ-সময়ে যুধিষ্ঠির সহসা আশ্রমের অনতিদূরে মলদিগ্ধাঙ্গ জটাধারী দিগম্বর বিদুরকে দেখিতে পাইয়া সত্বর তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। বিদুর অমনি কোন গহনবনে প্রবেশ পূর্ব্বক এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিলেন। যুধিষ্ঠিরও তখন "আমি আপনার সেই প্রিয় যুধিষ্ঠির" বলিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। এই সময়ে বিদুর যোগাবলম্বনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের শরীরে প্রবেশ করাতে তাঁহার শরীরে দ্বিগুণ বল বৃদ্ধি হইল, এবং বিদুরের দেহ ক্ষীণ হইয়া সেই বৃক্ষেই লম্বমান রহিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তখন তাঁহার সৎকার করিতে মানস করিলে, এইরূপ দৈববাণী হইল যে, বিদুর যতিধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন; অতএব আর উহাঁর দেহ দগ্ধ করিবেন না। উনি এখন সন্তানিকনামক লোকসমুদায় লাভ করিতে পারিবেন।

ধর্ম্মরাজ তখন অন্ধের আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া ঐ সকল বিষয় সকলের গোচর করিলেন। অনন্তর অন্ধরাজ, আশ্রমোচিত আহৃত উৎকৃষ্ট ফলমূলদ্বারা তাঁহাদের আতিথ্য সৎকার করিলে, সকলে জলপান করিয়া বৃক্ষতলেই যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। প্রভাতসময়ে তাঁহারা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে আশ্রম সমুদায় দর্শনপূর্ব্বক কুটীরে সমাগত হইয়া ব্যাসাদি তপোধনগণের সহিত সম্ভাষণ করিলেন। ব্যাসদেব সেই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্ম্মমহিমার প্রসঙ্গক্রমে বিদুরের প্রকৃত বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন। সেই সকল কথা পূর্ব্বেই বিদুরের জন্মবিবরণে কথিত হইয়াছে। ফলতঃ ব্যাসদেব এইরূপ কহিয়াছিলেন যে, মাণ্ডব্যমুনির শাপবশতঃ যমরাজাই বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম এবং যুধিষ্ঠির তাঁহারই অংশ, এজন্য তিনি তাঁহার শরীরে বিলীন হওয়াতে পূর্ণত্বহেতু তাঁহার পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর বলাধান হইয়াছে। যাহা হউক, ঐরূপ বর্ণনানুসারে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ধর্ম্মই বিদুর ও বিদুরই রাজা যুধিষ্ঠির। অনন্তর মুনিপুঙ্গব প্রসন্ন হইয়া আপনার প্রভাব দেখাই-

বার নিমিত্ত অন্ধকে, যে কিছু দেখিবার বাসনা হয়, তাহাই দেখিবার নিমিত্ত বরদানে বাক্‌দত্ত হইলেন।

এইরূপে মাসৈককাল বিগত হইলে, একদা ব্যাসদেব পুনরায় তথায় আগমন করিলেন এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তত্রত্য আর আর সকলের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন যে, তোমরা এখন ভারতযুদ্ধে নিহত তোমাদিগের পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয়দিগকে দেখিতে বাসনা করিয়াছ, অতএব আমি স্বীয় তপঃপ্রভাবে অদ্যই তোমাদিগকে তাঁহাদের সহিত মিলিত করিব; এই বলিয়া তিনি তাঁহাদের সকলকেই গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। অনন্তর রাত্রিকালে মুনিবর ভাগিরথীনীরে অবগাহনপূর্ব্বক একে একে ভারতসমরশায়ী বীরগণের নামোচ্চারণপূর্ব্বক আহ্বান করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহারা সকলেই একে একে সেই জল হইতে পূর্ব্ববৎ বেশভূষায় সজ্জিতভাবে উত্থিত হইলেন। ব্যাসদেব অন্ধরাজকে স্বকীয় যোগপ্রভাবে দিব্যদৃষ্টি দান করিলেন। সেই রজনীতে সকলে চিরাভিলষিত মৃত আত্মীয়গণকে প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রভাতসময়ে ব্যাসদেবের আজ্ঞাক্রমে সেই ভৌতিক দৃশ্য পুনর্ব্বার গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইলে, অনেক বিধবা রমণীগণ পতিসঙ্গলাভ কামনায় ব্যাসদেবের অনুজ্ঞাক্রমে জলমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

রাজা জনমেজয় বৈশম্পায়ন মুনির নিকট এই সমস্ত অদ্ভুত উপন্যাস ও কিম্বদন্তী শ্রবণ করিলে প্রথমতঃ উহাতে তাঁহার বিশ্বাস বা কিছুমাত্র আস্থা হয় নাই; কিন্তু তৎপরে তদীয় প্রার্থনানুসারে ব্যাসদেব আসিয়া যখন তাঁহার সম্মুখে স্বর্গীয় পরীক্ষিত এবং শমীক ও তৎপুত্র শৃঙ্গীকে আনিয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করাইলেন, তখন তিনি আপনাকে কৃতকৃত্যজ্ঞান ও বৈশম্পায়নের বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়াছিলেন। এই সময়ে মুনিবর আস্তিক তাঁহার ও তাঁহার যজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

যাহা হউক, বেদব্যাসপ্রসাদাৎ ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় মৃত পুত্রদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি হর্ষিত হইয়াছিলেন। অনন্তর সকলে আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পরা-

শরনন্দন ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! এখন ত আপনার শোকদূর হইল, অতএব অদ্যাবধি আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া তপস্যা করুন; আজি মাসাধিক হইল, ধর্ম্মরাজ রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক এখানে সমাগত হইয়াছেন; অতএব আর উহাঁর এখানে বিলম্ব করা প্রয়োজন হইতেছে না, রাজ্যসম্পদ বিবিধ বিঘ্নের আস্পদ, সেজন্য আপনি প্রীতমনে আশু উহাঁরে স্বরাজ্যে গমন করিতে অনুমতি দান করুন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী প্রীতমনে যুধিষ্ঠিরকে স্ববর্গে বিদায় দান করিলে, তাঁহারা গুরুজনের আদেশ অনুল্লঙ্ঘনীয় জানিয়া অনিচ্ছায় ও কর্ত্তব্যবোধে অবিলম্বে হস্তিনায় প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপে বৎসরদ্বয় অতীত হইলে, একদা তপোধনাগ্রগণ্য নারদমুনি যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী এবং কুন্তীদেবী ইহাঁরা সকলেই এককালে দাবানলে দগ্ধ হইয়া এই ভৌতিকদেহ পরিত্যাগ এবং সঞ্জয় হিমালয়ে তপস্যার্থ গমন করিয়াছেন। আমি এই সকল বিষয় তদ্বননিবাসী মুনিগণের নিকট অবগত হইয়া আপনাকে উহা পরিজ্ঞাত করিতে আসিয়াছি। জ্যেষ্ঠতাতের এবং গান্ধারী ও জননীর প্রাণবিয়োগ শ্রবণমাত্রেই যুধিষ্ঠির সাতিশয় কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই শোচনীয় সংবাদে সমুদায় হস্তিনারাজ্যেই তখন শোকধ্বনি শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। দাবানলে দগ্ধ হওয়াতে তাঁহাদের অপঘাত মৃত্যু ও সদগতির অভাব হইল ভাবিয়া ধর্ম্মরাজ আরও ম্রিয়মাণ হইলেন। তখন নারদমুনি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার জ্যেষ্ঠতাত সেই অন্ধরাজ বৃথানলে প্রাণত্যাগ করেন নাই, তিনি স্বকীয় যজ্ঞবহ্নিতে প্রাণপরিত্যাগ করিয়াছেন। একদা তিনি যজ্ঞানল পরিত্যাগ করিলে, যাজকেরা সেই অনল বনমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল; কালে তাহাই দাবানলরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহাদিগকে দগ্ধ ও ভস্মীভূত করিয়াছে; সুতরাং তাহাতে তাঁহাদের অসদ্গতি হইবার কোন আশঙ্কাই নাই—তাঁহারা সকলেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ বিগতশোক হইয়া তাঁহাদের যথাবিহিত তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি অতি সমারোহে সম্পন্ন করিলেন।

আশ্রমবাসিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

মৌসলপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়

ভারতসমরের পর যুধিষ্ঠির যথাবিহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ষট্‌ত্রিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে, একদা তিনি নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। সেই সময় তিনি পার্থের নিকট শুনিলেন যে, ব্রহ্মশাপবশতঃ মুশলপ্রভাবে বৃষ্ণিবংশ ধ্বংস হইয়াছে; হলায়ুধ বলদেব ও শার্ঙ্গপাণি বাসুদেব ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অকস্মাৎ এই অশনিসম্পাতসদৃশ সংবাদে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিষণ্ণভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ঐ সকল শ্রুতবিষয়ের আদ্যোপান্ত বিবরণ স্বীয় ভ্রাতৃগণকেও বিদিত করিলেন।

একদা বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদাদি মুনিগণ দ্বারকায় উপস্থিত হইলে, সারণ প্রভৃতি কতিপয় যদুবালকেরা কৌতুকার্থ কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে গর্ভবতী রমণীর ন্যায় সজ্জিত করিয়া তাঁহাদের নিকট কহিল, হে সর্ব্ববিদ্ মুনিগণ! এই ললনা বভ্রুর পত্নী। অধুনা ইহাঁর প্রসবকাল উপস্থিত; অতএব আপনারা অনুকম্পা করিয়া বলুন, ইনি কি প্রসব করিবেন? ঋষিগণ যদুবালকদিগের এইরূপ অভদ্র ব্যবহারে কুপিত হইয়া কহিলেন যে, এ অচিরে বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজবংশদিগের উচ্ছেদকারী লৌহময় এক মুষল প্রসব করিবে এবং কেবল রামকৃষ্ণ ব্যতীত আর সকলকেই তাহাতে বিনষ্ট হইতে হইবে। অনন্তর কৃষ্ণ এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়াও অবশ্যম্ভাবিনী ঘটনা বলিয়া শাপমোচনের নিমিত্ত কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না। পরদিবস শাম্ব ব্রহ্মশাপে এক মুসল প্রসব করিলেন। রাজভৃত্যেরা ঐ লৌহময় মুষল নরপতি উগ্রসেনের নিকট লইয়া গেলে, তিনি তাহা চূর্ণবিচূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। কথিত আছে যে, উহাতেই এরকা উৎপন্ন হইয়াছিল। সুরা অনর্থের মূল, পাছে উহাদ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট সংঘটিত

হয় ও যদুবংশ বিনষ্ট করে, এজন্য ঐ রাজা সেই সময়ে নগরে সুরাপ্রস্তুতও একেবারে রহিত করিয়া দিলেন। অনন্তর নগরের চারিদিকে দুর্নিমিত্ত ও দুঃস্বপ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। কালপুরুষ তথায় নিরন্তর বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বাসুদেব গান্ধারীর শাপবাক্য স্মরণপূর্ব্বক যদুবংশ বিনষ্ট হইবে, তাহা স্থির জানিয়া সকলকে প্রভাসতীর্থে যাইতে আদেশ করিলেন। বাসুদেবের আজ্ঞাক্রমে সকলেই প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যজাত সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমন করিল। যোগতত্ত্ববিদ্ মহাত্মা উদ্ধব সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাসুদেবকে সম্ভাষণ করত স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। একদা প্রভাসে সমুদায় যাদবেরা কৃষ্ণের সম্মুখেই সুরাপানে উন্মত্ত হইয়াছিল। সেই সময় সাত্যকি অধিক উন্মত্ত হইয়া কৃতবর্ম্মারে পরিহাস ও অবমাননা করাতে, তিনিও ক্রোধভরে তাঁহাকে কটূক্তি করিয়াছিলেন। এই সূত্রে কৃষ্ণের সম্মুখেই উভয়ের ঘোরতর কলহ ও যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ বিবাদে কেহ কেহ সাত্যকির ও কেহ বা কৃতবর্ম্মার পক্ষাবলম্বন করেন। সাত্যকি খড়্গদ্বারা কৃতবর্ম্মার শিরশ্ছেদন ও তৎপক্ষীয় বীর সকলকেও আহত ও নিহত করিয়াছিলেন। তখন কালপ্রাপ্ত সমুদায় ভোজ ও অন্ধকবংশীয়েরা রোষপরবশ হইয়া উহাঁর সহিত দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রদ্যুম্ন তখন যুযুধানের সহায়তায় অগ্রসর হইলেন। তিনি বাহ্বাস্ফোটনপূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া যুদ্ধকরত সাত্যকির সহিত কৃষ্ণের সম্মুখেই প্রাণপরিত্যাগ করিলেন। কালের গতি অবগত হইয়া কৃষ্ণ এতক্ষণ স্থির হইয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে পুত্রনিধন-কার্য্যকে নিমিত্ত করিয়া হস্তে এরকা গ্রহণপূর্ব্বক সকলকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মবাক্যক্রমে মুসলাস্ত্রজাত ঐ এরকাসকল প্রহারকালে বজ্রের ন্যায় কঠিন হইয়াছিল, সুতরাং তাহার আঘাতমাত্রে সকলকেই হত হইতে হইল। তখন অবশিষ্ট যোদ্ধৃবর্গ কৃষ্ণের অনুকরণ করত এরকাদ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করাতে, তাহাদের মধ্যে কেহই আর জীবিত রহিল না। বলদেব, বাসুদেব প্রভৃতি দুই চারিজন ব্যতীত তখন সমুদায় যদুবংশই লয়প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর হতাবশিষ্ট বভ্রু, দারুক ও মধুসূদন তখন বলদেবের উদ্দেশে গমন করিয়া দেখিলেন যে, ঐ মহাত্মা এক বৃক্ষতলে যোগাবলম্বন করিয়া সুখে উপবিষ্ট আছেন। তখন কৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে এই সমস্ত ঘটনাবলি বিদিত করিয়া সত্বর তাঁহাকে তথায় আনয়নের নিমিত্ত কৌরবরাজ্যে দারুককে প্রেরণ করিলেন এবং অন্তঃপুরচারিণী কামিনীগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বভ্রুকে আদেশ করিলেন। বভ্রু গমন করিতেছিল, এমন সময় সেই স্থানেই এক ব্যাধ মুসলসম্ভূত মুদ্গরাঘাতে তাঁহাকে নিপাত করিল। বাসুদেব তখন নির্জ্জনে বলদেবকে কহিলেন, মহাত্মন্! আমি বিধবা যদুকামিনীদিগকে যে পর্য্যন্ত না কাহারও রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া প্রত্যাগত হই, তাবৎকাল আপনি এখানে অবস্থিতি করুন। কৃষ্ণ, জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে এইরূপ কহিয়া পিতা বসুদেবের নিকট গমনকরত কহিলেন, পিতঃ! পূর্ব্বে ত কুরুকুল অস্তগমন করিয়াছে, এক্ষণে আবার যদুবংশও লয়প্রাপ্ত হইল। অতএব এ দুঃখ আমার অসহ্য হওয়াতে আমি এখন বনে গিয়া তপশ্চরণ করিব, আপনি তাহাতে কিছুমাত্র চিন্তিত হইবেন না। অনন্তর চারিদিক হইতে শিশু ও মহিলাগণের রোদননিনাদ সমুত্থিত হইল। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, তোমরা ব্যাকুল হইও না। মহাত্মা ধনঞ্জয় এখানে সমাগত হইয়া তোমাদের দুঃখ দূর করিবেন। যদুনন্দন এই কথা বলিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বলদেবের নিকট গমন করিলেন এবং দেখিলেন যে, তাঁহার মুখ-বিবর হইতে শ্বেতবর্ণ সহস্রশীর্ষ রক্তমুখ এক প্রকাণ্ড সর্প বিনির্গত হইয়া সাগরগর্ভে প্রবেশ করিল, এবং অর্ঘহস্তে নাগগণ তাঁহাকে তন্মধ্যে অভ্যর্থনা করিয়া লইল, আর তাঁহার মায়াধৃত মানবদেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। বাসুদেব অগ্রজের দেহত্যাগ চিন্তা করত ভ্রমণ করিতে করিতে বনমধ্যে উপবেশন করিলেন। তখন গান্ধারীর শাপবাক্য এবং পূর্ব্বে উচ্ছিষ্ট পায়স পদতলে লিপ্ত না করাতে দুর্ব্বাসা তাঁহাকে যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদয় স্মরণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি নারদ, দুর্ব্বাসা ও কণ্বের বাক্য পালন, দেবগণের সংশয় নিরাকরণ ও ত্রিলোকপালনের নিমিত্ত তাঁহাকে মর্ত্ত্যভূমি ত্যাগ করিতে হইবে, চিন্তা করিয়া মহাযোগ

অবলম্বনপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিয়া রহিলেন। এমন সময়ে জরা-নামক এক ব্যাধ মৃগভ্রমে তাঁহার চরণে শরাঘাত করিল, এবং পরিশেষে সে তাঁহাকে অবগত হইয়া আপনাকে নিতান্ত অপরাধী বিবেচনা করত অনুতাপ করিতে লাগিল। তখন নারায়ণ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। তথায় দেব, যক্ষ কিন্নরাদি সকলেই প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার পূজা ও মহোৎসব করিলেন এবং দেবরাজ আহ্লাদিতচিত্তে তাঁহার অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

এদিকে কৃষ্ণসারথি দারুক হস্তিনায় গিয়া সংগোপনে অর্জ্জুনকে সমুদায় বিবরণ অবগত করিলে, অর্জ্জুন নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে তাহার সহিত সত্বর দ্বারকায় উপনীত হইলেন। অর্জ্জুনকে সমাগত দেখিয়া তথায় বিধবা কামিনীগণ ও শিশুসকল এবং কৃষ্ণের ষোড়শসহস্র মহিষীরা উচ্চৈঃস্বরে সাতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল। ধনঞ্জয় তৎকালে সখা-বিরহে স্বয়ং কাতর হইয়াও ঐ সকল কামিনী ও শিশুদিগকে সান্ত্বনা করিয়া মাতুল বসুদেবের নিকট গমন করিলেন। বসুদেব, অর্জ্জুনকে দেখিবামাত্র রোদন করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, বৎস! তোমার প্রিয়শিষ্য সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নের অনীতিবশতঃ যাদবেরা নিহত হইয়াছে। কৃষ্ণ রামের সহিত তপস্যা করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। তুমি তাঁহার সখা ও অভেদাত্মা। তোমার প্রতি তিনি এই সকল যদু-শিশু ও কামিনীগণের রক্ষণের ভারার্পণ করিয়া গিয়াছেন। অদ্য হইতে এক সপ্তাহ পরে এই দ্বারকাপুরী সমুদ্রকর্তৃক গ্রাসিত হইবে, ইহাও তিনি তোমার গোচরার্থ আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি আত্মীয়োচিত কার্য্য কর,—এ রাজ্য এখন তোমারই অধিকৃত হইল। পার্থ! পুত্রগণবিরহে এক্ষণে এ বৃদ্ধবয়সে আমার জীবনধারণ করা বৃথা। আমি অদ্যই তোমার সম্মুখে এই পাষাণসম কঠিন প্রাণ পরিত্যাগ করিব; তুমি বাসুদেবের আজ্ঞাবশতঃ আমারও প্রেতকৃত্য সম্পন্ন করিও। বসুদেবের বাক্যাবসানে ধনঞ্জয় মাতুলকে সম্ভাষণপূর্ব্বক সে রাত্রি কৃষ্ণের গৃহেই শোকাকুলিতচিত্তে অতিবাহিত করিলেন। পরদিবস তিনি তত্রত্য অমাত্যবর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন যে, তোমারা সত্বর ধন-

রত্নাদি যাবতীয় বস্তু ও শিশুগণের সহিত শীঘ্র নগর হইতে বহির্গত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন কর। এই নগর অচিরে জল-প্লাবিত হইবে। আমি স্ত্রীগণের সহিত কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে লইয়া আশু তথায় গমন করিব। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরেরও প্রয়াণকাল উপস্থিত; অতএব আমি এই সময়ে শীঘ্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজাসনে অভিষেক করিব। পার্থের এইরূপ আজ্ঞামাত্রে সকলেই তথায় গমন করিতে লাগিল। এই সময়ে প্রবল-প্রতাপ বসুদেবেরও মৃত্যু হইল। তিনি যোগে প্রাণত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিলেন। তাঁহার বিরহে সকলেই রোদন করিতে লাগিল। পার্থ তাঁহার নিশ্চেষ্ট দেহ সজ্জিত করিয়া সৎকারার্থ স্বয়ং যদু-কিশোরদিগের সহিত তাঁহাকে দিব্যযানে বহন করিলেন। দৈবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরানাম্নী তাঁহার চারি পত্নী পতির সহগামিনী হই-লেন। পার্থ এইরূপে তাঁহাদের প্রেতকৃত্য ও তর্পণাদি সম্পন্ন করিয়া যেখানে যদুবালকেরা নিহত হইয়াছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন। পরম ধার্ম্মিক ধনঞ্জয় তথায় বয়ঃক্রমানুসারে সকলের সৎকার ও উদক-ক্রিয়া সম্পন্নকরত পরে বলদেব ও বাসুদেবের অন্ত্যেষ্টিকর্ম্ম সমাধা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি শাস্ত্রানুসারে সকলের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য ও উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তিনি বজ্রকে অগ্রবর্ত্তী করত হস্তী, যান, অশ্ব, উষ্ট্র, গো এবং আর আর সমুদায় রত্ন ও অসংখ্য কামিনীগণকে লইয়া সপ্তম দিবসে দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করি-লেন। তখন ক্রমে ক্রমে দ্বারকানগরী সাগরজলে প্লাবিত হইয়া গেল।

পার্থ, যদুকামিনীগণকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশে গমন করিতে করিতে অসংখ্য নদ, নদী, পর্ব্বত, বন ও নগর সকল অতিক্রম করিলেন। অনন্তর পথিমধ্যে পঞ্চনদদেশে সহসা এক স্থানে দস্যুগণ অর্জ্জুনকে নারী-গণের একমাত্র রক্ষক দেখিয়া উহাদের ধনাপহরণের নিমিত্ত নির্ভীকচিত্তে লগুড় হস্তে আসিয়া সহসা উপদ্রব আরম্ভ ও পার্থরক্ষিত রত্নযান লুণ্ঠন এবং ঐ সকল সুন্দরী নারীগণকে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন অর্জ্জুন উহাদিগকে প্রশমিত করিবার জন্য স্বীয় গাণ্ডীব শরাসন ধারণ করিলেন। কিন্তু কপিকেতন পূর্ব্বের ন্যায় সে দিবস উহার চালনা করিতে সমর্থ

হইলেন না এবং তাঁহার অক্ষয়তূণও তখন অল্পসময়ের মধ্যেই বাণশূন্য হইয়া পড়িল। পরন্তু এ সকল দৈব কার্য্য জানিয়া তিনি আর তাহাতে বিমর্ষ হইলেন না। এইরূপে পার্থ দুর্ব্বৃত্তদিগকে দমন করিতে না পারাতে, তাহারা অকুতোভয়ে ধনরত্নের সহিত সেই কৃষ্ণপ্রণয়িণী রমণীদিগকে হরণ করিয়া সুখে প্রস্থান করিল।

অনন্তর পার্থ হৃতাবশিষ্ট সকলকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন এবং ভোজদিগকে মার্ত্তিকাবত নগরে ও সাত্যকির পুত্রকে সরস্বতীনগরীতে সন্নিবেশিত করিয়া আর আর সকলকেই ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিতে অনুমতি করিলেন। এই সময়ে তিনি কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকেও ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। অনন্তর অক্রূরের পত্নীগণ প্রব্রজ্যাবলম্বন করিলে, রুক্মিণী ও জাম্ববতী প্রভৃতি কৃষ্ণপত্নীরা অগ্নিতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সত্যভামা প্রভৃতি তাঁহার আরও কতিপয় পত্নী তপস্বিনী হইয়া হিমালয় অতিক্রমপূর্ব্বক কলাপগ্রামে গমন করিলেন। এইরূপে স্থানবিভাগ করিয়া পার্থ নির্ব্বিণ্নান্তঃকরণে ব্যাসাশ্রমে গমন করিয়া তাঁহারে পীতকৌষেয়বাসা নীরদনীলাঙ্গ কৃষ্ণের এবং রজতসন্নিভকান্তি বলদেবের দেহত্যাগ ও ব্রহ্মশাপজনিত মূসলসমুদ্ভূত তৃণাঘাতে আর আর পঞ্চলক্ষ যাদবদিগের নিধনবৃত্তান্ত অবগত করিয়া, যে প্রকারে তাঁহার ভুজবলরক্ষিত যাদবীগণের প্রতি দস্যুগণের অত্যাচার ও তাঁহার পরাজয় হইয়াছিল, আমূলতঃ তাহাও তাঁহার গোচর করিলেন। ব্যাসদেব অর্জ্জুনকে বিমর্ষিত ও পুনঃপুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কহিলেন, বৎস! সকলই কালের অধীন, অতএব শোকত্যাগ কর। সংসারের অনিত্যতা অবগত হইয়া তজ্জন্য অনুশোচনা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। দেখ, বাসুদেব পুরাতন পুরুষ, তিনি মনে করিলে পুনর্ব্বার নূতন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়েন, কিন্তু কালকৃত কার্য্য অবশ্যম্ভাবী বলিয়া, ব্রহ্মশাপকে নিমিত্ত করত স্বীয় বংশ পর্য্যন্তও বিনষ্ট করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি উহাকে আর রাখিতে মানস করিলেন না এবং তজ্জন্যই সেই ব্রহ্মশাপ উপেক্ষা করিয়া উহার রক্ষায় আর মনোনিবেশ বা কিঞ্চিন্মাত্র যত্নও করিলেন না। পৃথিবীর ভারাবতারণের নিমিত্তই তিনি আসিয়া-

ছিলেন; সেই কার্য্য সমাধা হওয়াতে তাঁহার আর এখানে থাকিবার কোন আবশ্যক হইল না বলিয়া তিনি স্বয়ংও গমন করিলেন। তোমরাও পঞ্চভ্রাতায় তাঁহার কার্য্যের যে সহায়ক হইয়া আসিয়াছ, এক্ষণে ভূভার হরণ হওয়াতে আর তোমাদের এখানে কোন কার্য্য করিবার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। তোমাদের অস্ত্রসকল সেই জন্যই অকর্ম্মণ্য ও হৃততেজঃ হইয়াছে; এই হেতু তুমি সমর্থ পুরুষ হইয়াও সামান্য দস্যুদিগকেও হনন করিতে সমর্থ হও নাই। যাহা হউক, উহাতে আর তোমার দুঃখিত হইবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। তোমার প্রকৃত প্রয়োজনের সময় উপস্থিত হইলে, উহারা আপনা হইতেই আবার তোমার সাহায্যার্থ তোমার নিকট উপনীত হইবে। ভারাবনতা ধরিত্রী এখন শান্তা হইয়াছে, অতএব আর এই পৃথিবীতে তোমাদিগের অবস্থানের কোন প্রয়োজন নাই; ইহার পরে আবার আবশ্যক হইলে তোমরা এখানে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইও। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে স্বর্গে গমন করিতে অনুমতি ও পরামর্শ দান করিতেছি, তোমরা সত্বর স্বস্থানে প্রস্থান কর। তোমাদের স্বর্লোকে গমনের কাল সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়াই শ্রেয়ঃ বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

মহাত্মা বেদব্যাস এই প্রকার কহিলে, মহামনা পার্থ তাঁহাকে বন্দনা-পূর্ব্বক হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট যদুবংশক্ষয়ের বিবরণ আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মৌসলপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সহিত বৃষ্ণিবংশকে স্বর্গে গমন করিতে শুনিয়া সাতিশয় শোকাকুলিত হইলেন এবং কালেই সমস্ত নিবৃত্ত ও লয় পাইয়া থাকে, ইহা জানিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করত স্বয়ং মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তদীয় অনুজগণ ও ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীদেবীও তাঁহার অনুগমনে ক্ষান্ত হয়েন নাই। পাণ্ডবেরা এইরূপে প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া অর্জ্জুননপ্তা পরিক্ষিংকে হস্তিনারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেম এবং বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুকে রাজ্যপালনের ভারার্পণ করিয়া সুভদ্রারে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থ ও পরীক্ষিতকে হস্তিনায় রাজা করিয়া ভদ্রাকে উহাদের উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিয়া পালন করিতে পরামর্শদান করিলেন। এইরূপে অবশ্যকরণীয় বৈষয়িক কার্য্যপ্রণালীর সুব্যবস্থা করিয়া পাণ্ডবেরা বাসুদেব, বলদেব, মাতুল প্রভৃতি সমুদায় পরলোকগত আত্মীয়গণের যথাবিধি পারলৌকিক শ্রাদ্ধতর্পণাদি সমাধা করত দীন দুঃখী চীরধারী অবধূত ব্রাহ্মণ এবং মহাত্মা যতিদিগকে প্রচুর অন্ন, জল, ভূমি, গো, উৎকৃষ্ট বসন এবং রজত ও কাঞ্চনাদি দান করিলেন। অনন্তর কুলগুরু কৃপাচার্য্যকে বিধিপূর্ব্বক সমাদর করিয়া ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থ পরিক্ষিৎকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানের সময় অবধারিত করিয়া তৎকালোচিত অগ্নিহোত্র, সমাপন ও সেই অগ্নিহোত্রের অগ্নি জলে বিসর্জ্জন করিয়া প্রজাবর্গকে বিহিত সম্ভাষণপুরঃসর বল্কল ধারণপূর্ব্বক অনাহারে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। প্রজাবৎসল-ধর্ম্মরাজ-বিরহ-কাতর প্রকৃতিমণ্ডলী তাঁহাদের মহাযাত্রাকালে আর্ত্তস্বরে রোদন করিয়াও কিছুতেই তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না। শোকসন্তপ্ত অনুজীবি ও প্রজাগণকে কোন মতে সান্ত্বনা করিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতা ও দয়িতা সমভি-

ব্যাহারে হস্তিনা হইতে বিনির্গত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এক কুক্কুর তাঁহাদের পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিল। তখন নাগকন্যা উলূপী জাহ্নবীজলে প্রবিষ্ট এবং চিত্রাঙ্গদা মণিপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ঐ মহাপ্রস্থানসময়ে সর্ব্বাগ্রে যুধিষ্ঠির, তৎপরে ভীম, তদনন্তর অর্জ্জুন, তৎপশ্চাৎ নকুল ও সহদেব গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদের পশ্চাতে অলঙ্কারবর্জ্জিতা নূপুরনিক্কণবিহীনা, ভৈরবীর ন্যায় আলুলায়িতকেশা দ্রৌপদীদেবী এবং সর্ব্বপশ্চাৎ সেই কুক্কুর গমন করিতে লাগিল। কুলনারীগণ কেহ বা স্ব স্ব বাতায়ন, কেহ বা প্রাসাদশিখর ও কেহ কেহ বা প্রকাশ্য জনতাপূর্ণ রাজপথ হইতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব বনগমনঘটনা স্মরণপূর্ব্বক শোক করিতে লাগিল। এই সময়ে পাণ্ডবদিগের শ্মশ্রুরাজিবিরাজিত পরিশুষ্ক মুখমণ্ডল, ভস্মাবৃত অনল ও মেঘপটলসমাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

যাহা হউক, পাণ্ডবেরা এইরূপে অসংখ্য দেশ, নদী ও সাগরসমূহ উত্তীর্ণ হইয়া রক্তসাগরে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় অগ্নি আসিয়া ধনঞ্জয়ের নিকট গাণ্ডীব প্রার্থনা করিলেন। পুরুষদেহধারী অগ্নির বাক্যক্রমে পাণ্ডবেরা তথায় গাণ্ডিবধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় সলিলমধ্যে নিক্ষেপ করিলে, অগ্নি অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে গমনপূর্ব্বক লবণসমুদ্রের উত্তর তীর দিয়া দক্ষিণপশ্চিম দিকে গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া সাগরবারিনিমজ্জিত দ্বারকাপুরী দর্শনে ধরামণ্ডল প্রদক্ষিণ করিবার বাসনায় উত্তরাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। উপবাসনিরত যোগপরায়ণ পাণ্ডবেরা এইরূপে হিমগিরিতে উপস্থিত হইয়া উহাতে আরোহণ করিলেন, এবং তথা হইতে বালুকাময় সমুদ্র ও সুমেরুপর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। হিমালয় অতিক্রম করিবার নিমিত্ত তাঁহারা দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রমজনিত ক্লেশে দ্রৌপদী নিতান্ত কাতর ও যোগভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই সেই স্থানেই নিপতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তেদৃ তদ্দৃষ্টে ভীমসেন রাজাকে কহিলেন, রাজন্! রাজকুমারী দ্রৌপদী কি নিমিত্ত

এখানে নিপতিত ও গতাসু হইলেন? তিনি ত জীবিতাবস্থায় কোনরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠান করেন নাই, তবে কেন আপনার সহিত স্বর্লোক অবধি গমন করিতে সমর্থ হইলেন না? যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! দ্রৌপদী আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষায় অর্জ্জুনের প্রতি সমধিক পক্ষপাত করিতেন, আজি তাঁহাকে সেই পাপের ফলভোগ করিতে হইল। ধর্ম্ম এই কথা বলিয়া সমাহিত চিত্তে ভ্রাতৃগণের সহিত গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা আর দ্রৌপদীর প্রতি একবার দৃক্পাতও করিলেন না। অনন্তর সহদেব ধরাশায়ী হইলে, ভীম জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেব নিতান্ত নিরহঙ্কার ও মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া আমাদের শুশ্রূষাতৎপর ছিলেন, তবে কি কারণে তাঁহাকে আজি ভূতলশায়ী হইতে হইল? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, ভ্রাতঃ! সহদেব সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকেই সমধিক বিজ্ঞ জ্ঞান করিত, সেই হেতু তাহার আজি এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল। অনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিলে, নকুল ভ্রাতৃশোকে যোগভ্রষ্ট হইয়া ভূপতিত হইলেন, তখন ভীম তাঁহার ঐরূপ পতনের কারণ জানিবার জন্য রাজাকে জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি কহিলেন, বৎস! প্রিয়দর্শন নকুল আমাদের আজ্ঞাবহ থাকিয়াও মনে মনে স্বকীয় রূপাতিশয্যের গর্ব্ব ও আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অহঙ্কার করিত, আজি তাহার সেই পাপের সমুচিত প্রতিফল লাভ হইল। ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া পুনর্ব্বার গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথ মহাত্মা অর্জ্জুন জায়া ও ভ্রাতৃবিয়োগে কাতর হওয়াতে যোগভ্রষ্ট হইয়া ভূমে নিপতিত হইলেন। পার্থকে ধরাশয্যায় ধূল্যবলুণ্ঠিত ও শোকাক্রান্ত হইতে দেখিয়া ভীমসেন ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! যিনি পরিহাসক্রমেও কস্মিন্‌কালে মিথ্যবাক্য প্রয়োগ করেন নাই, আজি সেই মহামনা অর্জ্জুন কি পাপে এখানে তনুত্যাগ করিলেন? ধর্ম্ম কহিলেন, অর্জ্জুন সাতিশয় শৌর্য্যাভিমানী ও বলদর্পিত ছিলেন, তিনি অহঙ্কারে একদিনেই শত্রুসংহার করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্য্যে তাহা সফল করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ঐ মহাবীর মনে মনে সমুদায় বীরগণকে অবজ্ঞা করিতেন, সেজন্য

উহাঁকে আজি এই প্রতিফল ভোগ করিতে হইল। এ সংসারে যিনি যেরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে সেইরূপ ফলই ভোগ করিতে হয়। এক্ষণে তুমি আমার সহিত আইস, আর উহার প্রতি দৃক্‌পাত করিবার কোনও আবশ্যক নাই। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই বলিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়াই ভীমসেনও নিপতিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রাজাকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আজি কি পাপে আমার এই নিগ্রহ হইল, তাহা ব্যক্ত করুন। ধর্ম্ম কহিলেন, ভীম! তুমি আত্মসুখাভিলাষে অন্যকে ভক্ষ্যভোজ্য না দিয়া স্বয়ংই অপরিমিত পান ভোজন করিতে এবং তোমার অত্যন্ত বলগর্ব্ব ছিল, সেই জন্যই এখন তোমার এই দশা উপস্থিত হইল। যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ভীমকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। তখন কেবল সেই কুক্কুরমাত্র তাঁহার অনুগামী রহিল।

এইরূপে যুধিষ্ঠির আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে পর, দেবরাজ ইন্দ্র বিমানসহ তথায় সমুপস্থিত হইলেন এবং সেই বিমানারোহণে তাঁহাকে স্বর্লোকে যাইতে অনুজ্ঞা করিলেন; কিন্তু ভ্রাতা ও পত্নীবিহীন হইয়া যুধিষ্ঠির স্বর্গগমনে নিতান্ত অনিচ্ছাপ্রকাশ করাতে ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্! তোমার ভ্রাতৃগণ ও কান্তা ত পূর্ব্বেই স্বর্গে গমন করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি শোকবিরহিত হইয়া সশরীরে স্বচ্ছন্দে অমরভবনে গমন কর। তখন যুধিষ্ঠির নিজ অনুগত কুক্কুরকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু দেবরাজ তাহাতে সম্মত না হইয়া তাঁহাকে সে বিষয়ে প্রত্যাখ্যান করিলে, তিনিও আশ্রিত ও অনুরক্ত ভক্তকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সিদ্ধিপূর্ণ স্বর্গসুখ ভোগের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর দেবরাজ তাঁহাকে পুনর্ব্বার সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন যে, যখন তুমি স্বীয় ভার্য্যা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি মমতা পরিহার করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছ, তখন কি নিমিত্ত অস্পৃশ্য, ঘৃণিত ও ভদ্রজনপরিত্যজ্য এই কুক্কুরকে ত্যাগ করিতে পারিতেছ না? তাহাতে যুধিষ্ঠির কহিলেন যে, আমি পত্নী ও ভ্রাতাদিগকে জীবদ্দশায় কখনই পরিত্যাগ করি নাই, কিন্তু যখন তাঁহারা

লোকান্তরিত হইল, তখন আর তাহাদিগের সঙ্গ লাভের কোন উপায়ান্তর নাই জানিয়া আমি অগত্যা তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু দেবরাজ! এই কুক্কুর এখনও আমার অনুসরণ করিতেছে, অতএব আশ্রিত ও ভক্তকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা ও মিত্রদ্রোহ প্রভৃতির ন্যায় অধর্ম্মসঞ্চিত আত্মসুখ লাভে আমি কদাপি প্রয়াসী হইব না। এ অবস্থায় আমি আপনার সাযুজ্যলাভজনিত চিবানন্দ ভোগেরও ইচ্ছা করি না; অতএব যদি ইচ্ছা হয়, তবে এই কুক্কুরকেও আমার সহিত গমনার্থ অনুমতি দান করুন, নতুবা আমি এই স্থানেই অবস্থান করি।

এইরূপে যুধিষ্ঠিরের কথা সমাপ্ত হইলে, কুক্কুররূপী ছদ্মবেশী ধর্ম্ম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি ধর্ম্ম, তোমাকে পরীক্ষা করিতেছি। পূর্ব্বে দ্বৈতবনে তোমাকে আমি আর একবার পরীক্ষা করিয়া প্রীত হইয়াছিলাম। আমি বুঝিয়াছি যে, সর্ব্বজীবেই তোমার সমান দয়া। তুমি অতিশয় ধার্ম্মিক এবং সশরীরে স্বর্গবাস করা কেবল তোমারই উপযুক্ত, এক্ষণে আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি স্বর্গে গিয়া অনন্তকালব্যাপিনী অতুল সম্পদ্, পরমা সিদ্ধি, এবং অমরত্ব ও দেবেন্দ্রের স্বরূপত্ব লাভ করিয়া অক্ষয় সুখ উপভোগ কর। ধর্ম্ম এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে, যুধিষ্ঠির সুদিব্য বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক তেজঃদ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। তখন লোকতত্ত্ববেত্তা তাপসশ্রেষ্ঠ নারদ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে, পূর্ব্বে আর কোন রাজর্ষিই এই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই এবং পরেও আর এমন কেহই হইবেও না।

যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়াও স্বীয় আত্মীয়দিগকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন যে, আমার আত্মীয়েরা যেখানে আছে, আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল; তাহাদিগের বিরহে আমার এই সুখসমৃদ্ধি অভিলষিত বলিয়া বোধ হইতেছে না। এক্ষণে হয় তাহারা এই স্থানে আমায় সহিত মিলিত হউক, নতুবা তাহারা এখন যেখানে যে অবস্থায় অবস্থিত, আমাকেও সেখানে সেই অবস্থায়

রাখিয়া আইস। ইন্দ্র কহিলেন, মহারাজ! আপনি উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলে এই অক্ষয়লোক লাভ করিয়াছেন। ঐ দেখুন, এখানে সিদ্ধচারণগণ অবস্থিতি করিতেছেন। এখানে দুষ্কর্ম্মনিরত আপনার সেই আত্মীয়-গণের প্রবেশাধিকার নাই; অতএব আপনি অধুনা মানুষ ভাব পরিহার পূর্ব্বক আমাদের সহিত এখানে সুখে অবস্থান করুন।

মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বর্লোকে উপনীত হইয়া স্বীয় পরমশত্রু দুর্য্যোধনকে তথায় নানাভোগে ভোগবান্ ও মহাহর্ষে বিহার করিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর তিনি ঐ দৃশ্যে ক্রোধাবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া কহিতে লাগিলেন, অহো! ধিক্! এই কুরুকুলাঙ্গারের নিমিত্তই আমি অকারণে নির্ব্বাসিত ও আত্মীয়গণের সহিত ধরাতলে নানাক্লেশ ভোগ করিয়াছি; ইহারই জন্য পৃথিবী বীরশূন্য ও উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে। আমাদের আত্মীয়গণ কেবল ইহারই দুর্বৃত্ততা-নিবন্ধন নিহত হইয়াছে। এই দুষ্কর্ম্মান্বিত নরাধম রাজার আজ্ঞাক্রমে সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশাম্বর আকর্ষণ করা হইয়াছিল। এক্ষণে সেই দুর্ম্মতি পাপকারী দুর্য্যোধন এখানে এত সুখসমৃদ্ধি ভোগ করিতেছে, ইহা আমি চক্ষে দর্শন করিয়া কি প্রকারে সুখী হইব? যাহা হউক, আর আমার এখানে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মরাজ এইরূপে স্বকীয় মনোগত ভাব প্রকাশ করিলে পর নারদ কহিলেন, মহারাজ! এ স্বর্গ-লোক, এখানে রাগদ্বেষাদি কিছুই নাই; অতএব এখন আপনি মানব-জনোচিত ভাব পরিত্যাগ করুন। দুর্য্যোধনের প্রতি এখন আর আপনার হিংসাভাব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। উনি আপনার অনেক অনিষ্ট করিয়াও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালনহেতু এখানে সমাদৃত হইয়া স্বর্গ-সুখভোগ করিতেছেন; অতএব উনি বীরজনোচিত সদ্গতি লাভ করিয়া-ছেন জানিয়া আপনি ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক উহাঁর সহিত সুহৃদ্ভাবে সঙ্গত হউন; যে হেতু স্বর্গে বৈরভাব প্রকাশ করা সাতিশয় অনুপযুক্ত। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাত্মন্! যদি চিরকাল অশেষবিধ দুষ্কর্ম্ম করিয়াও দুর্য্যোধনের সনাতন বীরলোক লাভ হইল, তবে আমার আত্মীয়েরা যে কোন্ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি তাহাই দেখিতে বাসনা করি, এখানে থাকিতে আর আমার তিলার্দ্ধও প্রবৃত্তি হইতেছে না।

অনন্তর দেবরাজের আদেশে এক দূত আসিয়া তাঁহাকে তদীয় আত্মীয় প্রদর্শনের নিমিত্ত স্থানান্তরে লইয়া গেল। সেই স্থান প্রগাঢ় অন্ধকারময় ও দুর্গম। সেই অতি ভীষণ পথে পাপাত্মারাই সর্ব্বদা গতায়াত করিয়া থাকে। উহা পাপাত্মাদিগের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ এবং কবন্ধ ও প্রেতগণ মাংসরুধিরে প্রীত হইয়া তথায় নৃত্য করিতেছে। উহার চতুর্দ্দিকে প্রদীপ্ত হুতাশন প্রজ্জ্বলিত আছে। কৃমি, কীট, দংশ, মসক ও ভল্লুকাদিতে উহা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অয়োমুখ কাক ও গৃধ্রগণ সর্ব্বদাই তথায় পরিভ্রমণ করিতেছে। উহার চতুর্দ্দিকে লৌহকলসপূর্ণ তৈল ক্বথিত হওয়াতে, তদ্দ্বারা পাপাত্মারা বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। শোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠির এই স্থান দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় পথশ্রমে শ্রান্ত ও দুর্গন্ধে পরিক্লিষ্ট হইয়া স্থানান্তরে গমন করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে সহসা এইরূপ আর্ত্তনাদ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল যে, "হে ধর্ম্মনন্দন! আপনি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল এই স্থানে অবস্থান করুন। আপনার আগমনে এখানে সুগন্ধ পুণ্য সমীরণ প্রবাহিত হওয়াতে আমরা পরম সুখী হইয়াছি। আমরা বহুকালের পর আপনাকে দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইতেছি; অতএব আপনি ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে সুখী করুন। আপনার আগমনে আমাদিগের অনেক যন্ত্রণা দূর হইয়াছে।" পরম দয়ালু ধর্ম্মরাজ এইরূপ করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণে তথায় দণ্ডায়মান হইলেন; কিন্তু তখন তিনি পরিবেদনশীল সেই সকল ব্যক্তিদিগকে নয়নগোচর করিতে পান নাই, কেবল তাহাদের স্বরমাত্র শুনিতে পাইয়া কহিলেন, অহে! তোমরা কে? আর কেনই বা এখানে এরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছ?

যুধিষ্ঠির এইরূপ প্রশ্ন করিবামাত্র তাহারা এককালে চারিদিক হইতেই "আমি কর্ণ, আমি ভীম, আমি অর্জ্জুন," প্রভৃতি বাক্যে নিজ নিজ নামোচ্চারণ করিল। তচ্ছ্রবণে ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হায়! এ কি দৈববিড়ম্বনা! পাপাত্মা দুর্য্যোধন সুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইল, আর কি না আমার ধর্ম্মাত্মা আত্মীয়গণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করিয়াও নিরয়ে নিমগ্ন

রহিয়াছে। অহো ধিক্! দেবতাদিগকে ধিক্! ধর্ম্মকেও ধিক্! যুধিষ্ঠির এই বলিয়া দেবদূতকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, দূতবর! তুমি দেবলোকে প্রত্যাবৃত্ত হও, আমি আর তথায় গমন করিব না, আমি এখানেই আমার আত্মীয়গণের সহিত সুখে অবস্থান করিব। যুধিষ্ঠির এই বলিয়া দেবদূতকে বিদায় করিয়া স্বয়ং মুহূর্ত্তমাত্র তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে মহাতেজস্বী দেবগণ তথায় সমাগত হইলেন। দেবগণের সমাগমে সেই স্থল আলোকপূর্ণ হইল এবং তাহার চারিদিকে তখন পবিত্রগন্ধযুক্ত সুখস্পর্শ সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির ইতিপূর্ব্বে তথায় যে সকল নরক ও তাহাতে পাপিগণের যাতনা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিলেন, তখন সে সকল সহসা তিরোহিত হওয়াতে তথায় স্বর্গ ব্যতীত আর কিছুই পরিলক্ষিত হইল না। তখন যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে কেবল ইন্দ্রের সহিত মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারযুগলের সহিত বসুগণ এবং রুদ্র, সাধ্য, আদিত্য, তপঃসিদ্ধ দেবর্ষি ও অন্যান্য দেবতা এবং দিক্‌পাল সকল বিদ্যমান ছিলেন। অনন্তর ইন্দ্র, খিদ্যমান ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, মহারাজ! অতঃপর তুমি পরমগতি লাভ করিয়া সুখী হইলে; অতএব দুঃখ পরিহার কর, আর তোমার কোন চিন্তা নাই। মুহূর্ত্তমাত্র নরক দর্শন করিয়াছ বলিয়া দেবগণের প্রতি অপ্রীত হইও না। সকল রাজাকেই নরক দর্শন করিতে হয়; কারণ মনুষ্যমাত্রেই পাপপুণ্য এই দ্বিবিধ শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে। যাহার অল্প পাপ, সে অগ্রে নরক ভোগ করিয়া পরে সুকৃতিবলে মুক্ত হইয়া স্বর্গভোগ করে; আর যাহার অধিক পাপ, সে অগ্রে তাহার সামান্য পুণ্যফলে স্বর্গভোগ করিয়া পরিশেষে দুষ্কৃতির ফলে ঘোরতর নিরয়গামী হয়। তুমি পূর্ব্বে ছলপূর্ব্বক যুদ্ধকালে দ্রোণাচার্য্যকে "অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ" বলিয়া বঞ্চনা করিয়াছিলে, সেই পাপে অধুনা তোমাকে আমি এখানে ছলে নরক প্রদর্শন ও তোমার পত্নী ও ভ্রাতাদিগকেও সে নিমিত্ত ছলনাপূর্ব্বক নরকভোগ করাইলাম; এক্ষণে তুমি সেই সকলের সহিত মুক্ত হইয়া শ্রেয়োলাভ কর। তোমার অগ্রজ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর কর্ণও সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং কুরুক্ষেত্র-নিহত তোমার আত্মীয়গণ সকলেই এখন মুক্তিলাভ করিলেন। দেবরাজ এই বলিয়া

পূর্ব্বতন মহাকৃতি নরপতিবর্গের আবাসস্থল যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট লোক, রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্বগণে সেই স্থানে যাইতে আদেশ করিলেন। অনন্তর মূর্ত্তি-মান্ ধর্ম্ম আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, বৎস! আমি তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়াছি, তোমার ন্যায় মহাত্মা আর কেহই নাই। পূর্ব্বে দ্বৈতবনে আমি তোমাকে একবার পরীক্ষা করিয়া প্রীত হইয়াছিলাম, অনন্তর মহা-প্রস্থানসময়ে কুক্কুররূপে তোমাকে পরীক্ষা করিয়া তোমার ধর্ম্মপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা ও দয়াগুণে চমৎকৃত হইয়াছি। এক্ষণে এই তৃতীয়বারে নরকমধ্যেও আত্মীয়গণের প্রতি তোমার ব্যবহার দর্শনে আমি আরও প্রফুল্লিত হইলাম। তুমি যে নরক দর্শন করিয়াছ এবং তোমার আত্মীয়-গণ যে নরকভোগের যোগ্যপাত্র না হইয়াও যাহা ভোগ করিয়াছেন, উহা কেবল দেবরাজের মায়ামাত্র; প্রত্যুত কিছুই নহে। অতঃপর তুমি আর অণুমাত্র বিষাদিত না হইয়া অচিরে ত্রৈলোক্যপাবনী দেবনদী মন্দা-কিনীর পবিত্র জলে অবগাহন কর, তাহাতে এখনই মুক্তিলাভ করিবে।

যুধিষ্ঠির মন্দাকিনীজলে দেবগণের সহিত অবগাহন করিবামাত্র তাঁহার শোক, সন্তাপ ও বৈর প্রভৃতি মানুষভাব ও মানবদেহ একেবারেই তিরো-হিত হইল। তখন তিনি দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভ্রাতা ও কুরুক্ষেত্র-নিহত সমুদায় আত্মীয় এবং বাসুদেব, ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপুত্রগণ এবং নিজ পিতা ও মাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া সুখে অবস্থিতি করিতে লাগি-লেন। কথিত আছে যে, পূর্ব্বে ভূভারহরণের নিমিত্ত যে যে দেব, দেবী, যক্ষ, রক্ষ ও কিন্নরাদি মানুষদেহ ধারণপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে অংশে অব-তীর্ণ হইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এক্ষণে সেই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে স্ব স্ব মূলপ্রকৃতি প্রাপ্ত ও তাহাতেই বিলীন হইয়া সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সূত এই বলিয়া ঋষিগণকে কহিলেন যে, বৈশম্পায়ন মুনি রাজা জনমে-জয়কে যে ভারতোপাখ্যান কহিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। সাংখ্যযোগবেত্তা, অণিমাদি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, ধর্ম্ম-জ্ঞানবিশারদ, জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী ভগবান্ বাদরায়ণ মুনি ইহা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ব্যাসদেব জগতের হিতার্থে দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে ইহা

রচনা করেন। ইহার ফলশ্রুতিও অতিবিস্তারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভারত-বংশীয়দিগের চরিত্র ইহাতে কীর্ত্তিত বলিয়া ইহার নাম মহাভারত হইয়াছে। ইহাতে যাহা আছে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি নাই; কারণ ইহাতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গই বর্ণিত হইয়াছে। সমুদ্র ও হিমাচলের ন্যায় এই মহাভারতও রত্ননিধি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শান্ত ও সমাহিত চিত্তে ভারতকথা শ্রবণ করিলে, পুষ্করতীর্থ-জলে অভিষিক্ত হইবার আর আবশ্যক করে না। শান্তিকর্ম্ম, স্বস্তিবাচন ও শ্রাদ্ধকালে কিম্বা অন্য কোনপ্রকার মাঙ্গলিক ধর্ম্মানুষ্ঠানসময়ে এবং পর্ব্বে পর্ব্বে, প্রাতঃসন্ধ্যায় অথবা ইহার একতর যে কোন সময়েই হউক, এই গ্রন্থের আংশিক পাঠে বা শ্রবণেও অভিলষিত ফললাভ করা যায়। আদি, আস্তিক, সভা, আরণ্যক, অরণী, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা, ঐষিক, স্ত্রী, শান্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমিক, মৌসল, মহাপ্রস্থানিক এবং স্বর্গ, এই পর্ব্ব ও পর্ব্বাধ্যায় সকল পাঠের সময়ে বিশেষ দান ও ব্রহ্মতোষণ কথিত হইয়াছে। পরীক্ষিত-তনয় রাজা জনমেজয় মুনিবর বৈশম্পায়ন হইতে ভারতকথা শ্রবণপূর্ব্বক যজ্ঞের পরিশিষ্ট অবশ্যসম্পাদ্য কার্য্যকলাপ সমাধানন্তর সেই তক্ষশীলা হইতে হস্তিনারাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া স্থিরভাবে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

স্বর্গারোহণিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ।